CONTENTS

ıday the 30th March, 1992.

estions and Answers : **Pages**

Tuesday, the 31st March, 1992.

Wednesday, the 1st April 1992.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

MONDAY, THE 30th MARCH, 1992.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A.M. on Monday, the 30th March, 1992.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker, in the Chair, The Chief Minister, The Deputy Speaker, 11 Ministers and 45 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার — ১৪

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১১) ৮ম যোজনায় রাজ্যে রেলপথ সম্প্রসারনের জন্য কোন সংস্থান রয়েছে কি ?
২) থাকলে তা কি ? (৩) আগরতলা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারনের প্রস্তাব কার্য্যকারী করার জন্য কি কি ব্যাবস্থা নেয়া হয়েছে ?

-: উত্তর :-

১) না কোন সংস্থান নাই। (২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।
৩) আগরতলা পর্যান্ত রেলপথ সম্প্রাসারনের প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য বহুবার রেলমন্ত্রক যোজনা আয়োগ এবং উত্তর পুর্বাঞ্চল পর্ষদের নিকট প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে।

শ্রীগোপাল চ দাস (শালগড়া) :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তর শুনে খুব অবাক লাগল যে আমাদের এই হাউস থেকে বেশ কয়েকবার বিধানসভা থেকে বেসরকারী প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা সর্ব্বদলীয় ভাবে দিল্লীতে গিয়েছিলাম এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে এই রেলপথ এই অঞ্চলের জন্য খুবই জরুরী। তারপর এই জোট সরকার আসার পরও এই প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে, তার পরেও এই রাজ্যের রেল-সম্প্রসারন করার কোন ব্যাবস্থা নেওয়া হয়নি, এইটা কি এই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উপেক্ষা কি না। কারন এই রেল সম্প্রাসারনের অভাবে এই রাজ্যের শিল্প গড়ে উঠছে না এবং এই রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, রাজ্যের ইকনমি দিনে দিনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই রাজ্যের রেল সম্প্রাসারন না করার পেছনে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈমাত্রী সুলভ ব্যবহার কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) : - স্যার, আমি পরিস্কার বলেছি যে কোন সংস্থা রাখা হয়নি, তবে আগরতলা পর্যান্ত রেলপথ সম্প্রাসারনে করার প্রস্তাব বহুবার রেলমন্ত্রক যোজনা আয়োগ এবং উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল পর্ষদের কাছে প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে উক্ত লাইনের অসম্পাপ্ত জরিপের কাজ রাজ্য সরকারের বারংবার অনুরোধে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পুনরায় চালু করিতে নির্দ্দেশ দেন। উক্ত কাজ এখন অগ্রগতির পথে ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ পর্যান্ত ১৩০ কিলোমিটার পথের মধ্যে মাত্র ১৭ কিলোমিটার জরিপের কাজ শেষ হয়েছে উত্তরও পশ্চিম জেলার শাসকগন মুখ্য বনসংরক্ষন অধিকার ভূমি ও রাজস্ব অধিকারকে ইতি মধ্যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সবরকম সাহায্য সহায়তা করার জন্য যাতে এই জরিপের কাজ দ্রুত সম্পুন্ন করাযায়।

শ্রীঅনিল সরকার (প্রতাপগড়) :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এইযে ১৭ কিঃ মিঃ জরিপের কাজ যেটা হয়েছে, এইটা কবে থেকে শুরু হয়েছে এবং কত দিন লাগবে এই জরিপের কাজ শেষ করতে।

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে, পরে জবাব দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন যে জরিপের কাজ শেষ হয়েছে সেটাতো বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই শেষ হয়েছে এবং তখনই সার্ভের রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল। এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানাবেন কি না যে ৮ম যোজনায় এইটাকে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য রাজ্যের কোন প্রতিনিধি দিল্লীতে গিয়ে যোজনা কমিশনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলেন কিনা এবং এইটিকে অষ্টম যোজনায় অর্ন্তভুক্ত করার জন্য কি কি প্ল্যান দেওয়া হয়েছিল এবং এর স্বপক্ষে যেসমস্ত যুক্তি বা ডাটা বা তথ্য থাকা দরকার এইটা যথাযথভাবে প্লেস করে যোজনা কমিশনকে যথাযথভাবে বোঝাতে পেরেছিলেন কি না যে এইটাকে অর্ন্তভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরী বিশেষকরে এইটি একটি পশ্চাদপদ রাজ্য। এইখানে রয়েছে নানা ধরনের সমস্যা এবং রেল লাইন না থাকার জন্য এখানে উগ্রপন্থী সমস্যা বেড়ে গেছে। এসব বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে এনে কনভিন্স করার মত বক্তব্য দেওয়া হয়েছিল কি না?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী): মিঃ স্পীকার স্যার ত্রিপুরাতে আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারনের জন্য ফাইনাল লোকেশান এবং সার্ভের কাজ শুরু হয়েছে। এবং আমরা আশা করছি ১৯৯২ সালের মধ্যেই ফাইন্যাল লোকেশনের সার্ভের কাজ শেষ হয়ে যাবে। এবং এই কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারীর উত্তর — মাননীয় সদস্য জানেন যে ৮ম যোজনায় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখার জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্ল্যানিং কমিশনের এবং কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং আমরা প্রয়োজনীয় আশ্বাস পেয়েছি যে ৮ম যোজনায় ত্রিপুরায় আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানাবেন কি না এই আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারনের জন্য এখন পর্যন্ত কতবার সার্ভে করা হয়েছে? স্যার, এইটা অত্যন্ত লজ্জার কথা গত বিধানসভার নির্বাচনের আগে তদানিন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী আসাম রাইফেলস্ ময়দানে জনসভায় বলেছিলেন যে— 'তেজি সে রেল ত্রিপুরা মে আয়েগা'। তারপর বর্তমান বিধানসভার নির্বাচনের আগে এই ধরনের একটা স্ট্যাণ্ড দেওয়ার জন্য এই ধরনের বিভ্রান্তিকর এবং জনগণকে ভাওতা দেবার জন্য এইটা বলা হচ্ছে কিনা! কারন এইটা পার্লামেন্টও বলা হয়েছে ত্রিপুরাতে রেল লাইন সম্প্রসারন করতে প্রায় ২০০ কোটি টাকা লাগবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষকরে যখন সারা ভারতবর্ষ ঋণের

দায়ে ডুবে গেছে তখন এই ধরনের প্রতিশ্রুতি জনগণকে ধোকা দেবার জন্য বলা হয়েছে - তা জানাবে কি না ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য আবার বলছি যে ফাইন্যাল লোকেশনের সার্ভের কাজ শুরু হয়েছে। সার্ভে এবং ফাইনাল লোকেশনের জন্য সার্ভে এই দুটির মধ্যে প্রভেদ আছে ! এইটা মাননীয় সদস্য বুঝতে চেষ্টা করুন আমি বলেছি যে ফাইন্যাল লোকেশনের কাজ শুরু হয়েছে এবং ৮ম যোজনায় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখার জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং আমরা আশ্বাস পেয়েছি যে আগামী ৮ম যোজনায় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা হবে। স্যার, রেল লাইন আমরা আনব। রেল লাইনের জন্য কংগ্রেসই সংগ্রাম করেছে - আপনারা করেন নি, আপনাদের লজ্জা থাকা দরকার।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী বলেছেন যে একটা নির্বাচনী স্ট্যাণ্ড দেবার জন্য এই ধরনের কথা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন। কিন্তু এইখানে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদলবাবু জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই ধরনের প্রশ্ন এনেছেন কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ? এবং

রেল লাইনের কাজ যাতে দ্রুততর হয় সেই ব্যাপারে কংগ্রেস এবং টি ইউ জে এস সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই রেল লাইনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কি ধরনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা হচ্ছে বামফ্রন্ট বা সি পি এমের কালচার। ভাওতার রাজনীতি করার জন্য এটা করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার।

মিঃ স্পীকার :— এই প্রশ্নের উপর এটাই লাস্ট সাপ্লিমেন্টারী। আর সাপ্লিমেন্টারী দেওয়া যাবে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে সার্ভের কথা বলেছেন। কিন্তু যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটেই ধরা নেই বা পরিকল্পনাতে নেই তাহলে এখানে সার্ভে-টার্ভে করে লাভ কি ?

তানি টাকাটা আসবে কোথা থেকে? কাজেই রেল আপনারা চান না। ত্রিপুরা রাজ্যের সবশ্রেণীর জনসাধারণ রেল লাইনের জন্য আন্দোলন করছেন এবং এখনও করছেন। কিন্তু পরিকল্পনা সুপারিশ কমিশন মানতে রাজি না। এই রেল যাতে না আসে সেই জন্য আই এম এফ তথা বিশ্ব ব্যাংককে আপনারা সমর্থন করছেন। করেছেন কেন্দ্রীয় বাজেটকেও। কোন বরাদ্দ হয় নাই। টাকা আসে নাই। সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা করছেন। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করবেন কিনা?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার প্লেন ফাইন্যালাইজেসন হয় নাই। কাজেই মাননীয় সদস্যের কথা অনুসারে অর্থ বরাদ্দের প্রশ্নই উঠে না। তবে সরকারী স্তরে আলাপ আলোচনা চলছে। ফাইন্যাল লোকেশান সার্ভে-এর যে কথাটা এখানে বলা হয়েছে, সেটা আগে উনারা জানাতেনই না। এখানে বাদল বাবু প্রশ্নের উত্তরে কথাটি আসে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০।

— : প্রশ্ন : —

১। ১৯৭১ ইং হইতে অদ্য পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় কতসংখ্যক বাংলাদেশী ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং ২ কতজনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে ?

— : উত্তর : —

১ এবং ২. :- তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা (আশারামবাড়ী :— মিঃ স্পীকার স্যার, তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। এই শব্দটি একটি ধাপ্পা ছাড়া অন্য কিছু নয়। ধাপ্পা দেওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে এই কথা বলেছেন। স্যার, লক্ষ লক্ষ লোক রাজ্যে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করছে। প্রতিদিন বাংলাদেশী ঢুকছে। যারা ধরা পড়েছে তাদেরকে চিহ্নিত করে ক্যাম্প করে রাখা হবে কিনা? যেমন চকমা শরণার্থীদের রাখা হয়েছে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— কাজেই সেই দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে যেসমস্ত নাগরিক আছে প্রত্যেকে তার জন্য উদ্বিগ্ন কারণ অর্থনৈতিকভাবে ত্রিপুরাকে একধম শেষ করে দিয়েছে তারা। এখানে যেমসস্ত বাজেট করা হয় তা ত্রিপুরার লোক সংখ্যার অনুপাতে করা হয়। ত্রিপুরা বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু অনুপ্রবেশকারী যারা আসছে তাদের জন্য এই বাজেট ধরা হয় না

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলেছি যে, তথ্য সংগ্রহাধীন বলার পরও উনাকে সাপ্লিমেন্টারী করতে সুযোগ দেওয়ার অর্থটা আমি বুঝতে পারলাম না। আমি যেখানে বলেছি যে, তথ্য সংগ্রহাধীন আছে তার পরে উনি সাপ্লিমেন্টারী করেন কি করে? পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসী ওনারা মানবেন তো। এটা লজ্জাকর ব্যাপার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯।
শ্রীসুমিৎ দত্ত (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৮৯।

—: প্রশ্ন :—

১। বিলোনীয়া রেডিও স্টেশন থেকে উত্তর সোনাইছড়ি বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি কার্পেটিং করার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে কিনা,

২। যদি করা হয়ে থাকে তাহলে কবে নাগাদ উক্ত কাজ সম্পন্ন করা হবে?

—: উত্তর :—

১। না।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাস্তাটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অনেক দিন ধরে এই রাস্তাটা অবহেলিত। ঐ এলাকা জনগনের স্বার্থে অতি সত্বর ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রীসুরজিত দত্ত (মন্ত্রী) :—মাননীয় সদস্য মহোদয় জানালেন যা করনীয় তার জন্য পূর্তদপ্তর যথাশীঘ্র হাতে নেবে

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— (কুলাই) মাননীয় স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী পি, ডাব্লিউ, ডি, রাস্তাগুলি সম্পর্কে ত্রিপুরাতে এ, ডি. সি, এবং নন এ, ডি, সি, আছে এইগুলির মধ্যে কিছু এ, ডি, সির হাতে হেণ্ডওভার করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এ, ডি সির হাতে যেগুলি নয় অথচ রাজ্য সরকারের হাতে। এই রাস্তাগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন সময় কনফিউশন হয়ে থাকে। এক একটি রাস্তা সম্পর্কে এ, ডি, সি, রিপোর্ট দিতে পারেনা এবং রাজ্য সরকারের যেসমস্ত অফিসার আছেন তাদের কাছেও ঠিক ঠিক মত কাগজপত্রে রেকর্ড থাকে না। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খতিয়ে দেখবেন কিনা? কারন অত্যন্ত জরুরী বিভিন্ন ব্লকে আলোচনার সময় যেসমস্ত ব্লক লেভেল এবং সুপারিন্টেনডিং ইঞ্জিনীয়ার বা ইঞ্জিনীয়ার লেভেল এই সমস্ত ব্লক মিটিংয়ের ঠিক ঠিক পূর্বাভিকরন বলতে পারে না। যার ফলে বিভিন্ন গ্রামঅঞ্চলে পি, ডাব্লিউ ডি, রাস্তা এ, ডি, সির নিজের এবং এ, ডি, সির বাইরের কাগজগুলির কারণে কিছু অসুবিধা হচ্ছে সরকারী ভাবে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর জানা আছে কিনা, এবং এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীসুরজিত দত্ত (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল যে প্রশ্ন করেছেন এটা এই প্রশ্নের মধ্যে নেই তবু উনি যখন জনগনের জন্য বলেছেন তার জন্য জনগনের জন্য বলেছেন তার জন্য জনগণের সুবিধার্থে সমস্ত কাজ খুব তাড়াতাড়ি পূর্তদপ্তর ত্বরান্বিত করবে।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই তথ্য জানাবেন কিনা যে, আসাম আগরতলা রোড থেকে জিরানীয়া ব্লকটিলা পর্যন্ত রাস্তাটি দীর্ঘদিন অকেজো অবস্থায় আছে। যেহেতু এই রাস্তাটি দিয়ে হাসপাতাল, থানা, পশু চিকিৎসালয়, ব্লক ও পোষ্ট অফিস সমস্ত অফিস কাছারীতে যেতে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত হয় লোকজনের, সেটা জরুরী ভিত্তিতে করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীসুরজিত দত্ত (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটা আমার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৮৯ এর মধ্যে নেই। তবুও মাননীয় সদস্য দীপক নাগ মহোদয় বলেছেন জনগণের সেবা করার জন্য। তাই জনগনের স্বার্থে এই কাজ করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, যে সমস্ত কাজ অসমাপ্ত রয়েছে অম্পি, মোহনপুর এবং মধু সাধী সেই কাজগুলি কবে নাগাত শেষ হবে বলে আশা করা যায়। এবং মধু সাধী রোডটা স্যাংসান হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কাজ আরম্ভ হয় নাই তার কারন কি?

শ্রীসুরজিত দত্ত (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কংগ্রেস ও টি ইউ জে এস বিধায়করা বা মন্ত্রীরা জনগণের সেবা করে থাকেন, তাই তারা জনগণের স্বার্থে প্রশ্ন করে থাকেন। আমি এটা ক্ষতিয়ে দেখব। তবে এই প্রশ্নের মধ্যে এটা নেই। আলেদা ভাবে প্রশ্ন করলে নিশ্চই তার জবাব আমি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অঞ্জু মগ।

শ্রীঅঞ্জু মগ (মন্ত্রু) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্ট্যাডার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার — ১৪০।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্ট্যাডার্ড কোশ্চেয়ান নাম্বার — ১৪০।

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১। ইহা কি সত্য যে সাব্রুম সাব-ডিভিশান থেকে এফ সি (ফ্লাড কন্ট্রোল) অফিস তুলে নেওয়া হয়েছে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তার কারন কি?

— ঃ উত্তর ঃ—

১ না, ইহা সত্য নহে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরে ২ নং প্রশ্ন এর উত্তর আসে না

শ্রীঅঞ্জু মগ :—(মন্ত্রু) সাপ্লিমেন্টারি স্যার, আমার সাব্রুম মহকুমায় আগেছিল এম আই এফ সি কিন্তু ১৯৯১ সালে এফ সি কে তুলে নেওয়া হল, তার কারন মাননীয় মন্ত্রী জানবেন কি?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আগে মাইনর ইরিগেশান এবং ফ্লাড কন্ট্রোল একই সারকেলে কাজ হত বর্তমানে কাজের পরিধি বৃদ্ধি হওয়ার পর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট কে আলেদা করা হয়েছে। এবং পৃথক ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট সার্কেলের অধিনে আনা

হয়েছে। এই সারকেলের অধিনে দুইটি ডিভিশন আছে। একটি হল ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট নং ১ আগারতলা, আরেকটি হল ডিভিশন নং ২ কৈলাশহর। পশ্চিম এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট নং ১ এর অধিনে। এই ডিভিশনের অধিনে বর্তমানে ফ্লাড ডিভিশন, সাব ডিবিশন নং ৪, আগরতলা। এবং সাব ডিভিশন ম্যানেজমেন্ট নং ৫ খোয়াই, সাব ডিভিশন ম্যানেজমেনট নং ৬ উদয়পুর, এবং সাব ডিভিশন নং ৭ বিলোনিয়াতে আছে এছাড়া সাব্রুম, অমরপুর এবং সোনামুড়াতে এই ডিভিশনের অধিনে তিন জন এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পদ গুলিতে খুব তাড়াতাড়িই নিয়োগ করা হবে। অতএব ঐ ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট অফিসটা তোলে আনা হয় নাই। এটা বিলোনিয়ায় যে সাব ডিভিশন নং ৭ আছে তার অধিনে একজন এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার ওখানে যাবে এবং এই পদ খুব তাড়াতাড়ি পূরণ করা হবে।

শ্রীঅঞ্জু মগ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এখানে আপনি বললেন দুইটা এম আই এফ সি যাকে বললে মাইনর ইরিগেশান এণ্ড ফ্লাড কন্ট্রোল এক সাথে ছিল, এটাকে দুইটি ভাগ করা হয়েছে, তবে এখানে একটা সাব ডিভিশান দেওয়া হবে কিনা?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যায় ফ্লাড কন্ট্রোল আলাদা করা হয়েছে এর সঙ্গে সঙ্গে সাব ডিভিশান খোলা সম্ভব না। আর কাজের বহর এত নয় যে স্বতন্ত্র একটি সাব ডিভিশান খুলতে হবে। পরবর্তী সময় যখন কাজের বহর টা বাড়বে তখন দেখা যাবে।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানবেন সাব্রুম মহকুমায় অনেক বন্যা কবলিত অঞ্চল আছে এবং এই মহকুমার উপর দিয়ে বড় বড় নদী বয়ে গেছে ঐ এলাকার কথা চিন্তা করে একজন এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে সাব ডিবিশান খুলার ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি, মাইনর ইরিগেশান এবং ফ্লাড কন্ট্রোল এক জায়গায় থাকাতে সেখানে একটি অফিস ছিল কিন্তু ফ্লাড কন্ট্রোল একক ভাবে সাবডিভিশান খোলার মত অবস্থা হয়নি। ভবিষ্যতে যদি কাজের পরিধি বাড়ে আরও আর্থিক বরাদ্দ বাড়বে তখন এই কথাটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীঅঞ্জু মগ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এলাকার স্বার্থে এবং যে সমস্ত জায়গা ফ্লাডে এফেক্ট সেই জন্য ছোট একটা ইঞ্জিনীয়ারিং ব্রাঞ্চ খুলবেন কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুরজিত দত্ত (মন্ত্রী):— এটা আগে পরের কোন কথা নয়, কথা হচ্ছে যে বেকারদের চাকুরীর নিযুক্ত পত্র দেওয়া হয়েছে। কাজেই রেকর্ডমেইলের কোন প্রশ্ন উঠছে না।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এম্‌প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ বলে রাজ্য সরকারের একটা সংস্থা আছে এবং নিয়মনীতি অনুযায়ী এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নাম জানতে হবে। কারণ সিনিয়রিটি এবং অন্যান্য তথ্য জানতে হয়। কিছুই করা হয়নি। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ না করেই, কোন রকম ইন্টারভিউ না নিয়েই এবং সমস্ত সরকারী নিয়ম লঙ্ঘন করে এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুরজিত দত্ত (মন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী আমার চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ, অনেক বেশী শিক্ষিত, লেখাপড়া উনি আমার চেয়ে বেশী করেছেন কিন্তু জন্মের পর থেকে মা বাবা একটা জিনিস আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে কোথা থেকে কি করতে হবে, কোথায় নাম জানতে হবে। সরকারী সমস্ত নীয়ম নীতি মেনেই চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

মিঃ— ডেপুটি স্পীকার :– শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং।

শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ১৬৬, ট্রেনসপোর্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) :– মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং – ১৬৬।

—: প্রশ্ন :—

(১) শান্তির বাজারে প্রস্তাবিত টি আর টি সি স্টাশন অফিসটি কবে নাগাদ তৈরী হবে বলে আশা করা যায়?

(২) দুই বছর আগে প্রয়োজনীয় জায়গা পাওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত উক্ত অফিস ঘর তৈরী না হওয়ার কারণ?

—: উত্তর :—

(১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে কোন পরিকল্পনা নাই।

(২) আর্থিক অপ্রতুলাতার কারনে উক্ত জায়গাতে প্রয়োজনীয় ঘর তৈরী হয় নাই।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং — সাপ্লিমেনটারী স্যার আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য বা ইনএফিসিয়েন্সির জন্য হউক এই টি আর টি সির ঘর তৈরী করার নামে ১০/২০টি দোকান ঘর উচ্ছেদ করা হয়েছিল। এখন

একজনের অফার ২০, ১১, ৯১, ১৮ জনের অফার ৬, ১২, ৯১, ১৬ জনের ৭, ১২, ৯১ এবং ২ জনের অফার ২৪, ২, ৯২ তারিখে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা :— এই যে ৪৭ জনকে নিযুক্তি পত্র দেওয়া হয়েছে, সেই নিযুক্তি পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে ১০০ পয়েন্ট রোস্টার মানা হয়েছে কিনা এবং মানা হয়ে থাকলে তার মধ্যে কতজন এস, টি এবং কতজন এস, সি আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবে কি ?

সুরজিত দত্ত (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ, ১০০ পয়েন্ট রোস্টার মানা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১ জন এস, টি, ৪১ জন এস, সি এবং ১ জন সাধারণ।

শ্রীচিত্ত রঞ্জন সাহা : এর মধ্যে কতজনকে রেগুলার এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, আর, কতজনকে ফিক্সড-পেতে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুরজিত দত্ত :— (মন্ত্রী) স্যার, সবগুলিকেই রেগুলার এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে ১৯/২/৯২ থেকে ২৬, ২, ৯২ পর্য্যন্ত সবগুলি দপ্তরই মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর হাতে ছিল, তখনও দপ্তর বণ্ঠন হয় নাই, এবং দপ্তর বণ্ঠনের আগেই এই নিযুক্তি পত্র দেওয়া হয়েছে ব্লেক মেইল করে, যার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে একটা সার্কুলার জারী করতে হয়েছে যে ২৬, ২, ৯২ এর পর আর কোন নিযুক্তি পত্র দেওয়া যাবে না ?

শ্রীসুরজিত দত্ত (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য গোপাল দাস মহোদয় এই নিযুক্তি পত্রগুলি ব্লেক মেইল করে দেওয়া হয়েছে, একথা বলে আমাদের কংগ্রেস আর টি, ইউ, জে এস মন্ত্রীসভার মধ্যে একটা ঝগড়া বাঁধাতে চাইছেন। এটা একটা সুরসুরি দেওয়া, এটা কোন সাপ্লিমেন্টারী হতে পারে না, তাহা আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি দপ্তর পাওয়ার আগে কিছু এবং পরে কিছু নিযুক্ত পত্র দেওয়া হয়েছে, সেজন্য কি মাননীয় সদস্য বলেছেন এটা ব্লেক মেইল করে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলছি যে সেখানে একজন এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগ হবেন এবং আমি কথা দিচ্ছি যে সাব্রুমে যে সমস্ত বন্যা নিয়ন্ত্রনের কাজের দরকার হবে সেই কাজের কোন অসুবিধা হবে না এবং বিলোনিয়াতে সাব ডিভিশান আছে তার অধিনে এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার থাকবে। কাজেই সে, একাজই কাজের মধ্যে অসুবিধা দেখা দেবে না।

শ্রীসুনিল চন্দ্র দাস ফটীকরায়) :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা জানবেন কি যে এখানে গোবিন্দ মঠ একটি উল্লেখ যোগ্য মাঠ যে মাঠটা আগে প্রত্যেক বছর এফেকটেড হত। বামফ্রন্ট আসার পরে সেখানে বাধ দিয়ে প্রটেকশান দেওয়া হল। কিন্তু সেখানে যদি বিং ওয়াচ না রাখা যায় তাহা হলে যে কোন সময় ভেঙ্গে গিয়ে ৫ হাজার কানি জমি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কাজেই সেই জন্যই দরকার। এছাড়া তো অন্যান্য জায়গা ফ্লাড এফেক্‌টেট জায়গা আছে। সে গুলির মধ্যে তো এখানে স্কীম করা হয়নি। সেগুলিতে স্কীম করা উচিত। কাজেই অবিলম্বে সেখানে ফ্লাড কন্ট্রোল অফিসটা হবে কিনা?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে সমস্ত প্রশ্ন তুলেছেন আমি বলেছি প্রয়োজনীয় কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে, এবং যেটুকু কাজ হাতে নেওয়া আছে সেগুলি করতে কোন রকমের অসুবিধা হবে না এবং প্রয়োজনীয় কাজের ব্যবস্থা হচ্ছে।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা (রাধাকিশোরপুর) :— স্ট্যাড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১৫৯।

শ্রীসুরজিৎ দত্ত (মন্ত্রী) :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১৫৯।

—: প্রশ্ন :—

১। ১৯, ২ ৯২ ইং তারিখ থেকে ১৫, ৩, ৯২ ইং তারিখের মধ্যে পূর্ত দপ্তরে কয়জন বেকার নিযুক্তি পত্র পেয়েছেন এবং তার মধ্যে কয়জন চাকুরীতে যোগ দিয়েয়েছেন?

—: উত্তর :—

১। ১৯, ২. ৯২ থেকে ১৫, ৩, ৯২ ইং তারিখ পর্যান্ত মোট ৪৭ জন বেকারকে নিযুক্তি পত্র দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মধ্যে এই পর্য্যন্ত ৩৪ জন চাকুরীতে যোগ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে

তারা নিরাশ্রয়। যদি এই ঘরটি এখন তৈরী না হয় তাহলে তাঁদেরকে পুনরায় দোকান করার অনুমতি দিবেন কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন তখন আমরা সেটা তদন্ত করে নিশ্চই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করব।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ ঃ – সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার মোহনপুর একজন লোক জনসাধারণের কল্যাণের কথা চিন্তা করে পাঁচ কাণি সম্পত্তি টি আর টি সিকে দান করেছিল। কিন্তু টি আর টি সি সেখানে কিছুই করেনি। ভদ্রলোক এখন গৃহ হারা। যদি টি আর টি সি কিছু না করে তাহলে এ জায়গা ভদ্রলোককে ফেরত দেওয়া হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীমতিলাল সাহা :– (মন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার স্যার এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবু আমি বলছি এই ব্যাপারটা তদন্ত করে সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রীদীপক নাগ (বড়জলা) ঃ – সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জিরানীয়া বক থেকে চম্পকনগর পর্যন্ত টাউন বাস সার্ভিস চলতো বর্তমানে একটা মাত্র চলে। কাজেই সেই রাস্তায় প্রয়োজনীয় বাস চলাচলের ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা :(মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার এইটা আলাদা প্রশ্ন। আমরা তদন্ত করে দেখেছি সঠিকভাবে এক নং টাউন বাস নিয়মিত চলাচল করছে না। এটা সত্য। টি আর টি সির কোন পরিকল্পনা নেই।

শ্রীরতন লাল ঘোষ :— স্যার, এক নাম্বার রুটে একটি কি ২টি বাস সারাদিনে চালু আছে। এটা একটি সাংঘাতিক প্রবলেমের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশেষ করে চম্পকনগর থেকে আগরতলা পর্যন্ত নিত্যযাত্রীদের ক্ষেত্রে। এটা একটা লাইফ রোড। আমি সেখানকার কলেজ যাত্রীদের কথা বিবেচনা করে দেখার জন্য, স্কুল যাত্রীদের কথা বিবেচনা করে দেখার জন্য, অফিস যাত্রীদের কথা বিবেচনা করে দেখার জন্য অনুরোধ করব। সাথে সাথে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এ অনুরোধ রাখব, টাউন বাস কম থাকার কারণে সকাল এবং বিকেলে কম পক্ষে টি আর টি সি এর ৬টি গাড়ী এই লাইনে দৈনিক চালু করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তা সঠিক আমি একথা আগেও বলেছি। মাননীয় সদস্য দীপক নাগ এ ব্যাপারে কিছু দিন আগে আমার সঙ্গে আলাপ করেছেন। এই আলাপের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বাস সিণ্ডিকেটের মালিকদের সঙ্গে (যারা এ রোডে গাড়ী চালায়) আলাপ করেছি। তাঁরা আমাকে বলেছে, তাদের গাড়ী বেশ কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সেগুলি মেরামত করে তারা পুনরায় এই রোডে গাড়ী চালাবে আগের মত। আর টি আর টি সি সম্পর্কে মাননীয় সদস্য এখানে যা বললেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি, আমি আগেই বলেছি, আমাদের টি আর টি সিতে এখন যে পরিমান গাড়ী আছে তাতে অতিরিক্ত বাস কোথাও চালু করতে পারব না।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, সিমনা রোডে যে সমস্ত গাড়ী চলাচল করে সেগুলি রাত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাখা হয়? যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর এ সংবাদ জানা থাকে, তবে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা?

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য এখানে যা বলেছেন তা তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং —১৭৯।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং -১৭৯।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং — ১৭৯।

—: প্রশ্ন :—

১। ১৯৯১-৯২ বৎসর কোন্ ব্লকে কত সংখ্যায় মরশুমি বাঁধ দিয়ে কত পরিমাণ একর জমিতে জল সেচ করা হয়েছে?

—: উত্তর :—

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদিও উনার উত্তরে তথ্য সংগ্রহাধীনের কথা বলেছেন তবু আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে একটি কথা বলছি। আমরা বিভিন্ন ব্লকে দেখেছি মেলাঘর ব্লকের কথাই বলছি। সেখানে ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছর শেষ হতে চলেছে কিন্তু এখন পর্যান্ত একটিও মরশুমি বাঁধ দেওয়া হয়নি। এতে বুরো ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। বি ডি ও এর কাছে এ ব্যাপারে এলাকাবাসী জানতে গিয়েছিল। বি ডি ও সাহেব জানালেন, কোন টাকা পয়সা দেওয়া হয়নি তাই কাজ শুরু হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী):— স্যার মরশুমী বাঁধের কাজ জেলা শাসক এবং বি ডি ও দের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। আই এফ সি প্রতি বছর জেলা শাসক এবং এ ডি সিকে প্রতি বছর ফাণ্ড দিয়ে থাকে। ১৯৯০-৯১ ইং সালে প্রতি জেলায় ৩ লক্ষ টাকা করে তিন জেলায় ৯ লক্ষ টাকা এবং এ ডি সিকে ৬ লক্ষ টাকা এবং এ ডি সিকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। কোথায় কোথায় মরশুমী বাঁধ দেওয়া হয়েছে এবং কি পরিমান জল সেচ ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই তথ্য এখনও জেলা শাসক এবং এ ডি সি থেকে পাওয়া যায় নি। পরিকল্পনা কমিশন এখন মরশুমী বাঁধ জওহর রোজগার যোজনার মাধ্যমে করানোর জন্য বলেছেন এবং আগামী বছর থেকে এই খাতে আই এফ সিকে কোন বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। কাজেই মাননীয় সদস্য মহোদয় যেটা বলেছেন যে বাঁধ দেওয়া হয়নি এটা ঠিক নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনপুর ব্লকে গিয়ে আমি গিয়ে দেখেছি, মেলাঘর ব্লকের কথাও আমি এখানে উল্লেখ করেছি। আমি এই আগরতলা শহরের পাশে জিরানীয়া ব্লকের কথাই বলছি, সেখানে গিয়ে দেখুন কি অবস্থা। কাজেই এখানে টাকা দেওয়া হয়েছে বলে যে কথা বলা হচ্ছে সে টাকা গুলি গেল কোথায়, সবই লুট পাট কমিটির হাতে চলে গেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে বলেছি যে এই বার তিন জেলার জন্য জেলা শাসকদের হাতে ২ লক্ষ করে ৬ লক্ষ টাকা এবং এ ডি সিকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। তবে এটা ঠিক যে প্রয়োজনের তুলনায় এই টাকা যথেষ্ট নয়। আর্থিক সংকটের জন্য বিভিন্ন জায়গায় মরশুমী বাঁধগুলি এতটা নেওয়া সম্ভব হয়নি। প্ল্যানিং কমিশন বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বলেছেন জওহর রোজগার যোজনার মাধ্যমে এই সব কাজগুলি করানোর জন্য। আমি আশা করছি ব্লকগুলি থেকে জওহর রোজগার যোজনার মাধ্যমে এই সব কাজগুলি করানো হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে সাইক্লোন রিলিফের জন্য তিন জেলায় জেলা শাসকদের হাতে ৬ লক্ষ টাকা এবং এ ডি সিকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই টাকা গুলি আজ পর্যন্ত ব্লক গুলিতে পৌঁছেছে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার মনে হয় নিশ্চয়ই এই টাকা গুলি জেলা শাসকদের মাধ্যমে বি ডি ওদের হাতে গিয়ে পৌঁছেছে। তবে ব্লক গুলিতে যে টাকার প্রয়োজন তার তুলনায় এই টাকা যথেষ্ট না। কিন্তু এটাই একমাত্র ফাণ্ড না, জওহর রোজগার যোজনার মাধ্যমে ব্লক গুলি থেকে মরশুমী বাঁধের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ডি এম এর ফাণ্ড যেতে হয়তো দেরী হতে পারে, কিন্তু ব্লক গুলিতে এই খাতে টাকা ঘাটতি থাকার কথা নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, স্যার কেন্দ্রীয় সরকার জওহর রোজগার যোজনার টাকা সাংঘাতিক ভাবে কমিয়ে দিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যসরকারের হাতে জওহর রোজগার যোজনার বারদ্দ কমেছে এবং সেই টাকা দিয়ে মাত্র ১০/১১ পার্সেন্ট জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তথাপি সেটা এশুয়রড না। রাজ্য কৃষি উন্নতি সম্পূর্ণ ভাবে বিপর্যস্ত। কোন রকম সেচের প্রকল্প নেই। স্যার, আমি নিজে জানি গ্রামের কৃষকরা নিজেরা টাকা কালেকশান করে বিভিন্ন জায়গায় তারা বাঁধ তৈরী করেছে। মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু মরশুমী বাঁধ তৈরী করেছে এই ভরসা করে যে সরকারের কাছ থেকে তারা টাকা পাবে।

মৌসুমী বাঁধগুলি এখন নষ্ট হওয়ার পথে। তার জন্য সে রকম ব্যবস্থা করা দরকার। কোন ব্যবস্থা নেই, একটা ব্লকেও নেই। অধিকাংশ ব্লকে প্রায় প্রত্যেকটি ব্লকে, আমি অধিকাংশ ব্লকের কথা বলেছি। ২/৪ টা নামও বলেছি। সাংঘাতিক উদ্বেগজনক কৃষকদের এই যে উদ্বেগ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের ঋণ দেবার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি কি বলতে চান।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের অভিযোগ পুরাপুরি সত্য নয়। জল সেচের জন্য মৌসুমী বাঁধই একমাত্র রাস্তা নয়। এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র আইটেম। মেজর হচ্ছে মিডিয়াম ইরিগেশান, ইরিগেশান, লিফটিং বা ডাইভারশ্যান অথবা ডিপ টিউব-ওয়েল অথবা এখন যেটা ফ্লো ইরিগেশ্যান করা হয়েছে এইগুলি হচ্ছে মূল এই রাজ্যের জল সেচের কর্মসূচী। এতএব এইগুলিতে কোনরকম ঘাটতি দেখা দেবে না বরং এগুলিতে বারদ্দ

বেড়ে গেছে। প্ল্যানিং কমিশন নানা কারনে এই মৌশুমী বাঁধ দিতে আর উৎসাহী নন। এটা আলাদা টেকনিক্যাল ব্যাপার। ওদের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে মাইনর ইরিগেশ্যান বা দপ্তরের হাতে এই ব্যাপারে কোন টাকা দেবেন না। এটা জাতীয় স্তরের নীতি। যেটা উনি বলেছেন আমাদের ইরিগেশ্যানের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে এই বছর আমরা ট্রাইবেল এরিয়াতে একটা স্কীম নিয়েছি। আমি খতিয়ে দেখেছি গত কয়েক বছরে ট্রাইবেল এলাকায় বড় রকম উল্লেখ যোগ্য কোন স্কীম নেওয়া হয়নি। প্রথম আমি এসে নিলাম রাজকান্দে ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, করমছড়ায় বাঁধ হবে সেখানে প্রাথমিক ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সোনাইয়ের জন্য ২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং ময়লাছড়ার জন্য ২২ লক্ষ টাকা এই বছর আমরা বরাদ্দ করেছি। কাজেই গ্রামাঞ্চলে কৃষি ক্ষেত্রে জল সেচের ব্যবস্থা কম হচ্ছে বা দুর্বলতা আছে এটা ঠিক নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ –মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৩৯।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৯।

—ঃ প্রশ্ন :—

১। বহিঃরাজ্যে বিদ্যুৎ পর্ষদগুলি বিদ্যুতের বকেয়া বাবদ রাজ্য সরকারের কাছে ১৫ই মার্চ ৯২ ইং পর্য্যন্ত কত টাকা পাওনা আছে, এবং

২। বহিঃরাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

—ঃ উত্তর :—

১। বহিঃরাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির বিদ্যুতের বকেয়া বাবদ ত্রিপুরা সরকারের কাছে ১৫ই মার্চ ১৯৯২ইং পর্যান্ত মোট ১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা পাওনা আছে।

২। বহিঃরাজ্যে থেকে বিদ্যুৎ আমদানীকৃত বিদ্যুৎ আমদানী বিল নিয়মিত ভাবেই মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতএব উক্ত বিষয়ে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেবার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা বকেয়া আছে বললেন তা এই টাকাটা তাদের কোন কোন বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছে বকেয়া আছে এবং আমরা কার কার কাছ থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে থাকি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী):— তিনি প্রশ্ন করেছেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎ পর্ষদ একটাই আছে আসাম স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, তার কাছেই আমাদের ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা বকেয়া আছে। স্যার, বিদ্যুতের দাম একমাত্র আমরাই রেগুলার পেমেন্ট করি। এই সরকার যখন আসে আমার মনে আছে ২৭ কোটি টাকা আমাদের আসাম বিদ্যুৎ পর্ষদকে বকেয়া দিতে হয়েছে। তারপর আর বকেয়া দিতে হয়নি। স্যার, অন্যান্য রাজ্যের কোটি কোটি টাকা বকেয়া থাকে, আমাদের থাকে না, আর এই জন্য তারা আমাদের বলে পেমেন্ট গুড মাষ্টার. আমরা এই রকম বকেয়া রাখি না আমরা প্রতি মাসে মাসে বা কয়েক মাস পর পর সমস্ত পাওনাটা মিটিয়ে দিয়ে থাকি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, এখানে আমার একটা বক্তব্য আছে, আজকের সান্দন পত্রিকায় একটা খবর বেরিয়েছে এবং এইটা অত্যান্ত উদ্বেগজনক এইটা গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। আমাদের যারা মন্ত্রী বিধায়ক যারা তাদের যারা সাদা পোষাকের পুলিশ আছে তাদের শতকরা ৮০ ভাগ যন্ত্রপাতি অচল। স্যার, এর আগে আমরা যারা বিধায়করা আছি আমাদের সমস্ত হাউসব্যাক তুলে নেওয়া হয়েছে এবং সুধীর মজুমদার যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন পরিকল্পিতভাবে বিধায়কদের খুন করার জন্য বিশেষ করে বিরোধী যারা তাদের বাড়ীর কাছ থেকে হাউসব্যাক তুলে নিয়েছেন, এখন তাদের যন্ত্রপাতি সব অচল। স্যার, এতে কংগ্রেসী যারা গুণ্ডা, মস্তান তাদের হাতে আমাদের জীবন এবং খুন করার জন্য অত্যান্ত পরিকল্পিতভাবে এই ষড়যন্ত্রের কথা এখানে সান্দন পত্রিকায় তারা তুলে ধরেছেন এই জন্য আমি সান্দন পত্রিকাকে অভিনন্দন জানাই এবং এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছ কাছ থেকে আমরা এইটা সম্পর্কে বিবৃতি দাবী করছি আমরা যারা বিধায়ক আছি এবং তাদের যারা সাদা পোষাকের পুলিশরা আছেন তাদের যে সমস্ত যন্ত্রপাতি যেগুলি অচল হয়ে আছে, 'আমাদের জীবন যেখানে বিপন্ন হওয়ার পথে, একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র যেখানে চলছে. এইটা সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছ একটা বিবৃতি আমরা দাবী করছি।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যার, আমার কাছে যতটুকু খবর আছে তাদের যন্ত্রপাতি সহ তাদের কাছে আমার সাদা পোষাকের যে সমস্ত পুলিশ আছে তাদের সবারই যন্ত্রপাতি ঠিক আছে, কোনটাই অচল না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : এইটার উপর পরবর্তী সময়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ দিতে

পারেন। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (★) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXYRES— "A" & "B"

REFERENCE PERIOD

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট হইতে, নোটিশটির পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ওনার বিষয়টি সভায় উল্লেখ করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— (ঋষ্যমুখ) মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— স্যার, আমার রেফারেন্স নোটিশ হলো—। গত ২৮শে মার্চ, ১৯৯২ইং দৈনিক সংবাদ 'পত্রিকায়— ' প্রচণ্ড দাব-দাহে গ্রাম ত্রিপুরা জ্বলছে, অরণ্য বন্দরে পানীয় জলের তীব্র হাহাকার, আন্ত্রিকের প্রাদুর্ভাব: সরকার ঠুঁটো জগন্নাথ' — এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে'।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি তিনি এক্ষনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ১/৪/৯২ ইং তারিখে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি আজ নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর আরেকটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা, শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার এবং শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা মহোদয়ের নিকট থেকে। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া উহা উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"ডেইলী দেশের কথা পত্রিকার ৩০শে মার্চ, ১৯৯২ইং সংখ্যায় 'কাঠ পাচারে বাঁধা দিতে গিয়ে ডি, এফ. ও, আক্রান্ত, ৭ রাউণ্ড গুলি 'শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।'

শ্রীরসিরাম দেববর্মা ঃ— (মান্দাই বাজার) ঃ— মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—'ডেইল দেশের কথা পত্রিকায় ৩০শে মার্চ, ১৯৯২ ইং সংখ্যায় কাঠ পাচারে বাঁধা দিতে গিয়ে ডি, এফ, ও, আক্রান্ত, ৭ রাউণ্ড গুলি' শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি । যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই রেফারেন্সে নোটিশের জবাব আমি আগামী ১/৪/৯২ ইং তারিখে দেব ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ আমি আরেকটা রেফারেন্স নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য মোঃ ফয়জুর রহমান, শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী এবং সুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয়দের নিকট থেকে । আমি নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া উহা উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি । নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—ডেইলী দেশের কথা পত্রিকার ৩০শে মার্চ, ১৯৯২ ইং প্রকাশিত রাজ্যের ৩০০০ বর্গ কিলোমিটার সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পাচারকারীরা সাবাড় করে ফেলেছে' শিরোনামায় একটি স্মারকপত্রের উল্লেখ করে সংবাদ সম্পর্কে ।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য মোঃ ফয়জুর রহমান মহোদয়কে উক্ত রেফারেন্স নোটিশটি উঠে দাঁড়িয়ে পড়ার জন্য অনুরোধ করছি ।

শ্রীফয়জুর রহমান :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় ৩০শে মার্চ, ১৯৯২ ইং প্রকাশিত রাজ্যের ৩০০০ কিলোমিটার সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পাচারকারীরা সাবাড় করে ফেলেছে শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে ।

মোঃ ফয়জুর রহমান (কুর্তি) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি । যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান ।

শ্রীদাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১।৪।৯২ ইং তারিখে এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিতে পারিব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ আজকের কার্যসূচীতে ৩টি (তিনটি) উল্লেখ্য বিষয়বস্তুর উপর (রেফারেন্স পিরীয়ড) উপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের বিবৃতি প্রদানের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে, উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি গত ২৬/৩/'৯২ ইং তারিখে মাননীয় শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো ঃ—

'গত ২৫ শে মার্চ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত, 'সদর উত্তরাঞ্চলের উপজাতি অধ্যুষিত প্রত্যন্ত গ্রামে ব্যাপক জ্বর হামে প্রকোপ ও মৃত্যু-১২-শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে'।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হলো— '২৫শে মার্চ দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ' সদর উত্তরাঞ্চলের উপজাতি অধ্যুষিত প্রত্যন্ত গ্রামে ব্যাপক জ্বর ও হামের প্রকোপ মৃত্যু ১২ শীর্ষক সংবাদের প্রেক্ষিতে, 'দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব সম্পর্কে'।

সদর উত্তরাঞ্চলের মোহনপুর ব্লকের অধীন ডুমরাকারী গাঁও সভার অন্তর্গত সন্তোষ জমাদার পাড়ায় জ্বর ও হামের প্রকোপের সংবাদ পাওয়া মোহনপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একজন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে একটি মেডিক্যাল টীম মোহনপুর ব্লকের বি, ডি, ও, সহ গত ২৫শে মার্চ ১৯৯২ ইং তারিখে ভিজিট করেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করেন। মেডিক্যাল টীম অধিকাংশ রোগীকে প্লীহা বৃদ্ধি (এনলার্জমেন্ট অব. প্লীহা) সহ জ্বরে আক্রান্ত পান এবং এই সকল রোগীকে ম্যালেরিয়া রোগী বলিয়া সাব্যস্ত করেন। ৫ বৎসর বয়স্কা নমিতা দেববর্মা নামক একটি রোগীকে হামও শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহে (Respiratery Infeotion) ভুগিতে দেখিয়া তাহাকে মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করেন। এছাড়াও আরও দু'একটি রোগীকে হাম আক্রান্ত দেখেন এবং চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এরূপ মোট ৩৯ জন রোগীকে ঐদিন চিকিৎসা করা হয় তৎকালীন অসুস্থ রোগীগুলি ছাড়াও বিগত আনুমানিক ১ মাস সময়ের মধ্যে ১২ জন মারা গিয়াছে বলিয়া স্থানীয় সূত্রে মেডিক্যাল টীমকে জানানো হয়।

উল্লেখ্য যে ঐ অঞ্চলে গত ১৭ মার্চ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৬শে মার্চ ১৯৯২ তারিখে ডি.ডি.টি ছড়ানোর কাজ শেষ করা হয়। এই অঞ্চলে ডি. ডি. টি, ছড়ানোর জন্য উপজাতি যুবক সম্বলিত একটি স্প্রে টিমের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। যে সমস্ত গ্রামে ডি ডি টি ছাড়ানো হয়েছে সে গ্রামগুলির হল:- গয়ামফাং, বিজয় কুমার পাড়া, তুলসী পাড়া, হরিধন পাড়া পোখরা পাড়া, তুই চামো, তুই ছাবাবলাই ডুকলাই পাড়া, আমছাড়ংগর সন্তোষ জমাদার পাড়া, ডুমরা কারিজাক, আবুকুরি, তৈরিমৈরাং, কুংগ্রেক, হাঁসের মাথা ইত্যাদি ২০টি পাড়ায় মোট ৩০৪টি গৃহের মধ্যে ২৫০টি গৃহে। ইহাছাড়া Mass Survey এবং Presumtiv Treatment রক্তের নমুনা সংগ্রহের কাজ চলছে। উল্লেখ্য যে এই প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে মেডিকেল টিম এখনও কাজ করছেন। পশ্চিম জেলার District Health Officer এবং District Malaria Officer রাও ঐ অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এবং একটি Epedemio logical Survey টিমও পাঠানো হয়েছে। এখন অবস্থা আয়ত্বাধীন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী এখানে যে স্টেইটমেন্টটা দিয়েছেন, তাতে স্পেসিফিক তথ্য দিলেন না যে কি কি রোগে কে কে মারা গিয়েছে। আমরা সেখানে গিয়েছি। সেখান থেকে যে তথ্য পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে শুধু মাত্র জ্বর এবং হামেই মারা যায় না আন্ত্রিক রোগেও অনেকে মারা গিয়েছেন। সরকার অবশ্য ১২ জনের কথা বলেছেন; কিন্তু আমরা জানি যে সেখানে ১৮ জন লোক মারা গিয়েছে। তারা হলেন :— ১। সীতাপাত দেববর্মা (৪৫) স্বামি—ধীরেন্দ্র

২। উদিতা দেববর্মা (৫০) পিতা—কুসুম
৩) চিকান্তি দেববার্মা (৪) পিতা টিকেন্দ্র
৪) পদ্মিনীত দেববর্মা (২) পিতা—টিকেন্দ্র
৫) পরিতোষ দেববর্মা (৩) পিতা—সুনিল
৬) আক্তি দেববর্মা (৬) পিতা—মধুসুধন
৭) নন্দলাল দেববর্মা (৫) পিতা—গুনন
৮) সন্ধ্যাবালা দেববর্মা (৪) পিতা—মধুসুধন
৯) সবিতা দেববর্মা (২) পিতা—মধুসুধন
১০) হেমামালিনী দেববর্মা (৯) পিতা—চন্দ্রমোহন
১১) ভখিরাই দেববর্মা (৭) চন্দ্রমোহন (পিতা)
১২) বিশুরায় দেববর্মা (২) পিতা—চন্দ্রমোহন

১৩) শঙ্কর দেববর্মা (৫) পিতা চন্দ্রমোহনের ছেলে,
১৪) লক্ষী রানী দেববর্মা (২৮) স্বামি—অনিল,
১৫) জিতেন্দ্র দেববর্মা (৭) পিতা—অনিল,
১৬) স্বপ্না দেববর্মা (৫) পিতা—অনিল,
১৭) সবিতা দেববর্মা (৬) পিতা—অনিল,
১৮) দুইমাসের শিশু কন্যা পিতা অনিল।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে স্যার, দুই-তিনটি পরিবার সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। স্যার, দীর্ঘদিন ধরেই সেখানে খাদ্যাভাব চলছিল। খাদ্যের অভাবেই রোগাক্রান্ত হয়ে ১৮টি প্রাণ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে

সদর উত্তরাঞ্চলের মোহনপুর ব্লকের ডুমরাকারী গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তোষ জমাদার পাড়ায় অনাহার এবং অনাহার জনিত অন্যান্য রোগে ১৮ জন শিশু নারী বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। আতংকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের ৬৭টি পরিবার বাড়ী-ঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছে। সপ্তাহখানেক আগেই সিধাই থানায় ৫ জনের মৃত্যু সংবাদ আসে। থানা কর্তৃপক্ষ ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে সংগে সংগে জানায় কিন্তু ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় মৃত্যুর হার বাড়তেই থাকে। সরকারের এব্যাপরে গাফিলতি ছিল। মাননীয় মন্ত্রী এব্যাপারে অবগত আছেন কিনা? বিশেষ করে যেসমস্ত পরিবারের লোক নিহত হয়েছে, তাদের পরিবারের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? যাতে তাদের অর্থ-নৈতিকভাবে উন্নতি করা যায় তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং এই সমস্ত সংবাদে আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া আশেপাশের গ্রাম থেকে অলরেডি ৬৭ পরিবার বিভিন্ন জায়গায় ভয়ে পালিয়ে গেছে। তাদের পুর্ণবাসনের জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং ঃ— (মন্ত্রী) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সরকারের কোন রকম গাফিলতি এখানে নেই। আমি আগেই বলেছি যে, সেখানে ডি ডি টি স্প্রে, ১৭ তারিখ থেকে আরম্ভ করেছি ২৬ তারিখ শেষ হয়েছে। তাছাড়া খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেলথ টিম গিয়েছে। এখানে বলা হয়েছে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? সেখানে Epedemiological survey, ডিস্ট্রিক হেলথ অফিসার এবং ডিস্ট্রিক ম্যালেরিয়া অফিসার গিয়েছেন। এখন পরিস্থিতি আয়ত্বাধীন।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ— পয়েট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হেলথ মন্ত্রী। কাজেই মৃত্যু সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধরনের একটুখানি খবর বলেছেন। কিন্তু খবরটি শুধু

পত্রিকায় তোলা নয়। তারপরেও যেসমস্ত খবর এসেছে তা অত্যন্ত উদ্বেগ জনক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিন ঐ এলাকায়, গত ৬ মাস ১ বছর-এর মধ্যে কয়টি কাজের প্রকল্প গিয়েছিল, কত শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে সেখানে ? অনাহার জনীত কারণে ঐসমস্ত নানা রকম জ্বর উঠে থাকে। জ্বর আসলে নয়, দিনের পর দিন অনাহারে থেকে এইভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরছে। ঠিক মৃত্যুর আগমুহূর্তে জ্বর উঠছে। হেলথ মন্ত্রী এটার কি উত্তর দেবেন ? হ্যাঁ, তিনি সামান্য কিছু তদন্ত করেছেন। এটা ঠিক কিনা মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে তদন্ত করেছেন যারা ডাক্তার যারা চিকিৎসক যারা গিয়েছিলেন তারা সমস্ত পরিস্থিতি দেখে শুধু ম্যালনিউট্রেশন নয় দিনের পর দিন না খেয়ে এই সমস্ত অনাহার পিড়ীত উপজাতি মা বোন ভাই একটা অসহনীয় অবস্থায় কাটাচ্ছে। গ্রাম ছেড়ে সমস্ত রাজ্যান্তরী হচ্ছে, অন্যান্য গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। এই সদর মহকুমার ভিতরে আগরতলা থেকে দূর, এই সমস্তগুলি দেখে এসেছেন কিনা এবং সেটা মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হয়েছে কিনা, আর. ডি. ডিপার্টমেন্টের গোচরে নেওয়া হয়েছে কিনা ? এবং অবিলম্বে আর. ডি. ডিপার্টমেন্ট থেকে, মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা সেখানে নেওয়া হয়েছে কিনা, এই উপজাতি পরিবারগুলিকে বাঁচানোর জন্য এই গুলি বলুন ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনারা যে অভিযোগ করেছেন এটা ঠিক নয়। সমস্ত রকম ব্যবস্থা সেখানে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এটা অত্যন্ত উদ্বেগ জনক যে, এই মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে এই ঘটনার জন্য একটুও অনুতাপ নেই, একটু উদ্বেগ নেই যে আজকে এইভাবে উপজাতি প্রত্যন্ত গ্রামে এইভাবে মৃত্যু হচ্ছে, অনাহারে মৃত্যু হচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে এই সমস্ত খবর আসছে।

অথচ তার জন্য কোন দুঃখ প্রকাশ করছে না বরং তাদের পক্ষে ছাপাই ছাইছেন যে, তারা যা করেছেন সব ঠিক করেছেন। লোক মারা যাচ্ছে, খেতে পারছে না, পড়তে পাড়ছে না এটার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করবেন ? সেই সমস্ত বলুন। এখানে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে লাভ নেই। সেখানে মানুষ রক্ষা করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে বলুন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বসে আছেন কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেই সম্পর্কে বলুন : সেগুলি না বলে আষাঢ়ে গল্প বলা হচ্ছে এখানে। ডি, ডি, টি, স্প্রে করা হয়েছে এই করা হয়েছে সেই করা হয়েছে এই সব বিধান সভায় অনেকবার শুনেছি, এইগুলি আর শুনতে চাই না। আমরা সুনির্দিষ্ট বক্তব্য শুনতে চাই যে প্রকৃত পক্ষে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে একজন মন্ত্রী সফর করেছেন, এই

ঘটনার পর গিয়েছেন। সেখানে কি অবস্থা মানুষের সেই সম্পর্কে কি জানেন আপনারা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী)ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আমার বিবৃতির মধ্যে আমি বলেছি যে, আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর-এর টীমের সঙ্গে বি, ডি, ও, ছিলেন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের পরামর্শ নিয়ে বি, ডি, ও, সব ব্যবস্থা নেবেন এবং সেটা করা হচ্ছে এবং অবস্থা আয়ত্বাধীন আছে।

শ্রীবিমল সিনহা :- পয়েন্ট অব, ক্লেরিফিকেশান স্যার,

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ না, শুনুন আমাদের হাতে ৭/৮ টা দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ এবং রেফারেন্স পিরিয়ড আছে। এইগুলির রিপলাই দেবে যেহেতু তিনটি হয়ে গেছে আমি আর একটিও দিতে পারছি না। সম্ভব হবে না।

শ্রীসমর চৌধুরী —: একটি দিয়ে দিন স্যার।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর) : আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, পি. জি, পি, ডিপার্টমেন্ট- এর ডাক্তার আছে, প্রতিটি সাব ডিভিশনে আছে। কমলপুরে আছে। এখনও আছে। ডাক্তারদের গাড়ীগুলির তেল দেওয়া হয় না আর তেল যদি দেওয়া হয় তাদের ট্যুর প্রোগ্রামের জন্য সেটা চেক করার কোন সিসটেম নেই। এবং এই গাড়ীগুলি নিয়ে অনেকে বেড়ানোর কাজ পর্যন্ত করেন। আমার কমলপুর-এর ক্ষেত্রে আমি বিশেষ ভাবে বলতে পারি একটা গাড়ী আছে সেটা অনেকদিন ধরে অকেজো। ডাক্তার কোন সময় ট্রাইবেল এলাকায় যায় না। সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা একই। পি, জি, পির নাম এ টাকা যাচ্ছে অথচ সেগুলির কোন সুযোগ কোন ট্রাইবেল এলাকাতে পাচ্ছে না. এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, পি জি পি ডাক্তাররা ডিস্ট্রিক্‌-এডমিনস্ট্রেসন এর আণ্ডারে আছে। তবে আমি খুঁজ নিয়ে দেখব গাড়ী ব্যাপারটা।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি হল গত ২৬/৩/৯২ ইং তারিখে মাননীয়

সদস্য বিদ্যা দেববর্মা মহাশয় কতৃক আনীত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্ন উক্ত বিষয়ের উপর উনার বৃবিতি দেওয়ার জন্য।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যের কোথাও অনাহারে একটিও মৃত্যু হয়নি। অসত্য ভাষন দিচ্ছেন বিরোধী দলের সদস্যরা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ — বিষয় বস্তুটি হল, "গত ২৬ শে মার্চ 'ডেইলী দেশের কথায়' প্রকাশিত ২৫ শে মার্চ ১৯৯২ ইং গণ্ডাছড় আমবাসা সড়কে পুলিশের একটি গাড়ীতে উগ্রপন্থীদের গুলি চালনার ফলে এ এস আই সহ ৫ জন আহত হওয়া সম্পর্কে।"

(গণ্ডগোল)

মাননীয় সদস্য আপনারা এই ভাবে গণ্ডগোল করবেন না। প্লিজ আপনারা বসুন। মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি যে আরো আমাদের ৭ টি রেফারেন্স পিরিয়ড ও দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশ আছে এইগুলি সব বিরোধীদের তরফ থেকে আনা। আপনারা যদি গণ্ডগোল করেন তা হলে সময় চলে যাবে, তার উত্তর আপনারা পাবেন না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২৫ শে মার্চ ১৯৯১ ইং আনুমানিক দুপুর ১ টা ১০ মিঃ সময়ে একটি টি আর টি সি বাস ও অন্য কিছু সংখ্যক গাড়ী পুলিশের ২ টি গাড়ীর রক্ষীর পাহারায় আমবাসা হইতে গণ্ডাছড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। গাড়ী গুলি যখন হরিনাছড়ার নিকট পৌছে তখন ২০ থেকে ২৫ জনের একটি অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দুস্কৃতকারীদল যাত্রীবাহী গাড়ী এবং রক্ষীদলের গাড়ীর উপর অতর্কিত গুলি চালনা করে। পুলিশ এর প্রথম রক্ষীদের গাড়ীতে ত্রিপুরা পুলিশের একজন সহকারী সাবইন্সপেক্টর ও তিন জন কনস্টেবল ছিল এবং অপর রক্ষীদলটিকে এক সেকসন সি আর পি এফ জোয়ান ছিল। দুষ্কৃতিকারীদের অতর্কিত গুলি চালনার ফলে টি আর টি সি বাসের যাত্রী শ্রীনিমাই দেবনাথ এবং পুলিশের প্রথম রক্ষীদলের গাড়ীর ৪ জন পুলিশ গুরুতর আহত হয়। এই অতর্কিত

আক্রমনের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় রক্ষীদলের গাড়ী সি আর পি এফ জোয়ানরা ধনসম্পত্ত ও যাত্রীগনের প্রান রক্ষার্থে দুস্কৃতকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালনা করে। ইহার ফলে দুস্কৃতকারীরা নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের সুযোগ পাইয়া যাইতে সক্ষম হয়। উপরোক্ত ঘটনাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ২৭৯, ৩২৬, ৩৬৭, এবং অস্ত্র আইনের ২৭ (ক) ধারায় আমবাসা থানায় ৮ (২) ৮২ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য্য আরম্ভ করেন। আহতদের চিকিৎসার জন্য প্রথমে কুলাই হাসপাতালে এবং পরে আগরতলা জি বি হসপাতলে প্রেরন করা হয়। এই ঘটনার সংবাদপত্র পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসার দ্রুত ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে যান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দ্দেশ দেন। দুস্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার এর জন্য জোর পুলিশী তল্লাসী আরম্ভ করা হয়। তল্লাসী অভিযানের সময় পুলিশ একটি লাইসেন্স বিহীন বন্দুক উদ্ধার করেন। এই ঘটনার পেছনে এ টি টি এফ দুস্কৃতকারীদের হাত আছে বলে মনে হয়। প্রকৃত দোষীদের খোঁজে বাহির করার জন্য পুলিশ উক্ত ঘটনাটির তদন্ত চালাইয়া যাইতেছেন।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— (কমলপুর) মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে একটি বিবৃতি দিয়েছেন, এই ২২ তারিখ ঘটনাটা ঘটাবার আগে এই একেই গ্রুপ তত্‌লামা ছড়াতে আলিছাই, মনছাই রিয়াং পাড়াতে এই সমস্ত এলাকাতে গিয়ে অনেককে মারপিট করেছেন. আবার অনেককে অত্যাচার করেছেন, এই গ্রুপটার বিরোদ্ধে থানায় জানানো হয়েছে, কিন্তু পুলিশ তাদেরকে ধরার জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়নি। কিন্তু খুন সম্ভবত এরাই সামুরাই রিযাং পাড়াতে ১৬ বা ১৭ তারিখ মণীন্দ্র দেববর্মাকে মারধর করেছে সেটাও থানার জানানো হয়েছে। গ্রীকের অস্ত্র লোট হওয়ার পর ধারাবাহিক ভাবে তারা আক্রমন চালাচ্ছে, এইসব ঘটনা থানাতে জ নানোর পরেও থানার পুলিশ কিছু করছে না এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (মুখ্যমন্ত্রী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি যে পুলিশ তদন্ত করছে. বিশেষ করে আমবাসা, কমলপুর, খোয়াই এই সমস্ত প্রত্যন্ত এলাকায় যতগুলি এই ধরনের ঘটনা হচ্ছে সবগুলিতে ঐ দুস্কৃতিকারীদেরকে ওদের দলের সদস্যরা প্রটেক্‌শান দিচ্ছে, যার ফলে পুলিশ এর পক্ষে অসুবিধা হচ্ছে এবং তাদের দলের সদস্যরা এই সমস্ত কাজে এ টি টি এফ সঙ্গে জড়িত।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি, বর্ণ সিং জমাতিয়ার গ্রুপের দুইজনের নাম দিয়ে কেইস দেওয়া হয়েছে, একজন প্রমোদ দেববর্মা আর একজন

প্রবীর দেববর্মা: আমবাসা থানা থেকে ওদের বাড়ীতে রেইডও করা হয়েছে ওরা ৪৫ মাইলে সেন্ট্রাল ক্যাম্পে থাকে। তারপর মুখ্যমন্ত্রী এই জিনিষটাকে চাপা দিতে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। এই সম্পর্কে, ওদের ধরার জন্য কি কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। এবং তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গেছে বিরোধী দল নেতা দশরথ দেববর্মার ভাই অরুন দেববর্মা জরিত ওদের দলিয় সদস্য রাণা বাহাদুর দেববর্মা জরিত যিনি পালিয়ে আছেন। এই ঘটনার অব্যাহতির পরেই উনি পালিয়েছেন। যারা এই ঘটনার সঙ্গে জরিত বিরোধী সদস্যরা জরিত, ও বিরোধী দলনেতার ভাই এর সঙ্গে জরিত, রাণা বাহাদুর দেববর্মা তাদের দলিয় সদস্য জরিত, ও পালিয়ে আছে কাজেই আমরা চেষ্টা করছি ওদের ধরার জন্য। এবং আমরা এই সমস্ত আসামীদের ধরব।

শ্রীনিত্যাচন্দ্র রাংখল (কুলাই):— পয়েন্ট অফ ক্লিয়ারী ফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য জানা আছে কিনা এই আমবাসা থানাধীন মনু থানাধীন কটিকরাই থানাধীন এবং ছেমিনামুড়া থানাধীন সমস্ত এলাকা গুলিতে এই যে বিরোধী দলের কর্মীরা রাত্রে বেলায় এ টি টি এফ নাম করে এবং দিনের বেলায় গণমুক্তি পরিষদ নাম করে সমস্ত গ্রামগুলিতে উন্নয়নের কাজ ব্যহত করছে, অসুবিধা করছে, বাধা দিচ্ছে এমন কি আমবাসা হরিণ ছড়া এলাকাতে রবার বোর্ডে কাজ করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, অন্তত ডেইলি এক লক্ষ লেবারে কর্মসংস্থান হয়ে যায়, কিন্তু এই সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে আছে।

এমন কি, আমবাসাতে রাবার বোড থেকে কাজ দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে কম করে হলেও ১ হাজার লোকের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে, অথচ এ এলাকার শিকারী বাড়ীর গ্রাম প্রধান যিনি সি পি এমের লোক, এ. টি. টি. এফকে দিয়ে খুন খারাপি করছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ? এবং বিশেষ করে কমলপুর মহকুমার বিরোধী দলের যে সা সদস্য রয়েছেন, তাদের মদতেই এসব কাজ সেই জায়গাতে হচ্ছে, এতে কম করে হলেও আমাদের ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির ১০০ লোককে তারা হত্যা করেছে, এসব ঘটনার কথা বিবেচনা করে যারা এসব হত্যাকাণ্ডের জড়িত, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নেবেন কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, আমি আগেও পরিস্কার করে বলেছি যে এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের বিরোধী দল সি পি এমের কর্মীরা জড়িত, এই খবর সরকারের কাছে আছে, যেহেতু এই

সমস্ত ব্যাপারটা তদন্তাধীন আছে, সেহেতু তদন্তের স্বার্থে আমি এর বেশী কিছু বলতে পারছি না।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমাদের বিরোধী দলের কর্মীরা নাকি এসব খুন খারাপির সংগে জড়িত আছে; কিন্তু, আমি জানতে চাই যে এত দিন ধরে রাজ্যের মধ্যে সব খুন খারাপি হয়ে আসছিল এবং সেই সব খুন খারাপির সঙ্গে জড়িত বলে যাদের ধরা হয়েছে, তাদের অধিকাংশই কংগ্রেস অথবা টি ইউ জে এসের কর্মী এটা ঠিক কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ঐসব খুন খারাপির ঘটনার সঙ্গে সি পি এম কর্মীরা জড়িত আছে বলে আমাদের সরকারের কাছে খবর আছে এবং সেই সব খুন খারাপিতে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির প্রায় ১০০ বেশী কর্মী খুন হয়েছে। কাজেই, কংগ্রেস অথবা টি ইউ জে এসের কোন কর্মীই এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে না বলে আমি মনে করি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এই যে ঘটনাগুলি এ টি টি এক করছে বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এবং এর পেছনে পুলিশের কাছে যে তথ্য আছে বলে দাবী করছেন, সেই তথ্যমূলে তাদের নাম, পিতার নাম এবং ঠিকানা কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলছি যে এ টি টি এফ নামধারী দুস্কৃতিকারীদের অধিকাংশই হচ্ছে সি পি এমের লোক। মাননীয় সদস্যও এক সময় মন্ত্রী ছিলেন, তিনি ভাল করেই জানেন যে কোন ঘটনার তদন্ত চলা কালে জড়িতদের নাম, ধাম বলা উচিত নয়, এবং আমিও সেটা মনে করি। কাজেই, এর বেশী কোন তথ্য আমি এই হাউসকে দিতে পারছি না

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আজকের উল্লেখ পর্বে সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় আনীত নোটিশটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্য মহোদয়কে নিম্নোক্তবিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয়টি হল— "গত ২৩/৩/৯২ ইং ছামনু থানাধীন গর্জন পাশাতে উগ্রপন্থীর গুলিতে ২ জন বি এস এফ জোয়ান এবং ত্রিপুরা পুলিশের এক জন এস আই আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত ২৩/৩/৯২ ইং সকাল

আনুমানিক ৭/৮ ঘটিকার সময় ত্রিপুরা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টার শ্রীকৃষাণ বসাকের নেতৃত্বে বি এস এফের একটি দল টহলদারীর উদ্দেশ্যে ছামনু থানা হতে বিবেকজয় চৌধুরী পাড়া (গর্জন পাশা) যাওয়ার পথে হঠাৎ অস্ত্র সস্ত্র সজ্জিত একটি দুস্কৃতিকারী দল অতর্কিত আক্রমন সংঘটিত করে। এই আক্রমনের ফলে পুলিশ বি এস এফের নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ গুরুতর জখম প্রাপ্ত হন :— ১) শ্রীকৃষাণ বসাক, সাব ইন্সপেক্টার, ২) শ্রীগুরুদেব সিং, কনস্টেবল বি এস, এফ এবং ৩) সতেন্দ্র সিং, কনষ্টেবল বি এস এফ দুস্কৃতিকারীদের আক্রমণের পাল্টা জবাব হিসেবে পুলিশ বাহিনী গুলি ছুড়তে থাকলে দুস্কৃতিকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পলায়ন করে। উপরোক্ত সংবাদ আরক্ষা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে পৌছলে পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসারগণ ঘটনা স্থলে ছুটে যান এবং।

দুস্কৃতকারীদের আক্রমনের পাল্টা জবাব হিসাবে পুলিশ বাহিনী গুলি ছুড়তে থাকলে দুস্কৃতকারীরা ঘটনাস্থল হইতে পলায়ণ করে। উপরোক্ত সংবাদ আরক্ষা বিভাগের প্রধান কার্যালয়ে পৌছলে পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ ঘটনা স্থলে ছুটে যান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেন তাহাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং আহতদের অবস্থা বিচারে গত ২৪/৩/৯২ ইং হেলিকপ্টারে আগরতলা জি বি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। দুস্কৃতকারীদের গ্রেফতার জন্য পুলিশ ও বি এস এফ যৌথভাবে তল্লাসী অভিযান শুরু করেন।

তল্লাসি চলা কালীন ৩টি হাতে তৈরী কামান জাতীয় অস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিষ ও কাগজপত্র উদ্ধার করেন। এ নথীপত্র থেকে বুঝা যায় যে উক্ত ঘটনার সঙ্গে সি পি আই (এম) ও এ টি টি এফ দুস্কৃতকারীগণ জড়িত। ঘটনা স্থল হইতে অতি নিকটেই বাংলাদেশ সীমান্ত অবস্থিত। এখন পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নাই। তল্লাসী অভিযান অব্যাহত আছে। উক্ত ঘটনাটি ভারতীয় দণ্ডবিধীর ১৪৮/১৪৯/৩৫৩/৩২৬/ ৩০৭ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় ৬(৩) ৯২ ইং মোদ্দকমা ছামনু থানায় নথীভুক্ত করা হয়।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি যে এই এলাকায় টি আর আর এফ নামধারী বাহিনী চার পাঁচ মাস আগে থেকে সন্ত্রাস চালিয়ে আসছে। উপজাতী এলাকায় ঘর বাড়ী যা পেয়েছে তাহাই লুটপাট করেছে। গত ২২শে মার্চ হাড়িয়া রোয়াজা পাড়ায় বি এস এফ ৮৮ জনকে গ্রেফতার করে তাদের সঙ্গে ছিল আট নয়টা বন্দুক এবং পাঁচটি পিস্তল। তাদেরকে মনু থানায় দেওয়া হয়। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ ক্রমে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ৮৮ জন টি আর এফ নামধারী বাহিনী এবং এটাতে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের মন্ত্রীর বাহিনী যৌথভাবে অপারেশন চালিয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কলিং অ্যাটেনশনের উত্তরে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বলেছি যে উক্ত ঘটনায় সি পি আই (এম) সদস্য ও তাদের এ টি টি এ-কের সদস্যরা যুক্ত। এটা সত্য যে খগেন্দ্র জমাতিয়া উনি নিজেও এইজন টি এন ভি ছিলেন এবং পরে সি পি আই (এম) এ যোগ দিয়েছেন। উনার এই সমস্ত জানা আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন) ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই হাউসের সামনে দীর্ঘদিন থেকে কলিং অ্যাটেনশন হউক আর রেফান্সে হউক সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা পুলিশ যে তথ্য দেয় সেটাকে বিকৃত করে এখানে অসত্য ভাষণ দিচ্ছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার জানার বিষয় হচ্ছে, এই অভ্যাস তিনি ছাড়বেন কিনা? এই অভ্যাস ছেড়ে প্রকৃত তথ্য দিন যাতে করে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্নে এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য সঠিক জবাব পাওয়া যায়। হাউসকে বিভ্রান্ত করে এই ভাবে অসত্য ভাষণ চালিয়ে যাবেন, এবং এই যদি চলতে থাকে, তাহলে পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশানের দরকার নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, আমি জানতে চাই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই অভ্যাস বাদ দেবেন কিনা?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমস্ত জ্ঞাণ পাপীদের বলছি, নিজেদের চেহারা দেখুন। ঘাতক বাহিনী কজন সদস্য ওদের সঙ্গে বিধায়ক হয়ে এই জায়গায় বসে আছেন। ওরা সেটার উত্তর দিন? আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এই সমস্ত কথা বলছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়; রসিরামবাবু কে তা আপনি জানেন। খগেন্দ্রবাবু কে আপনি জানেন।

(গণ্ডগোল)

Calling Attantion

মি ডেপুটি স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এবং মাননীয় শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া মহোদয়দের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশ পেয়েছি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"ডেইলী দেশের কথা পত্রিয় ৩০ শে মার্চ, ১৯৯১ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত; পঞ্চায়েতের ভোটার তালিকা : মোহনপুর ব্লকেও অভিযোগ, প্রকৃত ভোটার বাদ, 'শিরোনামায় সংবাদ সম্পর্কে।"
আমি মাননীয় সদস্যত্রয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে এর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর

বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ তাঁর বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তবে তিনি কবে এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন অনুগ্রহ করে আমাকে জানান।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগামী ১লা এপ্রিল ১৯৯২ ইং হাউসে এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১লা এপ্রিল হাউসে বিবৃতি দেবেন। মাননীয় সদস্যগণ আপনারা জায়গায় গিয়ে বসুন। আমাকে হাউস চালাতে দিন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং মহোদয়ের কাছ থেকে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের বিষয়বস্তু হলো ঃ—

'গত ২৫ শে মার্চ স্যন্দন পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত' বৈরী আতঙ্কেই ছেছরিয়ায় সেনা সদস্যরা ছায়ার বিরুদ্ধে হাজার রাউণ্ড গুলি ছুড়েছে—সংবাদের ঘটনা সম্পর্কে।

(গণ্ডগোল)

আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ তাঁর বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তবে তিনি কবে এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন তবে অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর আমি আগামী ১.৪.১৯৯২ ইং হাউসে বিবৃতি দেব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ১লা এপ্রিল বিবৃতি দেবেন। মাননীয় সদস্যগণ আপনারা শান্ত হয়ে জায়গায় গিয়ে বসুন। আমাকে হাউস চালাতে দিন।

(গণ্ডগোল)

দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী বাদল চৌধুরী, সুনীল চৌধুরী, মাখন চক্রবর্তী, বিধু ভূষণ মালাকার, ফয়জুর রহমান, কেশব মজুমদার, চিত্ত রঞ্জন সাহা এবং রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়গণ কর্ত্তৃক মিলিত ভাবে আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "আগামী ৯ই এপ্রিল ১৯৯২ ইং টি, এন, ভি কর্ত্তৃক আসাম-আগরতলা রোড অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবরোধ করার হুমকী সম্পর্কে।

(ইণ্টারাপশান)

এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিক পর্যন্ত মুলতুবী রহিল।

After reous at 2 P.M.

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অপজিশান দলের সমস্ত মেম্বারদের- আঙ্গুল দেখিয়ে দেখিয়ে একজন একজন করে ঘাতক বলেছেন এবং আরও যাচ্ছেতাই বলছেন। এটা প্রত্যাহার করবেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বসুন আমি দেখব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— এমন করলে তো হবে না। বলুন প্রত্যাহার করবেন কিনা। প্রত্যাহার না করা পর্য্যন্ত বিধানসভা চলবে না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি হাউস চালানোর জন্য আছি। আপনারা আমার কাছে আবেদন জানাতে পারেন। আপনারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

(গণ্ডগোল)

মঃ স্পীকার :— আমার কথা শুনুন। বিশেষ কোন আন পার্লামেন্টারী শব্দ যদি ইয়ুজ হয় বা আন-পার্লামেন্টারী কথা যদি বলেন আপনি সেটা আমাকে এ্যাক্সপানজ্ করার জন্য বলতে পারেন বা অন্য ভাবে আবেদন করতে পারেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আপনারা বসুন।
(ভয়েসেস ফ্রমদি ট্রেজারী ব্যাঞ্চ— যা খুশি তা করা যাবে না)।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা কোন ষ্ট্যাটমেন্টের কথা বলেছেন। আপনারা স্পেসিফিক বলুন। এই ভাবে আপনারা নিজেরা উদ্দেশ্য মূলক ভাবে এসে বললেন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে গেছি, আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করুন। সেটা হবে না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা একজন দাঁড়িয়ে বলুন। আপনারা সিদ্ধান্ত নিলে তো হবে না।

মিঃ স্পীকার :— কি প্রত্যাহার করতে হবে, আপনারা একজন দাঁড়িয়ে বলুন। বিধানসভার পরিবেশটাকে আপনারা নষ্ট করবেন না।

শ্রীবাদলচৌধুরী :— সি. পি. এমকে সন্ত্রাসবাদী এ টি টি. এফের সঙ্গে জড়িত। এই অভিযোগ এখানে চলে না প্রথমতঃ। দ্বিতীয়ত, আমরা এখানে সবাই নির্বাচিত সদস্য, তিনি আমাদেরকে বলেছেন খুনী, যদি কোন নির্বাচিত সদস্য সম্পর্কে ওনার যদি কোন সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ থাকে তাহলে তিনি বলতে পারেন। তিনি একজন নির্বাচিত সদস্য সম্পর্কে এই ধরনের কোন অভি-যোগ আনতে পারেন না। তৃতীয়ত, তিনি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন এই বিরোধী দলের সদস্যরা

হলেন ঘাতক। রসিরাম দেববর্মা নাম তিনি উল্লেখ করে বলেছেন এবং অন্যান্য সদস্যদেরও আঙ্গুল দেখিয়ে বলেছেন। তাই আমাদের দাবী হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই সমস্ত কথাগুলি প্রত্যাহার করতে হবে এবং তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। আপনি স্যার, মাননীয় স্পীকার হিসাবে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে এখানে যারা সদস্য তাদের সম্মান, মর্য্যাদা বা ইজ্জত রক্ষা করা। শাসক দল থেকে যা খুশী বলবেন বিশেষ করে দলনেতা এখানে যা খুশী উক্তি করতে পারেন না। আপনি এইটা করবেন কি না, আমাদের সম্মান রক্ষা করবেন কি না এবং বিরোধী দল হিসাবে আমাদের কাজ চালাতে দেবেন কি না, আমরা আপনার সাহার্য্য সেখানে প্রার্থনা করছি।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বসুন, আমি খুজে দেখব যদি আন পার্লামেন্টরী শব্দ থাকে তাহলে সেটা বাদ দেওয়া হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— এটা হতেই পারে না, স্যার।

মিঃ স্পীকার :— বিচারের ভার কিন্তু আপনাদের উপর নয়। আপনারা যে দাবী রেখেছেন নিশ্চয়ই আমি সেটা খতিয়ে দেখব এবং যদি কোন পার্লামেন্টরী শব্দ থাকে সেটার যা ব্যবস্থা নেওয়ার সেটা আমি নেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আপনাদেরকে আবার বলছি উনি আগে যে সব বক্তব্য রেখেছে সেগুলি আমি খতিয়ে দেখব যদি আন পার্লামেন্টরী শব্দ থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমি সেটা বাদ দেব।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর) :— স্যার, ওনাকে আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে পেয়েছি, তিনি এই হাউসে বলেছেন রেকর্ড আছে যে বিরোধী দলের প্রথমতঃ আমাদের দলের বলেনটিয়ারদের দুরজ করবে, আমি এগজেক্ট ওয়াড বলছি. তারপর থানায় পাঠাবে, তারপর কোর্টে পাঠাবেন। যত-দিন ধরে তিনি এখানে আছেন, তিনি এখন মুখ্যমন্ত্রী; এখানে হাউসের লিডার হিসাবে যে কয় দিন সেশান হয়েছে ওনার বক্তব্য গুলি দেখুন, কোন রকম ভদ্রতার মধ্যে থাকে না. কোন নিয়মের মধ্যে থাকে না, এই রকম চলতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা যেটা বলছেন সেটা আমি দেখব যদি কোন আন পার্লামেন্টরী শব্দ থাকে তাহলে আমি বাদ দেব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅমিয় সরকার (প্রতাপগড়) :—স্যার, এই শব্দ দুইটি পার্লামেন্টারী না আন্ পার্লামেন্টারী সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা হলো এই শব্দ দুইটি বিধানসভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দুইজন এম এল এ সম্পর্কে এমনভাবে বলেছেন যে সেটা অত্যন্ত অপমানজনক হয়েছে। কারন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুধু একটা দলের নেতা নয় তিনি সমগ্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাজেই উনি যেভাবে এই শব্দগুলি আমাদের বিধান-সভার সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন সেটা আমাদের পক্ষে অপমানজনক হয়েছে এবং সেইজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই শব্দগুলি উয়িদড্র করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— স্যার, উনারা যা বলছেন সেটা উনাদের শিক্ষার নামে কলংক—

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার —আপনারা শান্ত হয়ে বসুন, আমাকে সভার কাজ চালাতে দিন। আমি তাহলে আপনাদের নেম্ করতে বাধ্য হব অনারেবল চিফ্ মিনিষ্টার মে মুভ দ্যা মোশান।
(বিরোধী সদস্যরা মাননীয় অধ্যক্ষের ডায়াসের সম্মুখে এসে সমবেত হন এবং তাঁদের দাবী জানাতে থাকেন।)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যেহেতু বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির বাইরে গিয়ে আচার আচরন করছেন তারজন্য তাদের আজকের জন্য হাউস থেকে বের করে দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার :— ইয়েস্. আই নেম্ অল্ দ্যা অপোজিসন মেমবারস্ ফর দ্যা রেষ্ট অব্ দ্যা ডে। অল্‌দে শুড্ গো আউট ফর্ দ্যা রেস্ট অব দ্যা ডে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— দি হাউস ইজ অ্যাডজার্নড্ ফর্ টেন্ মিনিটস্। (হাউস ১.১৫ মিঃ থেকে আডর্জর্নড হয়) (পরবর্তী সময়ে বিরোধী সদস্যরা হাউস থেকে বেরিয়ে না যাওয়ায় হাউস ২৫ মিনিট মুলতবী থাকে অর্থাৎ হাউস বিকাল ২.৪০ মিনিটে শুরু হয়।

The House re-assembled at 2.40 P.m.

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকের সভায় বিরোধী সদস্যরা যা

করেছেন, সেটা গত কয়েকদিন ধরেই এবং এর আগের অধিবেশনগুলিতেও দেখেছি যে, উনারা অশালীন মন্তব্য প্রায়ই করছেন। গত পরশু দিন মাননীয় বিধায়ক রসিরাম দেববর্মা মাননীয় আমাদের বিধায়ক শ্রীদীপক নাগকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে বিগত ৮০ দাঙ্গায় নাকি তিনি জড়িত ছিলেন। আজকে মাননীয় বিধায়ক অনিল সরকার আমাদের বিধায়ক দীপক রায়কে অসভ্য বলেছেন। পুরনো রেকর্ড যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে উনারা প্রচুর অশালীন মন্তব্য করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের মাননীয় মুখমন্ত্রী এখানে অশালীন কোন মন্তব্য করেন নাই। ঘাতক বাহিনী বলতেই পারেন। যদিও এটা কোন অসংবিধানিক নয়। এখন মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি বলেছেন যে যদি কোন আনপার্লামেন্টারি শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে সেটা আপনি দেখবেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি বলছি তো আনপার্লামেটারী ওয়ার্ড হলে সেটা আমি দেখব।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) ;—রসিরাম দেববর্মা ৮০ সালের দাঙ্গায় দাঙ্গাকারীদের মদত দিয়েছেন এই ধরনের খবর সরকারের কাছে রয়েছে। আর খগেন্দ্র জমাতিয়া একজন বড় উগ্রপন্থী ছিলেন। সরকারের কাছে সারেণ্ডার করেছেন অস্ত্র নিয়ে। সুতরাং এরাতো ঘাতক বাহিনী। সুতরাং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন অশালীন মন্তব্য করেন নাই। এবং অসংবিধানিক শব্দও বলেন নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মাইকটি ভেঙ্গে তারা অগনতান্ত্রিক কাজের একটি পরিচয় দিয়েছে। সেটাও আমি নিন্দা করি। তাদের এই সমস্ত কাজের জন্য আমি এই সভায় ধিক্কার জানাচ্ছি। এবং এই সভায় ধিক্কার প্রস্তাব জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :— এই প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। আপনারা সবাই একমত কিনা।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাকে দু'মিনিট সময় দিন। আমিও কিছু বলতে চাই। স্যার, গত বিধান সভায়ও আমাকে এবং দীপক রায়কে মাননীয় সিনিয়র বিধায়ক এবং প্রাক্তন মন্ত্রী বলেছেন যে লাথি মেরে চাপার দাঁত ফেলে দিব। আজকেও স্যার বিনা কারনে বলেছেন সাড়াসি দিয়া আমার চাপার দাঁত ফালাইয়া দিব' এই কারণেই আমি স্যার, এই ধিক্কার প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন করছি।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :— শুধু ধিক্কার নয় স্যার, এর থেকেও বেশী কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটার জন্য আমি এই হাউসে আবেদন রাখছি।

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :— বিরোধী সি, পি এম, দল যখন ট্রেজারী বেঞ্চে ছিলেন, তখন আমরা বিরোধী বেঞ্চে ছিলাম। ৮৩ সাল থেকে ৮৮ সাল পর্যন্ত এসেমব্লি প্রসিডিংস্ দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আমাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হত। আমাদের খুনী বলত আমাদের ঘাতক বলত। খুনিদের প্রতিনিধি বলত। ঘাতকদের প্রতিনিধি বলত। তখন আমরা এসমস্ত সব্দগুলির প্রতিবাদ করেও কিছুই করতে পারি নাই / সর্বদাই আমাদের বিরুদ্ধে আন পাল্লা-মেন্টারী শব্দ ব্যবহার করত; মাননীয় সদস্যরা আজকেও আরও একটি দৃষ্টান্ত রাখলেন। মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক রায়কে কুলাঙ্গার বলেছেন। বলেছিলেন খুন করবেন, মার্ডার করবেন। আরও কত কি। এরপরেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কিছুটা সময় যেভাবে গালা গাল করেছিলেন সেটা কোন সভ্য লোকের পক্ষে সম্ভব হয় না। সংসদীয় গণতন্ত্রকে তারা ধ্বংস করতে চায়। এটা একটা দৃষ্টান্ত। সুতরাং যে নিন্দাসূচক ধিকার প্রস্তাব মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এনেছেন সেটাকে সমর্থন করছি এবং আপনার মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া দরকার বলে মনে করি এই ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে যেন উনারা বিরত থাকেন। কারন এই ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের একটি মর্যাদা সারা পৃথিবীতেই রয়েছে। এই ব্যবস্থাকে তারা চুরমার করে দিতে চাইছে / যদিও একটা ধারাবাহিকতা আছে। আমি সেই পথ থেকে সরে আসার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এই প্রস্তাবটাতে সবাই একমত কিনা ?

(তখন ট্রেজারী বেঞ্চের সবাই একযোগে হ্যাঁ বলেছেন)
তাহলে আমি ধরে নিতে পারি যে এই প্রস্তাবটাই সবাই একমত।

মিঃ স্পীকার :— আমার কার্য্য পরিচালনের ক্ষেত্রে আগেও বলেছি এখনও বলছি, আমার দৃষ্টিতে যে কোন আন পার্লামেন্টারী শব্দ আসলে আমি যতদূর সম্ভব সেটাকে আন পার্লামেন্টারী হিসাবে একস্‌পানশানের অর্ডার দেই। এবং রুলিং পেয়ে দিয়ে থাকি। তাই আমি এই হাউসের কাছে আবেদন রাখছি কেউ যাতে আনপার্লামেন্টারী ওয়ার্ড ব্যবহার না করেন এবং ব্যবহার করলে আমি তা বাদ দিয়ে দেব।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :– মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী সদস্যরা আজকে হাউসে যে ধরনের কাজ করেছেন তার জন্য আজকে সারাদিনের জন্য তাদেরকে হাউস থেকে বহিস্কার করা হোক্।

মিঃ স্পীকার :— করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উত্তর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী, সুনীল চৌধুরী, মাখন লাল চক্রবর্তী, বিধুভূষণ মালাকার, ফয়জুর রহমান, কেশব মজুমদার, চিত্তরঞ্জন সাহা এবং রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্তৃক মিলিত ভাবে আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— আগামী ৯ই এপ্রিল ১৯৯২ ইং টি এন, ভি, কর্তৃক আসাম আগরতলা রোড অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবরোধ করার হুমকী সম্পর্কে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 'আগামী ৯ই এপ্রিল ১৯৯২ ইং টি, এন, ভি, কর্তৃক অনির্দিষ্ট কালের জন্য আসাম আগরতলা রোড অবরোধ করার হুমকী সম্পর্কে।

আগামী ৪ঠা এপ্রিল ১৯৯২ ইং তারিখ টি. এন. ভি,-এর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে ৯ই এপ্রিল ১৯৯২ ইং তারিখ টি, এন, ভি কর্তৃক প্রস্তাবিত অনির্দিষ্ট কালের জন্য আসাম আগরতলা রোড বন্ধের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে বলে প্রকাশ। আসাম আগরতলা রোড বন্ধের ব্যাপারে টি. এন, ভি কোন সিদ্ধান্ত এখনও নেয় নি।
আগামী ৪ঠা এপ্রিল ১৯৯২ ইং তারিখ টি, এন, ভি, এর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে উক্ত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। তবে সরকার কোন অবস্থায় রাস্তা অবরোধ করার সুযোগ কোন ব্যক্তি বা কোন দলকে কোন অবস্থায় দেবে না।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (শান্তির বাজার) :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, যদিও এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা নেই, টি এন ভির এই রাস্তা রোখ আন্দোলনকে তাঁরা আডজার্নমেন্ট মোশান হিসাবে জানাতে চেয়েছিলেন। না পেরে এখন কলিং এটেনশান এনেছেন। টি এন ভিকে সংবাদের শিরোনামে আনার জন্য এবং সামনে নির্বাচনে এই টি এন ভির সহযোগিতায় পাবলিসিটির জন্য তাঁরা এই কলিং এটেনশন এনেছেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এটা পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই যে টি এন ভির ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে যেভাবে তাদের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা এবং সরকারীভাবে দেওয়ার কথা সেগুলি ঠিক ঠিক ভাবে দেওয়া হচ্ছে কিনা, এবং দেওয়া হয়ে থাকলে

তাদের এই সমস্ত আন্দোলনের হুমকি সরকারীভাবে বন্ধ দেওয়ার জন্য কোন রকম চেষ্টা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম ন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার উত্তরে বলেছি যে; টি এন ভি এই ধরনের কোন সিদ্ধান্তের কথা সরকার এখনও জানেন নি। শুধু কিছু কিছু পত্রপত্রিকায় এই ধরনের কথা উঠেছে। এই ব্যাপারে টি এন ভি আগামী ৪ঠা এপ্রিল ১৯৯২ ইং তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং বসছে। যদি এই ধরনের রাস্তা রোখ আন্দোলন করার কিম্বা অবরোধের কোন আন্দোলন করা হয় তাহলে সরকার কঠোর হস্তে তার মোকাবেলা করবে।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, পঞ্চায়েত নির্বাচন সরকার ঘোষণা করেছে এবং এই বছরের শেষ ভাগে হয়ত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এর আগে যে হতাশাগ্রস্ত রাজনৈতিক দল সি পি এম এর যে অবস্থা হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে। এই সরকারের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার জন্য; সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে অশান্ত করার জন্য টি এন ভির নামে বকলমে এটা সি পি এমের চক্রান্ত কিনা এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম ন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যের সঙ্গে আমি এক মত।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কি, যখন টি এন ভি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। তাদের সেখান থেকে আবার উগ্রপন্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির চক্রান্ত এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম ন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে, উগ্রপন্থী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্ত কার্যকলাপের সঙ্গে ওরা জড়িত।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সম্পর্কে জানাবেন কি, যে ১৯৮৮ সালের ১২ই আগষ্ট টি, এন, ভির সঙ্গে যখন চুক্তি হয় রাজ্য

এবং কেন্দ্রের মধ্যে। তখন তাদের সঙ্গে যে যে চুক্তি ছিল, কি কি চুক্তি নিয়ে, কি কি দাবী নিয়ে তারা চুক্তি করেছেন ? ঐ চুক্তি মূলে রাজ্য সরকার তাদের বরাদ্ধ-এর বিভিন্ন স্কীম কি কি ভাবে চালু করেছেন এবং তাদের পাওনা রাজ্যসরকার কত খরচ করেছেন এবং পাওনা কত ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আরও জানতে চাই যে, টি, এন, ভিরা যেভাবে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা সরকারের বিরুদ্ধে এবং ঐ চুক্তিকে যেভাবে অব ব্যাখ্যা করে বর্তমানে যেভাবে চলছে এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই রকম তথ্য আছে কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি, এন, ভির সাথে যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল সরকার সেই সমস্ত দিকে বিশেষ নজর রাখছে এবং চুক্তি অনুযায়ী সরকার সমস্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে। কাজেই যদি কোথাও কোন কাজ না হয়ে থাকে তাহলে আলোচনার সুযোগ আছে। সরকার টি, এন, ভির সঙ্গে সেই সমস্ত ব্যাপারে সময় মত আলোচনা করবে।

মি: স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়কে কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি-আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১১ই মার্চ আনুমানিক রাত্রি ৭-৩০ মিনিটের সময় কমলপুর মহকুমার সালেমা থানার অন্তর্গত কচুছড়া বাজারে কতিপয় দুস্কৃতিকারী কর্তৃক লুটপাট ভাঙ্গচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন(মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, উল্লেখ্য বিষয়বস্তুটি হল ১১ই মার্চ আনুমানিক রাত্রি ৭·৩০ মিঃ সময় কমলপুর মহকুমার সালেমা থানার অন্তর্গত কচুছড়া বাজারে কতিপয় দুস্কৃতিকারী কর্তৃক লুটপাট, ভাঙ্গচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা সম্পর্কে।

গত ১১ই মার্চ ১৯৯২ ইং সন্ধ্যা আনুমানিক ৭·৩০ মিঃ সময় কিছু সংখ্যক অজ্ঞাত দুস্কৃতিকারী উত্তর ত্রিপুরা জেলার সালেমা থানার অন্তর্গত কচুছড়া বাজারে উপস্থিত হয়ে ঐ বাজারে অবস্থিত দোকান ভাঙ্গচুর করে এবং যাইবার পথে দোকানের নগদ অর্থ কাপড় চোপড় মালামাল ইত্যাদি লইয়া যায় এবং অমূল্য দেববর্মার বসত ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়। উপরোক্ত সংবাদটি সালেমা থানার উত্তর কচুছড়ার শ্রীপ্রফুল্ল বিশ্বাসের অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪২৬/৪৩৬/৩৮০

এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় সালেমা থানায় ৫ (৩) ৯২ নং মামলা গত ১২/৩/৯২ ইং সকাল ৮-৩০ মিঃ লিপিবদ্ধ করে পুলিশ তদন্ত কার্য আরম্ভ করেন। উপরোক্ত শ্রীস্বদেশ রঞ্জন দাস, সাং ডাববাড়ী সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হন। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে। উল্লেখ ধৃত ব্যাক্তিগণ এ টি টি এফ এবং সি পি এম এর সমর্থক বলে মনে করা হচ্ছে। সকলকেই মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয়। তদন্ত করা কালে পুলিশ কিছু লুট করা কাপড় চোপড় এবং ২ টি বন্দুক উদ্ধার করেন। ঐ ঘটনার পর শান্তি কমিটি ও ভিঃ আর পার্টি পুলিশের সহযোগিতায় টহলদারির ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। উক্ত ঘটনাটির তদন্ত কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পথে এবং অচিরেই দুস্কৃতিকারীদের বিরোদ্ধে চার্জসীট দখল করা হবে।

মিঃ স্পীকর :—আজকের কার্যসূচীতে উল্লেখ আছে যে গত ২০/৫/৯২ ইং মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহাশয় কর্তৃক আনিত একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হইয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব উল্লেখিত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। দৃষ্টি আকর্ষণী বিষয়বস্তুটি হল.

আগরতলার গাঙ্গাইল রোডস্থ ছত্রিশ বছরের পুরানো রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যামন্দিরটিকে বিগত ১৯৯১ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে জুনিয়র হাই স্কুল স্তর হইতে নিম্ন বুনিয়াদী স্তরে অবনমিত হওয়ার ফলে কয়েক শত ছাত্র; ছাত্রী এবং অভিবাবক এক গভীর সমস্যা সংকুল অবস্থায় উপনিত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, বিষয়বস্তুটি হল; 'আগরতলার গাঙ্গাইল রোডস্থ ছত্রিশ বছরের পুরোনো রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যামন্দিরটিকে বিগত ১৯৯১ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে জুনিয়ার হাই স্কুলস্তর হইতে নিম্ন বুনিয়াদী স্তরে অবনমিত হওয়ার ফলে কয়েক শত ছাত্র, ছাত্রী এবং অভিভাবক এক গভীর সমস্যা সংকুল অবস্থার উপনিত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে'।

স্যার, রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যামন্দির জুনিয়র, হাই বিদ্যালয়টি দুই স্থানে অবস্থিত ছিল। বিদালয়-টির প্রাথমিক স্তরের পঠন পাঠন গাঙ্গাইল রোডে অবস্থিত মিশনের গৃহে চালু ছিল। কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেনী হইতে অষ্টম শ্রেনীর পঠন পাঠন ধলেশ্বর জামাই ঠাকুর বাড়ীর জমিতে চালু ছিল। এখানে উল্লেখ ধলেশ্বর উক্ত জমিতে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির নামে একটি অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত (জুনিয়র হাই) বে- সরকারী বিদ্যালয় অবস্থিত ছিল।

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি বিদ্যালয়টি দুই স্থানে পরিচালিত হওয়ায় অসুবিধার সম্মুখীন হয় এই ব্যাপারে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সম্পাদক ১৩/৩/৮৯ ইং তারিখে সরকারের কাছে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয়টির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ চেয়ে আবেদন করে।

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি ও মিশন কর্তৃপক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে বিগত ৩০/৩/৮৯ ইং তারিখে কাউন্সিল রুমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সভাপতিত্বে এক সভা হয় ঐ সভায় চীপ সেক্রেটারী, এডুকেশান সেক্রেটারি, বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা এবং পরিচালনা কমিটির পক্ষে সভাপতি সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের আবেদন ক্রমে স্থির হয় যে বিদ্যালয়টির সুস্থ পরিচালনার জন্য নিম্ন লিখিত পদক্ষেপ গ্রহন করা দরকার।

১— ধলেশ্বর অবস্থিত বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির বিদ্যালয়টিকে সরকারী অনুমোদন ও অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

২ – বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির বিদ্যালয়টি সরকারী অনুমোদন ও অনুদান দেবার পর উক্ত জমিতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যামন্দির এর ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীকে উক্ত বিদ্যালয়ের সাথে একত্রিতকরন করে বিদ্যালয়ের নাম "রামকৃষ্ণ বিবেকান্দ বিদ্যামন্দির" জুনিয়র হাইকুল নামে চিহ্নিত করণ করা।

৩— রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যামন্দিরের ক্লাশ ওয়ান থেকে ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত চালু প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়টিকে সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে চিহ্নিত করা। ইহা স্থির করা হয় যে উক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গাঙ্গাইল রোডস্থিত বর্তমান বৎসরে চালু করা হবে।

উক্ত সিদ্ধান্ত মন্ত্রী সভার ১,৭/৮৯ ইং তারিখে বৈঠকে অনুমোদিত হয়। মন্ত্রী সভার অনুমোদন ক্রমে রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যামন্দিরের সাথে ১/৫/৮৯ ইং তারিখে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের সাথে একত্রিত করন করা হয় এবং বিদ্যালয়টি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির জুনিয়র হাইস্কুল নামে নাম করন করা হয়।

'উক্তবিদ্যালয় পরিপ্রেক্ষিতে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়টি পৃথকভাবে

প্রথমে এডমিনিস্ট্রেশান এবং পরবর্তী সময়ে এড-হক-ম্যানিজিং কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

বিদ্যালয়টি অবনমিত করা হয়েছে একথা সত্য নয়। পরিচালনা কমিটির অনুমোদন ক্রমেই জুনিয়ার হাই বিদালয়টির পৃথককিকরণ ও নাম করনের পরিবর্তন করা হয়েছে। পূর্বেও এই প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হবার জন্য ধলেশ্বর এ অবস্থিত রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যা-মন্দির জুনিয়র হাই সেকশান নামে পরিচালিত বিদ্যালয়েই যাইতে হইত। বর্তমানে ও বিদ্যালয়টির নামকরণ পরিবর্তন হইলেও একই জায়গায় বিদালয়টি অবস্থিত আছে। সুতরাং ছাত্রছাত্রীদের এবং অভিভাবকদের ভর্তির ব্যাপারে কোন নূতন সমস্যা সৃষ্টি হয় নাই।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচিতে উল্লেখ্য, গত ২৩/৩/৯২ ইং মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চাকমা মহাশয়ের উত্থাপিত বিষয়টির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব উল্লেখ্য বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। উল্লেখ্য বিষয় বস্তুটি হল :—

" গত ২২শে মার্চ ১৯৯২ ইং সাব্রুমের মাগুরছড়া নিবাসী বিনোদ দেবনাথ দিনের বেলায় খুন হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিষয়বস্তুটি হল, "গত ২২শে মার্চ ১৯৯২ সাব্রুমের মাগুছড়া নিবাসী বিনোদ দেবনাথ দিনের বেলায় খুন হওয়া সম্পর্কে'।

বিগত ২২/৩/৯২ ইং দুপুর অনুমান ২/১। মিঃ সময় দক্ষিণ ত্রিপুরার মনু বাজার থানার অন্তর্গত মাগুছড়া সাকিনের শ্রীঅবিনাস চন্দ্র দেবনাথ মহাশয় মনু বাজার থানায় একটি অভিযোগ জানান যে ঐদিন সকাল অনুমান ৮/৯ টার সময় মাগুছড়া নিবাসী শ্রীবিনোদ দেবনাথ সাব্রুম থানাধীন সোনাই বাজারের উদ্দেশ্যে, রবিকা রাবার বাগানের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় ঐ বাগানের কাছাকাছি কিছু সংখ্যক অজ্ঞাত দুস্কৃতিকারী ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে তাহাকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। উপরোক্ত ঘটনার ডাঃ দঃ বিঃ ৩০২ ধারায় ৭ (৩) ৯২ নং মামলা নথিভুক্ত করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। প্রাথমিক তদন্তে ইহা প্রকাশ পায় যে মৃত ব্যাক্তি স্বর্ণ কেনা বেচার ব্যবসা করিত। দুস্কৃতিকারীগণ লোভের বশবর্তী হয়ে তাহাকে হত্যা করে। উপরোক্ত ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করার সংবাদ নাই। তবে পুলিশ দুস্কৃতকারীদের খুঁজে বের করার জন্য তদন্ত কার্য্য অব্যাহত রেখেছে।

GOVERNMENT BILL

Mr Speaker :— Next business before the House is the introduction of The Tripura (Courts) Order (Second Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No.4 of 1992). Now, I would, request Hon'ble chief Minister to move his motion for leave to introduce 'The Tripura (Courts) Order (Second Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill NO.4 of 1992) before the House.

Shri Samir Ranjan Barman (Chief Minister)—Mr Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce 'The Tripura (courts) Order (Second Amendent) Bill, 1992 (Tripura Bill No 4 of 1992) before the House.

Mr Speaker —Now, Iam putting the motion moved by Hon'ble Chief Minister to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'The Tripura (Courts) Order (Second Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 4 of 1922) be introduced in the House, (the Bill was put to voice vote and INTRODUCED.)

Hon'ble members are requested to collect the copies of Bill the Notice offiice.

Next business befor the House is the introduction of "The Tripura Excise (Amendment) Bill. 1992 (Taipura Bill No. 1 of 1992), Now, I would request the Hon'ble Minister in charge of Revenue Department to move his motion for leave to introduce "The Tripnra Excise (Amendment) Bill" 1992 (Tripura Bill No. 1 of 1992) before the House.

Shir Birjit Sinha (Minister)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to

introduce "The Tripura Excise (Amendment) Bill

Shir Birjit Sinha (Minister)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce "The Tripnra Excise (Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No. I of 1992) before the House.

Mr Speaker —Now, Iam putting the motion moved by Hon'ble Minister in Charge of the Revenue Department to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in oharge of the Revenue Department that "Tripura Excise (Amendment) Bill. 1992 (Taipura Bill No. 1 of 1992), be introduced in this House, (the Bill was put to voice vote and INTRODUCED).

Hon'ble members are requested to collect the copies of Bill the Notice offiice.

Next business befor the House is the introduction of The Tripura Panchayets (Third Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 5 of 1922) Now I would request Hon'ble Minister in Chetge of the Pauchayet Department to move his motion for leave to introduce "The Tripura panchayets (Third Amendment) Bill, 1992(Tripura Bill No,5 of 1992) before the House,

Shri Birjit Sinha (Minister): Mr Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce 'The Tripura Panchayets (Third Amendent) Bill, 1992 (Tripura Bill No 5 of 1992) before this House.

Mr Speaker :— Now, Iam putting the motion moved by Hon'ble Minister in-Charge of thePanchayet Department to vote.

The quastion before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in Charge of the Panchayat Department that "The Tripura panchayets (Third Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No.5 of 1992) be introduced in the House,"(the Bill was put to voice vote and ITNRODUCED)

The Hon'ble members are requested to Collect their Copies of Bill from the Notice Office.

DEMANDS FOR GRANTS FOR 1992-93

মি: স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—১৯৯২-৯৩ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি উত্থাপন আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহন। আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ২০ টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে, এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর আলোচনা শুরু হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহন করা হবে। মাননীয় সদস্যগণ, আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সংশ্লিষ্ট মহোদয়দের নামও ছাটাই প্রস্তাবগুলি পেয়েছেন। আজকের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর ছাটাই প্রস্তাব আছে, সেগুলি ফলস থ্রু হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে, কারণ যারা ছাঁটাই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তারা হাউসে অনুপস্থিত। এখন শুধু মাত্র ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর আলোচণা শুরু হবে এবং আলোচনা শেষে, আমি সেগুলি এক এক করে ভোটে দেব।

এখন, আমি, মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা মহোদয়কে আলোচনা শুরু করতে অনুরোধ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বুদ্ধ দেববর্মা ।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা (গোলাঘাটি :— স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৯২-৯৩ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। কারণ এটা সত্যিই খুব সময়োপযোগী হয়েছে বিরোধীরা এই বাজেট সম্পর্কে বলছেন যে এই বাজেট জনগণের কল্যাণের জন্য নয়, এর দ্বারা জনগণের উন্নতি হবে না। কি ভাবে বলছেন ওরা জানে না। গত পার্লিয়ামেন্টারী বাজেটকেও ওরা বলেছেন যে কিছু নয়। সি, পি, আই (এম) এর দৃষ্টি ভঙ্গী মোটেই ভাল নয়। যেমন

কুত্তা তেমন মুগুরের দরকার। সি পি আই (এম) পার্টি তিনটা জিনিষ জানে সেটা হলো কাঁট, ধর; মার। এই তিনটা গুনের অধিকারী তারা। এই জন্য এই বাজেটকে বলছে কাঁট। আমাদের জনদরদি মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাতে ওদের পাওয়ার কিছু নেই যা পাবেন জনসাধারন পাবে, জনসাধারণ উপকৃত হবে। এই জন্য এদের এই বিক্ষোভ। তাদের স্বভাবই হচ্ছে গুনওামী করা; এবং তাদের একটাই দৃষ্টান্ত বাইরে কাঁট, ভিতরে কাঁট। তাদের এখানে এই হাউসে সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৬। এখন কমে হয়েছে ২৭। আর সামনের ইলেকসানে সেটা কমে হয়তো হবে জিরো। এদের দৃষ্টি এত নীচে। শকুনের মত, যত উপরে উড়ুক দৃষ্টিটা থাকবে নীচে পঁচা গলা মৃতের পশুর প্রতি। তাদের স্বভাব কালচারই এই রকম। অপোজিশন বেঞ্চ তো খালি। আর বেশী কিছু বলছি না। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী বিল্লাল মিঞা।

শ্রীখিল্লাল মিঞা (মন্ত্রী):—মিঃডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২০ তারিখে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, এবং বাজেটের মধ্যে যে ডিমাণ্ডগুলি আছে সেগুলিকে সমর্থন করে ও বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে তার বিরোধীতা করে আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে আমার বক্তব্য শুরু করছি। ব্যক্তিগত ভাবে আমি প্রথমেই আনিমেল হাজবেণ্ড্রি ডিপার্টমেন্টের ডিমাণ্ড নং ৩৬, মেজর হেড—২৪০৩ এর উপর যে কাট এনেছেন তার উপর বক্তব্য রাখছি।

মোশান মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী এবং মাননীয় সদস্য নকুল দাস মহোদয়। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বাদল বাবুর ডিমাণ্ড নাম্বার এবং মেজর হেড ঠিকই আছে। তবে সাবজেক্ট ঠিক নেই। তিনি বলেছেন, রাজ্যে উন্নত ধরনের গো-শাবকের জন, গো খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে উনি এক টাকা কমাতে চান। অ্যাকচুয়েলি স্যার, এখানে এই হেড গো শাবকের কোন কথা নেই। এখানে প্ল্যান খাতে ৪২.৫০ লক্ষ টাকা এবং নন প্ল্যানে, ৪২/৩৪ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে শ্রমিক মজুরী এবং কৃষকদের মধ্যে বিনামুল্যে ঘাসের বীজ সরবরাহের জন্য তবু আমি বলতে চাই, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। এই বৎসরে ১৯৯২-৯৩ সালে রয়েছে ৬৬.৬৬ ভাগ সাবসিডিতে প্রান্তিক চাষীদের গো খাদ্য দেব, এইং ক্ষুদ্র চাষীদের ৫০ ভাগ ভর্তুকিতে গো-শাবকদের খাদ্য দেব। কাজে কাজেই এখানে এক টাকা কমানোর জন্য যে কাট মোশান আনা হয়েছে তা আসে না। কেন না, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। কাজেই কমানোর কোন প্রশ্ন নেই। তাছাড়া সাবজেক্টও ভুল এনেছেন। উনারা এখানে থাকলে এটা

প্রত্যাহার করে নেবার জন্য আমি বলতাম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬ মেজর হেড —২৪০৩, এর উপর মাননীয় সদস্য নকুল বাবু কাট মোশান এনেছেন। উনার কাট মোশানের বিষয়বস্তু হচ্ছে, 'রাজ্যের পশু চিকিৎসালয় গুলিতে ঔষধ পত্র ও প্রতিষেধক টিকার অভাবে ব্যাপক গো-মরকের ফলে কৃষকদের চরম ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার প্রতিবাদে'। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি এ কথা বলেছেন। স্যার, আমি বলছি, গো—মড়ক কিংবা পশু মড়কের কোন লেশই এখানে নেই এই ত্রিপুরা রাজ্যে। বিশেষ করে ১৯৮৮ সনে কংগ্রেস—টি ইউ, জে, এস জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্য্যন্ত কোন খবর আসে নি গো মরক হয়েছে বা শুকর মরছে বা পশু রোগাক্রান্ত হয়েছে। কাজেই চাষীদের চরম ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তা ত্রিপুরার ইতিহাসে নেই।

তবুও উনারা এখানে এসে বলছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে গো মড়ক লেগে গো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আসলে উনারা এখানে এসে অসত্য কথা বলছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে ভাওতা দিচ্ছেন। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার থাকার সময় মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী পশু পালন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। তিনি গো উন্নয়নের নামে ২০ লক্ষ টাকা ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদেরকে দেবার নাম করে আত্মসাৎ করেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে তাঁরা তখন এই অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন। স্যার, এই মেজর হেডের সাব হেডে ত্রিপুরা রাজ্যের পশুদের উন্নয়নের জন্য, অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র কেনার জন্য, পশুদেরকে প্রতিষেধক টীকা দেবার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় যে ল্যাবরেটরী রয়েছে, সেগুলিতে পরীক্ষামুলক যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। উনারা এক দিকে বলছেন যে পশু চিকিৎসার জন্য রাজ্যে ঔষধ পত্রের অভাব রয়েছে এবং অপর দিকে উনারা এই সমস্ত বরাদ্দের উপর কাটমোশানেও এনেছেন। এর অর্থ এই যে ১৯৯২-৯৩ ইং সালে পশুদের ঔষধপত্রের যাতে কেনা যায়; পশুদের যাতে প্রতি ষেধক টীকা না দেওয়া যায় পশুদের মধ্যে মড়ক লাগুক, এটাই উনারা চান। এর ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হোক এটাই উনারা চান। ত্রিপুরা রাজ্যের বেশীর ভাগই মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল, যদিও বর্ত্তমান আধুনিক যুগে অনেক যন্ত্রপাতি বেড়িয়েছে চাষ করার জন্য, কিন্তু তথাপি ত্রিপুরার বেশীর ভাগ অঞ্চলেই মানুষ এখনও গবাদি পশুর উপর নির্ভর করেই চাষবাদ করছে। সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষি ক্ষেত্রে গরু অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়া শিশু খাদ্যের জন্য দুধের অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে, যদিও চাহিদা অনুযায়ী দুধ আমরা যোগান দিতে পারছি না, তাছাড়া একটি গো পালন করেও একটি ফেমেলী অনায়াসে চলতে পারে। সেই সমস্ত দিক থেকে পশুদের জন্য ঔষধ এবং প্রতিষেধক টীকা বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই

এই সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজে বাধা দানের জন্যই উনারা এখানে কাট মোশান এনেছে। মাননীয় সদস্য নকুল দাস মহোদয় একটি কাট মোশান এনেছেন, তিনি এখন হাউসে নেই। থাকলে আমি উনাকে অনুরোধ করতাম কাট মোশানটি তুলে নেবার জন্য ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে। বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা না করে রাজ্যের জনগণের স্বার্থে এগিয়ে আসার জন্য আমি উনাদেরকে আহ্বান রাখছি। স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়গন এখানে যে কাট মোশনগুলি এনেছেন সেগুলির বিরোধীতা করে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে পেশ করেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি মাননীয় মন্ত্রীদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ছাঁটাই প্রস্তাব গুলির উপর যেহেতু ভোট দেওয়া হবে না, সুতরাং ছাটাই প্রস্তাবগুলির উপর বক্তব্য না রাখলেও চলবে।

আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরসিক লাল মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মহোদয় আজকে এই হাউসে যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার দুই একটা দপ্তর সম্পর্কে এখানে বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার বলেছেন কাট মোশন সম্পর্কে বক্তব্য না রাখার জন্য। কিন্তু আমাকে ২/১ টা কথা টাচ করতেই হবে, যেহেতু মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কাট মোশান এনেছেন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে। এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ৪২, মেজর হেড ২০৫৬। জেল ডিপার্টমেন্টের বাজেট খুব সীমিত ক্ষমতার উপর তৈরী হয়। বিগত আর্থিক বছরের বহু প্রতিশ্রুতি ব্যয়ের দায় ও বর্তমান আর্থিক বৎসরের দৈনন্দিন খরচ ও জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হেতু এই বাজেট অতি সীমিত ব্যবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছে। নিম্ন সাব-হেড অনুযায়ী বিস্তারিত খরচের উল্লেখ করা হলো : –

বর্তমানে কারা কর্মচারীর সংখ্যা ৩৫৬ জন এবং তাদের বাৎসরিক বেতন ৭১, ৪৩, ০০০'০০। বেতনের শতকরা ৩৪ পারসেন্ট হারে মহার্ঘভাতার জন্য ২৪,০০০'০০ টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়। পরবর্তী সময় ত্রিপুরা সরকার আরও ৪ পারসেন্ট মহার্ঘভাতা অনুমোদন করেন। মাননীয় বিরোধী সদস্য এই ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশান এনেনেছন যদিও উনারা উপস্থিত নেই তবুও সামান্য কিছু বলছি।

অনেক কিছুর বলার ছিল।

যেহেতু উনারা উপস্থিত নেই সেই হেতু বলে লাভ নেই। জেল কর্মচারীদের আমরা কি খাবার দেব না, তাদের বেতন দেব না এবং তাদের ঔষধপত্র এবং পোষাক দেব না? আপনারা বলুন। এই সমস্ত খরচের জন্য বাজেটে টাকার বরাদ্দ ধরা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বুঝতে পেরেছেন যে উনারা যে কাট মোশানগুলি এনেছেন সেই কাট মোশান আনার কোন প্রয়োজন ছিল না তাই উনারা এখন হাউসে উপস্থিত নেই। সে জন্যই উনারা গোলমাল করে হাউস থেকে বের হয়ে গেছেন। এই ডিমাণ্ডের উপর ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা এখানে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা জন স্বার্থের জন্য এই কাট মোশান আনেন নি। এই কাট মোশান এনেছেন বিরোধী দল হিসাবে বিরোধীতা করার জন্য।

স্যার, আমি অত্যান্ত গুরুত্ব সহকারে উনারা কাট মোশানটা পড়ছি মিঃ বাদল বাবু, তিনি বলেছেন' সরকারী প্রেসে সরকারী কাগজ পত্র, পাঠ্য পুস্তক না ছাপিয়ে বে-সরকারী প্রেসে কাজ দিয়ে সরকারী প্রেসকে অচল করে রেখে দেওয়ার প্রতিবাদে'। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সরকারী প্রেসের উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করা হচ্ছে। তাকে অচল করে রাখার কোন প্রশ্নই উঠে না। মাননীয় সদস্য-এর দৃষ্টি আকর্ষন করে আমি বলতে চাই সরকারী প্রেস থেকে অন্য কোন বে-সরকারী প্রেসে কাজ দেওয়া হয় না। তবে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে [illegible] প্রেসের কাজের অতিরিক্ত লোড থাকা অবস্থায় যদি কোন দপ্তর এই প্রেসকে কাজ দিয়ে অল্প সময় দিতে চান, যদি সময় প্রেস চায় যে, একটু সময় বাড়িয়ে দিতে হবে তারা যদি সময় বেশী দিতে অপারগ হন তাহলে তখন বিবিন্ন দপ্তর থেকে সেই সমস্ত কাজ গুলি বাহিরের প্রেসে থেকে ছাপানো হয়। এইটা সরকারী প্রেসের সঙ্গে যুক্ত নয়। সরকারী প্রেসের উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় সরকারী কাগজ পত্র এবং পাঠ্য পুস্তক ছাপার কাজের পরিমান অনেক বেশী। তার জন্য সরকারী প্রেসের কাজের ক্ষমতা আরও বাড়ানোর চেষ্টা এই সরকার নিচ্ছে। সুতরাং স্যার, য কাট মোশান এখানে এনেছেন এইটা গ্রাহ্য হয়না। দ্বিতীয়তঃ আমি আপনাকে বলছি হাউসে যদি বিরোধী সদস্যরা থাকতেন তাহলে খুশী হতেন যে ১৯৮৮ ইং সালে আমরা ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯১ পর্যন্ত আমরা এই প্রেসের উন্নয়নের জন্য স্টাফ কোয়ার্টার করেছি ২৪ টা এবং এই প্রেসের একমোডেশানের জন্য একটাবিল্ডিং করেছি। তার জন্য মোট খরচ, এই পর্যন্ত পি ডবলিউ ডিকে আমরা ৭৩ লক্ষ টাকা দিয়েছি। ফাইনাল এস্টিমেট ওয়ার্ক দিলে পরে হয়তো আরও কয়েক লক্ষ টাকা আমাদের দিতে হবে। এই কাজ সম্পূর্ণ করতে আমাদের প্রায় ১ কোটি টাকা খরচ হবে। বিগত দশ বছর এই ছাপা খানার জন্য এই বিরোধীরা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এই প্রেসের জন্য কোন উন্নয়ন মুলক তথ্য এই হাউসে কোন দিন উথ্যাপন করতে পারেনি।

স্যার, এই টোটাল হেডে আমরা টাকা চেয়েছি প্ল্যান এবং নন্-প্ল্যান এই ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা মাত্র, এই দিয়ে এই প্রেসটাকে চালু করব এবং এই পর্যন্ত আমাদের সরকার এসে পর্যন্ত আমরা যে এসেট করেছি তার পরেও যদি বিরোধীরা কোন দুর্নীতির অভিযোগ আনতে পারেন তাহলে তার ব্যবস্থা নেবে এই সরকার। ওনারা কোন দুর্নীতির অভিযোগ আনতে পারেনি, তাদের দশ বছরে বহু দুর্নীতির অভিযোগ এখানে দলবাজী করার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল। যার জন্য এই কাজ গুলি অচল হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের এই সরকার এসে এই কাজ সম্পূর্ণভাবে চালু করেছে এবং পক্ষ বিপক্ষ, এই এই দল সেই দল সমস্ত কর্মচারী ভাইদের একসঙ্গে করে আজকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সরকারী বইগুলি এখানে ছাপানো হবে। এই বলে আমার ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং কাট মোশানগুলিকে বাতিল করে দিয়ে এই ডিমাণ্ড গুলিকে পাশ করার জন্য অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। স্যার, এখানে আমাদের মন্ত্রী একজন নেই, আমি ওনার ডিমাণ্ড সম্পর্কে বলছি, ওনার ডিমাণ্ড নং ১২ যেটা ট্রান্সফেক্ট। ডিমাণ্ড নং ২৮ যেটা ভোট, এই ডিমাণ্ড গুলিকে আমি ওনার পক্ষ নিয়ে সমর্থন দিচ্ছি এবং পাশ করার জন্য অনুরোধ রাখছি॥ এখানে তাদের কাট মোশান আনার সুবিধা ছিল না, আনেন নি। যেটার মধ্যে কাট মোশান এসেছে সেটা ডিমাণ্ড নাম্বার-১২, মেজরহেড – ৩০৫৫ নকুল বাবু এনেছেন, এই অযৌক্তিক কাট মোশান এনেছেন বলে এইটা বাতিল হবে। ডিমাণ্ড নং ১২ এর উপর গোপালবাবু এনেছেন আর একটা কাট মোশান মেজর হেড ৩০৫৫, এইটাকেও বাতিল করে দিয়ে এই ডিমাণ্ডকে পাশ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী রতন চক্রবর্ত্তী (অনুপস্থিত)। মাননীয় মন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা (মন্ত্রী) **:—** স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নং ১৩, ১৭, ৫০ এই তিনটার উপরেই আমি বক্তব্য রাখছি। যেহেতু বিরোধী সদস্যগণ নেই সেহেতু কাট মোশানগুলি বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। কাজেই আমি এইটা উল্লেখ করতে চাই না।

স্যার, এইখানে বিরোধীরা বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে উল্লেখ করেছিলেন এই সভায় এই সেশনে যে এই সরকার কেন এত টাকা ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন সেটা মোটেই গ্রহনযোগ্য নয়। আমি বলতে চাই যে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে পরে বামফ্রন্ট আমলের দশ বছরে বিদ্যুতের যে ডেভেলাপমেন্ট হয়েছিল আমাদের চার বছরের মধ্যে তার চেয়ে বেশী ডেভেলাপমেন্ট আমরা করেছি। সম্পূর্ণ সমাধান করতে না পারলেও সমাধানের পথে যেতে আমরা সক্ষম হয়েছি। এবং আগামী চার পাঁচ

বছর পর ত্রিপুরারাজ্যের যে বিদ্যুতের সেটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তখন ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদা মিটে যাবে। বিদ্যুতের সমস্যা আর থাকবে না। সেই জন্য এই টাকার প্রয়োজন। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এইটার সমাধান যাতে করা যায় সেই ব্যবস্থা নিয়েছি।

স্যার, একটা প্রোজেক্ট করতে গেলে নিশ্চয়ই লক্ষ লক্ষ টাকা লাগে। এবং আমার মনে আছে ৭.৫ মেঘাওয়াট বিদ্যুতের উৎপাদনের জন্য খোয়াই রিভারের উপরে চাকমাঘাটে প্রোজেক্ট করার জন্য প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করতেই লেগেছে ৬.৫ লক্ষ টাকা। এবং বাইরে থেকে ইঞ্জিনীয়ার এনে এই প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করানো হয়েছে, অথচ আমাদের বিদ্যুৎ দপ্তরেই অনেক এফিশিয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন তাদের দিয়ে এই প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করা যেত এবং তারজন্য অতিরিক্ত এত টাকার খরচ করার প্রয়োজন হতো না। আজকে রুখিয়াতে যেটা চলছে দুইটা ফেজ এ ১৬ মেঘাওয়াট উৎপাদন হবে। এবং তারমধ্যে ৬,৫ মেঘাওয়াটের জন্য মেসিন বসানো হয়েছে এবং এর জন্য প্রোজেক্ট রিপোর্ট আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টাল ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে করিয়েছি এবং তারা সফলও হয়েছেন। শুধু প্রোজেক্ট রিপোর্ট নয় এই চার বছরে আমরা মেশিন বসিয়েছি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনও শুরু করেছি। আরো বলা যায় যে আমাদের ত্রিপুরার ইঞ্জিনীয়ারদের কাজের সুযোগ দেওয়া হয়নি তৎকালীন সময়ে এবং তা না করে বাইরে থেকে ইঞ্জিনীয়ার এনে অতিরিক্ত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন যেটা করা প্রয়োজন ছিল না। এখন সেটা বন্ধ হয়েছে।

এইখানে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের জন্য নেপকো ৮৪ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনোৎক্ষম প্রোজেক্ট নির্মানের কাজে হাত দিয়েছেন এবং তার প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে, সার্ভের কাজ শেষ হয়েছে। এবং অবিলম্বে এর কাজ শুরু করা হবে। কিন্তু প্ল্যানিং কমিশন এই জন্য কোন টাকার সংস্থান না করায় নেপকো চেষ্টা করছেন আর কোথা থেকে এই টাকার সংস্থান করা যায়। বিহারে এবং পশ্চিমবঙ্গে দেখা গেছে তারা রাশিয়া থেকে লোন নিয়ে এই বিদ্যুতের প্রোজেক্টগুলি করছেন। তাই নেপকো ও চেষ্টা করছেন বাইরে থেকে লোন নিয়ে এই প্রোজেক্টটি চালু করা যায় কি না। এবং এই কিছুদিন আগে এন, ই, সি, আমাদের আরেকটি ১৬ মেঘাওয়াটের প্রোজেক্টের জন্য বলেছিলেন এবং আমাদের মাননীয় চীফ মিনিষ্টার এবং চীফ সেক্রেটারী মহোদয়কে ধন্যবাদ উনারা এরজন্য অনেক চেষ্টা করেছেন এবং এন, ই, সি, কেও ধন্যবাদ যে এন, ই, সি, থেকে এই বিধানসভা চলাকালীন সময়েই আমাদের এই ১৬ মেঘাওয়াটের সেকেণ্ড ফেজ, নির্মানের জন্য ৫৫ কোটি টাকা দিয়েছেন। এর পর থার্ড ফেইজে আরো ১৬ মেঘাওয়াটের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তারমধ্যে রাজ্য সরকার ৮ মেঘাওয়াটের ইউনিটটি করবেন এবং তারজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এই জন্য মেসিনের অর্ডারও দেওয়া হয়েছে ভেল কে।

স্যার এরজন্য আমরা বলতে পারি যে বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে থেকে বিদ্যুতের দিক থেকে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি। তারপর গ্রামীন বিদ্যুতায়নের জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। বামফ্রন্ট এর আমলে ৫০ পারসেন্ট উপজাতি এলাকায় এবং এস, সি, এলাকায় করা হত আর বাকি সব শুধু শহরাঞ্চলেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে করা হত। গ্রামীন অনগ্রসর এলাকাতে বিদ্যুৎ পেঁৗছে দেবার জন্য তারা কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেনি /
অর্থাৎ অনগ্রসর এলাকাতে আলোর সম্প্রসারন মূলত করা হয় নাই। ৫০ শতাংশ গ্রামে লাইন দেওয়া হয়েছে। ৬০০ গ্রামের মধ্যে। সেই ৫০ শতাংশ গ্রামই এস, সি এবং এস, টি অধ্যুষিত গ্রাম। প্রয়াত রাজীব গান্ধীর পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের কুঠির জ্যোতি স্কীমে বিনামূল্যে দেড় হাজার কানেকশান দিয়েছি।

আর একটা হচ্ছে ৫০০ মেগাওয়াট গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থা এন পি টি সিকে তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কাজ শুরু করার জন্যও আমরা তাদেরকে বলেছি।

স্যার সমবায় বামফ্রন্ট আমলে সেটা একটা পার্টির আখরা ছিল। এই সরকার আসার পর থেকে সমবায়ের কাজে গতি ফিরে এসেছে। সমবায় দপ্তরের ল্যাম্পস্-প্যাকস্গুলি বামফ্রন্ট আমলে এক হয় চুরি হয়ে যেত, আর না হলে আগুন লেগে যেত। এই সরকার আসার পর সেটা বন্ধ করতে পেরেছে। বামফ্রন্ট আমলে যদি কোন ল্যাম্পস বা প্যাক্সে হিসাবের গণ্ডগোল দেখা দিত তাহলে দেখা যায় যে হয় ঐগুলিতে আগুন লেগেছে বা চুরি হয়েছে। কিন্তু এই সরকার আসার পর সেটা বন্ধ করতে পেরেছে। শুধু মাত্র সোনামুড়ার কাঠালিয়া সেখানে আমাদের একটি ল্যাম্পস্ আগুনে পুড়েছিল। বাজারে আগুন লাগাতে। স্যার, এই জোট সরকার আসার পর থেকে সমবায়ের সম্পত্তি রক্ষার জন্য সক্রিয় ভূমিকায় পালন করেছে। সমবায়ের সম্পত্তি নষ্ট হতে দেওয়া হচ্ছে না আগের মত। এই দাবী আমরা করতে পারি। বিরোধীরা এখানে বলেছেন যে ঋণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর কৃষি ঋণ ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬০ শতাংশ করা হয়েছে। রাজ্যের কৃষকরা এতে উপকৃত হয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। ৫০ শতাংশ ঋণ বৃদ্ধি করা সত্বেও ওরা বিরোধীতা করছে যে আমরা নাকি কিছুই করছি না।
স্যার, উনাদের আমলে গ্রামীণ ব্যাঙ্কটাকে এমন একটা করে গিয়েছিলেন যে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মরন দশা হয়ে গিয়েছে। উনারা সেটা করে গিয়েছিলেন / আমি যতদূর জানি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মোট ৮৩টি ব্রাঞ্চ রয়েছে। আই, আর, ডি, পি দেওয়া ব্যহত হচ্ছে।

তারা বলছে সম্ভব নয়। দাবী উঠেছে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যেটা দেওয়া হত সেটা যেন ল্যাম্পস্ বা প্যাক্সের মাধ্যমে দেওয়া হয়। তবে আমাদের সম্ভবতার মধ্যে আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়মের বাইরে আবার যাওয়া চলবে না গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আবার আইনগত দিক থেকে আপত্তি তুলতে পারে। তার মধ্যে থেকেও আমরা সাহার্য্য করে যাচ্ছি। কৃষকদেরও সাহার্য্য করা হচ্ছে। গরীব মেহনতী মানুষের কথা চিন্তা করে আমরা চালিয়ে যাব।

আই, সি, ডি, পি, যারা ভারতবর্ষের ৭০টি ডিস্ট্রিক্টে রয়েছে। তার মধ্যে আমাদের রাজ্যের একটি জেলা রয়েছে। সরকার এখন চিন্তা করছেন যে কিভাবে কৃষকদের সাহার্য্য করা যায়। আমরা সেই ব্যাপারে কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি।

আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি এবং পদক্ষেপ নেওয়ার পরে ত্রিপুরায় ৩টি ডিস্ট্রিক্ট আছে। এর মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরায় পরীক্ষা মূলকভাবে আমরা আই, সি, ডি, পি. প্রকল্প চালু করেছি সেখানে প্রায় ৭ কোটি টাকার মত আমরা পেয়েছি এবং তা পশ্চিম ত্রিপুরাতে শুধু খরচ করা হবে বিভিন্ন ল্যাম্পাস প্যাক্স-এর মাধ্যমে। প্রয়োজনে আমরা কেন্দ্রের কাছ আরোও বরাদ্দ চাইব যাতে এটা বাড়ানো হয়। এবং এই ৭ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। এটার সমস্ত কিছু যদি আমরা লোন হিসাবে ধরি তাহলে প্রায় সাড়ে দশ কোটি টাকার মত পড়ে। ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক ডিস্ট্রিক্ট আছে এর মধ্যে ৭০টি ডিস্ট্রিক্টে মাত্র আছে। বর্তমানে দক্ষিণ ত্রিপুরায় আই, সি, ডি, পি, প্রকল্প চালু করার জন্য প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। এবং প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী হচ্ছে। দক্ষিন ত্রিপুরাতেও আমরা চালু করব। আগামী দিনে উত্তর ত্রিপুরাতেও এই রকম আই, সি, ডি, পি চালু করার জন্য আমাদের পরিকল্পনায় রয়েছে। এটা নিশ্চয় বামফ্রন্টের কাছে নতুন একটা পরিকল্পনা লাগবে।

স্যার, এডুকেশান যদি আজকে আমরা দেখি যে, বামফ্রন্টের শিক্ষামন্ত্রী দশরথবাবু ছিলেন উনি খুব শিক্ষিত। শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে অনেক গুরুত্ব দিতেন। স্যার. আমি একটা উদাহরন দিতে চাই। আমি জানিনা ওনার নজরে এটা ধরা পড়ল না কেন? দিল্লীতে লেডি হার্ডেন কলেজে ভর্ত্তী হতে গেলে সিডিউল কাস্টসদের ৪৫ পারসেন্ট এবং সিডিউল কাস্টসদের ৪০ পারসেন্ট প্রয়োজন হয়। কিন্তু ওনাদের দশ বছরে আমরা কোনদিন শুনতে পারলাম না যে ৪০ পারসেন্টে ভর্ত্তী করা যায়। আমরা সরকার আসার পর তাদেরই লোক সুরেন্দ্রবাবুর মেয়েকে ভর্ত্তী করার

জন্য আমার কাছে বললেন যে, কিভাবে আমার মেয়েকে লেডি হার্ডিন কলেজে ভর্ত্তী করা যায়। ভর্ত্তী হতে গেলে নাকি ৬০ পার্সেন্ট লাগে। এই সরকার প্রথম এসে বের করে দিলেন যে, ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এস, সি এবং এস, টি, পাঠিয়েছেন।

প্রথমে আমার সন্দেহ জাগল যে, ভারতবর্ষের গভর্ণমেন্ট লেডি হার্ডিন কলেজ সব জায়গাতে সব এস, সি, এবং এস, টির সুযোগ থাকতে পারে সেই কলেজে কি করে ৬০ পরেসেন্ট ইন জেনারেল হতে পারে, এটা কখনও হতে পারে না। তখন আমি ডাইরেক্ট টেলিফোনে প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বললাম তখনই আমি জানতে পারলাম যে এস টি, কেনডিডেট সেখানে ৪০ পারসেন্টে ভর্ত্তী হতে পারে। এবং এস, সি, ৪৫ পার্সেন্ট লাগে। এই প্রথম আমরা দেখলাম। কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে কোন সময় দশরথ বাবু সেটা করেন নি। দশরথবাবুর সেই দৃষ্টি তখন ছিল না। অথচ প্রতি বছর ২ থেকে ৩ টা সীট ডাক্তারী পড়ার জন্য সেখানে ব্যবস্থা থাকত। এই ছিল তাদের আমলের শিক্ষা। আর একটা জিনিষ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা জোর দিয়েছি যাতে বিশেষ করে এই শিক্ষাটাকে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শহরমুখি করতে চাই। শহরাঞ্চলের জনসাধারণ শুধু শিক্ষা পাবে আর গ্রামের অঞ্চল অন্ধকারে ডুবে থাকবে এটা হয় না। গ্রামাঞ্চলে যাতে শিক্ষার প্রসার ঘটানো যায় তার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং সেটাকে বাধার সৃষ্টি করছেন বিরোধী দলের মদতপুষ্ট এ. টি, টি, একরা। স্যার, আমি অবাক হয়ে যাই, যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে এতই গুরুত্ব এতই মানসিকতা থাকত তাদের, আজকের সি, পি, এম এর নেতার ছেলে এম, এ, বি, এ বা ডাক্তার কেউ হতে পারল না। নিশ্চয় তাঁরা আমার জন্মের আগে রাজনীতি করেন। সেই দিন থেকে যদি শিক্ষার দিকে নজর দিতেন তাহলে নিশ্চয় দশরথ বাবুর ছেলে বা মেয়ে একজন হলেও বি, এ পাশ করত ইঞ্জিনিয়ার হত।

সি পি এম এর একজন নেতার ছেলে মেয়ে তো এম এ বি, এ বা ডাক্তার হতে পারলনা। আমার জন্মের আগে থেকে নিশ্চয়ই তাদের রাজনীতি করে। সেই থেকে তারা যদি শিক্ষার দিকে নজর দিতেন তা হলে নিশ্চয়ই দশরথ বাবুর ছেলে বা মেয়ে একজন হলেও এম. এ, অথবা বি, এ. পাশ করত। এবং সেখানে সেই অভিরাম বাবুর ছেলেও নিশ্চয়ই মেট্রিক পাশ থাকত। সেই বিদ্যাবাবুর ছেলেও একজন ইঞ্জিয়ার থাকত। যেখানে আমার জন্মের আগে থেকে সেই সেই দশরথ বাবু, বিদ্যাবাবুদের রাজনীতির সূচনা। সেই দিন থেকে এনখ পর্যন্ত একটি ছেলে মেয়ে ওদের এম, এ, বি, এ. পাশ হল না। সেই দিন হঠাৎ করে তর্কের খাতিরে সমর বাবু

বলবেন দাশু মোহন জমাতিয়া তৈরী হয়েছে। আমি মনে করি না যে দাশু মোহন জমাতিয়া ওদের চেষ্টায় হয়েছে দাশু মোহন নিজের চেষ্টায় এম, এল, বি, পাশ করেছে, ওদের চেষ্টায় নয়। উনারা তাকে টেনে রাখতে চেয়েছিলেন রাজনীতির মধ্যে। নোংরা রাজনীতির মধ্যে তাকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যাতে দাশু মোহনের মত একজন ব্রেইনী ছেলে ভবিষ্যতে উপরে উঠতে না পারে। যাতে করে দশরথ বাবু বা, অভিরাম বাবু উপরে উঠতে না পারে। এই ছিল ওদের চিন্তা ধারা। স্যার, এতো ওরা ক্রেডিট নিতে চাইছে যে ওদের চেষ্টায় সে আজ জজ হয়েছে। নিশ্চয় ওদের চেষ্টায় হয়নি। দাশু মোহন বাবু নিজের চেষ্টায় এম; এল, বি পাশ করেছেন। তার জন্য আমরা গর্ববোধ করি। কিন্তু আমরা অনেক দেখেছি যে ভাল ছাত্র ছাত্রীদেরকে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার ট্রেণ্ডেন্সি ওদের ছিল। যার কারনে বলত এখন চাকুরী এবেল এবেল। তোমাদের প্রচুর চাকুরী আছে, তোমরা চাকুরী কর, পড়াশুনা করে কি হবে। আর যারা লেখা পড়া করতে চাইত বা পারত তাদেরকে উৎসাহ দিত না। যাদের বাবা মার অর্থনৈতিক সংস্থান আছে, ছেলে মেয়েকে বাইরে নিয়ে পড়াতে পারে তাদেরকে বলত পড়াশুনা করে লাভ নেই চাকুরী দিয়ে দাও, কয়েক দিন পরে, বিয়ে করিয়ে দিও ইত্যাদি। যার কারনে তাদের আমলে অনেক শিক্ষিত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তাই আমার সেই রকম করতে চাই না। যার কারনে আমরা দেখেছি আমাদের সরকারের আমলে বনস্থলি বিদ্যাপিঠ। সেটা আমার মনে আছে স্যার, কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে একদিন দিল্লীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী একদিন হঠাৎ করে আমাদেরকে বললেন, বনস্থলি বিদ্যাপিঠে তোমাদের সিট আছে, তোমরা একজন ছাত্রও পাঠাওনা কেন। এখানে যে আমাদের কোটা আছে তা আমরা জানতাম না এরপর দশরথ বাবুকে এসে ধরলাম কেন বনস্থলি বিদ্যাপিঠে ছাত্র পাঠান না। উনি বল্লেন পাঠিয়ে কি হবে। বনস্থলী রাজস্থানে পড়ে কি হবে আর শিলং এ পড়ে কি হবে, এই ছিল তাদের মানসিকতা। আমরা বল্লাম, সেখানে গিয়ে মানুষ না হয়ে অমানুষ হোক তবু আপনি পাঠান। তারপর উনি আমাদেরকে দায়িত্ব দিলেন যে তা হলে তোমরাই ঠিক কর কাকে পাঠাব। উনি আমাদেরকে মাত্র দুই দিনের সময় দিলেন। এখন আমরা বিরোধী দলে ছিলাম, আমাদের গাড়ী নেই টি আর টি সি মাধ্যমে যোগাযোগ করে দুই জন ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র এনে উনার কাছে দাখ করালাম। উনার অনিচ্ছা সর্ত্তেও কোন রকমে মাত্র ছয়জন কে পাঠালেন। এর পরে ওদের বিদায় হয়ে গেল, আমরা এসে গেলাম। আমরা এসে মাত্র চার বৎসরে ৬০ জন ছাত্র ছাত্রীকে সেখানে পাঠিয়েছিল। সেখানে ওয়ান থেকে এম এ এমনকি ডক্টরেট পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা আছে। সেখানে সেন্ট্রাল স্পনসর ও স্টেট স্পনসর খরচ বহন করে থাকে। এবং আমি নিজে সেখানে গিয়েছি একটা সুসংঘটিত সুস্থ পরিবেশে লেখাপড়া থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি

এত দিন ধরে। ১০ বৎসর যদি এবা অন্তত প্রতি বৎসর ১২ থেকে ১৫ জন করে পাঠানো হত তা হলে আজকে ২ শত ছাত্র ছাত্রী সেখানে পড়াশুনা করত। এর পরে শিলং এর কথা আমরা বলি, সেখান থেকে যারা পড়াশুনা করে আসে তারা কেউ টি সি এস হচ্ছে। খাংলোরাবর্ডিং ফর্ম উদয়পুর,। তার বাবা একজন জুমিয়া. সে এখন জাপানে আছে। সে ডাইরেক্ট আই, এস. হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত বাহিরে পোষ্টিং দেওয়াতে উনি সন্তোষ্ট হন নাই। শেষে আমি বলছিলাম; অনুরোধ করেছিলাম, তুমি থাক তোমাকে ত্রিপুরা কেডার করে নিয়ে আসব। তারপরে সে আমাকে বলল, না রাচিতে পোষ্টিং দিয়েছে ভাল লাগে না। এরপর আমার সঙ্গে দেখা করে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট সার্ভিস নিয়ে এখন জাপানে চলে গেছে। যাক উনি যখন জাপানে আছে একজন জুমিয়ার ছেলে. সে এখন জাপানে আছে, সে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট সার্ভিসে আছে। সে আজকে যদি উনাদের চিন্তাধারা নিয়ে লেখাপড়া করত তারমতে দশরথ বাবু এই বিধানসভায় বলেছিলেন. যারা শিলং এ গিয়ে পড়াশুনা করে তারা নাকি উগ্রপন্থী হয়। কোন স্টুডেন্ট উগ্রপন্থী হয় নাই। সে এখন আই এফ এস হয়ে জাপানে আছে। তাকে আমি এখন কি এক্সট্রেমিস্ট হিসাবে চিহ্নিত করব। নিশ্চয় না। আমরা এখন হাত বাড়িয়ে দিয়েছি, শিক্ষার মধ্যে বাধা থাকতে পারে না। উপজাতিদের শিক্ষা সেই নোয়াবাদিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে সেই গণ্ডছড়া জুমিয়া পরিবারে সীমাবদ্ধ থাকবে, তার যদি পাখা মেলে, সে জানতে চায় তার সুযোগ আমরা দিয়েছি, এবং দেব; তার যতটুকু সুযোগের ব্যবস্থা আমরা করিয়ে দেব। তার জন্য বিরোধী দলের কোন বাধা আমরা মানব না। এবং তার জন্য ডিস্ কাশে এখানে কোন কাজে লাগবে না বা কার্য্যকরী হবে না। স্যার মিড ডে মিলের কথা উরা এখানে বার বার তুলছেন, আমি বলেছিলাম মিড ডে মিল ১৮১টি স্কুলে বন্ধ আছে, বন্ধ কিসের জন্য, এটা মিড ডে মিল শুধু বন্ধ নয় স্কুলটাই বন্ধ হয়ে আছে কি কারণে শিক্ষক মহাশয়রা সেখানে যেতে পারেন না, দুর্গম এলাকাতে. বিশেষ করে দুর্গম এলাকাতে স্কুল বন্ধ হয়ে আছে। এবং দুর্গম এলাকাতে লেখাপড়া পেঁৗছে দেওয়ার চেষ্টা, আজ সেখানে এ টি টি এফ করে মাষ্টারদেরকে বাধা সৃষ্টি করছে। স্কুলে পড়াতে পারবে না, স্কুলে আসতে পারবে না তবে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। এই ১৮১ টি স্কুল যাহাতে অবিলম্বে চালু করা যায়। উপজাতি ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষার সুযোগ পান সেই ব্যবস্থা আমরা করছি এবং আরও শিক্ষার ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য যত প্রয়োজনীয় সে ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি যা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি। অতএব শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মানকে উজ্বল রাখার জন্য যে ত্রুটি দেখা দিয়েছে তাকে সংশোধন করার জন্য শিক্ষা দপ্তর সম্পূর্ণ সচেষ্ট, তাকে সংশোধন করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এবং কোন জায়গায় ভুল

ত্রুটি থাকলে তুলে ধরতে পারেন কিন্তু এটা না করে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা দাঁড়িয়ে বলতে চাইছেন না এখানে শিক্ষা হচ্ছে না, ওখানে শিক্ষা হচ্ছে না, আমি অনুরোধ করব যারা এইভাবে —

যারা এই ভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছেন তারা যেন প্রত্যাহার করে নেয় যে শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন দিন বাধা সৃষ্টি করবেন না এবং সহযোগিতা সরকারের সঙ্গে করবেন। আমি আর আমার বক্তব্যকে লম্বা করতে চাইছি না, ভাল শিক্ষা নিতে ও দিতে গেলে ভাল টাকা পয়সার প্রয়োজন আছে, কারন এখানে অনেকে বলেছেন ব্যাঞ্চ নেই, চেয়ার নেই টেবিল নেই, স্যার, আমি শিকার করছি। হ্যাঁ, অনেক স্কুলেই প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তুলার জন্য যে সামগ্রী দরকার সেটা সম্ভব হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না, অর্থের অভাবে। সেখানে যদি অর্থ থাকে নিশ্চই সেটাকে দুরিকরন যাবে। কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে এইগুলি দেন নাই বলে এতগুলি অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের আমলে শুধু ফিতা কেটেছে, হাই স্কুল থেকে টুয়েলভ স্কুল করে দিয়েছে হয়ত টুয়েলভ স্কুল থেকে কলেজও করে দিয়েছেন, কিন্তু সেখানে শুধু সাইন বোর্ডই চেঞ্জ হয়েছে সেখানে কোন পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা হয় নাই। এখন যেটা আছে সেটাকে পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছি।

ওরা টুয়েলভ স্কুলকে কলেজ করে দিয়েছে, অথবা হাই স্কুলকে টুয়েলভ স্কুল করে দিয়েছে, অথবা সিনিয়র স্কুলকে হাই স্কুল করে দিয়েছে; কিন্তু শিক্ষার যে পরিবেশ, তা তৈরী করে নি। তাই, আমরা মনে করি শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশই যদি তৈরী না হল, তাহলে শুধু স্কুল কলেজ বাড়িয়ে কি লাভ হবে? তাই, আমরা আগে শিক্ষার পরিবেশ তৈরী করার জন্য চেষ্টা করছি। তাদের আমলে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল, তার দূর করার জন্য চেষ্টা করছি, একথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরসিক লাল রায় (মন্ত্রী) : — স্যার, আমার ব্যয় বরাদ্দের দাবী নং ৪০ মেজর হেড —২২৩০ লেবার এ্যাণ্ড এ্যামপ্লয়মেন্ট, নন প্লেনে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারদের যে সমস্যা. বর্তমানে তা একটা মারাত্মক সমস্যা এই বেকারদের নাম এ্যামপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জে নথিভুক্ত করার পর বিভিন্ন নিয়োগ কর্তা তাদের দপ্তরে নিয়োগ করার জন্য নাম চাইলে. তা তাদের কাছে পাঠানো হয়। তাছাড়া, সব নিযুক্তির প্রকল্পের মাধ্যমেও তাদের বেকারত্ব দূর করার জন্য, বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। উক্ত বেকাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য ৮ম পরিকল্পনার প্রথম বছর থেকেই বিভিন্ন

প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্যার, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ডিসেম্বর ৯১ পর্যন্ত মোট বেকারের সংখ্যা হল ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪৫২ জন। উপরোক্ত বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য ১৯৯২—৯৩ সালে যে সব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে. তার জন্য প্লেন হেডে ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে ১২ লক্ষ টাকা এবং নন প্লেন হেডে ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে ৩৯ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা মোট বরাদ্দ হল ৬১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। এছাড়া এই রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য আমরা যে পরিকল্পনা নিয়েছি, তা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এই খাতে আমাদের ব্যয় বরাদ্দ হচ্ছে ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা প্লেনে এবং ৩৯ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা নন প্লেনে। তার পর লেবারের প্লেনে ধরা হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা এবং নন প্লেনে ধরা হয়েছে ৪৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। এছাড়া লেবারদের উন্নয়ন প্রকল্পে যে সমস্ত পরিকল্পনা ও স্কীম নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় অনুমোদিত তা সীমিত। এর মধ্যে শ্রমিকদের যে ন্যায্য পাওনা মালিক দের সংঙ্গে শ্রমিকদের যে তফাত থাকে তার জন্য শ্রমিকদের যে সংগ্রাম করতে হয়, সেই সংগ্রামের মাধ্যমে মালিকদের কাছ থেকে আমরা বেশ কিছু আদায় করেনিতে সমর্থ হয়েছি এবং আগামীতেও আমরা এই ব্যাপারে আরও সফল হব বলে আশা করছি। স্যার,এই হেডে আমরা আর একটা আছে সেটা ফ্যাক্টরিজ-এতে আমরা যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি নিয়েছি, সেগুলি আর বিস্তারিত ভাবে এখানে উল্লেখ করছি না। মেজর হেড ২২৩০ তে মোট ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা, তার মধ্যে বেতনও ভাতা বাবদ ধরা হয়েছে ১৭ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। এছাড়া স্থায়ী সম্পত্তি তৈরী করার জন্য ধরা হয়েছে ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কাজেই এই সীমিত অর্থের সাহায্য নিয়েই আমরা আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করতে পারব বলে আশা করছি, তাই এই ডিমাণ্ডকে পাশ করিয়ে দেওয়ার জনা আমি এই হাউসের কাছে অনুরোধ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় (মন্ত্রী) দ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিধান সভায় গত ২৯শে মার্চ ১৯৯২—৯৩ সালের যে বাজেট পেশ হয়েছে আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারনে যে এই বাজেটের মধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা লেখাপড়ায় ব্যবসা বাণিজ্যে অনুন্নত তাদের জন্য ১৯৯১—৯২ সালে যে সমস্ত স্কীম চালু ছিল ১৯৯২—৯৩ সালেও সেইগুলি চালু থাকবে। নতুনভাবে ট্রাইবেল এলাকায় ৩০ কিঃ মিঃ রাস্তা হবে। বিরোধী সদস্যরা কমুনিষ্ট পার্টির সদস্যরা এখানে যে যুক্তি দেখিয়েছে সেটা

গ্রহন যোগ্য নয়। প্রত্যেক বিরোধী সদস্য যেমন মাখনবাবু, বাদল চৌধুরী, কেশব মজুমদার প্রত্যেকে এই বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে এই জুট সরকার ক্ষমতায় আসায় উপজাতিদের অসুবিধা হচ্ছে, তাদের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেছে ইত্যাদি। মাখন বাবু পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে এই জুট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমার এলাকা থেকে কাঞ্চনপুর থেকে বহু উপজাতি পরিবার আসাম, মিজোরাম, এবং কিছু কিছু বাংলা দেশেও চলে গেছে না খেতে পেরে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই জুট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে চিন্তা করেছে কি করে উপজাতিদেরকে বেশী সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। সেই জন্য বাজেটের একটা বিরাট অংশ উপজাতিদের কল্যাণের জন্য রাখা হয়েছে। এটা বামফ্রন্ট আমলে ছিল না। আমি একটা পরিকল্পনা এখানে উল্লেখ করছি সেটা হচ্ছে ভেজিটেবল পকেট এবং শিফটিং কালটিভেশন। সেখানে দুই হাজার পরিবারের সংস্থান আছে ৪০ হাজার স্কীমে। শিফটিং কাল টিভেশনে তারা যাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে জুম চাষের জন্য এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় না যেতে হয়; ঘন বসতির যাতে সৃষ্টি হয় সেই জন্য ভেজিটেবল পকেট সৃষ্টি করা হবে। বিনা মূল্যে ভেজিটেবল চাষের জন্য পকেট সৃষ্টি হবে দুই বৎসরের জন্য। সরকার থেকে আলু, বেগুন ইত্যাদি চারা বীজ ইত্যাদি দেওয়া হবে বিনা পয়সায়। আরেকটা আছে ২৫ টাকার স্কীম। সেখানে অভিরাম চৌধুরী পাড়ায় ৭৫টি পরিবার আছে। সেখানে প্রত্যেক পরিবারকে ৫ হাজার আনারসের চারা দেওয়া হবে।

সেখানে কেউ গেলে দেখতে পারেন, প্রত্যেক পরিবারকে ৫ হাজার করে আনারস দেওয়া হয়েছে, ১ হাজার করে কলা গাছ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্যত আছেই। ১টা মাটির দেওয়ালের ঘর করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে জনবসতি গড়ে উঠেছে সেখানে রেশনও আছে সেখানে ৫/৬টা ওয়াটার রিজার্ভ করা হয়েছে, যাতে মাছ চাষ করা যেতে পারে। সেখানে ফিডিং সেন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে; এবং সোলার লাইটের মাধ্যমে বিদ্যুতে ব্যবস্থা করা হয়েছে, টি ভি দেখার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। চেলাগাঙে ১০০ পরিবার এবং আমার এলাকা কাঙ্গরাইতে ১৫০ পরিবারের একটি জনবসতি সেখানে গড়ে উঠেছে। স্কুল দেওয়া হয়েছে, জলের সুবিধা দেওয়া হয়েছে এমন কি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার হয়েছে। নিজের উৎপাদিত কলা এবং আনারস বিক্রী করে অর্থনীতিতে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করতে শুরু করেছে। এইভাবে কমলপুরে, গঙ্গাছড়াতে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৫ হাজার পরিবার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের কথা, মন্ত্রীরা সেখানে যেতে পারছেন না, অফিসাররা সেখানে যেতে পারছেন না। কলা লাগানোর সময় লাগান যাচ্ছে না, আনারস লাগানোর সময় লাগান যাচ্ছে না। সোলার লাইন দেওয়ার জন্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না। এ টি টি এফ এর ভয়ে কেহ যেতে পারছে না। এইমাত্র খবর পাওয়া গেল; এ টি টি এফ গর্জি বীট থেকে কর্মচারীদের চলে যাওয়ার নোটিশ দিয়েছে। সেখানে এ টি টি এফ দের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাজার

থেকে কেউ সিঁদল নিয়ে গেলে তা কেড়ে নিচ্ছে। চাল; বিড়ি, সিগারেট সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কেড়ে নিচ্ছে। উপজাতি যুব সমিতির প্রধানকে হত্যা করা হয়েছে। আপনারা এখানে শুনেছেন, প্রায় দেড়শ উপজাতি যুব সমিতির কর্মীকে আক্রান্ত এবং হত্যা করা হয়েছে। যার ফলে মানুষ অতিষ্ট হয়েছে, চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। আর এখানে সামান্য ঘাতকবাহিনী বলায় বিরোধী সদস্যরা কি কাণ্ড করলেন। সমরবাবু মাখনবাবুরা, পত্রিকায় ক্যাপশান পাওয়ার জন্য, বাজেট আলোচনা না করে পাহাড়ীদের উন্নয়নমূলক কাজ কর্মে বাধার সৃষ্টি করার জন্য, পত্রিকায় স্থান পাবার জন্য, একটু পাবলিসিটির জন্য সময় নষ্ট করে এক বিশ্রী দৃশ্যের অবতারনা করলেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, ট্রাইবেল হিসাবে আপনিও জানেন, আমিও জানি কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা কি ? সরকার যখনই কাজ করতে যাবে, তখনই তাঁরা কি করছে ? উপজাতিদের উপর ঝাপিয়ে পড়ছে, তাদের হত্যা করছে। আমরা জানি, ১৯৫২ সালের কথা। নৃপেন চক্রবর্তী এখানে এসেছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। আমরা ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। রাজ আমলের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ঘর বসানোর জন্য যখন চেষ্টা করছে তখন তা করতে দিল না এই কমিউনিষ্ট পার্টি। স্যার, কমিউনিষ্ট পার্টি তখন নিষিদ্ধ ছিল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ওরা বিদেশীদের পক্ষ নিয়েছিল, তারা বিদেশীর পক্ষ নিয়েছিল। সেই জন্যই ভারতবর্ষ কমিউনিষ্টদের স্বীকার করে না। ওরা অবাঞ্ছিত। ওরা পাহাড়ীদেরকে সর্বনাশ করেছে ওরা ক্ষমতার সিড়িতে উঠবার জন্য পাহাড়ীদেরকে ব্যবহার করেছে। ১৯৫২-৫৩ ইং সালে ওরা হাজার হাজার পাহাড়ীকে খুন করেছে, তাদের ভূমি নষ্ট করেছে, তাদের ঘর নষ্ট করেছে; পাহাড়ীরা যাতে মাথা গুজবার ঠাই পেতে না পারে সে চেষ্টা করেছে। আজকে ১৯৯২-৯৩ ইং সালে যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে; সে বাজেট উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাজেট, তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য বাজেট, তাদের মধ্যে আত্ম বিশ্বাস ফিরিয়ে আনায় বাজেট, সেই বাজেটকে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা স্বীকার করতে পারছেন না। তাঁরা ভেবেছেন জোট সরকার যদি পাহাড়ীদেরকে এই ভাবে পুর্নবাসন দেয়, তাদেরকে যদি এইভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যায় তাহলে আর্থিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে, আর তাদেরকে নিয়ে উনার ইনক্লাব জিন্দাবাদ করতে পারবেন না। তাদেরকে নিয়ে রাজনীতি করতে পারবেন না। আমরা বিরোধী বন্ধুদের মনে এই ভয় ঢুকে নিয়েছি। তাই তারা চাইছেন পাহাড়ীরা পেছনে পড়ে থাকুক। তাই তারা পাহাড়ীদেরকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। স্যার, আজকে তারা এ টি টি এফ এর নাম করে সমস্ত এলাকাকে ছারখার করে দিচ্ছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন এ টি টি এফ এর জন্য স্কুল বন্ধ, রাস্তাঘাট বন্ধ, আজকে অফিসার বা উন্নয়ন মূলক কাজ নিয়ে পাহাড়ীদের কাছে যেতে পারছেন না, সমস্ত উন্নয়নকে তাঁরা রুদ্ধ করে দিচ্ছে। স্যার, আমি এখানে একটা ঘটনার কথা বলছি। পুলিশ রেইডের সময় ভাগ্যক্রমে একটা ডায়েরী পাওয়া

গিয়েছিল। সেই ডায়েরীতে এ, টি, টি, এফ কমিটি নামে একটা কমিটির নাম লেখা আছে। সেই কমিটিতে কেউ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, কেউ খাদ্য মন্ত্রী কেউ যোগাযোগ মন্ত্রী; কেউ প্রেসিডেন্ট। সেই কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছে সর্বজয় রিয়াং। এই সর্বজয় রিয়াং এ ডি, সির মেম্বার। লেনপ্রসাদ মলসই ডিফিটেড এম, এল, এ, শৈলরাম তাদের গাঁও প্রধান। তারা এই এ, টি, টি, এফ কমিটিতে আছেন। তারা এ, টি, টি, এফ দেরকে বিড়ি সরবরাহ করছে, অস্ত্রসস্ত্র সরবরাহ করছে, বারুদ সরবরাহ করছে। যাতে এই সমস্ত এলাকায় উপজাতি যুবক মৈত্রির কর্মীরা চাপে পড়ে যায়, সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজ স্তব্দ হয়ে যায়। এই সমস্ত ষড়যন্ত্রক মূলক কাজ করে তারা আজকে এখানে এসে একটা ইস্যু তুলছেন এই জোটসরকার উপজাতিদেরকে শান্তি দিতে পারছে না, তাদেরকে খাদ্য দিতে পারছেন না, আজকে পাহাড়ীরা এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমি তাদের কাছে আহ্বান রাখছি তাঁরা যদি এই সমস্ত অপকর্ম বন্ধ রাখেন তাহলে আমরা ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত পাহাড়ী এলাকা গুলিতে খাদ্য পৌছে দেব, সমস্ত উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী পৌছে দেব। আমি বিশেষ করে দশরথ দেব মহোদয়কে অনুরোধ করতে চাই, খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় অনুরোধ করতে চাই উনি টি এন, ভি, দল সৃষ্টি করে কত জনকে মেরেছেন, কত ঘর বাড়ী জ্বালিয়েছেন এটা আমরা জানি। আজকে আমি তাঁদেরকে অনুরোধ করতে চাই এই বাজেটকে আপনারা সমর্থন করুন; সমস্ত কাট মোশান গুলি আপনারা তুলে নিন। আপনারা প্রমাণ পাবেন, মাননীয় সদস্য মাখনবাবু যাকে যুব নেতা বলা হয়েছে তিনি প্রমান পাবেন যে আপনারা ট্রাইবেল দরদী। আপনারা পাহাড়ীদেরকে একটা খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছেন। পাহাড়ীদেরকে আপনারা ফুটবল হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছেন। আপনারা ক্ষমতার সিড়িতে উঠবার জন্য পাহাড়ীদেরকে ব্যবহার করতে চাইছেন আপনারা, পাহাড়ীদের ক্ষতি করে পাহাড়ীদের হত্যা করে ৭৮ইং সালে ক্ষমতায় এসেছিলেন। ভেবেছিলেন দশরথ বাবু পাহাড়ী হিসাবে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীত্ব পাবেন, কিন্তু পেলেন না। এটাই প্রমাণ যে কমিউনিষ্টরা পাহাড়ীদের ভাল চায় না. পাহাড়ীরা শিক্ষিত হোক সেটা তারা চান না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা যদি শিলং এ যেতে চাই তখন উনারা বলেন শিলং-এ গেলে নাকি উগ্রপন্থী হয়. শিলং এ গেলে নাকি গরু খায়। শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন সদস্য এবং এম, পি শ্রীবাজুবন রিয়াং তার ছেলেকে শিলং এ রেখে পড়াশুনা করাচ্ছেন। উনি অবশ্য রুট্রর সি পি, এম। এই ভাবে গত ৪০ বছর ধরে মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি উপজাতিদের বঞ্চিত করেছেন. উপজাতিদের শিক্ষার কোন সুযোগ দেন নি কিন্তু তাদের শুধু চেসের গুটি ঘোড়া রাণী এই ভাবে ব্যবহার করেছেন। আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করতে চাই এই কালো থাবা আপনারা তুলে নিন নতুবা রাশিয়ার মত আপনাদের পতন হবে বিশেষ করে আমি ট্রাইবেল ভাইদের অনুরোধ করতে চাই দশরথ বাবু অর্থাৎ মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে

থাকলে তাদের জীবন নষ্ট হবে. ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। তাই আমি উপজাতি ভাইদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ করব তাদের সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য কারণ উপজাতিদের উপর তারা বেশী আক্রমন করেন। তাই আমরা এই জোট সরকার জোট বেধে তাদের এই ষড়যন্ত্রগুলি দূর করব। বিশেষ ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য এই জোট সরকার আগামী দিনেও তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় (মন্ত্রী) শ্রী কাশীরাম রিয়াং।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (অনারাাবল মেম্বার) :— মাননীয় ডেপুটি. স্পীকার স্যার, "২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য" কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে রাজ্যে, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধির উপর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সে জন্যই ২২ এবং ২৩ নাম্বার ডিমাণ্ডের উপর বাজেটে টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি মানুষ সুস্থ্য থাকুক; মানুষের প্রডাকটিভিটি বাড়ুক যার জন্য আমাদের এই কর্মসূচী। এই কর্মসূচী রূপায়নের জন্য গত বছরগুলিতে আমরা যে ভাবে কাজ করেছি আগামী দিনেও আমরা এই ভাবেই কাজ করতে চাই। সেই জন্য এই বাজেট প্রভিশ্যান রাখা হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সর্বমোট আমরা ১৫০টি সাব সেন্টার খুলেছি যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরা চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পান। ভবিষ্যতে আরও ৩০টি সাব সেন্টার খোলার আমাদের পরিকল্পনা আছে। তার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে এবং আগে সেগুলি আমরা ভাড়া বাড়ী নিয়ে করেছি তাই আরও ৫০টা যাতে আমরা বিল্ডিং করতে পারি তার জন্য টাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ হল, আমাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা দেখেছি তারা মাত্র দুইটা জায়গাতে নূতন পি এ সি করেছে এবং একটা পুরনো জায়গাতে নূতন বিলডিং করেছে, এই ভাবে তারা মোট তিনটা জায়গাতে করেছে। আমরা এসে ছয়টা কমপ্লিট করছি, সেগুলি প্রায় শেষের পথে এবং আরও বারটা অসমাপ্ত কাজ আমাদের শেষ করতে হবে। পশ্চিম ডিসট্রিক্টে একটা শেষ করতে হবে। আগামী আর্থিক বছরে আমাদের আরও দশটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র করতে হবে। তারপর দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা হাসপাতাল গুলির কাজ হাতে নেব এবং তার জন্য আমাদের টাকা চাই। কাজেই আমরা কিউরেটিভ মেজারের জন্য আপনারা সবাই জানেন আই জি এম হাসপাতালে মেটারনেটিভ ওয়ার্ডের আধুনিকরন করা হয়েছে এবং সেখানে কেনসার ডিরেকশান ইউনিট খোলা হয়েছে এবং কয়েক দিনের মধ্যে আমরা শিশুদের জন্য অপারেশান থিয়েটার উদ্‌বোধন করতে পারব। জি বি হাসপাতালে আমরা ডি ডি ও কার্ডিওগ্রাফ এনেছি এবং ইনটেনছিপ পোষ্ট অপারেটিভ পোস্ট. অপারেটিভ ইনটেনছিভ ইউনিট খোলা হয়েছে, এর মধ্যে আমরা আরও খুলব এবং তার জন্য আমরা টাকা চাই। কাজেই আজকে আমরা প্রীভেনটিভ প্রমোট এবং কিউরেটিভ কনট্রোল প্রোগ্রামের জন্য উত্তর ত্রিপুরায় ম্যাইলেস কনট্রোল ইউনিট

খোলা হয়েছে। টি, বি, ডি টি সি সেন্টার খোলা হয়েছে, দক্ষিন ত্রিপুরায়ও খোলা হয়েছে, আগামী ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য এই স্বপ্নকে সামনে রেখে এবং এইটাকে বাস্তবায়নের জন্য আমরা প্রীভেনটিভ প্রমোটেড অ্যাণ্ড কিউরেটিভ এবং কনট্রোল পোগ্রাম গুলিকে আরও জোরদার করছি এবং জোরদারভাবে আমরা কাজ করছি বলেই আমরা বিগত দিনগুলিতে রেজাল্টও পেয়েছি। আপনারাতো অনেকেই বলেন যে স্বাস্থ্যের কোন কাজ হচ্ছে না এবং তার জন্য কাট মোশানও এনেছেন গোপালবাবু যে স্বাস্থ্যের পরিবেশ নষ্ট হয়েছে বলে। স্বাস্থ্যের পরিবেশ কোন সময়ই নষ্ট হয়নি, বরং তাদের আমলেই স্বাস্থ্যের পরিবেশ নষ্ট করেছিল। আমরা এসে কাজে ও স্বাস্থ্যের পরিবেশকে উন্নত করেছি, যার জন্য আমরা রেজাল্টও পেয়েছি। ইউকেন মডালেইট দা রেইট পার থাউজেনে আমরা আসার আগে ছিল ৮০, আমরা আসার পর এখন সেটা ত্রিপুরায় হয়েছে ৬০ এবং সমস্ত ইণ্ডিয়াতে ৮০ এবং ২০০০ সালের মধ্যে টারগেট হল ৬০। মেটারনাল মর্টালিটি রেইট আমরা আসার আগে ছিল ১৩, এখন হয়েছে ৬০, সর্বভারতীয় অবস্থা হল ৫ এবং টারগেট হল ২। লাইফ একসপেনডিসি এই বার্থ মানে গড় আয়ু ছিল ৫৪, আমরা আসার পরে এখন পর্য্যন্ত হয়েছে ৫৮; সর্বভারতীয় অবস্থা হল ৫৮ এবং ২০০০ সালের মধ্যে টারগেট হল ৬৪। মূল বার্থ রেইট পার থাউজেন্ট পপুলেশান আগে ছিল ১১,৭ এখন হয়েছে ১৭,৭, সর্বভারতীয় অবস্থা হল .৫ এবং ২০০০ সালের মধ্যে টারগেট হল ২১। কাজেই আজকে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের কর্মে আমরা উন্নতি দেখছি। আগামী দিনে যাতে আমরা আরও সুন্দরভাবে কাজ করতে পারি তার জন্য এই বাজেটে প্রভিশন গুলি রাখা হয়েছে। আমি আশা করি মাননীয় সদস্যগন এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করবেন, আগামী দিনে আমরা যাতে স্বাস্থ্যের কর্মসূচী গুলিকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করতে পারি তার জন্য সহায়তা করবেন এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

শ্রীজহর সাহা : মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে কিছুক্ষন আগে হাউসের বিরোধী দল সি পি এম এবং আর এস পি যেভাবে গুণ্ডামী করেছে এবং এখানে বিশেষ করে আমাদের কিছু সরকারের গরীব কর্মচারী যাদের আমরা ওয়াচেন এণ্ড ওয়ার্ড বলি তাদের উপর যে অত্যাচার করেছে আমি তার দৃষ্টান্তটা আপনার সামনে একটু তুলে ধরতে চাই।

এরা শুধু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিংবা ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের যে গালাগাল দিয়েছেন তা নয়, গণতন্ত্রকে ধ্বংসের চুড়ান্ত পর্য্যায়ে নিয়ে গেছেন। সাধারন গরীব কর্মচারী এইখানে যিনি মার্শাল আছেন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী মার্শাল তোষার কান্তি দাসকে উনারা বুকে পিঠে লাথি মেরেছে। নিতাই দে তার বুকে ঘাই মেরেছে এবং আমাদের ধারণা হচ্ছে এবং আপনার কাছে অনুরোধ রাখব এরপর এরা যখন হাউসে আসে তখন যেন প্রয়োজনে তাদের পরীক্ষা করা হয় যে তাদের কাছে কোন ধারালো মারাত্মক অস্ত্র আছে কি না।

মিঃ স্পীকার :— এরা কারা ?

শ্রীজহর সাহা :— এরা হচ্ছে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যরা যারা এই বিধানসভায় বিরোধী সদস্য হিসেবে কিছুক্ষণ আগে এই হাউসে এই ধরনের গুণ্ডামী করেছে।

স্যার, নিতাই দে কে ঘাই মেরেছে, তার গায়ের জামা ছিড়ে ফেলে দিয়েছে, সে রক্তাক্ত অবস্থায় রয়েছে। তারপরে আরো কয়েকজন হসপিটেলাই রয়েছেন। মহাজন মজুমদার এর ডান হাতটা ভেঙ্গে দিয়েছে। একটা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী তার ডান হাতটা ভেঙ্গে দিয়েছে তার সঙ্গে কি শত্রুতা। তাছাড়া বিচিত্র সরকার, বিমল সরকার, শেখর দে, প্রফুল্ল সরকার, অজিত ঘোষ, তপন গোস্বামী তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে মারধোর করেছে সভ্যতার চূড়ান্ত ধ্বংসকে তারা সৃষ্টি করেছে। আমি অনুরোধ রাখব যাদেরকে ঘাই মেরেছে এবং ডান হাত ভেঙ্গে দিয়েছে তাদের এই হাউসে উপস্থিত করে মাননীয় সদস্যদেরকে অবগত করানো হোক।

(মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের নির্দেশে শ্রী নিতাই দে এবং মহাজন মজুমদারকে হাউসে মাননীয় সদস্যদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং তারা তাদের ক্ষতস্থানগুলি দেখায়। নিতাই দে এবং মহাজন মজুমার এর এই ধরনের আহত অবস্থা দেখে হাউসে উপস্থিত মাননীয় সদস্যগণ সকলেই বিরোধী সদস্যদের নিন্দায় সরব হয়ে উঠেন।)

শ্রী জহর সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে — আহত শ্রী নিতাই দে এবং মহাজন মজুমদার এবং অন্যান্য যারা আহত হয়েছেন তারা সরকারী চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারী— অত্যন্ত গরীব—তাদের চিকিৎসার জন্য এবং পোষাক ছিড়ে যাওয়ার জন্য কোন রকমে একটা সরকারী আর্থিক সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা করা হলে ভাল হবে -সে অনুরোধ রাখছি।

(মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আহতদের আর্থিক সাহায্যের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করবেন বলে মাননীয় সদস্যকে জানান)

শ্রী জহর সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এক্ষনে বলেছেন যে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

স্যার, আমি প্রস্তাব রাখছি কালকে যখন ওরা আবার হাউসে প্রবেশ করবেন তখন যেন তাদের পরীক্ষা করা হয়। কারন আমাদের ভয় হচ্ছে এইভাবে এরা সরাসরি আক্রমন করতে পারেন।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সরকারী কর্মচারী এবং মার্শালদেরকে ওরা যেভাবে আহত করেছে—সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং হাউসের পবিত্র স্থানে এইটা করা ঠিক হয়নি। এই জন্য তাদের আমি তাদের নিন্দা করছি এবং তাদের নিন্দা করার জন্য নিন্দাসূচক প্রস্তাব রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি সবার কাছে আবেদন করছি যে যখন একটা রুলিং হয় তখন সবার সেটা মানা উচিত। যেহেতু রুলিং হয়েছে তাদের বিরোদ্ধে বিরোদ্ধে সেহেতু আমি প্রত্যেকের কাছে আবেদন রাখব যাতে সম্পূর্ণভাবে আমাকে হাউস চালাতে আপনারা সাহার্য্য করেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯২-৯৩ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি আলোচিত ১৯৯২-৯৩ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব।

Now, I am putting the Demand No.22 to Vote. The question before the house is the Demand No. 22 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department that a sum not exceeding Rs. 26,63,04,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No 22 under the following Major Heads :—

2210-Medical and Public Health	Rs.	26,54,14,000/-
2252-Other Social Service	Rs.	1,000/-
3454-Census Surveys and Statistics	Rs	8,89.000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now, I am putting the Demand No. 23 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health Department that a sum not exceeding Rs. 6,71,70,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No.23 under the following Major Head :—

2211-Family Welfare	Rs.	6,71,70,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now, I am putting the Demand No.29 to Vote. The question before the House is the Demand No. 29 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department that a sum not exceeding Rs. 8,90,78, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No.29 under the followiog Major Heads :—

2230-Social Security and Welfare	Rs.	8,82,00,000/-
6235-Loans for Social Security and Welfare	Rs.	8,78,000/-

(The Damand was put to voice vote and passed)

Now, I am putting the Demand No. 26 to vote. The question before the House is the Demand No. 26 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the ST/SC Welfare Department that a sum not exceeding Rs. 40,67,15,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respeet of Demand No. 26 under the following Major Heads :-

2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Communites	Rs. 34,04,08,000/-
2236-Nutrition	Rs. 2,52,11,000/-
3601-Compensation and Assignment to Local Bodies and Panchayet Raj Institution	Rs. 3,50,96,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now, I am putting the Demand No. 27 to vote. The question before the House is the Demand No. 27 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department that a sum not exceeding Rs. 14,87,23,000/- be granted to defray the charges will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 27 under the following Major Heads :-

2402-Social and Water conservation	Rs. 1,76,09,000/-
2406-Forestry and wild Life	Rs 12,36,14,000/-
2552-North Estern Areas	Rs. 25,00,000/-
5465-Investment in General Financial and Trading Institutions	Rs. 50,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now, I am putting the Demand No. 47 to vote. The question before the House is the Demand No. 47 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department that a sum not exceeding

Rs. 1,86,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year 31st March, 1993 in respect of Demand No. 47 under the following Major Heads :-

3425-Other Scientific Research Capital Expenditure Rs. 86,00,000/-
4810-Capital outlay on Non-Conventional Energy Programme.
Rs. 1,00,00,000-/

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now, I am putting the Demand No. 48 to Vote. The question before the House is the Demand No. 48 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department that a sum not exceeding Rs. 22,99,30,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 48 under the following Major Heads :-

2225-Welfare of Scheduled Casts, Scheduled Tribes and other Backward Classes	Rs. 40,14,000/-
2406-Forestry and Wild Life	Rs. 2,59,16,000/-
4407-Capital outlay on Plantation.	Rs. 20,00,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now, I am putting the Demand No. 13 to vote. The question before the House is the Demand No. 13 moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department that a sum not exceeding Rs. 7,96,20,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1923 in respect of Demand No. 13 under the following Major Heads :-

2425-Co-operative	Rs. 4,87,45,000/-
4425-Capital outlay on Co-operation	Rs. 1,99,50,000/-
6425-Loans to Co-operative Societies	Rs. 1,09,25,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now, I am putting the Demand No. 17 to vote. The question before the House is the Demand No. 17 moved by the Hon'ble Minister in-charge of Power Department that a sum not exceeding Rs 71,06, 33,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 17 under the following Major Heads :-

2045-Other Taxes and Duties Commodities and Service	Rs	5 48,000/-
2801-Power	Rs.	23,60,85,000/-
4801-Capital outlay on power Projects	Rs.	47,40,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now, I am putting the Demand No. 50 to vote. The question before the House is the Demand No. 50 moved by the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department that a sum not exceeding Rs. 120,32,34,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year 31st March, 1993 in respect of Damand No. 50 under the following Major Heads :—

2202-General Education	Rs.	116,46,38,000/-
2236-Nutrition	Rs.	3,83,06,000/-
3454-Census Surveys and Statistics	Rs.	2,90,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 24 to vote. The question before the House is the Demand No. 24 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Publicity Department that a sum not exceeding Rs. 3,57,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March,

1993 in respect of Demand No. 24 under the following Major Heads :-

2220-Information and Publicity. Rs 2,82.50,000/-

3452-Tourism

2205-Arts and Culture, Cultural Affairs. Rs. 10,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 51 to vote. The question before the House is the Demand No. 51 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Sports & Youth Services Department that a sum not exceeping. Rs. 3,47,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 51 under the following Major Heads :-

2204 Sports and Youth Services. Rs. 1,97,50,000/-

4202-Capital Outlay on Education,
Sports, Arts and Culture. Rs. 1,50,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 10 to vote. The question before the House is the Demand No. 10 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistics Department that a sum not exceeding Rs. 1,40,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Damand No. 10 under the following Major Heads :—

3454-Census Surveys and Statistics Rs. 1,40,50,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 36 to vote. The question before the House is the Demand No. 36 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department that a sum not exceeding Rs. 9,63,40,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 36 under the following Major Heads :—

2403-Animal Husbandry	Rs	8,63 85,000/-
2404-Dairy Development.	Rs.	98,05,000/-
2552-North Eastern Areas.	Rs.	1,50,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 42 to vote. The question before the House is the Demand No. 42 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Jails Department that a sum not exceeding Rs. 1,36,68,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 42 under the following Major Heads :—

2056-Jails. Rs. 1,36,68,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 43 to vote. The question before the House is the Demand No. 43 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour and Employment Department that a sum not exceeding Rs. 1,69,71,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 43 under the following Major Heads :—

2230-Labour and Employment.	Rs. 1,63,71,000/-
4059-Capital outlay on Public Works.	Rs. 6,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker : – Now, I am putting the Demand No. 44 to vote. The question before the House is the Demand No. 44 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Printing and Stationery Department that a sum not exceeding Rs. 2,28,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 44 under the following Major Head :-

2058-Stationery and Printing.	Rs. 2,28,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 21 to vote. The question before the House is the Demand No. 21 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department that a sum not exceeding Rs. 17,77,67,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 21 under the following Major Heads :-

2202-General Education.	Rs. 8,74,93,000/-
2235 Social Education and welfare	Rs. 8 23,29,000/-
2236-Nutrition	Rs. 79,45,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Mr. Speaker : – Now, I am putting the Demand No. 12 to vote. The

question before the House is the Demand No. 12 moved by the Hon'ble Minister-in charge of the Transport Department that a sum not exceeding Rs. 3,66,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 12 under the following Major Heads :—

2041-Taxes on Vehicles	Rs.	23,00,000/-
3055-Road Transport,	Rs.	3,00,000/-
3075-Other Transport Services.	Rs.	20,00,000/-
5055-Capital outlay on Road Transport.	Rs.	3 20,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 28 to vote. The question before the House is the Demand No. 28 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Civil Supplies Department that a sum not execeding Rs. 111,90,15,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1993 in respect of Demand No. 28 under the following Major Heads :—

2408-Food storage and Warehousing	Rs.	2,01,72,000/-
3451-Civil Supplies	Rs.	74,43,000/-
5475-Capital outlay on other Economic Services.	Rs	2,00,000/-
4408-Capital outlay on Food Storage.	Rs.	109,12,00,000/-

(The Demand was put to Voice vote and Passed,)

GOVERNNENT BILL

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—"The Tripura Appropration Bill

1992 (Tripura Bill No. 3 of 1992) উৎথাপন।”

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য। সভর অনুমতি চেয়ে মোশান মোভ করতে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move before the H ›use, The Tripura Appropriation Bill, 1992 (Tripura Bill No 3 of 1992)

মিঃ স্পীকার :- এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি মোশানটি হলো :—

The Tripura Appropriation Bill 1992 (Tripura Bill No. 3 of 1992)
এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

ভোটের মাধ্যমে এই সভা অনুমতি দিয়েছে, কাজেই বিলটি উৎথাপিত হয়। সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—The Tripura Appropriation Bill, 1992 (Tripura Bill No. 3 of 1992)
এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :—Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House that The Tripura Appropriation Bill, 1992 (Tripura Bill No. 3 of 1992) be taken in Consideration.

মিঃ স্পীকার : অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি, প্রস্তাবটি হলো :— The Tripura Appropriation Bill, 1992 (Tripura Bill No. 3 of 19992) বিবেচনা করা হউক।

অতএব, ভোটের মাধ্যমে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং, এবং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।

অতএব, ভোটের মাধ্যমে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।

অতএব, ভোটের মাধ্যমে উক্ত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গন্যকরা হউক।

(ভোটের মাধ্যমে শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—The Tripura Appropriation Bill, 1992 (Tripura Bill No. 3 of 1992)

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী):—Mr. Speker Sir, I beg to move before the house, that the Tripura Appriopration Bill, 1992 (Tripura Bill No. 3 of 1992) be Passed.

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :—The Tripura Appropriation Bill, 199? (Tripura Bill No. 3 of 1922) পাশ করা হউক।

ভোটের মাধ্যমে আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

এই সভা আগামী ৩১শে মার্চ, মঙ্গলবার ১৯৯২ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE'A'

Admitted starred question No. 53
Name of Member—SHRI BIDYCHANDRA DABBARMA
The repley will be given by Hon'ble Minster of IFC & PHE

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরাতে এ ডি সি এলাকার মধ্যে কতটি গাঁওসভাতে কৃষিকাজের সুবিধার্থে জলের ব্যবস্থা আছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। সমগ্র ত্রিপুরায় এ ডি সি এলাকার মধ্যে মোট ১২৩টি গাঁওসভায় কৃষিকাজের সুবিধার্থে ১৪০টি লিফট ইরিগেশন ডিপ টিউবওয়েল, ডাইভারসন প্রকল্প দ্বারা জল সেচের ব্যবস্থা আছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হইল—

বিভাগ	গাঁওসভা	লিফট ইরিগেশন স্কীম	ডিপ টিউব ওয়েল স্কীম	ডাইভারসন স্কীম
কাঞ্চনপুর ব্লক	১১	১৩	নাই	নাই
কুমারঘাট ব্লক	২	২	নাই	নাই
ছামনু ব্লক	৮	৭	১	নাই
সালেমা ব্লক	৭	৭	নাই	নাই পূর্ব ডলুছড়া

বিভাগ	গাঁওসভা	লিফট ইরিগেশন স্কীম	ডিপ টিউব ওয়েল স্কীম	ডাইভারসন স্কীম
খোয়াই ব্লক	৮	৪	৫	নাই
তেলিয়ামুড়া ব্লক	৬	৪	১	১ সর্বংছড়া
জিরানীয়া ব্লক	১২	৮	৪	১ মোহন্ত শিকারিপাড়া
মোহনপুর ব্লক	৩	২	৩	নাই
বিশালগড় ব্লক	৬	৪	২	নাই
জম্পুইজলা সাব ব্লক	৪	৫	২	নাই
মাতাবাড়ী বল্‌ক	১২	৭	৬	২ কচিগাং নাজিলাবাড়ী
বগাফা বল্‌ক	৪	২	২	নাই
ডম্বুরনগর	২	৫	নাই	নাই
সাতচাঁদ বল্‌ক	১১	১০	২	নাই
অমরপুর বল্‌ক	২৪	২৬	×	১ চান্দুকছড়া
মোট	১২৩	১০৬	২৮	৬

প্রশ্ন

২। যে সমস্ত গাঁও সভাগুলিতে কৃষিকাজের সুবিধার্থে জল সেচের কোন ব্যবস্থা নাই সেই গাঁও সভাগুলিতে জল সেচের ব্যবস্থা ডিপ ওয়েল-এর মাধ্যমে করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

২। যে সমস্ত গাঁওসভায় কৃষিকাজের সুবিধার্থে এখনো জল সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই সে সব অঞ্চলে মাইনর ইরিগেশন এর বিভিন্ন সম্ভাব্য প্রকল্প দ্বারা ক্রমান্বয়ে সেচের কাজ হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

ANNEXURE 'A'

Admitted starred question No. 93

Name of M. L. A – SHRI BIDYCHANDRA DABBARMA

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the PWD. be Pleased to State,

১) প্রশ্ন :— ১৯৯২-৯৩ ইং চলতি আর্থিক বৎসরে খোয়াই হইতে পহরমুড়ার আসা যাওয়ার রাস্তার খোয়াই নদীর উপর যে পুলটি নির্মান করার কথা ছিল তাহা করা হইবে কিনা ?

১) উত্তর :— উক্ত ব্রীজটির নির্মান কাজ চলিতেছে। ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বর্ষে উক্ত ব্রীজের কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২) প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে বর্ষাকালে উক্ত পুল না থাকার ফলে খোয়াই নদীর পশ্চিমে অঞ্চলের সঙ্গে খোয়াই শহরের এবং আগরতলার সঙ্গে উক্ত রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ?

২) উত্তর :— উক্ত পুল না থাকায় বিশেষতঃ বর্ষার সময় খোয়াই নদীর পশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ এবং খোয়াই শহরের সঙ্গে আগরতলার যোগাযোগ চেবরী চা বাগান রাস্তার মাধ্যমে চালু থাকে।

Admitted starred question No. 107

Name of M. L. A – SRI AMAL MALLIK

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P.W.Deptt. be pleased to State

১) প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া মহকুমার অধীনে ঋষ্যমুখ হইতে কলেজ স্কোয়ার পর্যান্ত রাস্তাটির কাজ অনেকদিন আগে সম্পন্ন করা হয়েছে,

১) উত্তর :— হ্যাঁ।

২) প্রশ্ন :— সত্য হইলে উক্ত রাস্তা ক'রে জন্য ঐ এলাকার যে সকল জনসাধারণের জায়গা দখল করা হয়েছিল তাদেরকে এখনও জায়গার ক্ষতিপূরন সরূপ কোন অর্থ না দেওয়ার কারন কি ?

২) উত্তর :— এই বিষয়ে এল এ. কালেক্টরের সঙ্গে চিঠি পত্রের আদান প্রদান হইয়াছে এবং শীঘ্রই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

Admitted starred question No. 141

Name of Member—SHRI ANGJU MOG

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Power Department be pleased State.

—: প্রশ্ন :—

১) সাব্রুম মহকুমার সাতচাঁদ ব্লকের অধীনে ইলেকট্রিসিটি লাইন একষ্টেনশন ও কনষ্ট্রাকশন এর কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হইবে বলে আশা করা যায় ?

—: উত্তর :—

১) ১৯৭১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী, সাব্রুম মহকুমার সাতচাঁদ ব্লকের ৬৭ টি সেন্সাস গ্রামের মধ্যে ৫৭ টি গ্রাম প্রচলিত বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক্সটেনশানের কাজও চলেছে।

Admitted starred question No. 161

Name o Member—SHRI GOPAL CHNDRA DAS

Will the Hon'ble Minster in-Charge of the Power Deptt. be pleased to State—

—: প্রশ্ন :—

১) ইহা কি সত্য যে জিরানীয়া ব্লকের রামচন্দ্রনগরে ৮৪ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাতিল হয়ে গেছে. এবং

২) সত্য হলে তাহার কারন ?

—: উত্তর : —

১) না ইহা সত্য নহে।
২) উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য নহে।

Admitted starred question No. 164
Name o Member—SHRI GOPAL CHNDRA DAS
Will the Hon'ble Minster in-Charge of the Transport
Deptt. be pleased to State—

—: প্রশ্ন :—

১) ইহা কি সত্য বহু সংখ্যক অটোরিক্সা বৈধ-লাইসেন্স এবং কাগজপত্র ছাড়াই আগরতলা শহর ও ত্রিপুরার বিভিন্ন রাস্তায় চলাচল করেছে,
২) সত্য হলে এই ধরনের লাইসেন্স বিহীন অটোরিক্সার সংখ্যা কত এবং উক্ত অটোরিক্সার মালিকদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।
৩) অটোরিক্সা যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক কোন নির্দ্দিষ্ট ভাড়াক্রম চালু আছে কি,
৪) যে সমস্ত অটোরিক্সার মালিকগন সরকার কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট রেইটের পরিবর্তে অতিরিক্ত ভাড়া নিয়ে থাকেন তাদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করছেন।
৫) ইহা কি সত্য প্রায় সমস্ত অটোরিক্সাই (over lood) অতিরিক্ত যাত্রী নিয়মিত পরিবহন করে থাকেন।
৬) সত্য হলে তাহাদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

—: উত্তর : —

পরিবহন বিভাগের ভার প্রাপ্তমন্ত্রীঃ—পরিবহনমন্ত্রী
১) হ্যাঁ, ইহা সত্য যে কিছু সংখ্যক অটোরিক্সা বৈধ কাগজপত্র ছাড়া চলাচল করিতেছে।

২) ৪৮৭ টি অটোরিক্সার ত্রিপুরায় রেজিষ্ট্রেশান এখনও হয় নাই। উক্ত অটোরিক্সাগুলির রেজিষ্ট্রেশান করানোর জন্য মালিকগণ আবেদন করিয়াছেন।

৩) হঁ্যা আছে।

৪) Motar vehicle আইনানুযায়ী পুলিশের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়।

৫) হঁ্যা, ইহা সত্য,

৬) যে সমস্ত অটোরিক্সা অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন করে থাকে তাহাদের বিরুদ্ধে রাজ্যের পুলিশ বিভাগ (Traffic) Motar vehie a আইন মোতাবেক যথাযাথ ব্যবস্থা গ্রহন করিতেছেন।

Admitted starred question No. 200
Name of M L A —SHRI BADAL CHOUDHURY
Will the Hon'ble Minster in-Charge of the P, W. D.
be pleased to State—

(১) প্রশ্ন :— পূর্ত্ত দপ্তরের বেকার যুবকদের কাজ দেওয়া কোন সরকারী নীতি আছে কি ?

(১) উত্তর ;— নিদৃষ্ট কোন নীতির বর্ত্তমানে নাই ঠিকাদার হিসাবে নাম নথীভুক্ত যে কোন বেকার যুবকই দরপত্রের মাধ্যমে পূর্ত্তবিভাগে কাজ পাইতে পারেন।

(২) প্রশ্ন :— যদি থাকে তাহলে সেই নীতিটি কি ?

(২) উত্তর ঃ— ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

(৩) প্রশ্ন :— কোন কোন নীতির ভিত্তিতে ফর্ম ১১ তে কাজ দেওয়া হয়ে থাকে এবং,

(৩) উত্তর :— সাধারণভাবে ফর্ম :১১তে কাজ দেওয়াএখন বন্ধ আছে। তবে বিশেষ জরুরী কাজের প্রয়োজনে এবং দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অনুমোদন ক্রমে আসে কিছু কাজ ফর্ম ১১তে দেওয়া হয়।

(Question & Answer)

ANNEXURE'A'

(৪) প্রশ্ন:— ১৯৯০-৯১ইং এবং ১৯৯১—৯২ইং ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কতজন তপশিলী উপজাতি যুবক কত টাকার কাজ পেয়েছে ?

(৪) উত্তর :— ১৯৯০—৯১ ইং সনে ৭ জন তপশীলি উপজাতি যুবক ১,৫৫,৫৭৩,০০ টাকার কাজ এবং ১৯৯২=৯৩ ইংরাজীর ২৯ শে ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত ৬০ জন তপশিলী যুবক তপশিলী উপজাতি যুবক ৩, ৭৯, ৫৮, ৩,০০ টাকায় কাজ পেয়েছেন।

Admitted starred question No. 202

Name of M L A —SHRI BRAJAMOHAN JMATIA

Will the Hon'ble Minster in-Charge of the Finance Department be pleased to State—

QUESTION

১। রাজ্যের ভিবিন্ন দপ্তরে যে সমস্ত overaged. DRW কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে তাদের নিয়মিত করার জন্য অর্থ দপ্তর কোন অনুমোদন দিয়েছেন কি না;

২। যদি অনুমোদন না দিয়ে থাকেন তাহলে তার কারণ ?

Minister in-charge of the Finance Department Chief Minister

ANSWER

১। না।

২। প্রয়োজনীয় আর্থিক সংকুলান হইলে বিধি অনুযায়ী বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

Admitted starred question No. 206

Name of M L A --SHRI GORUISANKAR REANG

Will the Hon'ble Minster in-Charge of the P. W, Department be pleased to State—

Q. No. 1) Whother maintenance etc, works of the Govt quertars locate at Kumaritilla (Kunjaban) have been under taken during last -2/3 years,

(১) প্রশ্ন :— কুমারীটিলা (কুঞ্জবন) অবস্থিত সরকারী কোয়াটার গুলির সংস্কার গত ২/৩ বৎসরে গ্রহন করা হয়েছে কিনা ?

(২) উত্তর ঃ— ১৯৮৯ ইং থেকে ১৯৯১ ইং সন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ করানো হয়েছে। অর্থিক সীমাবদ্ধ তার জন্য সমস্ত কোয়াটারের সংস্কার কাজ করানো সম্ভব হয়নি।

Q. No. 2) If of what aro the reasans, and

(২) প্রশ্ন :— যদি না হয়ে থাকে তার কারন এবং

(২) উত্তর : - ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Q. No, 3) Whether there works will be under taken shortly on priority basis,

(৩) প্রশ্ন ;— অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজগুলি শীঘ্রই গ্রহন করা হবে কিনা ?

(৩) উত্তর:— যদি কোন বিশেষ ধরনের মেরামতের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহা অবশ্যই করানো হবে।

Admitted unstarred question No. 218

Name of M L A—SHRI MATILAL SARKAR

Will the Hon'ble Ministr in-charge of the Transport Departmen be pleased to state—

(Question & Answer)

ANNEXURE "A"

—: প্রশ্ন :—

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর টি আর টি সির জন্য কয়টি বাস ও লরী ক্রয় করেছেন.
২। এই সময়ের মধ্যে সারা রাজ্যের ব্যক্তিগত মালিকানায় কয়টি নূতন বাস ও লরী রাস্তায় নেমেছে.
৩। চলতি অর্থিক বছরে প্রতিমাসে গড়ে কয়টি টি, আর, টি. সি বাস রাস্তায় নামে এবং কয়টি গ্যারেজে থাকে।
৪। টি, আর টি. সি কে ব্যক্তিগত মালিকানায় হস্তান্তরিত করার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা ?

—: উত্তর :—

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :— পরিবহনমন্ত্রী।

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর টি, আর টি, সিতে নিম্নে বর্নিত সংখ্যক বাস ও ট্রাক ক্রয় করেছেন।

ক) সাধারন বাস — ২৫টি
খ) ডিলাক্স বাস — ২,,
গ) ট্রাক — ক্রয় করে নাই।

২) ব্যক্তিগত মালিকানায় এই সময়ে নিম্নে বর্নিত সংখ্যক বাস ও ট্রাক রাস্তায় নেমেছে।

ক) বাস (ছোট ও বড়) — ২১৮টি ট্রাক ৪০৪টি

৩) চলতি আর্থিক বছরে আনুমানিক গড়ে টি, আর, টি, সির রাস্তায় চালু ও গ্যারেজে অবস্থানরত গাড়ীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক) রাস্তার চালু গাড়ীর সংখ্যা — ৬৫টি
খ) মেরামতীর জন্যে গ্যারেজে থাকে — ১৩,,
৪) এখন পর্য্যন্ত সরকার এমন কোন পরিকল্পনা গ্রহন করেন নাই।

Admitted starred question No. 219

Name of M L A —SHRI GORUISANKAR REANG

Will the Hon'ble Minster in-Charge of the Power Department be pleased to State—

—: প্রশ্ন :—

১) ইহা কি সত্য যে বগাফা ব্লকে গত বছরে IREP স্কীমে বরাদ্দকৃত Electric Extention এর কাজ এখনও করা হয় নাই।

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত কাজ শেষ করা হতে পারে বলে আশা করা যায় ?

—: উত্তর :—

১) হ্যাঁ ইহা সত্য।

২) ১৯৯২-৯৩ ইং সনেই বগাফা ব্লকের অন্তর্গত IREP স্কীমে বরাদ্দকৃত Electric Extention এর কাজ শেষ করা হবে।

ANNEXRUE – "B"

Admitted un starred question No.52

Name of M L.A – SHRI GOPALICHANDRA DAS

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Transport Department be Pleased to State,

—: প্রশ্ন :—

১। সরকারী পদাধীকারী কোন কোন ব্যক্তিগন রাস্তায় চলাচল করার জন্য গাড়ীতে লালবাতি ব্যবহার করতে পারেন, এরূপ কোন নীতি নির্দেশিকা আছে কি ?

ANNEXURE "B"

২। থাকলে সেই নীতি নির্দেশিকা কি কি ?
৩। এবং তা কঠোরভাবে মেনে চলা হয় কি ?
৪। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা আছে কি ?
৫। থাকলে এই আইনে এ পর্যান্ত কতজন শাস্তি পেয়েছেন ?

—ঃ উত্তর :—

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রীঃ— পরিবহনমন্ত্রী।

১ হইতে ৫এর উত্তর :— সরকারী পদাধিকারী ব্যাক্তিগন রাস্তায় চলাচল করার জনা গাড়ীতে লালবাতি ব্যবহার করার জন্য বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted unstarred question No. 56
Name of M L A —SHRI SAMAR CHOUDHURY
The reply will be given by the Hon'ble Minster-in-Charge of IPC & PHE.

—: প্রশ্ন :—

১) রাজ্যে জলসেচ প্রকল্পগুলিতে গত ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ কোন বৎসর কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ করা হয়েছে,
উল্লিখিত বৎসরগুলিতে কোন বৎসর দৈনিক গড় কত সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে ?

—: উত্তর :—

১) এরূপ কোন পরিসংখ্যান এই দপ্তরে complie করা হয়নি।
২) এরকম তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি।

Admitted unstarred question No. 57

Name of Member – SHRI SAMAR CHOUDHURY

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Finanec Department be Pleased State.

QUESTION

১) ১৯৯১-৯২ অর্থবর্ষে কোন কোন দপ্তর এ সি বিলে এখন পর্যন্ত সময়ে কতটা তুলে রেখেছে পরবর্ত্তী সময়ে খরচের জন্য.

২) ১৯৯০-৯১ অর্থবর্ষে এ সি বিলের দ্বারা তুলে নেওয়া টাকা এখনো অ্যাডজাষ্টমেন্ট হয় নাই কোন কোন দপ্তরে এবং টাকার পরিমান কত।

Minister in-Charge of the Finace Department – Chief Minister,

ANSWER

১) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২) ঐ

Admitted unstarred question No.66

Name of M L.A – SHRI SAMAR CHOUDHURY

Will the Hon'ble Chief Minister in-Charge of the Finance Department be Pleased to State,

—: প্রশ্ন :—

১) ১৯৯১-৯২ বার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ থেকে কোন দপ্তরকে কত টাকা ১৯৯২ ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত এল; ও, সি দেওয়া হয়েছে।

২) এই সময় পর্যান্ত কোন দপ্তর কত টাকা খরচ করেছে।

ANNEXURE'B'

(To be replied by Chief Minister)

—: উত্তর :—

১) এবং (২) তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted unstarred question No.67

Name of M. L.A – SHRI GOURISANKAR REANG

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the P. W. Department be Pleased to State,

—: প্রশ্ন :—

১) শান্তির বাজার ডিভিসান— 11. Executive Engineer. এর অফিসের মাধ্যমে চলতি আর্থিক বছরে (৩১ শে মার্চ, ৯২) পর্যন্ত কত কিলোমিটার (a) নূতন রাস্তা (b) Brick Soling Meyalling and Carpatting এর কাজের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল (বল্‌ক ভিত্তিক পি ডব্‌লিউ ডি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব, এবং

২) ১৯৯২ ইং এর ২৯ শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কত কিলোমিটার (a) নূতন রাস্তা (b) ব্রীক সলিং (c) ব্রীক সলিং মেটালিং এবং কারপেটিং এর কাজ শেষ হয়েছে।

(বল্‌ক ভিত্তিক পি; ডব্‌লিউ, ডি, অফিস ভিত্তিক হিসাব ?)

—: উত্তর :—

১) তথ্য সংগ্রহাধীন।

২) তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted unstarred question No. 68

Name of M L A —SHRI GOURISANKAR REANG

Will the Hon'ble Minster in-Charge of the P.W.D be pleased to State—

—: প্রশ্ন :—

১) চলতি আর্থিক বছরে ১৯৯২ ইং এবং ৩রা মার্চ পর্যন্ত কতটি ফর্ম ১১ এর মাধ্যমে বেকার যুবকদের কাজ করানোর প্রস্তাব সরকারের ছিল.

২) তারমধ্যে কতজনকে কাজ দেওয়া হয়েছে (২৯ ফেব্রুয়ারী ৯২ পর্যন্ত) ব্লক ভিত্তিক হিসাব, এবং

৩) আগামী আর্থিক বছরেই বা কতজন বেকারকে ফর্ম ১১ এর মাধ্যমে কত টাকার কাজ দেওয়া হবে বলে পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে ? (বল্‌ক ভিত্তিক আলাদা হিসাব) ?

—: উত্তর :—

১) এরূপ কোন প্রস্তাব সরকারের ছিলনা।

২) জরুরী কাজের প্রয়োজনে নিম্নলিখিত বিভাগে কাজ দেওয়া হয়েছে,

ক) আগরতলা সদর— —৩৫ জন

খ) তেলিয়ামুড়া— —১১ জন

গ) মোহনপুর— —১৮ জন

ঘ) বিশালগড— —১২ জন।

(৩) এমন কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

Admitted unstarred question No. 70

Name of Member – SHRI SAMAR CHOUDHURY

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Power Department be Pleased State.

—: প্রশ্ন :—

১। বর্তমানে রাজ্যের কোথায় কোথায় কত ক্ষমতা সম্পন্ন মাইক্রো হাইডেল প্রোজেক্ট কার্যকর অবস্থায় আছে।

২। প্রত্যেক মাইক্রো হাইডেল প্রোজেক্ট এর মাধ্যমে বর্তমানে মাসিক গড় উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ কত ?

৩। এই বিদ্যুৎ কি কাজে কোথায় ব্যবহার করা হচ্ছে এবং প্রতি ইউনিট উৎপাদনে গড় কত খরচ আছে, এবং।

(Question & Answer)

ANNEXURE 'B'

৪। রাজ্যের কোন্ কোন্ নদী ছড়ার বুকে মাইক্রো হাইডেলের জন্য সার্ভে করা হয়েছে এবং নুতন প্রকল্পের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে ?

—: উত্তর :—

১) বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুরের নিকট মহারানীতে ১০০০ কিলো ওয়াট (২ × ৫০০ কিঃ ওঃ) শক্তি সম্পন্ন একটি মাইক্রো হাইডেল প্রকল্প কার্যকর অবস্থায় আছে।

২। মহারানী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে মাসিক গড় পড়তা এক লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

৩। এই উৎপাদিত বিদ্যুৎ মহারানী ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির গ্রাহকদের মধ্যে গৃহস্থলী বানিজ্যিক ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।

৪। বর্তমানে রাজ্যের কোন নদীকে বা ছড়াতে মাইক্রো হাইডেল প্রকল্পের উদ্দেশ্যে সার্ভে করা হচ্ছে না; কারন নুতন কোন মাইক্রো হাইডেল পকল্প অর্থনৈতিক ও কারিগরীর দিক বিবেচনায় ফলপ্রসু নহে।

Admitted unstarred question No.71

Name of M.L.A – SHRI SAMAR CHOUDHURY

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Power Department be Pleased to State,

—: প্রশ্ন :—

১। রাজ্যে ১৯৯২ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ডোমাষ্টিক এবং কমার্সিয়াল বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা কত।

২। ডোমাষ্টিক এবং কমার্সিয়াল গ্রাহকদের মিটার বক্সে গত একবছর কাল সময়ের মধ্যে কোন মাসে সর্বোচ্চ কত ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যয় হয়েছে এবং গড় বিদ্যুৎ খরচের মাসিক পরিমান কত এবং

৩। উৎপাদিত এবং সরবরাহকৃত বিদ্যুতের গত এক বছরে মাসিক গড় খরচের পরিমান কত ?

—: উত্তর:—

১। রাজ্যে ১৯৯২ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ডোমেষ্টিক ও কমার্শিয়াল গ্রাহকের সংখ্যা নিম্নরূপ।

ক) ডোমেষ্টিক—৭৯, ০৬ টি

খ) কার্শিয়াল—১৭৮,৫৫ টি।

২। রাজ্যে ডোমেষ্টিক ও কমার্শিয়াল গ্রাহকের মিটার রিডিং ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে নেওয়া হয় তাই গত এক বছরের কোন মাসে সর্বোচ্চ কত ইউনিট বিদ্যুৎ গ্রাহক ব্যয় করেছে তাহা বলা সম্ভব নহে। তবে গত এক বছরের মধ্যে ১৩ ই আগষ্ট ১৯৯১ ইং সনে সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল এবং তাহার পরিমান ৫৬,৫ মেঃ ওঃ।

গত এক বছর মাসিক বিদ্যুতের মোট চাহিদা ইউনিট হিসাবে নিম্নরূপ (লক্ষ ইউনিট):—

জানুয়ারী— ১৭৬,৪	জুলাই— ১৭০,৬
ফেব্রুয়ারী—১৫০;৭	আগষ্ট — ১৯২,৮
মার্চ — ১৫৪,৮	সেপ্টেম্বর — ১৬১,৩
এপ্রিল —১৩২,৩	অক্টোবর — ১৮০,১
মে— ১২৭ ৪	নভেম্বর— ১৭১,১
জুন—১৬৩,৭	ডিসেম্বর — ১৯০,০

৩। উৎপাদিত ও সরবরাহকৃত বিদ্যুতের গত এক বছরের মাসিক গড় খরচ নিম্নরূপ:—
ইউনিট প্রতি নিজস্ব উৎপাদন গড় খরচ — ১ টাকা ১০ পয়সা। সরবরাহকৃত বিদ্যুতের গড় দাম—৫৩ পয়সা।

Admitted unstarred question No.88

Name of M. L.A - SHRI SAMAR CHOUDHURY

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Power Department be Pleased to State.

ANNEXURE 'B'

—: প্রশ্ন :—

১) রাজ্যে গ্যাস থারমাল প্রকল্প দ্বারা বর্তমানে কোন ইউনিট থেকে কত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে

২) ১৯৮৮-৯২ ইং সনের সময়ের মধ্যে নতুন কি কি প্রকল্পের প্রস্তাব রাজ্য সরকার থেকে দেওয়া হয়েছিল তার কোন্ কোনটির কমিশনের জন্য কতটুকু অগ্রগতি ঘটেছে এবং

৩) সপ্তম পরিকল্পনায় গৃহীত প্রকল্পগুলির কোন কোনটি কনস্ট্রাকশনও কমিশন হয় নাই ?

—: উত্তর :—

১) রাজ্যে বর্তমানে গ্যাস থার্মাল প্রকল্পের দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমান নিম্নে দেওয়া হইল।

ক) বড়মুড়ার তৃতীয় ইউনিট থেকে রাজ্য সরকার ৬,০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করছে।

খ) রুখিয়ার ১নং এবং ২ নং ইউনিট থেকে রাজ্য সরকার বর্তমানে ২×৮ (১৬) মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করছে।

দুটি থার্মাল প্রজেক্ট এ সর্বমোট ২২ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে।

২) ১৯৮৮-৯২ ইং সনের মধ্যে রুখিয়া ২য় ধাপে ২×৮ মেঃ ওঃ প্রকল্প এবং ৩য় ধাপে ২×৮ মেঃ ওঃ সম্পন্ন দুইটি প্রকল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য স্কীম পাঠানো হয়েছিল। যথারীতি ২য় ও ৩য় ধাপের মঞ্জুরী কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে। ২য় ধাপের প্রকল্পের জন্য এন ই সি থেকে অর্থমঞ্জুরী দেওয়ার কথা কিন্তু তাহা এখন সরকারীভাবে পাওয়া যায়নি, অতএব কাজ আরম্ভ হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। ৩য় ধাপের প্রকল্পের কাজে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি অর্থমঞ্জুরী দিয়েছে এবং কাজের বরাত দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

৩) সপ্তম পরিকল্পনার অর্থমঞ্জুরীকৃত কোন তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত নেই।

Admitted unstarred question No. 89

Name of M L A—SHRI MATILAL SARKAR

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W.Department be pleased to state—

প্রশ্ন :— ১) ইহা কি সত্য যে পূর্ত দপ্তর Deposit work প্রকল্পে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এবং বিভিন্ন আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত অর্থ অব্যয়িত রয়েছে (১৯৯১ ইং সনের ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত)

উত্তর :— ১) হ্যাঁ।

প্রশ্ন :— ২) যদি সত্য হয় তবে এই অব্যয়িত অর্থের পরিমান কত ? (দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের নাম, অর্থের পরিমান ও জমা দেবার তারিখ, অব্যয়িত অর্থের পরিমান সহ তাহার হিসাব

উত্তর :— ২) মোট ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৪০ হাজার ৩ শত ৬১ টাকা, ইহার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ—

দপ্তরের নাম	জমা দেবার তাং	অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থ
ক) টেলিকম—	১৯৮৮ ৮৯,৯০-৯১ ইং	১১,১২.৫০০	৪,৫৩.১৪৮
খ) ট্রাইবেল রিহেব -	২/৯১ ইং	১.৭০,০০০	১,৫০,০০০
গ) এ, ডি, সি —	১৯৮৬-৮৭ হইতে ৯২-৯২ ইং	১,৮৬,২৯.৩১৭	৪৪,৯১,৫৭৪
ঘ) শিক্ষা বিভাগ—	৯৯৮৫-৮৬,৯১-৯২	৭১,৬৮;৪৪৪	১৮,৫৬.২২৮
ঙ) বিশ্ব বিদ্যালয় –	১৯৮৮ – ৮৯,৯১—৯২	৭১,৫০;০০০	১০,৪১,৫৬৭
চ) শিল্প বিভাগ—	১৯৯০—৯১ইং	৫,৫৬,৯০০	৪,০০,৩৩৭
ছ) কফি বোড—	১৯৮৭ — ৮৮,,	৮,৫০,০০০	৬,৬,০৭৫৬
জ) রুরেল ডেভেল্যাপমেন্ট –	৮৮—৮৯,	৩৭.৭৪৩	৩৭,৭৪৩
ঝ) ডেপুটি কমিশনার— স্পেশাল ব্যুরো—	১৯৯০—৯১,	৫,৬১.০০০	৩,৩৩,০০০
ঞ) ফরেষ্ট কর্পোরেশন	১৯৮৮—৮৯ হইতে ১৯৯১—৯২ ইং	৭৬.৭১,৮৪৬	২৯,৯৯,১০৩
৮) ইনফরমেশ্যান এণ্ড কালচার	১৯৮১—৯০ ইং হইতে ৯০—৯১ ইং	৯, ৬১,৪০০	১,১০,৫৭৫
			মোট: ১, ২৫,৪০, ৩৬১

PROCEEDING OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER PROVISIONS OF CONSTITUION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Tuesday, the 31st March, 1992 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Hon'ble Jyotirmoy Nath) in the Chair, the Chief Minister 11 (Eleven) Ministers the Deputy Speaker and 42 (fourty two) Members.

QUESTION & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিস্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশ্বে উল্লেখ করা হয়েছে আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তার নামের পার্শ্বে যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— স্যার, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। গতকাল যে ঘটনা ঘটে গেল, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন এর বিরুদ্ধে একটা প্রিভিলেজ মোশানের নোটিশ দিয়েছি। কাজেই আমি যে প্রিভিলেজ মোশানের নোটিশ দিয়েছি তার সম্পর্কে এক্ষুনি আপনার রোলিং চাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার প্রিভিলেজ মোশানের নোটিশ পেয়েছি, এবং সেটা অফিস স্ক্রুটিনি করে দেখছে। স্ক্রুটিনির কাজ শেষ হয়ে গেলে, দ্বিতীয় বেলায় এই সম্পর্কে আমি আমার রোলিং এই হাউসে দেব।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার এই বিষয়ে এক্ষুনি আমরা আপনার রোলিং চাই।

মিঃ স্পীকার :— আমি বলেছি যে আপনার নোটিশের বিষয় বস্তু অফিসে স্ক্রুটিনি করে দেখছে এবং স্ক্রুটিনি শেষ হয়ে গেলে, দ্বিতীয় বেলায় আমি আমার রোলিং দেব

স্ক্রুটিনি করার সময় তো আপনাকে দিতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে প্রিভিলেজটা আনা হয়েছে তা প্রিভিলেজ কমিটিতে পাঠানো হউক।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী (খয়েরপুর) :— স্যার, যারা বিধায়কদের আক্রমন করে, তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে, এটা কেমন কথা? আমরা তা কোন মতেই হতে দেব না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা শুধু আপনাদের কথাই বলবেন, আমার কথা শুনবেন না, এটা হতে পারে না, এই সভার মর্য্যাদা আপনাদেরই রক্ষা করতে হবে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (কমলপুর) :— স্যার, আমাদের একজন বিধায়ক কালকের ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে, আর আজকে আমরা এই সভাতে বসে আলোচনা করবো, এটা হতে পারে না। আমরা আপনার কাছ থেকে বিচার চাই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে এই হাউসের কাজ যাতে চলতে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহন করা হউক। অন্যথায় এই হাউসের নেতা হিসাবে প্রস্তাব আনতে বাধ্য হব।

(গণ্ডগোল)

(এর পরে বিরুধী সদস্যগণ ওয়াক আউট করেন)

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যাক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ৬৪ লোকেল সেলফ গভর্ণমেণ্ট।

শ্রীসুরজিত দত্ত (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৬৮।

প্রশ্ন

১) ১৯৯১-৯২ অর্থ বর্ষে কোন কোন এন. এ. এ. কে আই. ডি. এস. এম. টি. প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে?

উত্তর

১) ১৯৯১-৯২ অর্থ বর্ষে বিলোনীয়া নোটিফায়েড এলাকাকে আই, ডি, এস, এম, টি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন

২) ইহা কি সত্য এন, আর, ওয়াই প্রকল্পে বিলোনীয়া এন, এ, এ, বনকর বাজারটির কাজ শুরু করিয়া টাকার অভাবে কাজ সম্পন্ন করিতে পারিতেছে না এবং

উত্তর

২) হঁ্যা।

প্রশ্ন

৩) যদি সত্য হয় তবে এন, আর, আইতে বা অন্য খাতের অতিরিক্ত অর্থ নৈতিক অনুমোদন দেওয়া হইবে কি?

উত্তর

৩) নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি বনকর বাজারটি নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের স্বায়ত্ব শাসন দপ্তরের নিকট কোন আর্থিক অনুমোদনের প্রস্তাব পাঠায় নাই। তবে এন আর ওয়াই প্রকল্পে বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিকে বর্তমান আর্থিক বছরে ষ্ট্যার্ট শেয়ার বাবদ ৫০.০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে, ইহা ব্যতীত ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ইং সনে এন, আর, ওয়াই প্রকল্পে যথাক্রমে ৪.৩৩ লক্ষ এবং ২,৩২,৩৬৬ টাকা বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়াকে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, বিলোনীয়া নোটিফায়েড এলাকার বনকর বাজারটি এন-আর-ওয়াই প্রকল্পে এন-এ-এ বাজারটি কাজ হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু টাকা পর্যাপ্ত না থাকার ফলে বাজারটির কাজ সম্পূর্ণ করা যায় নি? যদি ঘটনা সত্য হয়, তবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বাজারটির কাজ শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করবেন কিনা?

শ্রীসুরজিৎ দত্ত (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বছরে এখন পর্য্যন্ত ৭ লক্ষ টাকা এই বাজারের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বাজারটির কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে আরো ৩৭ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি স্বায়ত্ব শাসনের ব্যাপারে টাকার জন্য কিছু বলে নাই। যদি বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি প্রস্তাব পাঠান তবে বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং (শান্তিরবাজার) ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, রাণীর বাজার এবং শান্তির বাজার এলাকা দু'টিকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান সভায় ঘোষণা করেছিলেন। রাণীরবাজারকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনও শান্তিরবাজারকে নোটিফায়েড এরীয়া হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি ? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, বর্তমান আর্থিক বছরে এই শান্তির বাজারকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে স্বীকৃতি দেবেন কিনা ?

শ্রীসুরজিৎ দত্ত (মন্ত্রী) ঃ — মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখন যে সাপ্লিমেণ্টারী করলেন উনি বিধায়ক শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং মহোদয়। এই প্রশ্নটাই তিনি কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫০এ আজকেই এনেছেন। আমি মাননীয় বিধায়ককে বলতে চাই, উনার ঐ প্রশ্নের উত্তর দেবার সময়ই আমি এই প্রশ্নের জবাব দেব।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, এই বছর বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়াকে কত টাকা দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীসুরজিৎ দত্ত (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার, স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন। আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া হবে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু বিশেষ বিবেচনা করে দেখবেন কিনা যে, এই রাজ্যের বেশ কিছু অংশকে নোটিফায়েড এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে বহু গরীব মানুষ রয়েছে। ঐ সমস্ত গরীব অংশের মানুষের জন্য আই-আর-ডি-পি, এস-সি, কর্পোরেশান কিংবা এস.টি, কর্পোরেশানের মাধ্যমে সুযোগ দেওয়া হবে কিনা পঞ্চায়েতে যেমন করে দেওয়া হয় সে ভাবে ?

শ্রীসুরজিৎ দত্ত (মন্ত্রী) ঃ— এই প্রশ্নটিও আলাদা। তবু আমি বলছি, উই আর ইণ্ডিয়ান। আমরা ভারতবাসী। একটা না একটা সুযোগ সবার থাকবে। পঞ্চায়েত থেকে যদি নোটিফায়েড হয়ে যায়, তাহলে জওহর রোজগার যোজনা কিংবা অন্যান্য আরো অনেক যোজনা আছে। ভারত কখনো কাউকে মরতে দেবে না, কখনও দেয়ও নি। কাজেই জনগণের জন্যই জনগণের সরকার।

মিঃ স্পীকার :— এনি সাপ্লিমেন্টারী। নেই। মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৪।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৪।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ এর মাধ্যমে ঋণ দেওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে আছে,

২। সত্য হয়ে থাকলে তার কারণ,

৩। ইহা কি সত্য যে কম পক্ষে ফরটি পারসেন্ট ঋণ ফেরৎ না দিলে কোন কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে ফিন্যান্স দেওয়া হয় না ,

৪। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে উক্ত সমস্যা সমাধান কল্পে সরকারের কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে। ঋণ দেওয়া অব্যাহত আছে।

২। ১ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

৩। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

৪। সমবায় দপ্তরের কর্মী এবং ব্যাঙ্ক কর্মীকে নিয়ে ঋণ দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার এক নম্বর

প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন— ইহা সত্য নহে এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন— ইহা সত্য। কিন্তু দুইটাই আমি মানতে পারছি না। কারণ, সারা ত্রিপুরাতে গ্রামীন ব্যাঙ্ক অচল হওয়াতে সরকারী স্পনসরিং স্কীম কোন গাঁও সভাতেই দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। তার জন্য কো-অপারেটিভ ব্যাংকের মাধ্যমে যে সমস্ত ল্যাম্পস এবং প্যাকস গুলি আছে, সেগুলির মাধ্যমে গাঁওসভা গুলিতে সরকারী বিভিন্ন স্পনসর স্কীম-- আই, আর, ডি, পি, এস, টি, এস, সি করপোরেশন বিভিন্ন সরকারী স্পনসর স্কীম গুলি ডিসবার্সমেন্ট করে থাকেন। কিন্তু ল্যাম্পস এবং প্যাকসগুলি ৪০ পার্সেন্ট রিকভারী না থাকাতে এই সমস্ত সোসাইটি গুলি রেগুলার কাজ কর্ম করতে পারছে না। এটার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা। এই সমস্ত সোসাইটি গুলিতে অতি সত্বর ৪০ পার্সেন্ট রিকভারী করে যে সমস্ত গ্রামীম ব্যাংক এলাকায় সরকারী উন্নয়ন মূলক স্কীম নিতে পারছে না এই সমস্ত এলাকা গুলিতে কো-অপারেটিভ ব্যাংক-এর মাধ্যমে দেওয়ার ব্যবস্থা নেবেন কিনা। কারণ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৬৩ পার্সেন্ট এলাকা গ্রামীন ব্যাংকের অন্তভূক্ত। এই সমস্ত ব্যাংক এলাকাতে কোন সরকারী স্পনসর স্কীম দেওয়া হচ্ছে না। ফলে এলকার জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই এটা বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খতিয়ে দেখবেন কিনা এবং এ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার আমি আমার উত্তরে বলেছি ল্যাম্পস এবং প্যাকস গুলিতে স্টেট কো-অপারেটিভের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হয় না এটা ঠিক নয়। ঋণ দেওয়া চলেছে। এই সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ৯০-৯১ইং সালে স্বল্প মেয়াদী ঋণ ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে এবং মধ্যম মেয়াদী ঋণ ৩ কোটি ৯ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। ৯০-৯১ইং সালে স্বল্প এবং মধ্যম মেয়াদী মোট ঋণ দেওয়া হয়েছে ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ল্যাম্পস এবং প্যাকসের মাধ্যমে স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের থেকে। ৯১-৯২ইং সালে ১৬ই মার্চ, পর্য্যন্ত স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়েছে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। মধ্যম মেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়েছে ২ কোটি ৯৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। স্যার, বিগত দিনে আমরা দেখেছি মানুষের মনে একটা ধারনা সৃষ্টি করানো হয়েছে যে ল্যাম্পস এবং প্যাকস থেকে যে সমস্ত ঋণ দেওয়া হয় সেগুলি অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়, এগুলি আর কখনও ফেরৎ দিতে হয় না। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকের আইন অনুযায়ী ত্রিপুরা ষ্টেট-কো-অপারেটিভ ব্যাংকের লাইসেন্স আমরা পেয়েছি। ঋন যদি সঠিক ভাবে আদায় না করা হয় তাহলে রিজার্ভ ব্যাংকের আইন অনুযায়ী লাইসেন্স ক্যানসেল

করে দেবে এবং ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে। গ্রামীণ ব্যাংক লিকুইডেশানে যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছে। সেখানে ৪০ পার্সেন্ট টাকা ল্যাম্পস এবং প্যাকসগুলি থেকে রিকভারী না করতে পারি তাহলে নতুন করে ঋণ দেওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে ৮৪ হাজার পরিবারকে ল্যাম্পস এবং প্যাকসের মাধ্যমে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং ১০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঋণ মুকুব করা হবে বলে ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। ৮৪ হাজার পরিবার তাতে উপকৃত হবে। যারা কৃষি ঋণ নিয়েছে তার জন্য প্রায় ১২ কোটি টাকার দরকার। এই ১২ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৫০ পারসেন্ট দেবেন আর রাজ্য সরকারকে ৫০ পারসেন্ট পূরণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সেই ৫০ পারসেন্ট টাকা এখনও পাই নি তাই ঋণ মুকুব করা সম্ভব হয়নি। যদি টাকা পেয়ে যাই তাহলে মুকুব করে দেব। যারা অন্য ঋণ নিয়েছেন কিন্তু শোধ করেন নি তাহলে তাদের আর নূতন করে ঋণ দেওয়া সম্ভব হবে না।

শ্রীরতনলাল ঘোষ ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে ঋণ মুকুবের একটা সার্কুলার এসেছে। এই সার্কুলারটা বিভ্রান্তকর কারণ ল্যাম্পস্ এবং প্যাকসে বেনিফিসিয়ারীরা গেলে তাদেরকে ক্লিয়ার করে বলতে পারেন না যে কৃষি মুকুবের জন্য এই সার্কুলার এসেছে নাকি আরও অন্যান্য ঋণ মুকুবের জন্য এই সার্কুলার এসেছে। এই সার্কুলারটা কোন কোন ঋণ মুকুবের আওতায় আসে। এটা যদি পরিস্কার হওয়া যায় তাহলে জনসাধারণের সুবিধা হবে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে ইণ্ডাস্ট্রি ঋণ বা আদারস্ বিজনেসের ঋণ মুকুব করা হবে না। শুধু কৃষি ঋণ মুকুব করা হবে। কারণ কৃষিতে যারা মার খেয়েছে বন্যায় বা খরায় ফসল নস্ট হয়ে গেছে এরাই ঋণ পাবে কারণ তা না হলে নুতন ফসল লাগাতে অসুবিধা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট বলে দিয়েছেন ১০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত যারা কৃষি ঋণ নিয়েছে তাদের ঋণ মুকুব করা হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক : — সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, একটা ডিক্লেয়ার দেওয়া হয়েছিল যে সমস্ত সমিতি ৪০ পারসেন্ট ঋণ আদায় করে দিতে পারবেন ঐ সমিতিকে ঋণ মুকুব করে দেওয়া হবে। কিন্তু ঐ ৪০ পারসেন্ট আদায় করে দেওয়ার পর সেটা দিতে পারছেন না। এখন

শুনা যাচ্ছে এই ঋণের হার নাকি ৪০ পারসেণ্ট থেকে বাড়িয়ে ৬০ পারসেণ্ট করা হয়েছে। আর যদি না বেড়ে থাকে তাহলে যে সমস্ত সমিতি ৪০ পারসেণ্ট পর্য্যন্ত ঋণ আদায় করেছেন তাদের লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

দ্বিতীয়তঃ আমরা জানি টি, জি, পির আণ্ডারে যে সমস্ত ল্যাম্পস এবং প্যাকসগুলি ছিল ঐ সমস্ত ল্যাম্পস প্যাকস্‌গুলিকে কো-অপারেটিভ ব্যাংকের আওতাধীন আনা হয়েছে। এখন ব্লক ডিষ্ট্রিবিউশ্যান করতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ল্যাম্পস প্যাকসের আওতায় যায়। পরে দেখা যায় ব্লক থেকে ভাগ করে দেওয়ার পর যতটা টারগেট গিয়ে দাড়াল জেলাওয়ারি কো-অপারেটিভ ব্যাংক তার একটা নিজস্ব টারগেট সেই টারগেটের ডিষ্ট্রিবিউশ্যানের যে টারগেট থাকে সেই টারগেটের মধ্যে মিলে নাকি— যেমন আমরা দক্ষিণ ত্রিপুরার কথা বলছি এই বছরে অর্থাৎ চলতি বছরে দুই হাজার টাকার উপরে এবং কো-অপারেটিভ ব্যাংকের নিজস্ব টারগেট ছিল ১৬ শত টাকার মত। এখানে আড়াই হাজার এবং ১৬ শত টাকার মধ্যে যে গ্যাপ সেই গ্যাপ কিভাবে পূরণ করা হবে এবং এই সমস্ত সুযোগ কিভাবে এই সুযোগ পাবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য বলেছেন অনেকগুলি ল্যাম্পস্‌, প্যাক্‌স ৪০ পারসেণ্ট পর্য্যন্ত রিকভারী করার পরও তাদের ঋণ দেওয়া হচ্ছে না। কোন ল্যাম্পস্‌, কোন প্যাকসে ৪০ পারসেণ্ট দেওয়ার পরও ঋণ দিচ্ছেনা এটা যদি স্পেসিফিক দেন তাহলে আমি খতিয়ে দেখব। তবে আমার কাছে এমন তথ্য নাই যারা ৪০ পারসেণ্ট দিয়েছে বা এমন কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে ৪০ পারসেণ্ট কেন, ৩৯ পারসেণ্ট বা ৩৮ পারসেণ্ট যারা দিয়েছে তাদেরকে আমরা চেষ্টা করছি দিয়ে দেওয়ার জন্য। কাজেই ৪০ পারসেণ্ট দিয়েছে তারপরও দেওয়া হয়নি এই রকম কোন তথ্য সরকারের কাছে জানা নেই। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে গত কালকে আমি যেটা বলেছি যে ৬০ পারসেণ্ট গ্রামীন ব্যাংকের আওতায় সমস্ত যারা আই আর ডি পির প্রাপ্য তাদেরকে ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক একটা ব্যাংকের পক্ষে বহন করাটা সম্ভব না। স্যার, যেখানেই আমাদেরকে যে কোটা দেওয়া হচ্ছে সেই কোটা গুলি ব্লক থেকেই বলুক বা ব্লক থেকে যে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, এইটা সঠিক নয় যে ব্লক থেকে যে সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা ল্যাম্পস প্যাকসকে বা কোপারেটিভ ব্যাংককে একটা কোটা দিয়ে দিলে সেটা মিলাপ করতে হবে। এইটা নিয়ে উচ্চ লেবেলে মিটিং হয় আই আর ডি পি স্কীম যারা তৈরী করেন তাদের সঙ্গে সেই মিটিংএ আমাদেরকে সেই কোটা দিয়ে দেওয়া হয় যে ত্রিপুরা স্টেট কোপারেটিভ ব্যাংক কত পাবে, তার পরে ইউ বি আই বা

গ্রামীন ব্যাংক বা আদারস ব্যাংক যারা আছে তারা কত সংখ্যক আই আর ডি পি কোন কোন এলাকাতে দেবে তারা ঠিক করে দেয়। সেই আওতা অনুপাতে বা সংখ্যা অনুপাতেই আমরা দিয়ে থাকি। এইটা ঠিক নয় যে ব্লক ভিত্তিক যা দেওয়া হয়ে থাকে সেটা পুরন করা হয় না। যদি কোন তারতম্য হয়ে থাকে আর ডি ডিপার্টমেণ্ট থেকে যেটা করা হয় আর ডি পি স্কীম উনি যে ডিমার্টমেন্টের পঞ্চায়েত দপ্তরের আর ডি ডিপার্টমেণ্ট সেখানে যদি কোন তারতম্য হয়ে থাকে তাহলে হতে পারে বা থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের এখানে কোন তারতম্য নেই। স্যার, একটা কথা বলছি যে পঞ্চায়েত নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে চাপ আসছে, অনেক বিধায়কগণ চাপ সৃষ্টি করছে যে বিভিন্ন গ্রামীন ব্যাংক থেকে ফেলুর হওয়াতে আমাদের ত্রিপুরা ষ্টেট কোপারেটিভ ব্যাংকের আওতায় যেন তাকে নেওয়া হয়। আমরা বিভিন্ন জায়গায় তাকে নিয়েছি এবং যতটুকু সম্ভব আমরা চেষ্টা করেছি দেওয়ার জন্য।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই ল্যাম্পস ও প্যাকস গুলি অর্থাৎ কোপারেটিভ ব্যাংক-এর আণ্ডারে যে সমস্ত ল্যাম্পস প্যাকস আছে তার প্রতিটি ল্যাম্পস প্যাকসের ওভারডিউ এইটা তৎকালীন বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে দেওয়া ঋণ, যাদের কোন ঠিকানা নেই বা এমন ব্যক্তিদেরকে লোন দেওয়া হয়েছে যারা এখন হয়তো কেউ পশ্চিমবঙ্গে কেউ বিহারে, কেউ আসামে এইভাবে চলে গেছে। এইটা ইনকোয়ারিতে ধরা পড়েছে। মাননীয় মন্ত্রী এইটা জানাবেন কি যে, এই সকল বেনামী যে সব লোন দেওয়া হয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করে এই লোনগুলি রিকোভারী করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হবে কিনা। কারণ সেই ওভারডিউর জন্যই ল্যাম্পস, প্যাকসগুলি এখন লোন নিতে পারছে না। কারণ বিরাট বিরাট এমাউণ্ট ওভারডিউ পড়ে আছে সেই ওভারডিউগুলি সরকারীভাবে মুকুব করে যারা নুতন লোন নিতে আসছেন তাদের সুযোগ সম্প্রসারনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন এইটা সত্য যে বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে এমন কিছু ঋণ নেওয়া হয়েছে যাদেরকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। বিশেষ করে একটা কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গের বেকার-দেরকে নিয়ে এসে ত্রিপুরা রাজ্যে তৎকালীন সময়ে এই রকম সমবায় সমিতি গঠন করে তাদেরকে লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে একটা কথা উদাহরণ দিতে পারি সভার অবগতির জন্য যে, জয়নগরে সেখানে বলাই সিংহ রাও একজন কমরেড, ওনার সঙ্গে যারা মেম্বার আছেন তারা কেউ ত্রিপুরা রাজ্যের নয়, বেশীর ভাগ পশ্চিমবঙ্গের, তাদেরকে

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ঠিকই। স্যার, সেই রকম ভাবে বিভিন্ন সোসাইটিতে আমরা দেখেছি যে একজন ল্যাম্পস প্যাকসের বেনিফিসারীকে সেই ল্যাম্পস ও প্যাকসের এরিয়া থেকে তার প্রাপ্য এবং মেম্বারসীপ নিতে হয়, দেখা যায় একই ব্যাক্তি বিভিন্ন ল্যাম্পস ও প্যাকস বা বিভিন্ন সোসাইটি থেকে বেনামীতে লোন নিয়েছে। আজকে এইটা খুবই কস্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করাটা। কারণ তারা কেউ আছে আন্দামানে, কেউ আছে পশ্চিমবঙ্গ, কেউ আছে বিহারে, এই রকম বহু জায়গায় আমরা তাদেরকে তবু খুঁজে বের করছি, অনেকটা বের করা সম্ভব হচ্ছে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে যেসমস্ত এলাকা গ্রামীণ ব্যাংকের আওতাধীনে পড়েছে সেখানে ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ বা ষ্টেট্-কো-অপারেটিভ ব্যাংকের মাধ্যমে কভার করা সম্ভব নয়। এইটা সত্যি কথা। কিন্তু সরকার যদি এইটার সুরাহার ব্যবস্থা না করেন তাহলে এইটা ঠিক হবে না। কেননা ত্রিপুরার ৬৩ পারসেন্ট এলাকা হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংকের এলাকা। এখন গ্রামীণ ব্যাংক সম্পূর্ণ ইনঅ্যাক্টিভ্ রয়েছে। ফলে সরকারী স্পোনসর্ড স্কীমগুলি এস, সি, এবং এস, টি করপোরেশন ইম্প্লিমেণ্ট করতে পারছে না। যার ফলে এস, টি এবং এস, সি, অংশের গরীব জনগন সরকারী আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কাজেই এই ব্যাপারে একটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি, কারণ এই গ্রামীণ ব্যাঙ্কের এলাকাতে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের দ্বারা কভার করা সম্ভব নয়। ডিউ টু দ্যা ইন-অ্যাক্টিভ স্টেট্ অব্ দ্যা গ্রামীণ ব্যাংক অল দ্যা ষ্টেট্ গভর্ণমেণ্ট অ্যাণ্ড সেণ্ট্রাল গভার্ণমেণ্ট স্পোনসর্ড স্কীমস ক্যান নট্ বি ইমপ্লিমেণ্টেড বাই দ্যা এস, টি অ্যাণ্ড এস, সি, করপোরেশ-নস্। অ্যাজ এ রেজাল্ট আওয়ার এস, সি, অ্যাণ্ড এস, টি পিপলস্ আর বিং ডিপ্রাইভড্ ফ্রম্ গেটিং বেনিফিটস্ অব্ গভর্মেণ্টস্ স্পোনসর্ড স্কীমস। সো দ্যা গভর্ণমেণ্ট শুড্ ট্রাই টু সলভ্ দ্যা প্রোবলেমস্-বিকজ আওয়ার এস. সি, এণ্ড এস, টি, পিপল্স্ ক্যান নট্ বি ডিপ্রাইভড।

দ্বিতীয় হচ্ছে ৪০ পারসেণ্ট লোন রিকভারী হলে পরে ফারদার লোন দেওয়া হয়, ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্ থেকে। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকে যারা ডিফল্টার না এবং যাদের ৪০ পারসেণ্ট লোন রিকভারী হয়ে গেছে তাদেরও আর ফারদার লোন দেওয়া হচ্ছে না, এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পরিস্কারভাবেই বলেছি যে এইটা সম্পূর্ণ গ্রামীণ ব্যাংকের আওতাধীন। এইটা ন্যাম্পস্ এবং প্যাক্সের আওতাধীন আনা সম্ভব নয়। আর এস সি, এবং এস, টি যারা ডিপ্রাইভড্ হচ্ছে তাদের ব্যাপারে তো চলতি আর্থিক বছরে কিছুই করা সম্ভব নয়, কারণ আজকে ৩১শে মার্চ, বছরের শেষ দিন। আগামী আর্থিক বছরে এইটা কিভাবে করা যায় এইটা নিশ্চয়ই দেখা হবে।

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানাবেন কিনা, এই গ্রামীণ ব্যাংক ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের সেবা করার জন্যই করা হয়েছিল। কিন্তু এইটা দুর্ভাগ্যজনক যে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার এই গ্রামীণ ব্যাংকে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য এইটাকে লালবাতি জ্বালিয়েছেন। গ্রামীণ ব্যাংক এরিয়াতে যেটা এইখানে রাজ্য সরকার এবং গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই এরিয়াগুলি ঠিক করেছেন সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্য সরকারের স্পোনসর্ড বিভিন্ন স্কীমগুলি যেমন আই আর,ডি, পি ইত্যাদির জন্য প্রতি বছর এস, সি, এবং এস, টি করপোরেশনগুলি বেনিফিসিয়ারিজ সিলেকশন করে। কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের সরকার আসার পর ১৯৮৮ সালে বিশেষ ভর্তুকি দিয়ে রিজার্ভ ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে মুষ্টিমেয় কিছু পরিবারকে আই, আর, ডি, পি, স্কীমে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এরপর এই চার বছরের মধ্যে একটা বেনিফিসিয়ারিকে, আই আর, ডি, পি, বা অন্য কোন স্কীমে আর্থিক সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে রাজ্যের এস, সি এস, টি গরীব জনসাধারণ সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে সমান ভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে গ্রামীণ ব্যাংক বর্তমানে বেনিফিসারীদের সাহায্য করার ব্যাপারে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে সেটা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সরকারী তরফে কি কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে? তাদেরকে অন্যভাবে আর্থিক সহায়তা করা যাবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন একই প্রশ্ন করেছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রীদীবাচন্দ্র রাংখল। কাজেই এটাতে নুতন করে বলার আর কিছু নেই। আমরা জিনিষটা খতিয়ে দেখছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) :— মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২,

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী ঃ— মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২,

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য **Commissioner of Taxes, D. M. (West) D. M. (South) Special Recruitment Drive** সুপারিশকৃত অনেক পদ দীর্ঘদিন ধরে পূরণ করা হয়নি,

২) সত্য হলে পদগুলি পূরণ না করার কারণ কি, এবং

৩) ঐসব পদ কবে নাগাদ পূরণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১, ২ এবং ৩ :— সুপারিশকৃত কিছু পদ পূরণের প্রক্রিয়া চলছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে যে কথা বলেছেন সেটা খুবই দুঃখজনক যে প্রক্রিয়া চলছে। কয়টা পদ এবং সেই প্রক্রিয়ার কাজ কতদিনে শেষ হবে বলে আশা করা যায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ? এবং পদ গুলি কি কি?

শ্রীবীরজিত সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, খুব সহসাই পদগুলি পূরণ করা যাবে বলে আমি এই হাউসে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

পদগুলি হচ্ছে :— ডি. এম. (পশ্চিম)

L. D. Clerk—	S. T.	24 Nos.	
Class IV—	S. T.	12 Nos.	& S. C. 2 Nos.
Amin—	S. C.		1 Nos.

D. M. (SOUTH)

L. D. Clerk—	S. C.	4 Nos.
Typist—	S. C.	1 Nos.
Class IV—	S. C.	5 Nos.
Tehshilder—	S. C.	4 Nos.

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা যে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী এস, টি, এবং এস. সি জনগনের উন্নয়নের কথা চিন্তা করতেন এবং উনার নিজের সেই চেষ্টাতেই ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্য সরকারের অফিস এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে-অফিসে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যাতে এস, টি এবং এস, সিদের জন্য সংরক্ষিত পদগুলি পুরণ করা হয়। শুধু তাই নয় উনি একটি ডেট দিয়েছিলেন ৩১শে মার্চ পর্যন্ত। কিন্তু বহু দপ্তরেরই এই সমস্ত পদ খালি রয়েছে। পদগুলি ফিলাপের কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। যে সমস্ত অফিসের পদ পুরণ করা হয় নাই সেই সমস্ত অফিসের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) :- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উক্ত পদগুলি পূরণের ক্ষেত্রে সরকারের কিছু নিয়মনীতি রয়েছে। হাই পাওয়ার কমিটি সেটা দেখছেন তারপর আবার অর্থদপ্তরের অনুমোদন প্রয়োজন। যাই হোক্ তবুও আমি এখানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সরকার অতিসত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

Excise Guard পদের জন্য ৪ জন এস, টি, প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন Recruitment Rules অনুসারে উক্ত পদের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় relaxation মাধ্যমে নিয়োগের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরিত হয়েছে। অপর একজন সুপারিশকৃত প্রার্থী interview তে হাজির হননি।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসকের অধীন সুপারিশকৃত রাজস্ব বিভাগের নিম্নলিখিত পদগুলি হাই পাওয়ার কমিটিতে অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়েছে।

L. D. Clerk— S.C.-3 Nos,
Tehshilder— S. C.-2 Nos.
Amin— S. C.-1 No.
Moharaj— S. C.-3 Nos.

গত ৭/৩/৯২ ইং তারিখে হাই পাওয়ার কমিটি মিটিংএ এই প্রস্তাব গুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। অর্থ বিভাগের অনুমোদন পেলে পদগুলি পূরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন যে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী

রাজীব গান্ধী পদগুলি পূরণ করার ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন। আমাদের রাজ্য সরকারও এই ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান রয়েছে। আমাদের জোট সরকার যথেষ্ট যত্নবান আছে সমস্ত ক্ষেত্রে, শুধু চাকুরীর ক্ষেত্রে নয়। সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা, স্কিম রূপায়নের ক্ষেত্রেও আমরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেই তপশিলী সম্প্রদায়, তপশিলী উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য আমরা সব সময় নজর রেখে চলেছি। সুতরাং মাননীয় সদস্য যা বলেছেন, তা খুব সহশায় আমি কথা দিচ্ছি খুব সহশায় তারা যাতে ঐ পদে যাতে যোগ দিতে পারে তার ব্যবস্থা আমি করব।

শ্রীজহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসকের এখানে এস, টি, এস, সি, স্পেশাল ড্রাইভে এস, সি, পোষ্ট-এর জন্য নাম দেওয়া হয়েছিল। স্পেশাল ড্রাইভ কমিটি যেটা সাব কমিটির পক্ষ থেকে আজ থেকে প্রায় ২ বছর আগে পাঠিয়েছিল। তাদের সেই নামের অফার এখনও কেন ইস্যু করা হয়নি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা জানাবেন কিনা।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে, প্রশ্ন করেছেন সেটা আমি তদন্ত করে বিহিত ব্যবস্থা করব।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বিভিন্ন দপ্তরে কিছু কিছু এস, টি, এবং এস, সি, স্পেশাল ড্রাইভে রিকম্যাণ্ডেশন করার পর ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের অফার দেওয়া হয়েছে। এই অফার তারা ডিপার্টমেন্টে জমা দিয়েছে। এই রকম প্রায় বছর হয়ে গেছে। অনেকেই এখনও পোষ্টিং পাচ্ছে না। তাদের অতি সত্বর পোষ্টিং দিয়ে চাকুরীতে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, আমি সভায় কথা দিচ্ছি আমি সেটা তদন্ত করে বিহিত ব্যবস্থা করব।

শ্রীরতন লাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইহা কি সত্য এই এস, সি, এবং এস, টির যে কেবিনেট সাব কমিটির বেকলগ পোষ্ট ক্লিয়ার করার জন্য যে সমস্ত পোষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট বছরের পর বছর ফাইল চাপা দিয়ে রেখে এই সমস্ত চাকুরীগুলিকে আটকে রেখেছে, মাননীয় মন্ত্রী এই ব্যাপারে কিছু বলবেন ?

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই অভিযোগ সত্য।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১২৭।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১২৭।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে এস, আর, ই, পি, খাতে মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে,

২। এতে মোট কত মেণ্ডেজ সৃষ্টি হবে,

৩। রাজ্যে বর্তমানে লেবার কার্ড হোল্‌ডার শ্রমিকের সংখ্যা কত,

৪। কার্ড হোল্‌ডার শ্রমিকদের বছরে ২০ (বিশ) দিন কাজ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। রাজ্যে ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরে এস, আর, ই, পি, খাতে মোট ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

২। এতে মোট ২৬ লক্ষ ২৫ হাজার শ্রম দিবস সৃষ্টি হইবে।

৩। রাজ্যে বর্তমানে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭ শত ২৮ জন পঞ্চায়েত রেজিষ্ট্রাড লেবার কার্ড হোল্‌ডার শ্রমিক আছে।

৪। হঁ্যা।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— আমার সাপ্লিমেণ্টারী ২ নং প্রশ্নের উত্তর পাই নি স্যার।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বছরে কার্ড হোল্‌ডার শ্রমিকদের গড়ে ২০ দিন কাজ দেওয়ার জন্য যে প্রশ্ন করেছেন। আমরা ২০ দিন কাজ দেওয়ার মত যদিও আর, ডি, ডিপার্টমেণ্ট থেকে সংস্থান নেই তবু আমি মাননীয় সদস্যকে

বলতে চাই ত্রিপুরার বিভিন্ন দপ্তরে যেসকল কর্মসংস্থানের প্রকল্প রয়েছে তা দিয়ে ২০ দিনের উপরে কাজ দেওয়া সম্ভব হয়।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গ্রামীণ প্রকল্পে যে পরিমাণ কার্ডের কথা উনি বলেছেন এই কার্ডগুলি আমার মনে হয় রিনিও করার প্রয়োজন আছে। কারণ অনেকে এখন প্রোভারটি লাইনের উপর চলে গেছে, সেই জন্য রিনিও করে নুতন কার্ড ইস্যু করা হবে কিনা ? আর দ্বিতীয় হচ্ছে, আর, ডি, ডিপাটমেণ্ট ছাড়া অন্য ডিপাটমেণ্টের কাজ গ্রামের পঞ্চায়েত শ্রমিকরা পায়না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অন্যান্য ডিপার্টমেণ্ট থেকে টাকা নিয়ে কাজের পরিমাণ বারাবেন কিনা ? আমি এখানে একটা সংসোধন করতে চেয়েছি যে, ১২০ দিন এর জায়গায় শুধু ২০ দিন উঠেছে। অন্তত পক্ষে বৎসরে ১০০ দিন কাজের ব্যবস্থা করবেন কিনা ? এখানে একটা জিনিস লক্ষনীয় যে জহর রোজগার যোজনায় সরকার কাজ দিচ্ছে কিন্তু মেক্সিমাম চলে যাচ্ছে মেটেরিয়াল কস্টে আর আর, ডি, ডিপার্টমেণ্ট যে কাজ দিচ্ছে তা বৎসরে বেশী দিন কাজ হয় না। আমি তাই মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অন্যান্য ডিপার্টমেণ্ট যেগুলি রয়েছে সেখান থেকে টাকা নিয়ে ব্লকে একটা কো-অর্ডিনেশন কমিটির মত করে এবং এক জায়গায় টাকা করে এবং সেখান থেকে প্রতি পঞ্চায়েতে কাজ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা হবে কিনা ? কারণ আমরা একটা সমস্যা লক্ষ করছি যে, ফরেস্ট কাজ দেয় কিন্তু ব্লকে ইনফরমেশান থাকে না। এগ্রিকেলচার কাজ দেয় কিন্তু ব্লকে ইনফরমেশান থাকে না। যার ফলে কোন পঞ্চায়েতের লেবার মাসে ৬ থেকে ৭ দিন কাজ পায় আবার কোন পঞ্চায়েতের লেবার মাসে ২ থেকে ৩ দিন এর বেশী কাজ পায় না। এই কো-অর্ডিনেশানটুকু করে গরীব পঞ্চায়েত গুলিতে যাতে সমভাবে কাজ হয় সেই জন্য মাননীয় মন্ত্রী উদ্যোগ নিবেন কিনা ?

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী):— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরায় তিন জেলাতে জেলাশাসকদের কো-অর্ডিনেটার করে কো-অর্ডিনেশান কমিটি রয়েছে সমস্ত বিভাগে। মাসে একবার অফিসারদের দিয়ে একবার মিটিং করার নির্দেশ আছে। এবং ব্লক লেভেলেও ব্লক ডেভলাপমেণ্ট কমিটি রয়েছে। সেখানেও সমস্ত ডিপাটমেণ্টের অফিসাররা অপুস্থিত থাকেন। উন্নয়ন মুলক কাজ যাতে সুষ্টভাবে বণ্টন করা হয় সম বণ্টন হয় সেই দিকে সরকারের নির্দেশ আছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগ আছে, সেই ব্যাপারে আমরা জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছি কারণ উন্নয়ন মুলক দপ্তরেই গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য স্কীম রয়েছে, এই স্কীমগুলি রূপায়নের ক্ষেত্রে প্রতি দপ্তরে - যদি আণ্ডার-

স্ট্যাণ্ডিং না থাকে তা হলে দেখা যাবে এক গ্রামে একাধিক স্কীম চালু হয়ে আছে আবার কোন গ্রামে হয়তো স্কীম পৌঁছয়নি। তাই জেলা শাসককে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাসে অন্তত একবার মিটিং করে সেই ব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়া হয়।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অনেক ডেভলাপমেন্ট অফিসার যাদের ব্লক এর মিটিং এ উপস্থিত থাকা উচিত তার অনেকেই উপস্থিত থাকেন না। কেন থাকেন না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা? আর দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন কাজ আটকে আছে। তাদেরকে চিঠি দেওয়ার পর তার প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করে না। তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রীবীরজিৎ সিন্হা (মন্ত্রী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সব ব্যাপারে সরকারের নজরেও কিছু খবর আছে। মাননীয় সদস্যকে আশ্বাস দিচ্ছি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা নেব। জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা মিটিংএ উপস্থিত থাকেন না তাদের নাম বি, ডি, ও, এর মাধ্যমে সরকারের মাধ্যমে সরকারের নজরে আনতে বলা হয়েছে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বলেছেন, সেইটা কেবিনেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিনা, কারণ আমিও দেখছি যে অনেক অফিসাররাও বি এ সি মিটিংএ উপস্থিত থাকেন না। সুতরাং এটা কেবিনেট সিদ্ধান্ত হবে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্যদেরকে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, এখন থেকে বি, এ, সি, মিটিংএ যাতে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা উপস্থিত থাকে সেই ব্যবস্থা আমি নিজে করব।

শ্রীজহর সাহা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এপ্রিল থেকে আগাস্ট পর্য্যন্ত এই সময়টা অভাবের সময়, তাই আর ডি টাকা দিয়ে এস আর ই পি টাকা দিয়ে গ্রামীণ লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব নয়? পাশাপাশি এ ডি সি আরো কিছু ডিপার্টমেণ্ট যারা গ্রাম লেভেলে কাজ করে সেখানে প্রত্যেকটি ব্লক লেভেলে একটা করে কো-অর্ডিনেশান কমিটি এবং প্রতি মাসে এই কো-অর্ডিনেশান কমিটির কাজকে তদারকি করার জন্য ডি, এম কিংবা কোন

সমপর্যায়ের অফিসারকে নিয়োগ করে সেখানে অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এর পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাটা সুনিশ্চিত করার জন্য কোন প্রচেষ্টা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হবে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি একটা জিনিস পরিস্কার করে বলতে চাই যে ত্রিপুরার এস, আর, ই, পির টোটাল বাজেট হচ্ছে ১২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে আর, ডি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে শুধু মাত্র ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আমরা খরচ করি এবং জেলা পরিষদকে আমরা দেয় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। আর, ডি ডিপার্টমেন্ট এবং জেলা পরিষদ মিলে মোট ৫ কোটি টাকা খরচ করি আর বাকী ৭ কোটি টাকা বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে খরচ হয়ে থাকে। আপাতত মানুষ জানে বি, ডি, ও এর মাধ্যমে এস, আর, ই, পি পাবেই ধারণা রয়েছে যার কারণে আমরা বারে বার বলেছি সেই জেলা সাশক ও বি, ডি, ও দের এটা যাহাতে পরিস্কার করা হয়, সরকারের বিভিন্ন স্কীম সমন্ধে এবং অন্যান্য স্কীম সমন্ধে বলা হয়। এবং সেই টাকা সুস্থ বণ্টনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা নেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— প্রশ্ন উত্তরের পর্ব শেষ হল। যে সমস্ত তারাকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারাকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES—"A" & "B")

PRESENTATION OF COMMITTE REPORTS

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল— পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির ৪৯তম প্রতিবেদন সভার সামনে পেশ। আমি, এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি যে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে অসুস্থতার জন্য তিনি উপরুক্ত প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করতে অসমর্থ। কাজেই, পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির যে কোন সদস্য কমিটির ৪৯তম প্রতিবেদন সভায় পেশ করতে পারেন।

Shri Ratanlal Ghosh :— Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to present before the House the 49th Report of the Public Accounts Committee.

Mr. Deputy Speaker :— Now, I would request Hon'ble member Shri Dhirendra Dhbnath, Chiarman of the Petition Committee to present before the House the 19th & 20th Reports of the Committee on Petitions.

Shri Dhirendra Debnath :— Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to present before the House the 19th & 20th Reports of the Committee on Petitions.

Mr. Deputy Speaker :— Now, I would request Hon'ble member Shri Ratan Lal Ghosh, Chairman of the Delegated Legislation Committee to present before the House the 14th Report of the Committee on Delegated Legislation.

Shir Ratan Lal Ghosh :— Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to present before the House the 15th Report of the Committee on Delegated Legislation.

Mr. Depty Speaker :— Now, I would request the Hon'ble members to collect their copies from the Notice-Office.

PRESENTATION OF PETITION

মি: স্পীকার :— এখন, আমি মাননীয় সদস্যগণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমি একটি পিটিশান পেয়েছি (যাহা পিটিশান কমিটির অন্তর্ভূক্ত মেটার্স অব পাবলিক ইমপোর্টেন্সের উপর)। পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রীশরত দাস এবং আরো ৫৩৩ জন।
পিটিশানটির বিষয়বস্তু হল— "Demand for segregate the existing Sub-Division into 2 (two) Sub-Divisions viz. Bagafa Sub-Division and Belonia Sub-Division.
পিটিশানটি ফরোয়ার্ড এবং কাউন্টার সাইন করেছেন, মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং।
এখন, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং মহোদয়কে পিটিশানটি এই সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Gouri Sankar Reang :— Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to present before the House the petition of Shri Sarat Das & other 533 in regard to demand for segregate the existing Sub-Division into 2 (two) Sub-Divisions viz. Bagafa Sub-Division and Belonia Sub-Division.

GOVERNMENT BILL

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, 'দি কোড অব ক্রিমিনেল প্রোসিডিউর (ত্রিপুরা থার্ড অ্যামেনডমেন্ট) বিল ১৯৯২ (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৯২) এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে দি কোড অব ক্রিমিনেল প্রোসিডিউর (ত্রিপুরা থার্ড অ্যামেনডমেন্ট) বিল ১৯৯২ (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৯২) বিবেচনা করা হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—'দি কোড অব ক্রিমিনেল প্রোসিডিউর (ত্রিপুরা থার্ড অ্যামেনডমেন্ট) বিল ১৯৯২ (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৯২) বিবেচনা করা হউক।

(তারপরে প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে তাহা সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং, এবং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক। তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে তাহা সভা কর্তৃক গৃহীত হয়। (উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক। তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে সেটা সভা গৃহীত হয়। অতএব বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচি হলো, দি কোড অব ক্রিমিনেল প্রোসিডিউর (ত্রিপুরা থার্ড অ্যামেনডমেনট) বিল ১৯৯২ (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৯২), পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করছি যে দি কোড অব ক্রিমিনেল প্রোসিডিউর (ত্রিপুরা থার্ড অ্যামেনডমেনট বিল ১৯৯২) ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৯২ পাশ করা হউক।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো, দি কোড অব ক্রিমিনেল প্রোসিডিউর (ত্রিপুরা থার্ড অ্যামেনডমেণ্ট) বিল ১৯৯২ (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৯২) পাশ করা হউক।

(তারপরে বিলটি ধ্বনি ভোটে দিলে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

CONSIDERATION AND ADOPTION OF THE REPORT OF COMMITTEE ON PRIVILEGES

মি: ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো. প্রিভিলেজ কমিটির পঁয়ত্রিশতম এবং ছয়ত্রিশতম প্রতিবেদন দুইটি সভা কর্তৃক বিবেচনা করা। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লীক মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি বিবেনার জন্য এই সভার নিকট প্রস্তাব করতে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে প্রিভিলেজ কমিটির পঁয়ত্রিশতম এবং ছয়ত্রিশতম দুইটি সভা কর্তৃক বিবেচনা করা হউক।

শ্রীরসিকলাল রায় (মন্ত্রী):— Mr. Deputy Speaker Sir, in this respect I beg to move the motion in agreeing with the 35th and 36th Reports of the Committee on Privilges this House do resolve that Shri Keshab Majumder and Sri Babal Choudhury, member be excused for this time. This House also do resolve that in future any such

offence by Shri Majumder and Shri Choudhury in the House shall be dealt with severely.

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় চীপ হুইপ যে প্রস্তাবটি এখানে পেশ করেছেন আমরা এর সঙ্গে একমত।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত বক্তব্যটি সভা কর্তৃক বিবেচনার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো ঃ— "In agreeing with the 35th and 36th Reports of the Committee on Privileges this House do resolve that Shri Keshab Majumder and Shri Badal Choudhury, member be excused for this time. This House also do resolve that in future any such offence by Shri Majumder and Shri Choudhury in the House shall be dealt with severely."

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে তাহা সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

ANNOUN CEMENT BY THE CHAIR REGARDING FORMATION OF ASSEMBLY COMMITTEES

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এখন আমি একটি ঘোষণা দিচ্ছি। ১৯৯২-৯৩ইং সালের জন্য পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি, এ্যাষ্টিমেটস্ কমিটি, পাবলিক আণ্ডারেটেকিংস্ কমিটি, কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউলড্ ট্রাইবস্ এবং কমিটি অন ওয়েল-ফেয়ার ফর সিডিউলড্ কাষ্টস্ গঠন করার জন্য সদস্যদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার এবং মনো নয়ন পত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে গত ২৩-৩-৯২ইং তারিখে আমি এই সভায় ঘোষণা দিয়েছিলাম। তদনুযায়ী উক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির জন্য ১১টি করে মনোনয়নপত্র যথা সময়ে পাওয়া গিয়েছে। মনোনয়নপত্র পরীক্ষাতে দেখা গেছে সবগুলি মনোনয়পত্রই বৈধ এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেহই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন নি। উপরোক্ত কমিটিগুলোর প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা ১১ (এগারো) জন। মনোনয়নপত্র পাওয়া গিয়াছে ১১ (এগার) টি করে এবং সব কটিই বৈধ। কাজেই নির্বাচন প্রয়োজন নেই তাই

আমি উক্ত কমিটিগুলির জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী সদস্য মহোদয়দের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা দিচ্ছি।

নির্ব্বাচিত সদস্য মহোদয়দের নাম হলো ঃ—

(১) পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ কমিটি

১।	শ্রীসমর চৌধুরী,	চেয়ারম্যান,
২।	শ্রীঅরুন কুমার কর,	সদস্য,
৩।	শ্রীদীপক কুমার রায়,	সদস্য,
৪।	শ্রীদীপক নাগ,	সদস্য,
৫।	শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং,	সদস্য,
৬।	শ্রীবুদ্ধ দেববর্ম্মা,	সদস্য,
৭।	শ্রীদীবাচন্দ্র রাংখল,	সদস্য,
৮।	শ্রীকেশব মজুমদার,	সদস্য,
৯।	শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার,	সদস্য,
১০।	শ্রীবিমল সিন্হা,	সদস্য,
১১।	শ্রীবিধুভূষণ মালাকার,	সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্যপরিচালন বিধির ২০৪ নং ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে পাবলিক্ এ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

২। এ্যাষ্টিমেটস্ কমিটি

১।	শ্রীরতনলাল ঘোষ,	চেয়ারম্যান,
২।	শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ	সদস্য,
৩।	শ্রীঅমল মল্লিক,	সদস্য,
৪।	শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং,	সদস্য,
৫।	শ্রীদীবাচন্দ্র রাংখল,	সদস্য,
৬।	শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা,	সদস্য,
৭।	শ্রীবাদল চৌধুরী,	সদস্য,

৮। শ্রীদীনেশ দেববর্মা, সদস্য,

৯। শ্রীঅনিল সরকার, সদস্য,

১০। শ্রীরশিরাম দেববর্মা, সদস্য,

১১। শ্রীমতিলাল সরকার, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ মহোদয়কে এ্যাস্টিমেটস্ কমিটির চেয়ারম্যান নিয়োগ করছি।

৩। কমিটি অন পাবলিক আণ্ডারটেকিংস্

১। শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং, চেয়ারম্যান,

২। শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, সদস্য,

৩। শ্রীঅরুণকুমার কর, সদস্য

৪। শ্রীকালিদাস দত্ত, সদস্য,

৫। শ্রীঅমল মল্লিক, সদস্য,

৬। শ্রীসুনীল চন্দ্র দাস, সদস্য,

৭। শ্রীসুবোধ দাস, সদস্য.

৮। শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা, সদস্য.

৯। শ্রীনকুল দাস, সদস্য,

১০। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস, সদস্য,

১১। শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা, সদস্য,

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২৪০ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং মহোদয়কে পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৪। কমিটি অন ওয়েল-ফেয়ার ফর সিডিউলড ট্রাইবস্

১। শ্রীদীবাচন্দ্র রাংখল, চেয়ারম্যান,

২। শ্রীঅঘোর ম[illegible], সদস্য,

৩। শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং, সদস্য,

৪। শ্রীসুধীন্দ্র কুমার চাকমা, সদস্য,

৫। শ্রীপ্রকাশ দাস, সদস্য,
৬। শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, সদস্য,
৭। শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য,
৮। শ্রীদীনেশ দেববর্মা, সদস্য,
৯। শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা, সদস্য,
১০। শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া, সদস্য,
১১। শ্রীভরনী দেববর্মা, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদীবাচন্দ্র রাংখল মহোদয়কে কমিটি ওয়েল-ফেয়ার ফর সিডিউল ট্রাইবস কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৫। কমিটি অন্ ওয়েল-ফেয়ার ফর সিডিউলড কাষ্টস্

১। শ্রীসুনীলচন্দ্র দাস, চেয়ারম্যান,
২। শ্রীকালিদাস দত্ত, সদস্য,
৩। শ্রীরতনলাল ঘোষ, সদস্য,
৪। শ্রীসুশীলকুমার চাকমা, সদস্য,
৫। শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, সদস্য,
৬। শ্রীদীপক নাগ, সদস্য,
৭। শ্রীনকুল দাস, সদস্য,
৮। শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী, সদস্য,
৯। শ্রীজীতেন্দ্র সরকার, সদস্য,
১০। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, সদস্য,
১১। শ্রীসুকুমার বর্মণ, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলচন্দ্র দাস মহোদয়কে কমিটি অন্ ওয়েল-ফেয়ার ফর সিডিউলড কাষ্টস্ এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

—ঃ ঘোষণা ঃ—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় সদস্যগণকে জানাচ্ছি যে, বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা অনুসারে ১৯৯২-৯৩ইং সনের জন্য নিম্নলিখিত কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে। এখন আমি কমিটিগুলির নাম ঐসব কমিটিতে যে সকল সদস্যগণ মনোনীত হয়েছেন তাঁদের নাম এবং কমিটিগুলির চেয়ারম্যানদের নাম একসঙ্গে ঘোষণা করছি।

(১) রুলস্ কমিটি

১। শ্রীজ্যোতির্ময় নাথ, অধ্যক্ষ, এক্স্ অফিসিও, চেয়ারম্যান
২। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, উপাধ্যক্ষ, এক্স্ অফিসিও, সদস্য
৩। শ্রীঅঙ্গু মগ, সদস্য
৪। শ্রীদীপক নাগ, সদস্য
৫। শ্রীদীবাচন্দ্র রাংখল, সদস্য
৬। শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা, সদস্য
৭। শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা, সদস্য
৮। শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী, সদস্য
৯। শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী, সদস্য

(২) বিজ্নেস্ এ্যাডভাইজারী কমিটি

১। শ্রীজ্যোতির্ময় নাথ, অধ্যক্ষ, এক্স্ অফিসিও, চেয়ারম্যান,
২। শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া, উপাধ্যক্ষ এক্স্ অফিসিও সদস্য
৩। শ্রীঅরুন কুমার কর, সদস্য
৪। শ্রীদীবাচন্দ্র রাংখল, সদস্য
৫। শ্রীরতনলাল ঘোষ, সদস্য
৬। শ্রীসমর চৌধুরী, সদস্য
৭। শ্রীঅনিল সরকার, সদস্য
৮ শ্রীবাদল চৌধুরী, সদস্য
৯। শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস, সদস্য

৩। কমিটি অন প্রিভিলেজস

১।	শ্রীঅমল মল্লিক,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ,	মেম্বার।
৩।	শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা,	মেম্বার।
৪।	শ্রীরতনলাল ঘোষ,	মেম্বার।
৫।	শ্রীদীপক নাগ,	মেম্বার।
৬।	শ্রীবাদল চৌধুরী,	মেম্বার।
৭।	শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী,	মেম্বার।
৮।	শ্রীকেশব মজুমদার,	মেম্বার।
৯।	শ্রীজীতেন্দ্র সরকার,	মেম্বার।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে কমিটি অন প্রিভিলেজেস্‌ এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৪। লাইব্রেরী কমিটি

১।	শ্রীদীপককুমার রায়,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীঅমল মল্লিক,	মেম্বার।
৩।	শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা	মেম্বার
৪।	শ্রীসুশীলকুমার চাক্‌মা,	মেম্বার।
৫।	শ্রীদিলীপ সরকার,	মেম্বার।
৬।	শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস,	মেম্বার।
৭।	শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া,	মেম্বার।
৮।	শ্রীফইজুর রহমান,	মেম্বার।
৯।	শ্রীজীতেন্দ্র সরকার,	মেম্বার।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদীপককুমার রায় মহোদয়কে লাইব্রেরী কমিটির চেয়ারম্যান নিয়োগ করছি।

৫। কমিটি অন্ ডেলিগেটেড লেজিস্‌লেশান

১। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, উপাধ্যক্ষ, একস্ অফিসিও, চেয়ারম্যান।
২। শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা, সদস্য।
৩। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, সদস্য।
৪ শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং, সদস্য।
৫। শ্রীদীলিপ সরকার, সদস্য।
৬। শ্রীসমর চৌধুরী, সদস্য।
৭। শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস, সদস্য।
৮। শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া, সদস্য।
৯। শ্রীসুকুমার বর্মণ, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে কমিটি অন্ ডেলিগেটেড্ লেজিস্‌লেশান এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৬। কমিটি অন্ গভার্ণমেন্ট এস্যুরেন্সেস

১। শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, চেয়ারম্যান।
২। শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং, সদস্য।
৩। শ্রীরতনলাল ঘোষ, সদস্য।
৪। শ্রীঅমল মল্লিক, সদস্য।
৫। শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা, সদস্য।
৬। শ্রীদীনেশ দেববর্মা, সদস্য।
৭। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস, সদস্য।
৮। শ্রীফইজুর রহমান, সদস্য।
৯। শ্রীবিমল সিন্‌হা, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে কমিটি অন্ গভার্ণমেন্ট এস্যুরেন্স-এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৭। কমিটি অন্ পিটিশানস্

১।	শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ,	চেয়ারম্যান
২।	শ্রীসুশীলকুমার চাকমা,	সদস্য।
৩।	শ্রীদীপককুমার রায়,	সদস্য।
৪।	শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং,	সদস্য।
৫।	শ্রীঅঞ্জু মগ,	সদস্য।
৬।	শ্রীবিমল সিন্হা	সদস্য।
৭।	শ্রীগোপালচন্দ্র দাস,	সদস্য।
৮।	শ্রীসুকুমার বর্ম্মণ,	সদস্য।
৯।	শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া,	সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপারারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়কে পিটিশান কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৮ কমিটি অন্ এবসেন্স অব মেম্বারস্ ফ্রম দি সিটিংস্ অব্ দি হাউস

১।	শ্রীদীপক নাগ,	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রীঅঞ্জু মগ,	সদস্য।
৩।	শ্রীদীলিপ সরকার,	সদস্য।
৪।	শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল,	সদস্য।
৫।	শ্রীদীপককুমার রায়,	সদস্য।
৬।	শ্রীরসিরাম দেববর্মা,	সদস্য।
৭।	শ্রীভরনী দেববর্মা,	সদস্য।
৮।	শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা,	সদস্য।
৯।	শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া,	সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারা মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ মহোদয়কে কমিটি অন্ এবসেন্স অব মেম্বারস্ ফ্রম দি সিটিংস অব দি হাউস এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

৯। হাউস কমিটি

১। শ্রীঅঞ্জু মগ। চেয়ারম্যান।
২। শ্রীরতনলাল ঘোষ, সদস্য।
৩। শ্রীসুনীলচন্দ্র দাস. সদস্য।
৪। শ্রীদীপককুমার রায়, সদস্য।
৫। শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা সদস্য।
৬। শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী, সদস্য।
৭। শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা. সদস্য।
৮। শ্রীবিধুভূষণ মালাকার, সদস্য।
৯। শ্রীতরনী দেববর্মা, সদস্য।

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালনা বিধির ২০৪ ধারার ১ উপধারার মতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅঞ্জু মগ মহোদয়কে হাউস কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো— 'প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশান'। আজকের কার্যসূচীতে দুইটি প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশান আছে। উক্ত রিজলিউশান্ দুইটির প্রথমটি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল ঘোষ মহোদয়, দ্বিতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীরতন লাল ঘোষ ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবটি হলো— "ত্রিপুরা বিধানসভা এই মর্মে প্রস্তাব করছে যে রাজ্যের যে সকল জুমিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে জুম ফসল নষ্ট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা মোকাবিলা করার জন্য যে সব পকেটে বাকীতে অথবা ভর্তুকীর হার বাড়িয়ে ১লা এপ্রিল থেকে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত দ্বিগুন হারে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হউক।
এ সভা আরও প্রস্তাব করছে যে, উক্ত অঞ্চলগুলিতে এস. আর, ই, পি, কাজ সহ অন্যান্য উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী ব্যাপক ভাবে চালুর উদ্যোগ নেওয়া হউক।

যেহেতু রাজ্য সরকারের পক্ষে এককভাবে এ কাজগুলো সম্ভব নয়—তাই এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সার্বিক আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হউক" ।

স্যার, আজকের এই প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশানটি আমি যে সময়ে এই হাউসে এনেছি এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের সাথে লক্ষ লক্ষ উপজাতির বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িত। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে এই কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি ঐই রিজলিউশানটিকে এড্‌ভেড করার জন্য বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা এসেম্বলী থেকে বেড়িয়ে গেছেন। এর দ্বারা এটাই প্রমান হয় যে তাঁদের উপজাতি দরদ কত মেকী। উপজাতি দরদের নাম করে তাঁরা এখানে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষন করেন। আমি আশা করেছিলাম যে এই প্রস্তাবের সমর্থনে তাঁরাও বক্তব্য রাখবেন, একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব এখানে হবে। রাজ্য-সরকারের পক্ষে যতটুকু সম্ভব তার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারকেও আমরা অনুরোধ জানাব। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা সত্য জুম ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়াতে উপজাতি অধ্যুষিত দুর্গম অঞ্চলগুলিতে খাদ্যের ব্যাপক অভাব দেখা দিয়েছে। রাজ্য সরকার বার বার এটা স্বীকার করে বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আমার মনে হয় এখানে আরও বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন যার ফলশ্রুতিতে এখানে আমি এই প্রস্তাব রেখেছি— দ্বিগুন রেশন দেওয়া হোক ভর্তুকিতে, বাকীতে এপ্রিলের ১ তারিখ থেকে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত। বিশেষ করে এই সময়টা প্রচণ্ড ক্রাইসিসের সময় এবং বিশেষ করে যে সমস্ত জুমের পকেট গুলির কথা আমি বলেছি দুর্গম উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে যেখানে কাজ করার স্কোপ খুব কম, টাকা দিয়েও চাল কেনার স্কোপ কম। পাশাপাশি আর একটা জিনিষ নুতন করে শুরু করেছেন প্রশাসনিক ব্যবস্থা যাতে ভেঙ্গে যায়, পাবলিক ডিষ্ট্রিবিউশ্যানের ব্যবস্থা যাতে ভেঙ্গে যায়, যাতে মার খায় উপজাতি অধ্যুষিত ক্রাইসিস এরিয়াগুলিতে সরকারী সাহার্য্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পৌঁছতে না পারে সে জন্য এ. টি. টি. এফের নামে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি নুতন করে ষড়যন্ত্র করছেন। মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি আমার কাছে একটা চিঠি রয়েছে যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আপনার কাছে চিঠিটা দাখিল করব মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি নুতন যে কায়দাটা নিয়েছেন তার একটা দলিল আমার কাছে রয়েছে, এখানে মাননীয় বিরোধী বন্ধুরা নেই। এই চিঠিতে একটা কথা পরিস্কার বলা হয়েছে কোন চিঠির মাধ্যমে এ. টি. টি. এফকে দিয়ে কোন একশ্যান করাবেন না। পারটিকুলারলি কিছু সদস্যের নাম রয়েছে বিরোধী দলের যারা মৌখিক অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন যে আসাম রাইফেলের ড্রেস পড়ে, পুলিসের ড্রেস পড়ে থানাগুলির উপর আক্রমন চালাও, আউট পোষ্টের উপর আক্রমন চালাও। বিশেষ করে পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রশাসনটা

ভেঙ্গে পড়ুক। যদি ভেঙ্গে পড়ে সেখানে জুম অধ্যুষিত অঞ্চলে এমনিতেই ব্যাপক অভাব রয়েছে, এই অভাব নিয়ে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি অতীতেও রাজনীতি খেলেছেন এবং নুতন করে রাজনীতি খেলার চেষ্টা করছেন। এই চিঠির মাধ্যমে কয়েকটা জিনিষ প্রমানিত সত্য। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, চিঠিটা আমি আপনার অফিসে সাবমিট করব। চিঠিটা আপনি তদন্ত করে দেখবেন। সেখানে পরিস্কার বলা হয়েছে যে আমাদের আগরতলায় এসে এনষ্ট্র্যাকশান নিয়ে যাবে কোথায় কিভাবে আক্রমন হবে, কোন্ আক্রমন করা, কোন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে স্বাভাবিক যে পাবলিক ডিষ্ট্রিবিউশ্যান আছে, স্বাভাবিক যে ডেভলাপমেন্টগুলি আছে সেগুলিকে কাট করে দেবে, দূরে সরিয়ে দেবে মানুষ যাতে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়, মানুষ যাতে কংগ্রেস টি. ইউ. জি. এসের. উপর বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, মনুষের উষ্মা যাতে বাড়ে এবং মানুষের ক্ষোভ যাতে বাড়ে। তাই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব বলে আমি বিশ্বাস করি, হাউস এই প্রস্তাব সমর্থন করবেন। কারণ আমি এখানে আর একটা কথা বলেছি ডাবলই বলুন, ভর্তুকিতেই বলুন আর বাকীতেই বলুন তাদের কাছে যদি রেশন কিংবা খাদ্য পৌছে দিতে হয় তাহলে তাদের কাছে আমাদের খাদ্যই পৌছে দিতে হবে।

শ্রীরতন ঘোষ :— স্যার, তাদেরকে খাদ্য ও কাজ দেওয়ার জন্যই প্রস্তাবের সঙ্গে আমি সংযোজন করছি গ্রামীণ পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে জুম ফসল ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়েছে সেখানে এস, আর, ই, পি ও অন্যান্য কাজ যাতে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা হোক, যার ফলশ্রুতিতে তারা টাকা পেয়ে সেই টাকা দিয়ে খাদ্য কিনে খেতে পারবে, বাকীতে হলেও পরবর্তী সময়ে তা দিতে পারবে। স্যার, আমি এই হাউসের কাছে আবেদন রাখছি এখানে বিরোধী সদস্যরা নেই, আমরা জানি ওনারা থাকবেন না এই ধরনের প্রস্তাবের সময়ে। তাই আমি হাউসের কাছে প্রস্তাব রাখছি ত্রিপুরা রাজ্যের বিশেষ করে ডিসট্রেন্স পকেট যেগুলি আছে যেখানে জুম ফসল ব্যাপক নষ্ট হয়েছে যেখানে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কিছুই নেই তাদের জন্য সেখানে ভর্তুকীতে বাকীতে ডাবল রেশন ব্যবস্থা রাখা হোক। পাশাপাশি ব্যাপক উন্নয়ন মূলক কাজ এস, আর, ই, পি, সহ সমস্ত কাজের ব্যবস্থা করা হোক এই প্রস্তাব আমি রাখছি এবং আমি বলছি এই কাজে যারা বাধা সৃষ্টি করেন তারা গণশত্রু, মানুষের কাজ এবং খাদ্য বন্ধ করার চেষ্টা যারা করছেন, যারা দলের নাম করে মার্কস-এর নাম করে মার্কসবাদকে কলংকিত করছেন, যারা লেনিনের নাম করে লেনিনকে কলংকিত করছেন, সাধারন মানুষের মুখের খাদ্য যারা কেড়ে নিতে চাইছেন, যারা রাজনীতির নামে সাধারন উপজাতি মানুষের কণ্ঠকে স্তব্ধ করবার চেষ্টা করছেন তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। যাতে আমাদের

পাবলিক ডিষ্ট্রিবিউশান সিষ্টেম সেই গোবিন্দবাড়ী থেকে নাভির মনু পর্য্যন্ত সেই সমস্ত অঞ্চলে পৌছাতে প্যারে সেই জন্য প্রয়োজনীয় পুলিশ ব্যবস্থা দিয়ে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হোক। হাউসের কাছে আমি এই প্রস্তাব রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি, এই প্রস্তাবকে সবাই সমর্থন করবেন এই আশা এবং বিশ্বাস রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল ঘোষ এই হাউসে যে রিজিউলিশানটি উত্থাপন করেলেন এইটা অত্যন্ত সময়-উপযোগী এবং ত্রিপুরার বুকে বিশেষ করে এই উপজাতি অঞ্চলের মানুষের যারা প্রত্যান্ত অঞ্চলের ডিসট্রেন্স এরিয়ায় বাস করেন সভ্যতার সঙ্গে যাদের পুরোপুরি যোগাযোগ নেই বললেই চলে। তাদের জন্য এই সরকার এবং এই সরকারের সরিক, বিধায়ক মণ্ডলী এবং মন্ত্রী সবাই যেন সহানুভুতি-শীল হন, সেই যে চেষ্টা তার একটা বহিপ্রকাশ। স্যার, আপনি নিশ্চয়ই জানেন গত বছর এই জুমের সীজনে একদিকে অতিবৃষ্টি, অন্যদিকে পোকা মাকড় এই সকল উৎপাতের জন্য জুমের ফসল বেশী করে মার খেয়েছে। সমতলের ফসলও মার খেয়েছে, কিন্তু জুম ফসল বেশী করে মার খেয়েছে। এইটার একটা কারণ হল এই জুমের ফসলে যখন পোকা আক্রমন করল তখন এই পোকা ধ্বংসকারী ঔষধ নিয়ে ছড়ানোর জন্য জুম চাষী ভাইরা, উপজাতি অঞ্চলের ভাইরা সেই সুযোগ গ্রহন করতে পারেন নি। স্বভাবতই প্রশ্ন করবেন যে কেন পারেন নি? স্যার, এই ব্যাপারটা নিয়ে এই হাউসে বার বার আলোচিত হয়েছে তথাকথিত এ, টি, টি, এফ যারা তারা কি করেছে? তারা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে এই অর্ধাহারে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় যারা আছেন তাদের কাছ থেকে তারা শোষন করেছে, জোর জুলুম করে চাঁদার নাম করে শুকর, হাঁস মুরগী নিয়ে গেছে এমন কি অন্যান্য সংসারের সরঞ্জামও নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে দিয়েছে জোর করে এবং তাদেরকে ভয় ভীতি দেখিয়ে এই জুম ফসল পোকার আক্রমন থেকে রক্ষা করার জন্য যে ঔষধ তা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে তারা বাধা দিয়েছিল, ফলে ঔষধ তারা ছড়াতে পারেনি। যার ফলে জুমের ফসল মার খেয়েছে। শুধু তাই নয়, স্যার, আরো অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার পোকামাকড়ের আক্রমন থেকে যে সকল ফসলকে তারা উদ্ধার করতে পেরেছে সে সব ফসল সংগ্রহ করার জন্যও তাদের দেওয়া হচ্ছে না, তাদের বাধা দিয়ে সেই ফসলগুলি জুমের মধ্যে পচে যেতে বাধ্য করছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইটা সকলেই জানেন যারা জুম করে তারা যে পাড়ায় থাকে তার আশপাশে জুম চাষ করতে পারে না— হয়তো প্রথম এক দুই বছর করতে পারে। তারপরে তাদের নিজের পাড়া থেকে দুই তিন মাইল দূরে গিয়ে জুম চাষ করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই এ, টি, টি, এফ এর ভয়ে তারা তাদের জুম চাষের ক্ষেত্রে যেতে পারেনা এবং তাদের ফসল তোলতে পারে না। এছাড়া স্যার, আমার সরকার বর্তমানে এ সকল পাহাড়ী প্রত্যন্ত এলাকা সমূহের উন্নতির জন্য যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্ররিকল্পনা গ্রহন করেন সে সমস্ত প্ররিকল্পনা বা স্কীমগুলি নিয়ে সেখানে আমাদের সরকারী কর্মচারীরা যেতে পারছেন না ফলে আমাদের এই সরকারের যে প্রকল্প সেই প্রকল্পগুলিতে আর্থিক সাহায্য নিয়ে জুমিয়াদের কাছে যেতে পারছেন না। এছাড়াও এই এ, টি, টি, এফ, রাস্তাঘাট পুল ইত্যাদি নষ্ট করে দিচ্ছে— এবং এইগুলি আবার মেরামত করার জন্য সরকারী কর্মচারীদের বা ঠিকেদারদের সেখানে যেতে দিচ্ছে না। এখানে একটু আগে মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল ঘোষ মহাশয় বলেছিলেন যে, আমাদের পাবলিক ডিষ্ট্রিবিউশন সিষ্টেমকে তারা বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। আজকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আমরা দেখতে পাইযে এই এ, টি, টি এফ আজ টি, এস, আর, এবং বি, এস, এফ, কনভয়ের উপরও আক্রমন করতে সাহস পাচ্ছে কাজেই তাদের হাতে কি পরিমান হাতিয়ার রয়েছে সেটা বুঝা যায়। এবং এই এ, টি, টি, এফ যেখানে এই পুলিশ বাহিনীকেও আক্রমন করছে সেখানে পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরীব জুমিয়াদের যে ভয়ভীতি দেখাবো সেটা তো তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ব্যাপার। আজকে আমাদের সবারই জানা যে এই এ, টি, টি, এফ, কাদের দ্বারা পরিচালিত এবং কাদের নির্দেশে তারা কাজ করছে এবং কি তাদের উদ্দেশ্য কিসের ইঙ্গিতে তারা চলে এইটা এই হাউসে বার বার উত্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি এখানে এ, টি, টি, এফ, এর পরিচালনায় কারা রয়েছে তাদের একটি লিস্ট দিতে পারি। আমার কাছে এর ফটোস্টেট কপি রয়েছে। এইটা পুলিশের কাছে দেওয়া হয়েছে। হাউসের সকলের অবগতির জন্য সেটা পড়ে শুনাচ্ছি—

এ, টি, টি, এফ সরকার কমিটি

১।	সর্বজয় রিয়াং, এম, ডি, সি,	সংগঠক,
২।	অবেরায় রিয়াং	প্রেসিডেন্ট,
৩।	ধর্মজয় রিয়াং	সেক্রেটারী,
৪।	শিতেশ দাস	পরামর্শ মন্ত্রী

৫।	সেনধন্যার মলসই-	বিদেশ মন্ত্রী
৬।	নবীন রিয়াং	চিফ্ অর্গানাইজার
৭।	যোগেন্দ্র রিয়াং	সদস্য
৮।	উমাচরন রিয়াং	সদস্য
৯।	সুরেন রিয়াং	সদস্য
১০।	বালুরাম রিয়াং	সদস্য
১১।	বলিরাম রিয়াং	সদস্য
১২।	শৈলরাম রিয়াং	সদস্য

তাদের আবার আ ই, বি, ও রয়েছে— এদের নাম হলো—

১। বর্মাফা রিয়াং— আনন্দ বাজার, ২। ঘলিফারায় রিয়াং— হাদুশারিয়ার্ক, ৩। সনাতন রিয়াং— সাইকার, ৪। কুঞ্জমনি রিয়াং— সাইকার, ৫। সত্যরাম সাইকার, ৬। বলরাম রিয়াং— শেরমুন, ৭। গংগারাম রিয়াং— শাখান ভাংশাং, ৮। কালা কুমার রিয়াং— শাখান ভাংশাং।

স্যার, এইখানে একটা জিনিস লক্ষ্যনীয় যে সীতেশ দাস, পরামর্শ মন্ত্রী। এই সীতেশ দাসের পরিচয় আমাদের কারুর অজানা নয়। তারপর আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন এই সর্বজয় রিয়াং সংগঠক— তার পরিচয় কি। এবং আমরা সবাই জানি সেন প্রসাদ মলসই যিনি এই পবিত্র বিধানসভায় অর্থাৎ আগের বিধানসভায় তিনি পাঁচ বৎসর জনপ্রতিনিধিত্ব করে গেছেন। কাজেই কি উদ্দেশ্যে তারা এই এ, টি, টি, এদেরকে পরিচালনা করছেন। সারা ত্রিপুরায় বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে এরা সক্রিয়। এদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রিপুরায় এই কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকারকে উৎখাত করা এবং ত্রিপুরা রাজ্যে আবার অন্ধকারে ফিরে আসা। এই বদ্ উদ্দেশ্যে, কু উদ্দেশ্যে এই এ, টি, টি, এরা এর জন্ম।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গতকালকে এই হাউসে একটি নাটক করা হয়েছিল। যেটার সাক্ষী আপনি-আমি সকলেই, যারা উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ একটা ব্যাপার নিয়ে তারা এতবড় একটা নাটক করতে পারবেন সেটা চিন্তাই করতে পারি নাই। কিন্তু উনারা গতকাল সেটা করেছেন। আপনারা ডেইলি দেশের কথা পত্রি-

কাটি আজকে দেখেছেন কিনা জানি না। আমি দেখেছি। সেটাতে ওরা লিখেছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই নাকি ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের লোকেরা মাখন চক্রবর্ত্তীর গোপন অঙ্গে আঘাত করেছে। স্পীকারের রুলিং যেখানে রয়েছে বহিস্কারের তারপর কেন এই সমস্ত কথা? তাহলে কি সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই? মুখ্যমন্ত্রীর মাইক্রো-ফনটি পর্য্যন্ত ভেংগে ফেলা হয়েছে। ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড ষ্টাফদের পর্য্যন্ত মেরেছে। তারা আলোচনায় আজকে নেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নাকি করা হয়েছে। অথচ ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড ষ্টাফরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী তখন উনার আসনেই ছিলেন না। তারপরও বলা হচ্ছে যে উনার নির্দেশেই নাকি করা হয়েছে। এইভাবে উনারা ত্রিপুরা রাজ্যে জনসাধারনের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। অপপ্রচার চালাচ্ছেন। পত্র পত্রিকার মাধ্যমে এই অপপ্রচারটা চালাচ্ছেন এখন। কিন্তু মিস্টার ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনাদের এই ধরণের ষড়যন্ত্র সফল হবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— স্যার, আবার আমি উপজাতি অংশের মানুষের কথায় ফিরে যাচ্ছি। উপজাতিরা কি চায়? কি তাদের বক্তব্য? তারা চায় না এয়ার কণ্ডিশন ঘরে থাকতে। তারা শুধু চায় মোটা চাউলের ভাত এবং মোটা কাপড়। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এ, টি, টি, এফের অত্যাচার এবং আক্রমনের স্বীকার হচ্ছেন কেবল কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, কর্মীরা। কিন্তু সেখানে একজনও সি. পি, এমের কর্মীকে আক্রান্ত হতে শুনি নাই। এ, টি. টি, এফ. গ্রামে গ্রামে এসে বলছে। টি. ইউ, জে, এস, বা কংগ্রেস করবে না। সি, পি, এম কর। না হলে গ্রামে থাকতে দেব না। বেছে বেছে খুন করা হচ্ছে। তাহলে এটাই কি প্রমান হচ্ছে না এই এ, টি, টি, এফ কাদের দল? এবং কি তাদের উদ্দেশ্য সবই জলের মত পরিস্কার। পাহাড়ে জুমের ফসল যাতে না করতে পারে এবং ফলে সেখানে যে অভাব দেখা দিবে, সেই অভাবের তাড়নায় পাহাড় থেকে উপজাতিদেরকে এই সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়ে সমতলে এনে আন্দোলনের নামে ঝামেলা পাকানোর জন্যই এই চেস্টা চালিয়ে যাচ্ছে এ, টি, টি এফ নামক একটি উগ্রপন্থী সংগঠনকে দিয়ে। সমতলে এসে বিদ্রোহ করবে এই আশা উনাদের। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আবারও বলছি ঘোলা জলে মাছ ধরার যে চেষ্টা উনাদের, সেই চেস্টা সফল হবে না।

আজকে এখানে বিরোধী সদস্যরা উপস্থিত নেই। তাদের উদ্দেশ্য করেই আমি বলতে চাই, উপজাতি বলে যারা এত বেশী চিৎকার করে বা উপজাতিদের জন্য যারা এত বেশী মায়াকান্না করে বা উপজাতিদের জন্য যাদের এত দরদ তারা এখন কোথায়। আজকে উপজাতিদের

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়ের উপর আলোচনা হবে সেটা উনারা আগেই জানতেন। এবং যদি উনারা উপজাতিদের জন্য এতই দরদী হয়ে থাকতেন তাহলে এখন কোথায় উনারা? আলোচনায় আসছেন না কেন? নাকি শাসক দলের পক্ষ থেকে এটা আনা হয়েছে বলে উনারা একটু অস্বস্তীকর পরিবেশের মধ্যে পড়ে যাবেন মনে করে আসছেন না? চিন্তা করলেন যে এই নিয়ে আলোচনা করলে গ্রাম-পাহাড়ে আর অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারবেন না। তাই উনারা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছেন।

যেখানে বিরোধী পক্ষের অত্যন্ত জরুরী, আজকে বিরোধী বিহীন বেঞ্চে বক্তব্য রাখতে হচ্ছে। এবং আমাদের মন্ত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে এবং কার্য্য চালাতে হচ্ছে এই বিধানসভায়। আজকে উনারা যদি এই হলে থেকে এই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন, এই হলের কার্যধারার সঙ্গে সহযোগিতা করতেন তাহলে আমি তাদের ধন্যবাদ দিতাম। কিন্তু এখন আমি ধন্যবাদ দিতে পারছি না যেহেতু তাঁরা বিনা কারণে হল থেকে বেরিয়ে গেছেন। আমি আবারও তাঁদের অনুরোধ করব যে তাঁরা যেন তাঁদের এই অসৎ উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে এই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। এবং আজকের এই যে রেজুলেশন এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। শুধু রেজুলেশন নিলে হবে না এটাকে কার্যে পরিনত করার জন্য গ্রাম পাহাড়ের অস্থিরতার বাতাবরণকে বন্ধ করে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে এনে গ্রাম পাহাড়ে সুশৃংখলভাবে সুযোগ খাদ্য কাজ অন্যান্য সরকারের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা পৌছে দেওয়ার জন্য সহযোগিতা করতে হবে। এই বলে আমি এই রেজুলেশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি যে লিষ্ট পেয়েছি, আপনারা সবাই অংশ গ্রহন করবেন?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ (চীফ্ মিনিষ্টার) :— একজন বিভাগীয় মন্ত্রী রিপলাই দিলে চলবে।

মিঃ স্পীকার :— একজন বিভাগীয় মন্ত্রী বলবেন।

শ্রীকান্ত কুমার রিয়াং (মিনিষ্টার) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল ঘোষ মহোদয় পিছিয়ে পড়া উপজাতি জনগোষ্ঠীর স্বার্থে প্রাইভেট মেম্বার রেজুলেশান আকারে বিধানসভায় যে প্রস্তাবটি উৎথাপন করেছেন আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। এবং সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

আসলে আমরা দেখছি পাহাড় অঞ্চলে বিশেষ ভাবে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। তার কারণ গত বৎসর জুমের ফসল নষ্ট হয়েছে। ঝড় বৃষ্টি এবং ঝড় বৃষ্টির পরে পোকার আক্রমনে সম্পূর্ণ ভাবে ধান ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এ, টি, টি, এফ-এর আক্রমন। যার ফলে প্রাকৃতিক শেষ ধ্বংসের অবশিষ্ট ধানগুলি তারা সঠিক মত কাটতে পারেন নি। গ্রামে গ্রামে পাহাড় অঞ্চলে যেভাবে এ, টি, টি, এফরা উপ-জাতি যুব সমিতির কর্মী সেই জাওয়ারিমা অঞ্চলে সাখানটাং এলাকায় যেভাবে তারা অত্যাচার শুরু করেছে, চাঁদার জুলুম চালিয়েছে এই সমস্ত কারণে তারা ফসল তুলতে পারে নি। এর পরবর্তী ঘটনা আমরা সকলে জানি যে এখানে বলতে গেলে পাহাড় অঞ্চলে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ সরকারের সমস্ত প্রচেস্টা বন্ধ, স্কুল বন্ধ রেশন আমরা সেই এলাকাগুলিতে পৌছে দিতে পারি নাই। কারণ হচ্ছে এই এ, টি, টি, এফের যন্ত্রনা। আজকে এই রেজুলেশন জানার পেছনে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের বিরোধী দলের ঐ উপজাতিদের উপর আক্রমনকে আমি সম্পূর্ণভাবে নিন্দা করছি। আজকে এ, টি, টি, এফের যন্ত্রনা যদি না থাকত, অত্যাচার যদি না থাকত জুলুম যদি না থাকত তাহলে সরকারের পক্ষে এই সমস্যা মোকাবেলার কোন অসুবিধা ছিল না। চাউলের যথেষ্ট সুযোগ ছিল এবং এস, আর পি, এবং এন, আর, পির কাজ আমরা প্রচুরভাবে দিতে পারতাম। কিন্তু এখন কোন অফিসার এলাকায় যেতে চাইছেন না, কোন জিনিষ আমরা সেখানে পৌছে দিতে পারছি না। সেই জন্য এই অভাবটা আমরা প্রকটভাবে দেখতে পেয়েছি। এবং এর মধ্যে আমি মনে করি কম্যুনিষ্ট পার্টি তথা সি, পি, এমের বিরাট ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র আগেও চালিয়েছে আজকেও তাঁরা চালাচ্ছে। যাই হোক আমরা তথ্য অনুসারে বুঝতে পেরেছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমানে ২১ হাজার ৬৭৭ পরিবার সম্পূর্ণভাবে জুমের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া ৩৩ হাজার ৩৭২ পরিবার আছে যারা আংশিকভাবে জুমের উপর নির্ভরশীল। প্রতি পরিবার গড়ে এক একর করে জুম চাষ করে থাকে।

ত্রিপুরাতে বর্তমানে ২১,৬৭৭ পরিবার সম্পূর্ণ ভাবে জুমের উপর নির্ভরশীল। তা ছাড়া ৩৩,৩৭২ পরিবার আছে যারা আংশিক ভাবে জুমের উপর নির্ভশীল। জুম চাষ করে বিভিন্ন প্রকারের শষ্য রোপন করে থাকে ১১.৮০০ হেক্টর জুম জমিতে। ৮,০২০ হেক্টর জমিতে গত বৎসর জুম ফসল নষ্ট হয়েছে। কাজেই এই যে বিরাট সংখ্যক উপজাতি জনগুষ্টি যাদের ঘরে এখন ধান নেই এবং এ টি টি এফ এর অত্যাচারে তারা জরজরিত এবং তাদের চাঁদার জুলুমে জরজরিত সেই ক্ষেত্রে আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখতে চাই যাতে এ টি টি এফ এর অত্যাচার বন্ধ করা হয়। অত্যাচার বন্ধ

করা হলে পরে আমাদের কাছে যে সমস্ত টাকা আছে যে সমস্ত চাউল আছে তা দিয়ে আমরা কাভার করতে পারব। তা ছাড়া এই বিরাট সংখ্যক জুমিয়াদের বিনামূল্যে অথবা বাকিতে খাওয়াতে হলে বিরাট অর্থের প্রয়োজন হয়। কাজেই রাজ্য সরকারের যা টাকা আছে তার অতিরিক্ত টাকা কেন্দ্রের কাছে চাইতে হবে এবং আমি আশা করি জুমিয়াদের অবস্থা বুঝে এবং গত বৎসর যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর ফলে উপজাতিদের জুম নষ্ট হয়েছে, এই বৎসরও যদি জুম ফসল নষ্ট হয় বা জুম ঠিকমত কাটতে না পারে তা হলে আগামী বৎসর আবার চরম খাদ্যাভাব দেখা দেবে। তার জন্য চরম অস্থিরতা দেখা দিবে। এই জন্য আমি বিধানসভার তরফ থেকে কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ রাখতে চাই অন্তত আমাদের এই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য আর্থিক সাহায্য করা হউক। এবং এই বিধানসভা সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পাশ করে কেন্দ্রে পাঠানো হোক। শুধু টাকার সংস্থান করলেই চলবে না, এই সমস্ত এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে আমাদের। এ, টি, টি. একে যদি আমরা দমন করতে না পারি এবং জুলুম যদি আমরা থামাতে না পারি তা হলে জুমিয়াদের যে অবস্থা তা ক্রনিক অবস্থাতে পরিনত হবে এবং সেটা থেকে আমাদের রেহাই পাওয়া আমাদের খুবই মুসকিল হবে। কাজেই এখনো সময় আছে আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি এবং বিরোধী দলের কাছেও অনুরোধ রাখছি অন্তত উপজাতিদের ভঙ্গুর অর্থনীতির প্রতি সহানুভূতি রেখে উপজাতিদের উপর যে ষরযন্ত্র করা হয়েছে তার থেকে বিরত থাকেন। আমি বিশ্বাস করি সরকার সচেতন আছেন। সরকারের তরফ থেকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আমরা দিতে পারব কিন্তু আমি এইটুকু অনুরোধ রাখতে চাই যে এ টি টি এফ মোকাবেলার জন্য প্রচুর ভাবে মোলেটারি, পেরা মোলেটারি, সি আর পি এফ, ও বি এস এফ এর সংখ্যা বৃদ্ধি করে এই যে অশুভ সংকেত অশুভ বিপদ এইটার মোকাবেলার জন্য কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমতিলাল সাহা, মন্ত্রী।

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রতনলাল ঘোষ

যে প্রাইভেট মেম্বার রিজোলিয়েশানটি এনেছেন সেটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি, উনার রিজোলিয়েশানটি হচ্ছে— ত্রিপুরা বিধানসভা এই মর্মে প্রস্তাব করছে যে রাজ্যের যে সকল জুমিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে জুম নষ্ট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা মোকাবেলা করার জন্য সে সব পকেটে বাকীতে অথবা ভর্তুকী হার বাড়িয়ে ১লা এপ্রিল থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত দ্বিগুন হারে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক।

মিঃ স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত সত্য কথা যে জুমিয়া এলাকা গুলিতে জুম নষ্ট হওয়ার ফলে সেখানে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে তার জন্য আমাদের এই জোট সরকার আগে থেকে দ্বিগুন হারে সমগ্র কাঞ্চনপুর এবং গণ্ডাছড়া মহকুমার কৈলাশহর মহকুমাধীন ছামনু ব্লকের অন্তরগত ২১ টি গাঁওসভা, কুমারঘাটের অন্তরগত ২টি, কমলপুর মহকুমার ছালেমা ব্লকের অন্তরগত ২১টি, সদর মহকুমার জীরানীয়া ব্লকের অন্তরগত ৯টি, খোয়াই মহকুমাধীন তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তরগত ৬টি, উদয়পুর মহকুমাধীন মাতাবাড়ী ব্লকের অন্তরগত ৮টি বিলোনীয়া মহকুমার বগাফা ব্লকের অন্তর্গত ৮টি, সাব্রুম মহকুমাধীন সাঁতচাঁন ব্লকের অন্তরগত ৩৬টি এবং অমরপুর মহকুমাধীন অমরপুর ব্লকে ২৮ টি সর্বমোট ২১২ টি গাঁওসভায় নির্ধারিত হারে দ্বিগুন পরিমান চাউল ১৯৯১ সালের ১লা নভেম্বর থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। অন্যান্য বৎসর অভাবী মরসুমে অর্থাৎ মে মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ধিত হারে চাউল সরবরাহ করা হইত।

অথাৎ অন্যান্য বৎসর অভাবি মরশুম মে মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত বর্ধিত হারে চাউল সরবরাহ করা হইত কিন্তু এই বৎসর ১৯৯২ ইং সনের প্রথম থেকেই উক্ত এলাকায় দ্বিগুণহারে চাউল সরবরাহ করা হচ্ছে। আমাদের এই সরকার সচেস্ট এবং আমরা সব সময় লক্ষ্য রাখছি ট্রাইবেল এলাকা গুলিতে যাহাতে খাদ্যের অভাব না ঘটে তাই এই বৎসর গোড়া থেকেই দ্বিগুণহারে ত্রিবিম এ, ডি, সি এলাকায় এবং জুমিয়া যেখানে বসবাস করে সেখানে

খাদ্যের অভাব সেখানে আমরা দ্বিগুণ হারে রেশন দিচ্ছি। উক্ত ব্যবস্থায় প্রতি মাসে প্রায় পাচ হাজার মে: টন চাউল সরবরাহ হচ্ছে। এই চাউল প্রতি কেজি ৫০ পয়সা ভূতুর্কিতে সরবরাহ করা হচ্ছে। এই সকল ভূতুর্কির ব্যয়বার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করছেন। উপরন্তু উক্ত এলাকাগুলিতে গত চার বৎসর যাবত মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত প্রতি কেজি চাউলের জন্য ৮৫ পয়সা লবনের জন্য ৩০ পয়সা, প্রতি লিটার কেরোসিন এর জন্য ৬৫ পয়সা ভূতুর্কি দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান বর্ষে এই ভূতুর্কি মে মাস পযযন্ত চালু আছে। আমাদের এই জোট মন্ত্রীসভা খুব শিঘ্রই কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন করব টি, এন, ভি, চুক্তি অনুযায় যে সাবসিটি দেওয়া হয়েছিল তা যাহাতে কন্টিনিউ করে নতুবা পুনরায় প্রতি কেজি ৮৫ পয়সা বৃদ্ধি পাবে। যার জন্য যার জুমিয়া আছে তাদের জন্য একটা বারতি পুজা পরবে বলে আমি এটা মনে করি। তাই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটি আনছেন আমি এই হাউসকে বলব এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানানোর জন্য যাতে করে অতিরিক্ত ভূতুর্কি দেওয়া হয়। এবং যারা আমাদের জুমিয়ারা আছে তারা যেন খাদ্যাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, তার জন্য আমি সকলের সমর্থণ ও সহযোগিতা কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল ঘোষ মহোদয় এই হাউসের সামনে যে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশানটি এনেছেন, তা খুবই সময়োপযোগী? আমরা নিশ্চয় কেন্দ্রীয় সরকারের সংঙ্গে যোগাযোগ করব। তবে বর্তমান কংগ্রেস এবং টি, ইউ জে, এস সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী অঞ্চলে যে সব ভাই বোনেরা আছে, তারা কেউ যাতে না খেয়ে মরতে না পারে, তা আমরা অবশ্যই দেখব। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ঐসব অঞ্চলে ডাবল রেশন

দেওয়ার কথা ছিল, আপাততঃ আমরা সেটা আরও একমাস বাড়িয়ে দিয়েছি, আমরা এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করব, যাতে এটা আরও বাড়িয়ে দেওয়া যায়। আমি, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি, যে আমরা কোন অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষকে না খেয়ে মরতে দেব না, যতক্ষণ আমাদের এই সরকার ক্ষমতায় আছে, আমরা যখন সরকারের তরফ থেকে একথা বলছি, ঠিক তেমনি আমাদের বিরোধী দলের সদস্যদের যারা আজকে এই হাউসে নাই, তাদেরকেও আমি অনুরোধ করব যে উনারা যেন আর পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসীদের নিয়ে, তাদের খাদ্য নিয়ে আর রাজনীতি না করেন, রাজ্য সরকার যাতে এই আদিবাসীদের আর্থিক সংস্থানের জন্য তাদের কাজ দিতে পারে, তার জন্য সরকারের সংগে সার্বিকভাবে সহযোগীতা করেন। এতদিন ধরে এ, টি, টি, একের নাম দিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা যে ভাবে এই আদিবাসীদের নিয়ে, তাদের খাদ্য নিয়ে রাজনীতি করছেন, সেটা যেন অবিলম্বে বন্ধ করেন। বিগত ৪০ বছর ধরে তারা এই আদিবাসীদের নিয়ে অনেক খেলা খেলেছেন, অনেক ছিনিমিনি করেছেন, যার ফলে এই রাজ্যে ভূমিহীনদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে এবং অনেকই এই রাজ্য থেকে কাজের অভাবে অথবা খাদ্যের অভাবে রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছে। আমরা চাইছি যে তাদের যেন এই রাজ্য থেকে কাজের অভাবের জন্য অথবা খাদের অভাবের জন্য আর এই রাজ্য থেকে চলে যেতে না হয়, তারা যাতে এই রাজ্যে স্থায়ীভাবে এই রাজ্যে থাকতে পারেন, তার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে। তাই আমি বিরোধীদলের সদস্যদের অনুরোধ করব, তারা যেন তাদের নিয়ে রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে, তাদের অন্ন সংস্থানের জন্য এই সরকারের সংগে সার্বিক ভাবে সহযোগীতা করেন, মানুষের খাদ্য নিয়ে বা মানুষের কাজ নিয়ে তারা যেন আর রাজনীতি না করেন, এই সরকার যে ভাবেই পারে এই পাহাড়ী অঞ্চলের ভাই বোনদের না খেয়ে মরতে দেবেনা, তাদের জন্য কাজের কোন অভাব হবে না, এমন কি তাদের জন্য আর্থিক সংস্থানেরও অভাব হবেনা, একথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :-- এখন, প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশানের উপর আলোচনা শেষ হল। তাই, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল— ত্রিপুরা বিধান সভা এই মর্মে প্রস্তাব করছে যে রাজ্যের যে সকল জুমিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলের জুম ফসল নষ্ট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার মোকাবিলা করার জন্য সেই সব পকেটে বাকীতে অথবা ভুর্তুকীর হার বাড়িয়ে ১লা এপ্রিল থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত দ্বিগুণ হারে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হউক।

এ সভা আরও প্রস্তাব করছে যে উক্ত অঞ্চলগুলিতে এস, আর, ই, পির কাজ সহ অন্যান্য উন্নয়মূলক কর্মসূচী ব্যাপক ভাবে চালুর উদ্যোগ নেওয়া হউক ; এবং

যেহেতু রাজ্য সরকারের পক্ষে এককভাবে এ কাজগুলো করা সম্ভব নয়, তাই এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে সার্বিক আথিক সহযোগীতা করার জন্য অনুরোধ করা হউক।

(প্রস্তাবটি সর্ব সম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়কে তাঁর প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশানটি সভার সামনে পেশ করে আলোচনা শুরু করতে অনুরোধ করছি। যেহেতু মাননীয় সদস্য হাউসে নেই, সেহেতু তাঁর রিজলিউশানটি ল্যাপ্স হল।

RULING BY THE SPEAKER ON A NOTICE OF BREACH OF PRIVILEGE

Mr. Speaker :— I have received a notice Breach of Privilege from Shri Samar Chowdhury, Member against Shri Samir Ranjan Barman, Chief Minister. I have carefully considered the case and

found no prima-facie in the alleged question of Breach of Privilege on the following grounds :—

1. The Rule number under which the notice submitted has been wrongly quoted. It has been mentioned that the notice has been given under Rule 172, which is to the matter of Sub-ordinate Legslation. Rules relating to matter of Privilege is 173 of the Rules of Procedure.

2. In the context of the notice he wants to move a resolution. But, it has not been given in the form of Resolution.

3. In the context of the notice Shri Chowdhury wants to raise a question of Breach of Privilege against Shri Samir Rn. Barman, Chief Minister alleging that on 30th March, 1992 during the Budget discussion Shri Barman called Shri Rasiram Deb Barma and Shri Khagendra Jamatia "Murderer". In this respect I would inform the House that if any statement is made on the Floor of the House by a member or a Minister which another member believes to be un-trust or incorrect it does not constitute Breach of Privilege. It any incorrect statement is made, there are other remedies by which the issue can be decided.

(Ref : P/234 of the Practice & Procedure of Parliament by Kaul & Shakdar)

This HOUSE is adjourned till 11 A. M. of tomorrow, the Wednesday, the 1st April. 1992.

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ANNEXURE— "A"

Admitted Starred Question No. :— 5

Name of Member :— Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be pleased to State.

১নং প্রশ্ন

রাজ্যে বিভিন্ন ল্যাম্পস, প্যাক্স সহ বিভিন্ন সমবায় গুলিতে কতজন কর্মচারী কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন।

উত্তর

ল্যাম্পস্‌, প্যাক্স সহ বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে মোট ২২৪৫ জন কর্মচারী আছেন।

২নং প্রশ্ন

ঐ সমস্ত কর্মচারীদের চাকুরীর নিরাপত্তার জন্য রাজ্য সরকার আলাদা কোন সার্ভিস রুল (Service rule) চালু করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

না।

৩নং প্রশ্ন

যদি কোন সার্ভিস রুল চালু না থাকে তাহলে তার কারন ?

উত্তর

প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :— 6

Name of Member :— Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayat Department be pleased to State

প্রশ্ন

১। আগামী মে মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য রাজ্য সরকার কি

কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১। পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন ক্ষেত্রের সীমা নির্দ্ধারন এবং আসন সংখ্যা নির্দ্ধারনের কাজ ইতি পূর্বেই সম্পন্ন হইয়াছে। পরবর্ত্তী পদক্ষেপ হিসাবে, ভোটার তালিকা তৈরী করার কাজ ও নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী হাতে নেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন

২। কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চায়েত আইন অনুমোদিত না হওয়ায় রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা সম্ভব হবে কি না ?

উত্তর

২। সাংবিধানিক সংশোধন এবং রাজ্যের পঞ্চায়েত আইনে তদনুযায়ী পরিবর্তন সাপেক্ষে ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন, ১৯৮৩ মোতাবেক পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোন আইনগত বাধা নাই।

প্রশ্ন

৩। পঞ্চায়েতে উপজাতি তপশীল জাতি ও মহিলাদের জন্য শতকরা আসন সংরক্ষিত রাখা হবে কি না ?

উত্তর

৩। ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন ১৯৮৩ মোতাবেক তপশীল উপজাতি ও তপশীল জাতির জন্য লোকসংখ্যার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে আসন সংরক্ষনের ব্যাবস্থা গ্রহন করা হইয়াছে। উপরোক্ত আইনে মহিলাদের জন্য পঞ্চায়েতে আসন সংরক্ষনের কোন ব্যবস্থা নাই।

Admitted Starred Question No. : 11

Name of Member :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayat Department be pleased to state.—

প্রশ্ন

১। পঞ্চায়েত দপ্তরে যে সমস্ত D, R. W নিয়োগ করা হয়েছে তাদের মধ্যে মাধ্যমিক ফেল থেকে B, A পাশ পর্য্যন্ত আছে এ তথ্য সরকারের জানা আছে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয়। এ তথ্য সরকারের জানা আছে।

প্রশ্ন

২। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের Regular করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ? এবং

উত্তর

২। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের Regular করার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

প্রশ্ন

৩। উক্ত দপ্তরে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে S, C এবং S, T reservation quota মানা হবে কিনা ?

উত্তর

৩। হ্যাঁ মহাশয়।

Admitted Starred Question No. : 27

Name of Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayat Department be pleased to state.—

প্রশ্ন

১। এ, ডি, সি এলাকায় সকল পঞ্চায়েত জেলাপরিষদ প্রশাসনের হাতে হস্তান্তরিত করা এবং জেলা পরিষদের ভিলেজ কমিটি আইনে সেই সকল পঞ্চায়েতের কাজ পরিচালনা ও নির্ব্বাচিত ভিলেজ কমিটি গঠন সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত এলাকা জেলা পরিষদ অন্তর্গত পঞ্চায়েত সমূহ হস্তান্তরিত করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে, ১৯৮৩ তে প্রচলিত ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যাবস্থা গ্রহন করা হইয়াছে।

জেলা পরিষদের অধীন ডিলেজ কমিটি গঠন এবং পঞ্চায়েতের কাজ পরিচালনার ব্যাপারে সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন ।

Admitted Starred Question No. :— 40

Name of Member :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be pleased to State.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে তিন চার বৎসর যাবৎ বাইখোড়া প্যাক্সের মাধ্যমে কোন প্রকার লোন দেওয়া যাচ্ছে না, এবং
তাহার ফলে হাজার হাজার জনগণ সরকারী সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ?

২। সত্য হইলে এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হইয়াছে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

ইহা সত্য নহে যে জনগণ সরকারী সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ।

২। ইহা সত্য নহে ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. : 47

Name of the Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operation Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে আর কোন নতুন মহকুমা করার প্রস্তাব সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কোথায় ?

৩। খোয়াই বিভাগের তেলিয়ামুড়া ব্লক ও অমরপুর বিভাগের তৈদু, অম্পি এই এলাকাকে নিয়ে নতুন ভাবে তেলিয়ামুড়া মহকুমা করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ?

৪। না করিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Revenue Department :- Revenue Minister.

PAPERSL AID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

১। এ ধরণের কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীনে নাই।
২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। এ রূপ কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নাই।
৪। প্রশাসনিক স্বার্থে এর প্রয়োজন নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 77

Name of the Member :— Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be plesed to state ;

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ২৮/৫/৮৮ থেকে ২৭/১১/৯১ ইং পর্য্যন্ত সময়ে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা কত এবং তার কারণ কি ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Revenue Department :— Revenue Minister.

১। রাজ্যে উক্ত সময়ে অনাহারে কোন মৃত্যু হয় নি।

Admitted Starred Question No :— 80

Name of the Members :— Shri Gopal Chandra Das,

and

Shri Chitta Ranjan Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য R. S. মৌজা উদয়পুর টাউন সিট নং ২ ছাপানো ম্যাপের গায়ে স্কেল লিখা আছে ১,৪০০ একক অথবা ২,৫ সেঃ মিঃ ১০০ মিটার;
২। যদি সত্য হয় তবে মাপের স্কেলের সাথে ড্রইং এর পরিমাপের মিল আছে কি ?
৩। যদি মিল না থাকে তবে সংশোধণ করা হবে কি ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Department: Revenue Minister

১। হ্যাঁ।

২। না।

৩। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 134.

Name of the Member : Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Rural Development Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। এস. আর. ই, পি. ইত্যাদি কাজের মুজুরী বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না।

২। যদি থাকে তবে কত টাকা বৃদ্ধি করা হবে বলে আশা করা যায়,

৩। না থাকিলে তার কারন ?

উত্তর

Name of the Minister :— Shri Birajit Sinha

১, ২, ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর

এস, আর, ই, পি ইত্যাদি কাজের মুজুরী নির্ধরন করেন শ্রম বিভাগ। এবং এই শ্রম বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত হারেই শ্রমিক দিগকে মুজরী দেওয়া হইয়া থাকে।

Admitted Starred Question No. 137

Name of Member : Shri Angju Mog.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Cooperative Department be pleased to State.

১নং প্রশ্ন

সারা রাজ্যে ল্যাম্পস এবং প্যাক্স এর সংখ্যা কত ?

উত্তর

রাজ্যে ৫২ টি ল্যাম্পস ও ২১৩ টি প্যাক্স আছে।

২নং প্রশ্ন

ঐ সব ল্যাম্পস ও প্যাক্স এ কতজন কর্মচারী আছেন। তার মধ্যে কতজন নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মচারী আছেন।

PAPERSL AID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

উত্তর

রাজ্যে ল্যাম্প্‌স এ ৫৬৬ জন এবং প্যাক্‌স এ ৭৩৯ জন কর্মচারী রয়েছেন। তাহারা সবাই অনিয়মিত।

৩নং প্রশ্ন

এই সব ল্যাম্প্‌স এবং প্যাক্‌স এ-কতজন তপশীলি উপজাতি ও তপশীলি জাতি কর্মচারী আছেন তার হিসাব।

উত্তর

এই সব লাম্প্‌ ও প্যাক্‌স এ তপশীলি উপজাতি ২৯৪ জন ও তপশীলি জাতি ১৫৩ জন।

Admitted Starred Question No. 150

Name of M. L. A : Shri Gouri Sankar Reang

Name of Minister : The Minister-in-Charge of Local Self Government Department.

প্রশ্ন

১। শান্তির বাজারকে নোটিফায়েড্‌ এরিয়া হিসাবে কবে নাগাদ ঘোষনা দেওয়া হবে।

২। প্রশাসনিক সমস্ত কাজ শেষ হওয়া সত্বেও আজ পর্যন্ত ঘোষনা না দেওয়ার কারন কি?

উত্তর

১। শান্তির বাজারকে নোটিফায়েড্‌ এরিয়া হিসাবে ঘোষনা করার প্রস্তাবটি সম্পর্কে সরকার এখনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনিত হয় নাই। তবে যত শীঘ্র সম্ভব শান্তির বাজারকে নোটিফায়েড্‌ এরিয়া হিসাবে ঘোষনা করার ইচ্ছা সরকারের আছে। তবে এ ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট সময় সীমা দেওয়া সম্ভব নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :— 165

Name of M. L. A. :— Shri Gopal Chandra Das

প্রশ্ন

১। যাত্রী সাধারনের সুবিধার জন্য রাজধানী আগরতলা বটতলী ও মটর স্ট্যাণ্ড এ শৌচাগার নির্মান করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। এই শৌচাগারগুলি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আধুনিক শহরগুলির ন্যায়-মূল্যের বিনিময়ে জনসাধারনকে ব্যবহার করতে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি, এবং

৩। এই পাবলিক শৌচারগুলি রক্ষনা বেক্ষনের জন্য লোক নিয়োগের কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কি ।

উত্তর

১। হ্যাঁ ।

২। হ্যাঁ ।

৩। না ।

Admitted Starred Question No. 171.

Name of Member :— Shri Brajamohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be pleased to State..

QUESTION

১। বর্তমানে আগরতলা কো-অপারেটিভ আরবান ব্যাংকের সকল শ্রেনীর সর্বমোট শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। সকল শ্রেনীর সর্বমোট শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা ৫.৯৫৬ জন ।

প্রশ্ন

২। বর্তমানে উক্ত ব্যাঙ্ক থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও ব্যাক্তিকে মঞ্জুরীকৃত ঋনের পরিমান কত ?

উত্তর

২। উক্ত ব্যাঙ্ক থেকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও ব্যাক্তিকে মঞ্জুরীকৃত ঋনের পরিমান ১১৮.৮১ লক্ষ টাকা ।

প্রশ্ন

৩। বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের কাছে ব্যাঙ্কের পাওনা ঋনের পরিমান কত এবং আদায়ের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে ?

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

উত্তর

৩। বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের কাছে ব্যাঙ্কের পাওনা ঋনের পরিমান ১০০'৭১ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কের নিয়মানুযায়ী আদায়ের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 172.

Name of Member :— Shri Brajamohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operation Department be pleased to State.

QUESTION

১। আগরতলা কো-অপারেটিভ আরবান ব্যাঙ্কের পরিচালন বোর্ডের নির্বাচন কত বছর যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে ?

উত্তর

১। ২৪-৭-৮৮ ইং থেকে পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন বন্ধ আছে।

প্রশ্ন

২। উক্ত ব্যাঙ্কের পরিচালন বোর্ডের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার কি কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

২। বিবেচনাধীনে আছে।

প্রশ্ন

৩। এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা সরকার না নিয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Name of M. L. A. : Shri Gouri Sankar Reang

Admitted Starred Question No, 183

প্রশ্ন

১। আগরতলা কৃষ্ণনগর মেইন রোড এবং পুরাতন কালীবাড়ী রোড এর

মধ্যস্থ স্বর্গত জীতেন ঠাকুরের বসতবাটির দক্ষিণ সীমানা থেকে বিজয়কুমার বালিকা বিদ্যালয় চৌমুহনীর পূর্ব দক্ষিণ কোন পর্য্যন্ত পাকা ড্রেইন করার উদ্দেশ্যে বিগত দুই বছর আগে সার্ভের কাজ হওয়া সত্ত্বেও এখনো পর্য্যন্ত উক্ত ড্রেইন তৈরীর কাজ শুরু না হওয়ার কারন কি ?

২। অতি সত্বর উক্ত কাজ শুরু করা হবে কি ?

৩। না হলে তার কারন ?

উত্তর

১। কৃষ্ণনগর মেইন রোড এবং পুরাতন কালীবাড়ী রোড এর মধ্যস্থ স্বর্গত জীতেন ঠাকুরের বাটির দক্ষিন সীমানা থেকে বিজয়কুমার বালিকা বিদ্যালয় চৌমুহনীর পূর্ব দক্ষিণ কোন পর্যন্ত পাকা ড্রেইন তৈরীর জন্য গত দুই বৎসর আগে সার্ভে করা হয়েছিল কিন্তু তখন উপযুক্ত জায়গা ছিলনা বলে ড্রেইন তৈরীর কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি ।

২। ১৯৯২-৯৩ ইং আর্থিক বছরের প্রথম দিকে উক্ত ড্রেইন তৈরীর কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ।

৩। প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Starred Question No. 195

Name of M. L. A. : Shri Brija Mohan Jamatia

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন কোন শহরের কতটি সুপার মার্কেট তৈরী করার জন্য কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত ঋণ গ্রহন করা হয়েছে ?

২। সুপার মার্কেটগুলির নাম স্থান এবং কোন কাজের জন্য কত টাকা ঋণ গ্রহন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের অন্তর্গত আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি সুপার মার্কেট তৈরী করার জন্য ইউ, বি, আই, থেকে ঋণ নিয়েছে।

২। আগরতলা পৌর এলাকায় বটতলাস্থিত টি, আর. টি. সি, বাস ষ্টেণ্ডের

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

দক্ষিনে অবস্থিত সুপার মার্কেটর নাম "বটতলা সুপার মার্কেট"। ইহা তৈরীর জন্য পৌর সভা ইউ. বি, আই. থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছে।

Admitted Starred Question No :—235
Name of M. L. A. :— Shri Gopal Chandra Das,

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮ র ফেব্রুয়ারী থেকে এ পর্য্যন্ত কতজন ফিকস্কড্ পে কণ্টিঞ্জেন্ট, মাষ্টার রোল কর্মী আগরতলা পুরসভা এবং মহকুমার নোটিফায়েড্ এরিয়া অথরিটি অফিস সমূহে নিযুক্ত করা হয়েছে ?

২। তাদের মধ্যে এস, সি. ও এস, টি. র সংখ্যা কত ?

৩। তাদেরকে চাকুরীতে নিয়মিত করনের কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

৪। এ পর্যান্ত কতজন নিয়মিত করা হয়েছে ?

৫। ১০০% রোষ্টার অনুযায়ী এস, সি, এবং এস, টি, কোঠা মেন্টেন করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। ১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারী থেকে এ পর্যান্ত আগরতলা পৌরসভা এবং নোটিফায়েড্ এরিয়া অথরিটি অফিসে যে সব ফিস্কড্ পে, কণ্টিজেন্ট ও মাষ্টার রোল কর্মী নিয়োগ করা হইয়াছে তাহার হিসাব নিয়রূপ :—

সংস্থার নাম	ফিক্সড পে	কণ্টিজেণ্ট	মাষ্টার রোল	ডি. আর, ডাব্লিও
১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি	২	—	—	২৫৭
২। ধর্মনগর নোটিফায়েড্ এরিয়া অথরিটি—	৪	—	—	—

৩। কৈলাশহর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি—	৮	—	—	—
৪। কুমারঘাট নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি—	৪	১	৩	—
৫। কমলপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি—	৮	—	—	—
৬। তেলিয়ামুড়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি	—	৩	—	—
৭। খোয়াই নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি—	৭	৬	—	২
৮। সোনামুড়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি—	৩	—	—	—
৯। উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি—	৬	—	৬	—
১০। অমরপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি—		৪	—	—
১১। বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি—	১৫	—	—	—
১২। সাব্রুম নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি—	৪	—	—	—

২। তাদের মধ্যে এস. সি, ও এস. টি, কর্মী সংখ্যার হিসাব নিয়ে দেওয়া হল

সংস্থার নাম	সিডিউল্ড কাষ্ট	সিডিউল্ড ট্রাইব
১। আগরতলা পৌরসভা	৮৩	৫৪
২। ধর্মনগর নোটিফায়েড এরিয়া	—	—
৩। কৈলাশহর নোটিফায়েড এরিয়া	—	—
৪। কমলপুর নোটিফায়েড এরিয়া	৩	—

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

৫।	কুমারঘাট নোটিফায়েড এরিয়া	১	—
৬।	তেলিয়ামুড়া নোটিফায়েড এরিয়া	২	—
৭।	খোয়াই নোটিফায়েড এরিয়া	২	—
৮।	সোনামুড়া নোটিফায়েড এরিয়া	১	—
৯।	উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়া	১	—
১০।	অমরপুর নোটিফায়েড এরিয়া	—	—
১১।	বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া	৪	—
১২।	সাব্রুম নোটিফায়েড এরিয়া	১	৮

৩। আগরতলা পৌরসভার নিযুক্ত কিছু কর্মীকে নিয়মিত করা হয়েছে। উল্লিখিত সময়ে সরকার কতৃক অনুমোদিত পদ না থাকায় নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কতৃক নিযুক্ত কর্মীদের নিয়মিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই।

৪। আগরতলা পৌরসভা এপর্য্যন্ত ৬৩ জন এবং কুমারঘাট ১ জন কর্মীকে নিয়মিত করেছে। অন্য কোন নোটিফায়েড এরিয়া কোন কর্মীকে নিয়মিত করে নাই।

৫। পৌরসভা নিয়মিত করনের ক্ষেত্রে ১০০% রোষ্টার কোটা অনুযায়ী বণ্টন করা হয়েছে।

সরকার কতৃক অনুমোদিত শূন্য পদ না থাকায় অনিয়মিত কর্মীদের নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি নিয়মিত করিতে পারে নাই। ফলতঃ এক্ষেত্রে ১০০% রোষ্টার কোঠা অনুসরন করার প্রশ্ন আসেনা।

ANNEXURE— "B"

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 1

Name of the Member :— Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be plesed to state :

QUESTION

১ Tripura Money Lenders Rules 59 আইন অনুযায়ী রাজ্যে কতজন

লাইসেন্স প্রাপ্ত মহাজন আছেন, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাবে) ?

২। ১৯৯০ ইং ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৯২ ইং ২রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত বেআইনী-ভাবে মহাজনী, দাদনের ব্যবসা করছেন, এ রকম কতজনের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৩। Bombay Money Lenders Act যেটা ত্রিপুরায় চালু আছে সেটাকে সঠিকভাবে কার্য্যকরি করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Revenue Department :— Revenue Minister.

১। উদয়পুর মহকুমায় ১ জন ।

২। এমন কোন তথ্য সরকারের গোচরে আসেনি। কাজেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না ।

৩। জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকগণকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. : 2

Name of the Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operation Department be pleased to State.

QUESTION

১। এই বৎসর সমবায় সমিতির মাধ্যমে সরকার রাজ্যের কত পাট ক্রয় করেছেন, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাবে) ?

২। ইহা কি সত্য যে সমবায় সমিতি পাট ক্রয় না করায় পাট চাষীরা (বিশেষ করে জুমিয়া, মেস্তা পাট উৎপাদনকারী সহ) সস্তা দরে মেস্তা পাট বিক্রি করিতে বাধ্য হয়েছে ?

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

৩। সত্য হইলে এই পাট চাষীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি না ?

ANSWER

১। ১৯৯১-৯২ ইং সনে ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ জে, সি, আইর এজেন্ট হিসাবে গত ৭/৩/৯২ ইং পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত পরিমাণ পাট ল্যাম্পস্/প্যাক্সের মাধ্যমে ক্রয় করিয়াছেন।

মেস্তা—	২,৫৫৯·০৩	কুইন্টাল
তুতি—	৬·৫০	কুইন্টাল
বগী—	৮৮·৭৩	কুইন্টাল
সর্বমোট—	২,৬৫৪·২৬	কুইন্টাল

২। সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. :— 3
Name of Member :— Shri Makhan Lal Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। বাস্তুহীনদের বাস্তুভিটি প্রদান প্রকল্পে জোট সরকারের ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে কত জন বাস্তু হীনকে বাস্তু ভিটা দান ও গৃহ নির্মানের জন্য আর্থিক অনুদান দিয়াছেন এবং

২। কত আবেন পত্র এখন জমা আছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। এই প্রকল্পে বাস্তু হীনদের ১০০০ টাকার অনুদান বাড়িয়ে কমপক্ষে ৫০০০,

টাকা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৪। না থাকিলে এই পরিকল্পনা গ্রহন করা হবে কি ?

উত্তর

Name of the Minister :— Shri Birajit Sinha

১নং প্রশ্নের উত্তর

১১, ২০৪ বাস্তহীনদের বাস্তু ভিটি প্রদান করা হয়েছে এবং ১৬,৫৪৫ জনকে গৃহ নির্মানের জন্য R M N P Scheme এ আর্থিক অনুদান দেওয়া হইয়াছে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

মহকুমা ভিত্তি হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল ;—

মহকুমার নাম		এখন পর্য্যন্ত আবেদন পত্র জমা আছে
১। সদর	——	৪২১ টি
২। সোনামুড়া	——	১৪৮২ টি
৩। খোয়াই	——	১৪২৮ টি
৪। অমরপুর	——	১৫৫১ টি
৫। বিলোনিয়া	——	জমা নাই
৬। উদয়পুর	——	জমা নাই
৭। গণ্ডাছড়া	——	১২৬২ টি
৮। সাব্রুম	——	জমা নাই
৯। কৈলাশহর	——	৫৪৭ টি
১০। ধর্মনগর	——	২০০ টি

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

১১।	কমলপুর	——	১৮০ টি
১২।	কাঞ্চানপুর	——	জমা নাই
			৭.০৭১ টি

৩নং প্রশ্নের উত্তর

এই প্রকল্পে ১৯৯০-৯১ সাল হইতে ১ ০০০ টাকার অনুদান বাড়িয়ে ২ ০০০ টাকা করা হইয়াছে এবং আর ও বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 10

Name of Member : Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayat Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। ১৯৯১-৯২ অর্থ বৎসরে কোন্ কোন্ প্রকল্পে পঞ্চায়েত গুলির মাধ্যমে কত টাকা খরচ করা হয়েছে এবং এতে কত সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে ?

২। ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ বছর সমূহে সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন্ কোন্ প্রকল্পের জন্য পঞ্চায়েত সমূহে রাজ্য সরকার কত টাকা ব্যয় করেছিল।

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।।

Admitted Unstarred Question No. :— 11

Name of Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayat Department be pleased to state.—

প্রশ্ন

১। এ. ডি. সি এলাকা এবং এ. ডি. সি বহির্ভূত এলাকায় কত সংখ্যক পঞ্চায়েত ডেভেলাপমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। এ. ডি. সি এলাকায় ৩৯২ টি এবং এ. ডি সি বহির্ভূত এলাকায় ৪৮৫ টি পঞ্চায়েত ডেভেলাপমেন্ট কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

প্রশ্ন

২। মনোনীত পঞ্চায়েত ডেভেলাপমেন্ট কমিটি এবং চেয়ারম্যানদের কি কি অধিকার ও কাজ রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে ?

উত্তর

২। গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়নে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অথরিটীদের (বি. ডি ও এ. বি. ডি ও) কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করার জন্য পঞ্চায়েত ডেভেলাপমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রশ্ন

৩। এ. ডি সি এলাকায় মনোনীত পঞ্চায়েত ডেভেলাপমেন্ট কমিটি এবং চেয়ারম্যানদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রনে এ. ডি. সি কে কি কি অধিকার ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

৩। রাজ্য সরকার কর্তৃক এ বিষয়ে কোনরূপ পৃথক ক্ষমতা এ. ডি সি কে প্রদান করা হয় নাই।

Admitted unstarred question No. 20

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Depertment be pleased to State :—

Name of Member :— Shri Makhanlal Chakraborty

প্রশ্ন

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্যন্ত কতজন সমবায় কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে, এবং এর মধ্যে কতজনকে পুর্ণবহাল করেছেন (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ও নাম)।

উত্তর

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সমিতি মোট ১২৯ জন সমবায় কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। তার মধ্যে একজনকে পুর্ণবহাল করা হয় কমলপুরে।

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ও নাম :—

মহকুমার নাম	ছাঁটাই কর্মচারী	পুর্ণবহাল কর্মচারী
১। কমলপুর—	৭	১
২। কৈলাশহর—	৩	—
৩। সাব্রুম—	৯	—
৪। উদয়পুর—	—	—
৫। খোয়াই—	১	—
৬। বিলোনীয়া—	১১	—
৭। সোনামুড়া—	২৯	—
৮। অমরপুর—	৭	—

৯। গণ্ডাছড়া—	১৫		—
১০। ধর্মনগর—	৪৬		—
১১। সদর—	১১		—
মোট—	১২৯		১

Admitted Un-Starred Question No. 65

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন ব্লকে কত সংখ্যক কাঠের সেতু গ্রামীণ রাস্তার উপর ১৯৮৭-৮৮ পর্যন্ত সময়ে নির্মিত হয়েছিল।

২। ১৯৮৮-৯২ চার বছর সময় কালে সেই সকল কাঠের সেতুগুলি কয়টি মেইন-টেনন্স ও রিপেয়ারিং হয়েছে এবং মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে।

৩। এই চার বছর কাল সময়ে নূতন কাঠের সেতু কয়টি কোন ব্লকে নির্মিত হয়েছে এবং এ, ডি, সি কর্তৃক দেওয়া অর্থ বরাদ্দ থেকে নূতন কাঠের সেতু কয়টি ?

উত্তর

Name of the Minister :— Shri Birajit Sinha

১, ২, ও ৩নং প্রশ্নের উত্তরগুলি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

১নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া হইল :—

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

ব্লকের নাম	কাঠের সেতুর সংখ্যা	
১। বিশালগড়	৪১	টি
২। জিরানীয়া	৩৫	”
৩। খোয়াই	২০	”
৪। তেলিয়ামুড়া	৩২	”
৫। মেলাঘর	৩০	”
৬। মোহনপুর	৩০	”
৭। জম্পুইজলা	১০	”
	১৯৮	টি

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা

১। অমরপুর	১৪	টি
২। মাতাবাড়ী	১৩	”
৩। রাজনগর	১৩	”
৪। ডম্বুর নগর	৩	”
৫। সাতচাঁন্দ	১৩	”
৬। বগাফা	১০	”
	৬৬	টি

উত্তর ত্রিপুরা জেলা

ব্লকের নাম	কাঠের সেতুর সংখ্যা	
১। পানিসাগর	৭৩	টি
২। সালেমা	৩৫	টি
৩। কুমারঘাট	২৯	”
৪। কাঞ্চনপুর	২৯	”
৫। ছাওমনু	১৪	”
	১৮০	টি

২নং প্রশ্নের উত্তর ঃ—

ব্লকের নাম	সেতু মেরামতের সংখ্যা	ব্যয়ীত অর্থ
১	২	৩
১। বিশালগড়	৩ টি	৫৪,৫৬৩ টাকা
২। জিরানীয়া	৩ ,,	৫২,০০০ ”
৩। খোয়াই	৭ ”	১,৩০,০০ ”
৪। তেলিয়ামুড়া	১ ”	২,৩৪৬ ”
৫। মেলাঘর	২০ ,,	৪,৮৪,৩৭৭ ,,
৬। মোহনপুর	৪ ,,	৮,৯২,৯৩৯ ,,
৭। জম্পুইজলা	১ ”	১,৩২,৮০০ ”
পশ্চিম ত্রিপুরা মোট	৩৯ টি	১৭,৪৯,০২৫ টাকা

দক্ষিণ ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	সেতু মেরামতের সংখ্যা	ব্যয়ীত অর্থ
১। অমরপুর	৩ টি	১,২২,৯৯২ টাকা
২। মাতাবাড়ী	১৬ ,,	৪,১৮,৬৬২ ”
৩। রাজনগর	৭ ”	১,৮০,২৪৮ ”
৪। ডম্বুরনগর	৩ ”	৬২,১৬৩ ”
৫। সাতচাঁন্দ	—	—
৬। বগাফা	২ ”	৬০,০০০ ”
মোট	৩১ টি	৯,১৪,০৬৫ টাকা

উত্তর ত্রিপুরা জেলা

১। পানিসাগর	১২ টি	৯৮,০০০ টাকা
২। সালেমা	৬ ”	৩০,০০০ ”
৩। কুমারঘাট	১১ ”	৪৬,৭০০ ”
৪। কাঞ্চনপুর	—	—
৫। ছাওমনু	২	৩৪,৪০৮ ”
মোট—	৩১ টি	২,০৯,১০৮ টাকা

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ব্লকের নাম	কাঠের সেতু নির্মিত হইয়াছে আর ডি	এ ডি সি
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা :		
১। বিশালগড়	৩১ টি	২ টি
২। জিরানীয়া	২১ "	২ "
৩। খোয়াই	১০ "	২ "
৪। তেলিয়ামুড়া	১৪ "	২ "
৫। মেলাঘর	১৫ "	২ "
৬। মোহনপুর	১৪ "	৪ "
৭। জম্পুইজলা	১ "	—
মোট	১০৭ টি	১৪ টি
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা		
১। অমরপুর	৪ টি	—
২। মাতাবাড়ী	৪ "	৫ টি
৩। রাজনগর	২ "	১ "
৭। ডম্বুরনগর	৮ "	—
৫। সাতচাঁন্দ	১০ "	—
৬। বগাফা	১১ "	২ "
মোট	৩৯ টি	৮ টি

ব্লকের নাম	কাঠের সেতু নির্মিত হইয়াছে আর ডি	এ ডি সি
উত্তর ত্রিপুরা জেলা		
১। পানিসাগর	৬৫ টি	৮ টি
২। সালেমা	১১ "	১৪ "
৩। কুমারঘাট	৩ "	৯ "
৪। কাঞ্চনপুর	৯ "	১৯ "
৫। ছাওমনু	—	১১ "
মোট	৮৮ টি	৫৩ টি

Admitted Unstarred Question No. 75

will the Hon'ble Ministor-in-charge of the panchayat Deparment be pleased to state.

Name of the Member :— Shri Matilal Sarkar

প্রশ্ন

১। জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিভিন্ন পঞ্চায়েতে মোট কতজন মনোনীত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বিরুধে দুনীতির অভিযোগ সরকারের নিকট উথাপিত হয়েছে ? (পঞ্চায়েতের নাম সহ)

উত্তর

১। জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন পঞ্চায়েতে মোট ১৫ (পনের) জন পঞ্চায়েতে উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানের বিরুধে দুনীতির অভিযোগ সরকারের নিকট উথাপিত হয়েছে।

পঞ্চায়েতের নামগুলি নীচে দেওয়া হইল :—

১। বরুয়াকান্দি
২। কুন্তি
৩। ভাগ্যপুর
৪। ছৈলেংটা
৫। ওয়েষ্ট মাছলী
৬। লংথরাই আর, এফ
৭। নর্থ ধুমাছড়া
৮। সাউথ ধুমাছড়া
৯। জামিরছড়া

১০। নাতিনমনু
১১। দেবীপুর
১২। গোলাঘাটী
১৩। ঈশানপুর
১৪। কালাবন
১৫। পশ্চিম জোলাইবাড়ী।

প্রশ্ন

২। বিগত ১৯৮৮ ইং ১লা মার্চ - ১৯৯২ইং এর ৩১শে জানুয়ারী এই চার বছরে মোট কতজন চেয়ারম্যান ও সদস্য পরিবর্তন করা হয়েছে?

উত্তর

২। বিগত ১৯৮৮ইং ১লা মার্চ থেকে ১৯৯২ইং এর জানুয়ারী পর্যন্ত এই চার বছরে কয়েকটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চেয়ার ম্যান ও সদস্য পরিবর্তন করা হয়েছে।

প্রশ্ন

৩। উক্ত চার বছরে উক্ত চেয়ারম্যানদের তত্বাবধানে কি পরিমান অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

৩। চেয়ারম্যানদের তত্বাবধানে কোনরূপ অর্থ ব্যয় হয় না।

Admitted unstarred Question No. 77

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state.

Name of the Member :— Shri Gopal Ch Das

প্রশ্ন

১। দরিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাস কারী গ্রামীন দুঃস্থ জন সাধারনকে দরিদ্র সীমার উপরে তোলার জন্য কোন Guide line এবং Principle কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারের কাছে প্রেরন করেছেন কি ?

উত্তর

১। দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী গ্রামীন দুঃস্থ জন সাধারনকে দরিদ্র সীমার উপরে তোলার জন্য কোন Guide line এবং Principle কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরন করেন নাই। তবে গ্রামীন উন্নয়ন দপ্তরে সুসংহত গ্রামীন উন্নয়ন (IRDP) প্রকল্প নামে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ৫০ : ৫০ ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়নে সরকারী ভর্তুকী ও ব্যাংক ঋনের মাধ্যমে IRDP ঋন দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের (implementation) জন্য IRDP Manual নামে একটি নির্দেশিকা রাজ্য সরকারের কাছে রয়েছে।

প্রশ্ন

২। যদি করে থাকেন তবে এই সব Guide line এবং Principle গুলি কি কি ?

উত্তর

২। প্রশ্ন উঠে না

প্রশ্ন

৩। রাজ্য সরকার সেই সব Guide line ও Principle হুবহু মেনে চলেন কি ?

উত্তর

। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No :— 79

Will the Hon'ble Minister in-charg of the Rural Development Department be pleased to state.

Name of the Member :— Shri Matilal Sarkar

MLA

প্রশ্ন

। ১৯-৮ইং সনের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৯২ইং সনের ২৯শে ফেব্রুয়ারী বিশাল ড় ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় নুতন করে কয়টি রাস্তা, কয়টি পেসেঞ্জার সেড, কয়টি জলাশয়, কুপ এবং অন্যান্য সম্পদ সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে, (পঞ্চায়েত ও কাজের নাম উল্লেখ সহ)

২। এই সকল প্রকল্পের কোনটির জন্য কত অর্থ ব্যয় হয়েছে।

৩। এই সকল কাজে কত শ্রমদিবস কাজ হয়েছে, (প্রত্যেক কাজের জন্য শ্রমদিবসের পৃথক হিসাব।

উত্তর

Name of the Minister :— Shri Birajit Sinha

১নং ২নং ও ৩নং এই প্রশ্ন গুলির উত্তর পরবর্তী পৃষ্ঠা গুলিতে দেওয়া হইল।

"ANNEXURE"

১নং, ২নং, ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল :—

ক্রমিক নং	পঞ্চায়েতের নাম	রাস্তার সংখ্যা	যাত্রী বিশ্রাম-গার	জলাশয় সংখ্যা	কাঁচা কূয়া	সর্বসাধারনের ব্যবহারের (জায়গা)	ইন্দিরা আবাসন সংখ্যা	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	পঞ্চায়েতের ঘর	অন্যান্য	মোট ব্যয়ীত অর্থ	মোট দিনের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	বাধারঘাট	১৯	—	২	১৫	১	১	—	—	২	৩,২৬.৭২৫	১৬
২।	ঈশানচন্দ্রনগর	১৮	—	৩	১৫	—	৩	—	—	১	৩,৩৩,৯৩০	১৫
৩।	গজারিয়া	২৭	—	৭	১০	২	১	—	—	২	৪,৫৩,৯৮০	২৪
৪।	চাঁপাড়া	১৫	—	২	১৫	—	১৬	—	—	১	৪,৬৪ ৩৯৫	১৯
৫।	অরুন্ধুতীনগর	৩১	—	—	১৫	১	১	—	—	২	৪,৩৫.৬ ৯	২০
৬।	রাজলক্ষীনগর	১৩	—	—	১৫	—	২৪	—	১	৩	৭,৩১.৫৩২	২০
৭।	মধুবন	১৫	২	৫	১৫	১	৬	—	১	২	৪,৩৫,০৭১	১৮
৮।	দক্ষিন বাধারঘাট	১৭	১	১	—	১	৫	—	—	১	৩,২৪,৩৮১	১৫
৯।	সিদ্ধিআশ্রম	১১	১	—	—	১	৩	—	—	২	১,৪৮,১৬১	৯
১০।	হাঁপানীয়া	১৫	—	—	—	১	৩	—	—	১	২.৯৭.৭৭৮	১২
১১।	ভট্টপুকুর	১৩	—	—	—	১	১	—	—	১	২,৮৩,৬২১	৭

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১২।	বেলাবর	৭	—	৩	—	—	১	—	—	১২	১,৫৫,১৭১	৯,৯৯৮
১৩।	রাধানগর	৯	—	২	—	—	২	—	—	৭	১,৩৩,০৪৭	৫,৫২৫
১৪।	অরবিন্দনগর	১২	—	—	—	১	৬	—	—	১০	১,৭৮,১৬০	১৫,২৬২
১৫।	পূর্ব প্রতাপগড়	৮	—	—	—	১	৬	—	১	২০	২,৮০,৫৫[illegible]	৯,৭৩৩
১৬।	পশ্চিম প্রতাপগড়	৬	—	—	—	—	১	—	—	১০	১,১৬,০৩০	৪,০৬৯
১৭।	সুভাষনগর	১০	—	—	—	—	২	—	১	৯	১,৭৫,৪৮৭	৮,৩৯৭
১৮।	মলয়নগর	৯	—	২	—	—	১	—	—	১০	১,৬১,৬৬৮	৭,৯৫৮
১৯।	মহেশখলা	৮	—	১	২	—	৩	—	—	৭	১,৭১,৬০৮	৬,৬৭৬
২০।	উত্তর যোগেন্দ্রনগর	৭	—	—	—	১	৪	—	—	১২	১,৮৪,৬২০	১৩,৯২১
২১।	পূর্ব আড়ালিয়া	১১	—	—	১	—	৩	—	—	১০	২,৭৬,৪৭০	৩১,৬১৭
২২।	মুড়াবাড়ী	১২	২	১	৬	—	৭	—	১	৩৯	৬,৪৭,১১৫	৩৫,৮৬৮
২৩।	রঘুনাথপুর	৯	২	২	২	—	৫	—	—	১৫	৩,৪১,৫৫২	১২,২৬৫
২৪।	চিকনছড়া	৬	৩	৩	—	—	৫	—	—	২০	২,৪২,১০০	১১,২৩৫

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
২৫।	বাবিয়াহাল	৬	—	৩	—	—	—	—	—	৪	৯৬,১৯০	৫,৯৭৫
২৬।	উত্তর ব্রজপুর	১৭	—	৩	—	—	১	—	—	১২	২,৩০৪৯৮	৩,১৫০
২৭।	পরিমলনগর	১১	—	৩	—	—	৫	—	—	১০	২,০১,৩৬০	১০,৩৮০
২৮।	কসবা	১২	১	২	—	—	৬	—	—	১৪	৩,৬৬,৮৮০	১৪,৫২৪
২৯।	খাসমধুপুর	২০	—	৩	১৫	১	৩	—	—	১৯	৪,২১,৮৭৬	১৬,২৭৩
৩০।	সূর্যমনিনগর	১২	১	৪	১৫	২	৪	—	—	২৬	৪,০৭,৬১২	১৮,০৫৯
৩১।	ডুকলী	২৭	১	২	১৫	—	১৬	—	—	২০	৩,৫৯,৮৭০	২৫,৪১৪
৩২।	কৈয়াডেপা	২৩	১	৫	১৫	—	৩	—	—	১৮	৩,৩৭,১৩৭	১৫,৮৭৮
৩৩।	মধুপুর	১৮	২	৪	১০	—	১০	১	—	৩৮	৫,১২,১৮২	২৪,৪৫৭
৩৪।	এন, সি, নগর	২৫	৩	৭	১০	—	৭	—	—	২৩	৪,৬১,৪৯১	২১,৪০৪
৩৫।	গকুলনগর	৩৯	৩	১৯	১০	—	৮	—	—	৩৬	৮,৩৭,৯৭১	৪,৪১৩
৩৬।	বিক্রমনগর	১৩	১	১	১০	১	৫	—	—	৩৭	৪,২৬,৮৩২	১৬,২৭১
৩৭।	পাণ্ডবপুর	১৩	৩	৩	১০	১	৫	—	—	২৮	৩,৫৫,৮৭৬	১৩,৭৭৭

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৩৮।	লঙ্কামুড়া	২৪	—	৬	১০	—	১৫	১	—	২৪	৬,৫৯,৮৮৫	৫,২২৫
৩৯।	কোনাবন	১৮	১	৫	১০	—	১৭	—	—	১৯	১৪,৮১,০৩৮	১৮,৯১৪
৪০।	পুরাথল রাজনগর	২৬	১	৩	১০	—	১০	—	—	২১	৪,৬৯,৩২০	২০,৫৪০
৪১।	দেবীপুর	২৭	১	৪	১০	—	৬	—	—	১১	২,৬৩,৯৬০	১৬,৯৩০
৪২।	কমলাসাগর	১৯	১	৫	১০	—	৫	৬	—	১৮	৩,৪১,৭৪০	৯৫,৯১২
৪৩।	প্রতাপগড়	২০	—	—	১০	—	৬	—	১	২২	৪,৫৫,৮৪৫	২০,৭২২
৪৪।	আড়ালিয়া	১৩	১	৩	১০	২	১৫	—	—	১৬	৫,৪৫,৬২৫	১৯,৬২০
৪৫।	যোগেন্দ্রনগর	২০	—	১	১০	১	১৭	—	—	৩১	৭,১২,৯৩৫	২২,৮৫৫
৪৬।	আনন্দনগর	১৭	২	৫	১০	—	৪	১	১	১৭	৩,৯৪,৩১৫	১৮,৮৭৫
৪৭।	রাউতখলা	৩০	—	৩	১০	—	৫	—	—	৪৮	৫,৮৭,২৮০	২৯,৭৪৯
৪৮।	বিশালগড়	৩৪	২	৯	১০	১	২	—	—	৪৫	৬,৮৬,২৯৫	৩৬,৪৯৫
৪৯।	খনিয়ামারা	১৫	১	১০	১০	৫	—	—	—	২৬	৩,৯৭,৭২৫	১৮,৫৮৪
৫০।	রামছড়া	১৩	১	১২	১৫	১	৫	—	—	২৬	৩,৫২,৭২২	১৯,৭১৫

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৫১।	লালসিংমুড়া	২৩	১	৫	১৬	১	৮	১	—	২৮	৬,২০,৯১০	২৪,৯৮৩
৫২।	ব্রজপুর	২৩	২	৭	১৬	১	৫	—	—	২৮	৫,২০,৭৮৩	২০,৭০১
					২৯							
৫৩।	চেলিখোলা	১৮	—	৫	১৫	—	১০		—	১৫	৫,০৭৮৯৫	১৭,৫৮৯
৫৪।	পদ্মনগর	১৬	—	৮	১২	—	১০	—	—	২৬	৩,৮৮,৩৯০	১৯,০৭৫
৫৫।	বাঁশতলী	২০	—	৬	১৫	—	৮	—	—	২৭	৩,৮৩,০২৯	২০,১০১
৫৬।	পাথালিয়া	১৪	১	৫	১৫	—	১১	—	—	১৯	৪,৩৬,৯১৪	১৯,৭০০
৫৭।	গুর্কিরাই	১৭	—	৭	১৫	১২	১১	—	—	২২	৪,২৮,৬৪৮	২২,৪৫৬
৫৮।	বড়জলা	১৯	—	১১	১৫	২	৫	—	—	১২	৪,৪৮,৮৪৫	২০,৩৬২
৫৯।	কাঞ্চনপুর	১৫	—	৬	১৫	২	৫	—	—	১২	৩,৭৪,২৮০	২০,১৮৫
৬০।	যুগলকিশোর নগর	৯	—	১৩	১৫	১	৬	—	—	৩২	৩,৫২,৭২০	১৮,৫৯
৬১।	লাটিয়াছড়া	১৫	—	৬	১৫	—	৬	—	....	২৪	৩,১৩,৩৩৫	১৬,৭০৯
৬২।	প্রমোদনগর	৯	—	৩	১৫	২	৬	—	—	২৫	৩,১৩,১৬০	১৬,২২৪
৬৩।	কৃষ্ণকিশোর নগর	১৭	—	৫	১৫	—	৪	—	—	৩৫	৪,৯৬,৩০৫	২২,৪৫৫
৬৪।	লক্ষীছিল	১৭	৭	৫	১৫	—	৭	—	—	২২	৩,৯৩,৮১২	১৭,২৯৮

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৬৫।	চন্দন নগর	১৯	২	১	১৫	১	৭	—	—	২২	৪,৩২,৮১২	১৯,৯০৯
৬৬।	নবীনগর	১৮	৩	২	১৫		২	—	—	২৮	৬৫৭,৬১৩	২০,০৬৯
৬৭।	দঃ চড়িলাম	২২	—	৫	১০	১	৫	—	—	৩৮	৪,৯৬,৯৬০	৩৭,১১৭
৬৮।	উঃ চড়িলাম	৪৩	....	৭	১০	—	৭	২	—	৩৬	৯,০৬,৩৪৭	৪৭,৬৪২
৬৯।	বংশীবাড়ী	২১	—	৩	১৫	—	৫	—	—	২১	৩,৬৮,৭০৬	১৯,২৯৮
৭০।	আমতলী	৯	১	২	১৫	—	৮	—	....	২৯	৩,৭৬,৭২০	১৪,২০২
৭১।	বামনগর	১৭	—	৪	১৫	—	—	—	—	২৬	২,৬১,৫৯২	১৫,৯০৬
৭২।	রংমালা	১৫	৯	৫	১৫	—	১১	—	—	২০	২,৯১,৬৬২	১৭,২৬০
৭৩।	সূতারমুড়া	১৫	—	৭	১৫	—	১৭	—	—	১৯	৪,৩২,১১৬	১৯,২২২
৭৪।	গোপীনগর	২৭	১	৪	১৫	১	১০	১	—	২৪	৩,৭২,৫৭০	২২,৩৫৫
৭৫।	গোলাঘাটি	১১	১	৫	১৫	৩	৫	—	—	৩৭	৪,৬৯,৫৫৫	২১,৬০৬
৭৬।	দয়ারামপাড়া	১৫	১	৫	১৫	—	৫	—	—	২৬	৪,০০,৫৭২	১৮,৫০৬
	সর্বমোট—১২৮৫		৪৭	৩০২	৭৩৯	৪৩	৪৬৭	৯	৬	১৪৪৭	৩'১০,৯৩,৮৬১	১৪,০০,৮০৭

Admitted unstarred question No. 85

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to State —

Name of the Member :— Shri Gopal Chandra Das

প্রশ্ন

১। ১৯৯০—৯১ এবং ১৯৯১—৯২ আর্থিক বছরে জওহর রোজগার যোজনা ও এস, আর, ই, পি খাতে কত টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল,
(ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। তার মধ্যে কত টাকা উক্ত প্রকল্প সমূহে ব্যয় হয়েছে,

৩। কত টাকা অ-ব্যয়িত রয়ে-গেছে।

উত্তর

Name of the Minister :— Shri Birajit Sinha.

১। ১ নং প্রশ্নের উত্তর ANNEXURE—'A' তে দেওয়া গেল।

২। ২ নং প্রশ্নের উত্তর ANNEXURE—'B' তে দেওয়া গেল।

৩। ৩ নং প্রশ্নের উত্তর ANNEXURE—'C' তে দেওয়া গেল।

ANNEXURE–'A'

১নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	১৯৯০-৯১ সালের মোট বাজেট বরাদ্দের হিসাব		১৯৯১-৯২ সালের মোট বাজেট বরাদ্দের হিসাব	
		JRY	SREP	JR	SREP
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	বিশালগড়	৫২,৮৬,৪০০	৪১,০৪,০০১	৫৬,৮১,২০০	৪৫,৪০,৫০০
২।	মোহনপুর	৩৯,৬৬,৪০১	৩১ ৯৭,০০০	৪৫,৩২,৭০০	৩৪,১৬,০০০
৩।	মেলাঘর	৩৫,১৫,৪০০	৩৪,৪৯,০০০	৪০,৪০,৯০০	৬১,২২,০০০
৪।	জিরানীয়া	৩৬,০৫,২০০	২৮,৯২,০০০	৪২,০৭,৮০০	৩০,২২,০০০
৫।	তেলিয়ামুড়া	৬৩,১৬,৪০০	২৭,৩৪,০০০	৩৭,৯৭,৬০০	২৯,২২,০০০
৬।	খোয়াই	২৩,৯৪.৪০০	২১,৪৪,০০০	৩৫,৫১,৬০০	২২,৮০,০০০
৭।	জম্পুইজলা	১৫,২৭,৪০০	১৫,৩৪,০০০	২৪,১৬,৮০০	১৭ ৮৯,০০০
৮।	কাকনপুর	২২,৩০,৪০০	৩০,০৪,০০০	২৮,০৭,৩০০	৩৩,৪০,০০০
৯।	পানিসাগর	২৬,৬৩,৭০০	২৩.৫৪,০০০	২৩.৬৫ ৩০০	৩৭,২৯,৫০০
১০।	কুমারঘাট	২৯,৮০ ৪০০	২৫,৪৩,০০০	৩৮,১৩,৩০০	৩৭,৯৬,১০০

ANNEXURE—'A'

১	২	৩	৪	৫	৬
১১।	ছাওমনু	২০,৬৪,৪০০	২৩,৫০,৪০০	২৯,৭২,৩০০	৩৪,১৪,৪০০
১২।	সালেমা	২৪,৯৪,৯০০	২৮,৮৮,৬০০	৩৩,৬৩,৮০০	৩৪,২০,০০
১৩।	মাতাবাড়ী	৩৬,৭০,৪০০	২৬,৮৫,০০০	৩০,৬১,১০০	৩৪,৫০,৭০০
১৪।	বগাফা	২৪,৩৩,৪০০	২৪,৭০,০০০	২৯,১৬,৬০০	২৫,৩৩,৭০০
১৫।	অমরপুর	২৭,৯৫,৪০০	২৩,৬০,০০০	৩০,৮৪,৯০০	২৮,২৭,৭০০
১৬।	ডম্বুর নগর	১৪,২৭,৪০০	১৬,৮১,০০০	১৯,৮৯,২০০	২১,৯৪,১০০
১৭।	রাজনগর	২২,১২,৪০০	১৮,৬৮,০০০	১৯,৮৩,১০০	২৪,২১,৯০০
১৮।	সাতচাঁন্দ	২৪,০১,৪০০	২২,৫০০,১০০	২৬,১৫,৫০০	২৬,৮০,৭০০
	মোট—	৫,০৯,৭৬,০০০	৪,৮৫,০০,০০০	৬,০৬,১০,০০০	৫,৪৫,০০,০০০

ANNEXURE'—B'

২নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল :—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	১৯৯০-৯১ সালের জওহর রোজগার যোজনা	মোট খরচের হিসাব এস. আর. পি.	১৯৯১-৯২ সালের এখন পর্যন্ত মোট খরচের হিসাব 'up to Feb' 92	
১	২	৩ JRY	৪ SREP	৫ JRY	৬ SREP
১।	বিশালগড়	৫২,৩২,৫০০	৩৮,৫৮,০০০	৫০,৭৯,৪০০	২৯,৬৪,০০০
২।	মোহনপুর	৪১,৫২,০০০	৩২,৯২,০০০	৩৮,৫১,৪০০	২৯,৫০,৫০০
৩।	মেলাঘর	৩৬,০২,০০০	৩৬,৪৯,০০০	৩১,৪৪,০০০	২৬ ৬৫,৩০০
৪।	জিরানীয়া	৩২,৫১,০০০	২৮,০৬,৩০৫	৩৭,৫২,০০০	২৬,০২,১০০
৫।	তেলিয়ামুড়া	৩০,৬১,০০০	২৬,৬৫,০০০	৩৩,৫৬,০০০	২৫,২৭,০০০
৬।	খোয়াই	২৫,৮৫,৫০০	২৩,৪৪,০০০	৩৪,৫১,৬০০	১৯,৭৫,০০০
৭।	জম্পুইজলা	১৭,১৩,০০০	১৭,৩৪,০০০	২৪,০৬,৭০০	১৩,৬৭,৯০০
৮।	কাঞ্চনপুর	২৩,৬৩,৮০০	৩২,০৩,২০০	২২,০৭,৭০০	২৩,৭৩,৪ ০
৯।	কুমারঘাট	৩৩,২২,০০০	৩৪,০৫,৩০০	৩৭,৭১,০০০	২৮,৭৩,০০০
১০।	পানিসাগর	২৩,৩০,৩০০	৩১,৯৫,০০০	৩৬,৫৯,০০০	২৫,৭৯,৫০০
১১।	ছামনু	২২,৫০,০০০	২৩,৫০,৪০০	২৬,২৮,০০০	২৪,৮৭,১০০

ANNEXURE—'B'

২ নং প্রশ্নের উত্তর—

১	২	৩	৪	৫	৬
১২।	সালেমা	২৫,৪৩,৫০০	৩০,১৪,৯০০	২৬,১৫,৬০০	১৯,০১,১০০
১৩।	মাতারবাড়ী	৩৬,৯৬,০০০	২৭,৩৫,০০০	২৩,৮৩,৬০০	৩৩,১০,৭০০
১৪।	রাজনগর	১৮,৮০,০০০	১৯,৪৬,৩০০	১৯,৩৮,৫০০	২১,১৩,৯০০
১৫।	সাতচাঁদ	১৯৮৯,৪০০	১৮,৯৭,০০০	২৫,৮৮ ৯০০	২৪,৮০,৭০০
১৬।	জম্বুরনগর	১৫,৬৩,০০০	১৮,৮২,০০০	১৮,৩৩,৯০০	১৫,৬৯,২০০
১৭।	অমরপুর	২৯,৪৬,০০০	২৪,৬০,০০০	২৬,১৯,৪০০	২৩,৫২,৭০০
১৮।	কাক্কা	২৪,৯৫,০০০	১৯,৩২,৬০০	২৪,২২,৭০০	২৩,০৯,৬০০
	মোট—	৫,০৯,৭৬০০০	৪,৮৫,০০,০০০	৫,৩৮,০৯,০০০	৪,৫৪,৪২,৩০০

৩নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া হইল :—

ANNEXURE—'C'

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	১৯৯০-৯১ সালে অব্যয়ীত টাকার হিসাব		১৯৯১-৯২ সালের অব্যয়ীত টাকার হিসাব	
		JRY	SREP	JRY	SREP
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	বিশালগড়	—	—	৬,০১,৮০০	৫,৭৬,৫০০
২।	মোহনপুর	—	—	৬,৮১,৩০০	৪,৬৫,৫০০
৩।	মেলাঘর	—	—	৭,৯৬,৯০০	৪,৫৭,০০০
৪।	জিরানীয়া	—	—	৪,৫৫,৮০০	৪,১৯,৯০০
৫।	তেলিয়ামুড়া	—	—	৪,৫১,৬০০	৩,৯৫,০০০
৬।	খোয়াই	—	—	১,০০,০০০	৩,০৫,০০০
৭।	জম্পুইজলা	—	—	১০,১০০	৪,২১,১০০
৮।	কাঞ্চনপুর	—	—	৫,৯৯,৬০০	৯,৬৬,৬০০
৯।	পানিসাগর	—	—	১,০৬,৩০০	৭,৫০,০০০
১০।	কুমারঘাট	—	—	৪২,৩০০	৯,২৩,৯০০

ANNEXURE—'C'

১	২	৩	৪	৫	৬
১১	ছাওমনু	—	—	৩,৪৪,৩০০	৯,২৩,৩00
১২।	সালেমা	—	—	৭,৪৮,২০০	৫,১৮,৯০০
১৩।	মাতাবাড়ী	—	—	৬,৭৭,৫০০	১,০০,০০০
১৪।	বগাফা	—	—	৪,৯৪,১০০	২,২৪,১০০
১৫।	অমরপুর	....	....	৪,৬৫,৫০০	৪,৭৫,০০০
১৬।	সাতচাঁন্দ	—	—	২৬,৬০০	২,০০,০০০
১৭।	ডম্বুরনগর	—	—	১,৬৪,৩০০	৬,২৯,০০০
১৮।	রাজনগর	...	—	৪৪,৬০০	৩.০৭,৭০০
	মোট—	—	—	৬৮,০০,৮০০	৯০,৫৭,৭০০

Admitted Un-Starred Question No. 93

Name of the M.L A. :— Shri Samar Choudhury,

প্রশ্ন

১। আগরতলা বটতলা সুপার মার্কেটের ষ্টল বন্টনে বেনিফিসিয়ারীদের কি ভিত্তিতে বাছাই করা হয়েছে।

২। ইহা কি সত্য যে টি, আর, টি, সি বটতলা ষ্টেশন স্থাপনের জন্য যে সকল দোকানী ব্যবসায়ী উচ্ছেদ হয়েছিল তাদেরকেও বেনিফিসিয়ারী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি,

উত্তর

১। বেকার যুবকদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ষ্টল সমূহ বন্টন করা হয়েছে।

২। এই রকম কোন উচ্ছেদের খবর জানা নেই।

... ...

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Wednesday, the 1st April 1992 at 11 A.M.

PRESENT

Mr. Speaker (The Hon'ble Jyotirmoy Nath) in the Chair, The Chief Minister, Deputy Speaker and 11 Ministers and 44 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার বলিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ উত্তর প্রদান করিবেন।
শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং এবং শ্রীদীনেশ দেববর্মা।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (শান্তির বাজার) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ১০, হেলথ্ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১০।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বাবা মুংগিপা এডুকেশন ট্রাস্ট কে বাবা মুংগিপা মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পঠন পাঠন শুরু করার জন্য ক্যাম্পের বাজারস্থিত রাজ্য সরকারের কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এবং পঞ্চায়েত ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

২) ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকলে কত স্কোয়ার ফিট পরিমিত জায়গা ভাড়া দেওয়া হয়েছে? এবং

৩) এ পরিমিত জায়গার ভাড়া কত ধার্য করা হয়েছে এবং তাহা পি. ডবলিউ, ডি, এসেসমেণ্ট অনুসারে ধার্য করা হয়েছে কি না এবং

৪) না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২) ভাড়া দেওয়া হয়নি। সিদ্ধান্ত হয়েছে মাত্র। পঞ্চায়েত ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের হোস্টেলের চারজন ছাত্র থাকার উপযোগী স্থান মেডিকেল কলেজকে দেওয়া হয়েছে। বাকী ২০ জন ছাত্রের উপযোগী স্থান পঞ্চায়েত ট্রেনিং এর জন্য রাখা হয়েছে। কো-অপারেটিভ ইনষ্টিটিউট মাসে ৬ হাজার টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

৩) পঞ্চায়েত ইনষ্টিটিউট ভাড়া দেওয়া হলে পূর্ত বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

৪) প্রশ্ন আসে না।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই কো-অপারেটিভ ট্রেইনিং ইনষ্টিটিউট এবং পঞ্চায়েত ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট বাবা মুংগিপা মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার জন্য যে জায়গা দেওয়া হয়েছে। আমরা চাইছি এই কো-অপারেটিভ এবং পঞ্চায়েত ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটকে বাদ দিয়ে সরকার অন্য কোথাও একটা স্যুইটেবল জায়গার ব্যবস্থা করার চিন্তা ভাবনা করবেন কি না ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— এটা ডিপার্টমেণ্ট এবং মিনিস্টার কনসার্ণ অনুসারে এই জায়গা ভাড়া দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন সেটা দেখা হবে।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা (সালেমা) :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, পি, ডবলিউ, ডি, এসেসমেণ্ট অনুসারে কত টাকা ভাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েত ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের ভাড়ার জন্য পি, ডবলিউ. ডি, এসেসমেন্ট হয় নি। কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের জন্য ৬ হাজার টাকা সিদ্ধান্ত হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এর আগেই এই বিধান সভায় বলা হয়েছিল যে ডি এম; এবং জি; বি কে ব্যবহার করা হবে? কিন্তু এখন দেখছি পঞ্চায়েত এবং কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত ইনষ্টিটিউটে পঞ্চায়েত ট্রেনিং এবং কো-অপারেটিভ ট্রেনিং এর সংগে জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত। এই স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে একটা বেসরকারী সংস্থাকে এতগুলি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এটার কি কারণ? আমরা দেখছি বাবা মুংগিপা এডুকেশন ট্রাসটের কোন ক্ষমতাই নেই এই কলেজ চালানোর। যার কোন ঠিকানা নেই, নাম নেই। এই রকম একটা বেসরকারী সংস্থার সংগে সরকার লেনদেন করছেন। আমরা এটা খোঁজ নিয়েছি। হরিয়ানাতে এই রকম কোন ঠিকানা নেই। এই যে ট্রাষ্ট এর নাম ঠিকানার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। স্যার, এই ধরনের বে-সরকারী সংস্থার সঙ্গে তথাকথিত মেডিকেল কলেজের চালু করার নামে যে সমস্ত সরকারী লেনদেন হচ্ছে এটার কারণ কি? সরকার নিজের থেকে মেডিকেল কলেজ চালু করার উদ্যোগ নিচ্ছেন না কেন? আমার ২য় সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে, এই মেডিকেল কলেজ চালু করার যে কথা এখানে বলেছেন তা কি বিশ্ব বিদ্যালয়ের অনুমতি পেয়েছে? পেয়ে থাকলে কি শর্তে পেয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, অ্যাপিলিয়েশনের জন্য এপ্লাই করেছে। এখানে মাননীয় সদস্য যা বলছেন, অর্থাৎ ঠিকানা নেই তা ঠিক নয়। আমরা সেক্রেটারী লেভেলে এবং ডাইরেক্টরেট লেভেলে সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে এখানে তাদেরকে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :— এই ট্রাষ্ট কার কার দ্বারা পরিচালিত তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন? এই ট্রাষ্টের ডাইরেক্টর কে এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? থাকলে এই হাউসে তা উপস্থাপন করবেন কিনা? রাজ্যের সমস্ত জায়গায় এই ব্যাপারে গুঞ্জন দেখা দিয়েছে, এই রকম ট্রাষ্ট আদৌ

আছে কিনা? হরিয়ানায় এই ধরনের ট্রাষ্ট লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব করেছে এবং ত্রিপুরায়ও আজকে আমাদের এখানকার এই কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা উচ্চ মহল তাদের সঙ্গে মিলে—যেমন কয়েকদিন আগে দেখলাম, ২৫ হাজার গরু বাংলাদেশ পাচারের জন্য পারমিশান চাওয়া হচ্ছে। কাজেই এটা গরু পাচারের পারমিশানের মত কোন একটা ব্যাপার কিনা তা নিয়ে জনমনে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ট্রাষ্ট সম্পর্কে সঠিক ভাবে তদন্ত করবেন কিনা? সরকারের কাছে তথ্য আছে কিনা? থাকলে মন্ত্রী এখানে দেবেন কিনা? যদি না থাকে, তাহলে ডিটেলস্ ইন্‌ভেষ্টিগেশান করে দেখবেন কিনা? এই ট্রাষ্ট সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে এই হাউসে তথ্য উপস্থিত করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কিনা?

শ্রীকাশীরাম মিত্রাঃ :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগেই বলেছি, সেক্রেটারীয়েট লেভেলে তদন্ত হয়েছে। ডাইরেক্টরেট লেভেল থেকে জয়েন্ট ডাইরেক্টর গিয়ে সব দেখে আসার পর এগ্রিমেন্ট হয়েছে।

শ্রীঅখিল সরকার (প্রতাপগড়):— মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবে কি যে, মহাত্মাজী যে স্বরাজের কথা বলতেন তার প্রথম বেসিক কাজ শুরু হবে, পঞ্চায়েত রাজ দিয়ে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা? আর পঞ্চায়েত রাজের কাজ একটি কন্টিনিউয়াস প্রসেসে। ইলেকশান হবে, পঞ্চায়েত প্রধান হবে, তাদেরকে ট্রেণ্ড-আপ করা হবে তাদের হেল্প করার জন্য? আমরা দেখেছি, এই লক্ষ্যে কংগ্রেস সে জন্য যে টুকু করেছে রাজনীতির লক্ষ্যে, তা হচ্ছে, পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউশান তৈরী করা হল তাকে হেল্প করার জন্য, সেই পঞ্চায়েত রাজ অফিস দেখছি ভাড়া দেওয়া হচ্ছে, বাবা মুজিপা ট্রাষ্টকে মেডিকেল কলেজ করার জন্য এবং মাত্র ৬ হাজার টাকা ভাড়ায়? আমি মাননীয়, পঞ্চায়েত মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রী উভয়ের কাছ থেকে এ ব্যাপারে উত্তর চাচ্ছি, মহাত্মাজীর স্বপ্ন পঞ্চায়েত রাজ, গ্রাম বিকাশ সেই গ্রাম বিকাশের জন্য অত্যন্ত পক্ষে সেই প্রসেসের এসেনসিয়েল পার্ট হল, পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউশান এর প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে? এখন কি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, মেডিকেল চিকিৎসা বিদ্যার জন্য ডুনিয়ার মত বাটপাড় তৈরী করার? এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করছেন? আমার নাম্বার টু প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে ট্রেনিং কতদিন চলবে? কবে পর্যন্ত পঞ্চায়েতের হাতে এই পঞ্চায়েত ইনষ্টিটিউশান ছেড়ে দেওয়া হবে?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার আমি আগেই বলেছি যে পঞ্চায়েত ট্রেইনিং ইনস্টিটিউটের সম্পূর্ণ অংশটা দেওয়া হয় নি অর্দ্ধেকটা দেওয়া হয়েছে এবং ট্রেইনিং এর জন্য স্পেস রাখা হয়েছে। ট্রেইনিং দেওয়ার কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বাবা মুড়িপা এডুকেশান ট্রাষ্ট-এর বিরুদ্ধে এখানে যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছে এবং যে ভাবে সরকারী সম্পত্তি ব্যবহার করতে দিতে হচ্ছে এবং সেখানে যে সমস্ত অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে উঠেছে সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে জয়েন্ট ডাইরেক্টর লেভেলে তদন্ত করা হয়েছে। কিন্তু এটাতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারছি না। ভাল ছাত্ররা এখানে পড়াশুনা করতে আসবে এবং তাদেরকে নিয়ে এখানে ছিনিমিনি খেলা হবে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে প্রতিশ্রুতি দেবেন কিনা যে এসেম্বলী থেকে একটা কমিটি গঠন করে বাবা মুড়িপা এডুকেশান ট্রাস্ট সম্পর্কে যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছে সেগুলি সম্পর্কে তদন্ত করে তাদের রিপোর্ট সাবমিট করার পর এই সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই প্রতিশ্রুতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, ডিপার্টমেন্ট লেভেলে এ সম্পর্কে দুই বার ইনকোয়ারী করা হয়েছে। কাজেই অন্য কোন ইনকোয়ারীর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২ স্যার।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে মহকুমা হাসপাতালগুলিতে রোগীদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র ও বিছানাপত্রগুলি ব্যবহারের অযোগ্য,

২) ইহা কি সত্য হাসপাতালগুলিতে মুমুর্ষ রোগীদের ব্যবহারের জন্য বেডপ্যান এবং ভাগারির ব্যবস্থা নেই এবং

৩) যদি না থাকে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। ইহা আংশিক সত্য। আর্থিক অসঙ্গতির কারনে পর্যাপ্ত পরিমান শয্যা-দ্রব্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে যথাসাধ্য কাজ চলার উপযোগী সরঞ্জাম দেওয়া হয়

২) ইহা সত্য নহে।

৩) প্রশ্ন আসে না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে উত্তর দিয়েছেন যে-ইহা সত্য নয় এবং প্রশ্ন উঠে না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞেস করছি উনি উনার এলাকায় যে সমস্ত হাসপাতালগুলি আছে সেগুলি ভিজিট করেন কিনা ? উদয়পুর হাসপাতালে উনি গিয়েছেন কিনা ? কয়টা বেডপ্যান এবং, কয়টা ভাগারী সেখানে আছে ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে সমস্ত উত্তর দিচ্ছেন সেগুলি তদন্ত করে উত্তর দিচ্ছেন কিনা ? আমি সেদিনও এই হাউসে বলেছি যে মহারাণী হাসপাতালে উনি একটা ভাগারী দেখাতে পারবেন ? বেডপ্যান হয়তো দুই-একটা থাকতে পারে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে চ্যালেঞ্জ করছি। উনি আমার সাথে সেখানে যাবেন কিনা, সত্য উদঘাটন করবেন কিনা এবং সত্য হলে উনি পদত্যাগ করবেন কিনা ? আমি বলেছি সেখানে একটা ভাগারীও নেই। এই অবস্থা শুধু মহারাণী না, উদয়পুরে না রাজ্যের অধিকাংশ হাসপাতালগুলিতেই এই অবস্থা চলছে।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী): — স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অভিযোগ সত্য নহে।

শ্রীঅনিল সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টা হাসপাতাল আছে এবং তার বেডপ্যানের সংখ্যা কত ? দ্বিতীয়তঃ, আমি জানি জি, বি, হাসপাতালে এক একটা ওয়ার্ডে রোগীর তুলনায় বেডপ্যান নেই। এই গুলি রোগীদেরকে ভাড়া নিতে হয় এবং এই ধরনের একটা ব্যবসা সেখানে চলছে, এটা সত্য কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন সেটা

সত্য নয়। আর বেডপ্যান সম্পর্কে উনি যে প্রশ্ন করেছেন সে সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গতকালও একটা আর্থিক বৎসর শেষ হয়েছে। এই গত আর্থিক বৎসরে ডিপার্টমেন্ট থেকে কত বেডপ্যান, বেড শীট, কম্বল কেনা হয়েছে এবং কোন হাসপাতালে কতটা সাপ্লাই করা হয়েছে এবং এর জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি আলাদা প্রশ্ন করেন তাহলে উত্তর দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী, মাননীয় সদস্য শ্রীঅঞ্জু মগ।

শ্রীঅঞ্জু মগ (মনু) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৫।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৫।

প্রশ্ন

১। মনু বাজার ত্রিশ শয্যা বিশিষ্ট রুরাল হাসপাতালের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়, এবং

২। আইলমারা, শুকনাছড়ি এবং ঘোড়াকাপ্পা সাব সেন্টার কবে নাগাদ চালু করা হবে, এবং

৩। না হলে তার কারণ কি?

উত্তর

১। পূর্ত দপ্তর সময়মত কাজ করিলে আগামী ১৯৯২-১৯৯৩ আর্থিক বছরে গ্রামীণ হাসপাতালটি চালু করা সম্ভব হবে।

২। আইলমারা এবং ঘোড়াকাপ্পাতে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। শুকনাছড়িতে একটি উপস্বাস্থ্য খোলার কথা বিবেচনা করা হইবে।

৩। প্রশ্ন আসে না।

শ্রীঅঞ্জু মগ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন শুকনাছড়িতে সাব-সেন্টার খোলার জন্য একটা প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। এটা কবে নাগাদ খোলা হবে তার ডিটেলস, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) : - স্যার, আমি তো বলেছি আইলমারা ঘোড়াকাপ্পাতে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। শুকনাছড়িতে খোলার ব্যবস্থা করেছি। আমাদের মালটি পারপাস ওয়ারকারের অভাব আছে। এখন যদি খুলি তাহলে পারটি পারপাস ওয়ারকার আমরা দিতে পারব না সে জন্য খুলে লাভ নেই। এই বছর আমরা ৩০টা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নিয়েছে তার মধ্যে শুকনাছড়িতে করার একটা পরিকল্পনা আছে।

শ্রীঅঞ্জু মগ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে ঘোড়াকাপ্পার কথা বললেন সেখানে তো বহু বছর আগে থেকেই ডিসপেনসারী ছিল মহারাজার আমল থেকে। সেই ডিসপেনসারীকে আপগ্রেড করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কোন চিন্তা-ধারা নিয়েছেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, ঘোড়াকাপ্পাতে নুতন পি. এইচ. সি. চালু করার একটা পরিকল্পনা আছে। গত বছরের আগের বছর এডমিনিষ্ট্র্যাটিভ এপ্রোভ্যাল একটা দিয়েছিলাম। কিন্তু নতুন ডিজাইনের জন্য দেরী হওয়াতে আমরা কাজ শেষ করতে পারি নি। তবে আমরা ইতি মধ্যে সেগুলি করব।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে মনু রুরাল হাসপাতাল এটা কবে নাগাদ কাজ হাতে নেওয়া হবে। গত বছরও বিধান সভায় এই প্রশ্ন উঠেছিল এবং তিনি বলেছিলেন আরও এক বছর আগেই করা হবে। এখন আবার বলছেন ১৯৯২-৯৩ সালে করা হবে। এই কাজটা কবে হাতে নেওয়া হয়েছিল এবং শুরু করতে কেন এত বিলম্বিত হচ্ছে ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা পূর্ত দপ্তরকে এই কাজ খুব তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য অনুরোধ করেছি। হয়তো যেখানে শেষ করার কথা ছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণে তারা পারেন নি। এই আর্থিক বছরে শেষ করার জন্য বলেছি এবং তারা কথা দিয়েছেন। তাঁরা শেষ করলে আমরা ষ্টার্ট করব।

শ্রীঅজয় মগ :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানাবেন কি যে, ঘোরাকাপ্পাতে গত সাইক্লোনে যে, ডিসপেনসারীটা ছিল সেটা নিঃচিহ্ন হয়ে গেছে, সেটার কোন চিহ্নই নাই, কাজেই সেই ঘোরাকাপ্পাতে ডিসপেনসারীটা কোথায় হচ্ছে সেইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, যেখানে যেখানে ডিসপেনসারী গুলি আছে সেখানেই সেগুলিকে আমরা আবার করছি ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী ।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৭৬

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৭৬

—: প্রশ্ন :—

১) রাজ্যে বর্তমানে বাংলাদেশী শরনার্থী সংখ্যা কত ?

২) তাদের জন্য দৈনিক মাথাপিছু খরচ কত ?

৩) মোট কত টাকা দৈনিক খরচ করা হয় ?

৪) ঐ সব শরনার্থীদের ফেরৎ পাঠানোর কি ব্যবস্থা হয়েছে ?

—: উত্তর :—

১) রাজ্যের দক্ষিণ জেলার মোট ৬টি শরনার্থী শিবিরে বসবাসকারী বাংলাদেশ হইতে আগত উপজাতি শরনার্থীর সংখ্যা ২৯-২-৯২ইং পর্য্যন্ত ৫৩ ১৮৭ জন। শিবির ভিত্তিক শরনার্থীর সংখ্যা নিম্নে বর্নিত হইল ।

ক্রমিক নং—	শিবিরের নাম	শরনার্থীর সংখ্যা।
১)	লেবা ছড়া —	৩৫৮০ জন।
২)	টাকুম বাড়ী —	১৫৫৫৬ জন।
৩)	পঞ্চরাম পাড়া —	৯১০২ জন।
৪)	করবুক—	৯০৩৫ জন।
৫)	শিলাছড়ি —	৪৭৯৮ জন।
৬)	কাঁঠালছড়ি —	১০৭১৬ জন।
		মোট — ৫৩, ৯৪৭ জন।

২) তাদের জন্য দৈনিক মাথাপিছু খরচ প্রায় ৪'৩২ পয়সা (চার টাকা বত্রিশ পয়সা) মাত্র ।

৩) মোট দৈনিক খরচ প্রায় ২, ২৯, ৭৬৮ টাকা (দুই লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতশত আটষট্টি) টাকা ।

৪) শরনার্থীদের স্বদেশে ফেরৎ পাঠানোর জন্য রাজ্য সরকার পুন: পুন: ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়া যাইতেছেন ।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানাবেন কি যে, শরনার্থী যারা আসছেন তাদের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য যে পরিবেশ তৈরী করা দরকার তার জন্য কি কি দাবী রেখেছেন এবং রাজ্য সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাদেশে তাদেরকে ফেরৎ পাঠানোর জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, ভারত সরকারের এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে অনেকবার বৈঠক হয়েছে, অনেকবার মিটিং করেছেন, সেখানে স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়ার আগে তাহাদের কতগুলি দাবী ছিল, যথা :—ক্ষতি-গ্রস্থ পরিবার গুলিকে যথাযথ ক্ষতি পূরন দিতে হইবে, বেদখলী জমি পূর্ণ উদ্ধার করিয়া দিতে হইবে, তাদের এলাকায় পুনবসতি প্রাপ্ত মুসলমানদের উচ্ছেদ করিতে হইবে, পূর্ণ নিরাপত্তার বিধান দিতে হইবে এবং এই সম্পর্কে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ভারত সরকার, বাংলা-দেশ সরকার এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত হইতে হইবে । রাজ্য সরকার পুন: পুন: শরনার্থীদের স্বদেশে ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন । তাদের দাবী হলো সিকিউরিটি না দেওয়া পর্য্যন্ত তারা দেশে যাবে না । তাই তাদের সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য ভারত সরকার ও আমরা তাদের কাছে দাবী করছি এবং বার বার তার জন্য চেষ্টা করছি ।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (মহারানীপুর) : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি না যেভাবে এই শরনার্থীদের ক্যাম্প করে রাখা হয়েছে ঠিক সেইভাবে বর্তমানে যেসব অনুপ্রবেশ ঘটছে ত্রিপুরাতে-যারা অনুপ্রবেশ করছে তাদেরও ক্যাম্প করে রাখা হবে কি না ?

দ্বিতীয় হচ্ছে এই চাকমা শরনার্থীদের যে সকল ক্যাম্পে রাখা হয়েছে সেখানে

কোন দুর্নীতির অভিযোগ সরকারের কাছে আছে কি না (যেমন তাদের থাকা, খাওয়া, রেশন ইত্যাদির ব্যাপারে)?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (শান্তির বাজার) : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সকল শরনার্থীরা ক্যাম্পে না থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কাজ করছে। এবং যেহেতু তারা রেশন পায় সেহেতু তারা অত্যন্ত কম মজুরীতেও কাজ করলে পোষায়। ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের যারা প্রকৃত সেবায় তারা কাজ পাচ্ছে না এবং তাদের উপর ফিনান্সিয়েল প্রেসার পড়ছে, এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না এবং থাকলে এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আজকে যারা শরনার্থী তারা যেহেতু ভারতবর্ষের নাগরিক নয়, আপৎকালীন সময়ের জন্য তারা এখানে এসেছে এবং পরে স্বাভাবিক অবস্থা এলে তারা আবার ফিরে যাবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তারা বিভিন্ন জায়গায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং বিভিন্ন জায়গায় জায়গা জমি করে সেখানে স্থায়ী ঘরবাড়ী নির্মান করে বসবাস শুরু করেছে। কাজেই এই ব্যাপারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কি না ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) : — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরনের কিছু খবর আমার কাছে রয়েছে যার জন্য আমরা ক্যাম্পের সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং সুপারভাইজারের অনুমতি ছাড়া কাউকে ক্যাম্পের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। এরপরেও যদি এই ধরনের কোন সঠিক তথ্য মাননীয় সদস্যের কাছে থাকে এবং দিতে পারেন তাহলে এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না —এই শরনার্থীদের (যদিও হিউম্যানিটারিয়ান গ্রাউণ্ডে বাই ফোর্স ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়—ইন্টারন্যাশানাল নিয়মে তারা এখানে রয়েছে, এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে তারা আবার ফিরে যাবেন) জন্য আজকে আমাদের রাজ্যের সব বনজ সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যদিও এইটা বলা ঠিক হচ্ছে না —এরা ক্যাম্প এলাকার সমস্ত গরু ছাগল; বন্য হাতি ইত্যাদি খেয়ে শেষ করে ফেলেছে, যদিও তাদের খাওয়া দাওয়া দেবার দায়িত্ব আমাদের রয়েছে কিন্তু তাই বলে সমস্ত বন তারা ধ্বংস

করে ফেলবে, সমস্ত গরু, ছাগল, হাতি ইত্যাদি সব খেয়ে ফেলবে—এইটা ঠিক নয়। কাজেই এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না এবং থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কি না ? আর যদি এই তথ্য না থাকে তাহলে সেটা তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কি না ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ করেছেন সেটা আমরা অনুসন্ধান করে দেখে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ষ্টেপস্ নেব ।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না—এই যে শরনার্থীদের প্রতিদিন মাথাপিছু ৪.৩২ পয়সা করে দেওয়া হচ্ছে—এর ফলে এই ৫০-৫২ হাজার শরনার্থী সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকা গুলিকে সমস্ত কাজকর্ম অত্যন্ত কম মজুরীতে করছে ।

শ্রীসমর চৌধুরী :— বিশেষ করে উপজাতি অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গাতে তাদেরকে অত্যন্ত কম মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে কিন্তু এর ফলে একটা অর্থনৈতিক সংকট সেখানে দেখা দিয়েছে। অমরপুর এবং সাব্রুমের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আর চাকমা শরনার্থী যারা রয়েছে তাদেরকে বাংলাদেশে যতদিন না পর্যান্ত ফেরৎ পাঠানো যায় ততদিন পর্য্যন্ত তাদের মাথা পিছু খরচা বাড়ানো দরকার। এখন ৪ টাকা ৩২ পয়সা করে দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে লোক্যাল উপজাতি যারা রয়েছেন তারাও কম টাকায় কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ৬ থেকে ৭ টাকা করে মজুরী তারা পাচ্ছেন এস, আর, ইপি এবং জওহর রোজগার যোজনার মাধ্যমে সেখানে আরও কাজের কর্মসূচী রাখতে হবে। অউপজাতি এবং উপজাতি গরীব অংশের মানুষের জন্য এটা করা অত্যান্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে কাজেই এব্যাপারে সরকার থেকে কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে ক্যাম্পে সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং ক্যাম্প সুপারভাইজারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এটাতো আমার প্রশ্নের কোন উত্তর হয় নাই স্যার ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না অনেক হয়েছে, আর নয়। এই প্রশ্নটির উপর পাঁচটা সাপ্লিমেন্টারী ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস : – মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার কাছে অনু-

বোধ করছি আমার এখানে তিনটি প্রশ্ন ছিল। সেখান থেকে কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬০ এবং ১৬২ এই দুটি প্রশ্নের উত্তর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিলে ভাল হয়। আমার প্রথম প্রশ্নের নাম্বার :— ১৬০।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এড্‌মিডেস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬০।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬০।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের মানুষকে অহেতুক হয়রানি ও অধিক অর্থ ব্যয় করে বহিরাজ্যে গমনের হাত থেকে রক্ষা করতে জি, বি ও ভি, এম, হাসপাতালে সর্বাধুনিক ও সর্বোত্তম চিকিৎসা সরঞ্জামযুক্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২) ইহা কি সত্য আল্টা-সনোগ্রাফি ও সি, টি, স্কীন (মেইনলি কর ব্রেইন) দ্বারা অনেক জটিল রোগ সহজেই নির্ণয় করা হয় তা জি, বি, হস্‌পিটেলে নাই,

৩) সত্য হলে এ গুলির রাজ্যে প্রধানতম এবং একমাত্র রেফারড্‌ হাসপাতাল জি, বি, এবং ভি, এমে চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

৪) থাকলে কবে নাগাদ তা চালু হবার সম্ভাবনা আছে ?

উত্তর

১) চিকিৎসা ক্ষেত্রে রাজ্যের রোগীদের বহিরাজ্যে যেন যেতে না হয় তার জন্য জি, বি, ও আই. জি এম, হাসপাতালকে আধুনিকী করনের পরিকল্পনা সরকারের আছে।

২) ইহা সত্য যে উক্ত যন্ত্রগুলির সহায়ে রোগ নির্ণয় সহজতর হয় এবং যন্ত্রগুলি জি, বি হাসপাতালে নাই।

৩) আছে।

৪) বর্তমান আর্থিক বছরেই এই যন্ত্রগুলি ক্রয় করার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— সাপ্‌লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন যে পরিকল্পনা আছে। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানোর জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে কি না ? আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, জি, বি, হাসপাতালে 'ডাইওলসিস্' ইউনিটটি চালু না করা সম্পর্কে। এই গুলি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য আলাদা প্রশ্ন করলে ভালো হত।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ— আমি উপাধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে করেছি।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬২।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে জি, বি, হাসপাতালে যে ডায়লেসিস ইউনিট টি স্থাপন করা হয়েছিল বর্তমানে তা অকার্যকর অবস্থায় আছে,

২) ইহাও কি সত্য যে এর ব্যবস্থা না থাকায় রোগীরা এই ইউনিট থেকে কোন সাহায্য পাচ্ছে না।

৩) ইহাও কি সত্য ডায়লেসিস এর কাজ পরিচালনার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে বাইরে ট্রেনিং দিয়ে এনে এখন বসিয়ে রাখা হয়েছে; এবং

৪) সত্য হলে এই ইউনিট সঠিকভাবে চালু করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন,

৫) এই ইউনিট স্থাপন করতে সরকারের কত টাকা ব্যয় হয়েছিল ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে। ডায়লেসিস ইউনিটটি কার্য্যকরী আছে।

২) ইহাও সত্য নহে। তবে মাঝে মাঝে তথ্য সংগ্রহে দেরী হয়ে থাকতে পারে।

৩) ইহা সত্য নহে ৪) প্রশ্ন আসে না ৫) ৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, যদিও ডায়লেসিস ইউনিট সেখানে কার্যকরী হয়ে থাকে তাহলে এ পর্যন্ত কতজন রোগী এই ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, এবং কতজন রোগীকে এই ফ্লুয়িড ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং যে রোগী তার রক্ত পরিশোধন করে তাকে ফ্লুয়িডের মাধ্যমে পুনরায় দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, এই রকম কয়টা কেইস হয়েছে এখানে ?

শ্রীকাশী রাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বাবৎ ৬৬ জন রোগীকে ২৪৭ বার ডায়লেসিস করা হয়েছে

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রথমেই একটা প্রশ্ন-এর উত্তর দিতে গিয়ে আলট্রা সোনোগ্রাফি, সিটিসক্যানিং এই সব সম্পর্কে কি কি প্রভিশনের কথা বলেছেন ? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, চারটি বছরতো পার হল এখন পর্যন্ত চক্ষু চিকিৎসার জন্য যে বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশন করার কথা ছিল এটা এখনো হল না কেন ? ডিষ্ট্রিক হাসপাতাল এর এখন পর্যন্ত সামান্যতম কোনও কাজ হল না। এই পশ্চিম ত্রিপুরার ডিষ্ট্রীক হাসপাতাল কেন এখন পর্যন্ত কোন কনষ্ট্রাকশন হল না ? সারা রাজ্যের মধ্যে বামফ্রন্ট আমলে যেটুকু হয়েছিল সেগুলি সমস্ত ধ্বংসের পথে। জি, বি, হাসপাতালে নতুন করে ইউনিট উদ্বোধন করবেন ভাল, আমরা তাই চাইছি। কিন্তু জি, বি, হাসপাতালের একটা রুম দেখাতে পারেন যেখানে জায়গা আছে ?

ও, টি, রুম বের করা যায় না। অর্থোপেটিকস্ এবং অন্য জেনারেল সার্জারী দুইটি একই জায়গায় চলছে। যেটা অন্যায়, যেটা হতে পারে না এখন পর্যন্ত ভাগ করা যাচ্ছে না কোন স্পেস্ অ্যাকমেনডেশন সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। একটি জায়গায় পড়েছে। কাজেই এই সমস্ত গাল গল্প শুনিয়ে লাভ কি ? আমরা দেখতে চাই, সারা রাজ্যে গ্রাম অঞ্চলতো শেষ হয়েছে। এখন জি, বি, এবং ভি এম, এবং। আমি জি, বি র দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করছি গতকালকে গিয়েছিলাম দেখে এসেছি। আমি জিজ্ঞাস করেছিলাম কোন ওয়ার্ডগুলি পরিশুদ্ধ করা হচ্ছে না ? স্যার, বেটপেন-এর কথা বলা হয়েছে। বেটপেন কেনার ক্ষমতা নেই যারা দেউলিয়া হয়ে গেছে টাকা পয়সা লুট পাট করে সব শেষ করে দিয়েছে তাদের কাছ থেকে কি আশা করব ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। আপনাদের আমলে জি, বি, র পরিবেশ কি ছিল, কি হয়েছে এবং আমাদের আমলে কি হয়েছে। আমাদের আমলে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক হাসপাতাল-এর কাজ করা হয়েছে এবং এই বছরের মধ্যে আমরা শেষ করে ফেলতে পারব। আপনারা ১৯৮০ সালে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন কিন্তু কাজ করে যেতে পারেন নি। আমরা কাজ হাতে নিয়েছি এবং এই বছরের মধ্যে শেষ হবে। এবং জি, বিতে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে আরম্ভ করে এবং এছাড়াও কম্পোটারাইজ অপারেশান মিশিন ৭০ লক্ষ টাকার এই চার বছরের মধ্যে কেনা হয়েছে। কাজেই আমাদের সিনসিয়ারটি আছে আমরা ওনাদের মত রাজনীতি করে কাজ করি না। আমরা সেবা করার জন্য কাজ করি। কাজেই ওনার বক্তব্য সবগুলি অযৌক্তিক।

শ্রীজহর সাহা (বীরগঞ্জ):— সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, সমর বাবু স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকা কালীন সময়ে আমার এলাকার একজন পুরুষ মুসলমান রক্ত পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। রক্ত পরীক্ষার পর তার রিপোর্টে বলা হল যে সে প্যাগনেনাস্, এটা সমরবাবু মন্ত্রী থাকা কালীন সময়ে হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— এই প্রশ্নের সঙ্গে কোন মিল নেই।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা যে, চিকিৎসার জন্য অনেক রোগীকে কলকাতা এমনকি ভেলোর পর্যন্ত যেতে হচ্ছে, কারণ স্পেশালিষ্ট যে সার্ভিস এখানে থাকার কথা এবং যা পাওয়ার দরকার সেইগুলি পাচ্ছে না। এই যে স্পেশালিয়েশান বিশেষ করে জি, বি, এবং ডি, এম, হাসপাতালে চালু করার জন্য কত লক্ষ টাকা জিনিস পত্র কিনা হয়েছে গত দুইটি বৎসরে। এই জিনিস পত্র কেনার পর ও তা চালু করা যায় নি কেন ? তা ছাড়া দেখা যাচ্ছে যে, যে সকল রোগী বাইরে যাচ্ছে তার বেশীর ভাগই হচ্ছে নিওরোলজি। এখানে জি, বি, হাসপাতালে নিওরোলজিস্ট আনার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ধরণের আরো কিছু উইংস আছে যে গুলিতে স্পেশালিস্ট আনলে পরে এবং শক্তিশালী করলে পরে অন্তত বাইরে যাওয়ার হাত থেকে একটা বিরাট অংশের মানুষ রক্ষা পান এবং অর্থিক ক্ষেত্রেও তারা লাভবান হন। এই সব ব্যাপারে সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা চেষ্টা করছি যাতে করে সমস্ত উইংস খুলতে পারি।

শ্রীমতিলাল সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আমরা একটা এম, এল, এ, টিম জি, বি, এবং ভি, এম; দেখতে গিয়েছিলাম। রোগীদের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পারি যে, সেখানে ৭ থেকে ৮ দিন থাকলে পর ৬ থেকে ৮ হাজার টাকা খরচ করতে হয় তার জন্য তাদের গরু, ছাগল, ইত্যাদি বিক্রি করতে হয় এবং জমি জামা বন্ধক দিতে হয় তারপর তাদেরকে চলে আসতে হয় আগরতলা শহরের কোন এক নার্সিংহোমে। এখন ত্রিপুরা রাজ্যের চিকিৎসা দাতব্য চিকিৎসা বলতে কিছু নেই, সরকারী উদ্যোগে কিছু নেই, সমস্ত বেসরকারী উদ্যোগের কাছে চলে যাচ্ছে তা ছাড়া ত্রিপুরার সমস্ত রোগীকে হয় ক্যালকাটা নয় তো ভেলোর যেতে হয়। সেখানে একটা ত্রিপুরার হাসপাতাল হয়ে গেছে। সেখানে সমস্ত রোগী গিয়ে জমছে। ত্রিপুরাতে কোন স্কেনিং এর ব্যবস্থা নেই কোন ভাল

চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। চিকিৎসাটা সমস্তটাই বে-সরকারী হাতে চলে যাচ্ছে। এই সমস্ত হইতে চিকিৎসাকে রক্ষা করতে মাননীয় মন্ত্রী কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তা জানাবেন কিনা?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে অভিযোগটা এনেছেন তা ঠিক নয় এবং অবাস্তব।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার : – শ্রীচিত্ত রঞ্জন সাহা।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা (রাধাকিশোরপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৩

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৩।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য জি, বি, হাসপাতালে ক্যান্সার ইউনিটে কোন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর নেই, এবং

২। ইহাও কি সত্য লোডশেডিং বা অন্য কোন আকস্মিক কারণে বিদ্যুৎ চলাচল না থাকলে রোগীদের রে দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখতে হয়.

৩। সত্য হলে এই সমস্ত অসুবিধা দুর করার জন্য সরকারী কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

উত্তর

১। ইহা সত্য যে ক্যান্সার হাসপাতালে কোন জেনারেটার নেই।

২। হ্যাঁ। ইহাও সত্য।

৩। একটি জেনারেটার বসানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে ২৭ লক্ষ মানুষের বাস, সেখানে ক্যান্সার এমন একটা রোগ যার চিকিৎসা সারা ভারতবর্ষে বা পৃথিবীতে নেই। এটা দুরারোগ্য ব্যাধি। তাই এখানে একটি জেনারেটার মেসিন বসিয়ে যাতে রে'র ব্যবস্থা করা যায়, কারণ রের জন্য ত্রিপুরার লোক বাহিরে যেতে হচ্ছে, বিশেষ করে গরীব অংশের লোক তাদের কথা চিন্তা করে এই রে'র ব্যবস্থা করলে তারা বেঁচে যায়। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, এই

ব্যাপারে উনাদের কি চিন্তা ভাবনা আছে। এবং এই বাজেটে এই ব্যাপারে কোন টাকা পয়সা ধরা আছে কি না। এবং কত দিনের মধ্যে তার ব্যবস্থা করবেন এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন সুস্পষ্ট ভাবে বলবেন কিনা?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি তো আগেই বলেছি যে এখানে পরিকল্পনা আছে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তার ব্যবস্থা করব।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ক্যান্সার হাসপাতালটি এই রাজ্যের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে ইমার্জেন্সি যে লাইন আছে ডিজেল চালিত সেখান থেকে কেন লাইন নেওয়া হচ্ছে না। তাছাড়া ডিপার্টমেন্টের প্রস্তাব থাকা সত্বেও এই ইমার্জেন্সি লাইন ক্যান্সার হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে না। যার জন্য মাসের পর মাস রোগীদেরকে রে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তাছাড়া তাদেরকে বাইরে যেতে হয়। মন্ত্রীর খুব ঘনিষ্ঠ ডাঃ এর বাড়ীতে প্রাইভেট চিকিৎসার জন্য ইমার্জেন্সি লাইন দেওয়া হয়েছে উনার রিকমেণ্ডাশনে এব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ইমার্জেন্সি লাইনে এটা কাভার করে না, আমি অনেকবার আলোচনা করেছি ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ার-দের সঙ্গে। মাসের পর মাস বলেছেন এটা ঠিক নয়, কারণ মাসের পর মাস লোডশেডিং থাকে না।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না জি বি হাসপাতালের কাছে ট্রাইবেল রেস্ট হাউস আছে, এই রেস্ট হাউসটা ব্যবহারের খুবই অযোগ্য হয়ে আছে এবং এই রেস্ট হাউসটি অত্যন্ত ছোট। এটাকে আরও বড় করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না আমি অনুরোধ করছি উপজাতি কল্যাণ দপ্তর ও স্বাস্থ্য দপ্তর মিলে এই রেস্ট হাউসটি আরও বড় করে সুন্দর করার জন্য, এটা মাননীয় মন্ত্রী বিবেচনা করবেন কি না? এই রেষ্ট হাউসটা অত্যন্ত ছোট, এটাকে আরও এ্যাক্সটেনশান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কিনা? এবং সরকারের উপজাতি কল্যাণ দপ্তর ও স্বাস্থ্য দপ্তর মিলে এই রেষ্ট হাউসটিকে আরও সুন্দর করার প্রয়োজন মনে করছে কিনা, জানাবেন কি?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— যেই হাউসটিতে জায়গার সংকুলান হচ্ছে না, এই কথাটা ঠিক। তাই, আমরা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে আরও এ্যাক্সটেনশান করা যায় কিনা, আমরা খতিয়ে দেখব।

শ্রীবাদলচৌধুরী (ঋষ্যমুখ) : স্যার, আমাদের রাজ্যটা ইতিমধ্যে ক্যান্সার জোন বলে চিহ্নিত হয়েছে, এখানে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার জন্য যেমন বিভিন্ন যন্ত্রের অভাব রয়েছে তেমনি স্পেশালিষ্টেরও অভাব রয়েছে। এখানে বর্ত্তমানে যে কোবাল্ট মেসিনটি রয়েছে, তাও অধিকাংশ সময় নষ্ট হয়ে থাকে, ফলে ক্যান্সার রোগীদের প্রয়োজনীয় যে দেওয়া সম্ভব হয় না। এই সমস্ত কারণে যাদের অন্য কোন উপায় নেই, তারা ছাড়া আর কেউ এখানে চিকিৎসিত হতে চান না। কাজেই, এটাকে স্পেশালিষ্ট সার্ভিসে উন্নত করার জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়েছে সেগুলিকে ঠিক করা এবং স্পেশালিষ্ট শাখার ব্যবস্থা করা হবে কিনা। এই ধরনের রোগীদের চিকিৎসার জন্য যে ধরনের ব্যবস্থা থাকার দরকার, তা এখানে নেই, আমি নিজে ক্যান্সার ওয়ার্ডে গিয়ে দেখেছি যে সেই ওয়ার্ডে কুকুরে মানুষে এক সঙ্গে বাস করছে এমন কি একটা বেড পর্য্যন্ত নেই, যে বেড আছে, তাতে ভাল বেড সীট নেই। তাই, এই সমস্ত কিছু ঠিক করে, এখানে যাতে ক্যান্সার রোগীদের ভাল ভাবে চিকিৎসা হতে পারে, তার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে কোবাল্ট মেসিনের কথা বলেছেন, আমাদের নতুন কোবাল্ট মেসিন একটা আসছে এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনও পাওয়া গিয়েছে। ক্যান্সার স্পেশালিষ্ট নেই বলে যে কথা বলেছেন, সেই স্পেশালিষ্ট আনারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু স্যার, উনারা নিজেরাই বাধা দিচ্ছেন, কারণ, পি, জি, পড়ার সুযোগ না থাকলে কেউ স্পেশালিষ্ট হতে পারে না, আমরা কলকাতা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে অনেক করেসপনডেন্স করে, সেই ব্যবস্থা করতে হয়েছে, মাঝখানে উনারা জ্যোতি বাবুকে বলে, সেটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭০।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যে ৩টি ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল গ্রোথ সেন্টার স্থাপন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা সরকারকে ১৮ কোটি টাকা মঞ্জুরী দিয়েছিলেন ?

২। যদি সত্য হয়, তবে সেন্টারগুলি কোথায় স্থাপন করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে ?

৩। যদি স্থাপন করার স্থান নির্ধারন করা না হয়ে থাকে, তার কারণ কি ?

৪। এই ১৮ কোটি টাকা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে ।

২। প্রশ্ন উঠে না ।

৩) প্রশ্ন উঠে না ।

৪) প্রশ্ন উঠে না ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— আমরা যতটুকু জানি যে দক্ষিন ত্রিপুরা ভাকমাছড়াতে এবং পশ্চিম ত্রিপুরার যোগেন্দ্রনগরের কাছাকাছি কোথাও এই গ্রোথ সেন্টারগুলি স্থাপন করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে। কাজেই, এই গ্রোথ সেন্টার এর ব্যাপারে গভঃ অব ইণ্ডিয়া কি চিন্তা ভাবনা করছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিস্তারিত জানালে এবং সেই গ্রোথ সেন্টারগুলি আদৌ হবে কিনা, তাহলে আমরা আশ্বস্ত হতে পারি, এবং আমাদের সঙ্গে বিরোধী দলের চীফ হুইপও আশ্বস্ত হতে পারেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, পশ্চিম ত্রিপুরার একটা গ্রোথ সেন্টার করার জন্য ১৯৮৯-৯০ সালে ১৭ কোটি টাকা, ১৯৯০-৯১ সালে ১ কোটি টাকা এবং ১৯৯১-৯২ সালে ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং পশ্চিম ত্রিপুরার গ্রোথ সেন্টার স্থাপন করার জন্য এখন পর্য্যন্ত কোন স্থানই নির্বাচন করা হয় নি। ৩/৪ টি স্থান দেওয়া হয়েছে মাত্র।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, দক্ষিণ ত্রিপুরার ভাকমাছড়াতে যেখানে রাবার বোর্ড থেকে রাবার প্রসেসিং সেন্টার করা হয়েছে, তারই পাশে একটা গ্রোথ সেন্টার করা হবে বলে স্থির হয়েছিল, কিন্তু কি কারণে মাঝ পথে সেটার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়; ত্রিপুরা রাজ্যে তিনটি শিল্প বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে অনুমোদন দিয়েছিলেন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পরবর্তী নির্দেশে বলেছেন যে ইণ্ডাসট্রিয়েল গ্রোথ সেন্টার প্রথমে পশ্চিম ত্রিপুরায় হবে এবং এর কাজ শেষ হলে অন্য জায়গায় শুরু হবে ।

শ্রীসমর চৌধুরী : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি যে আগরতলার বুকে অরুন্ধুতি নগর শিল্প কেন্দ্র উদয়পুর ধ্বজনগরে এবং ধর্মনগরের শিল্প কেন্দ্রগুলি কি অবস্থায় আছে যেটুকু শিল্প আছে সেটাও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এখানে ইণ্ডাস্ট্রিয়েল গ্রোথ সেন্টারের গল্প করা হচ্ছে। এটা কি নির্বাচনের গল্প ।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অত্যন্ত পরিস্কার করে বলেছি যে কত টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে, এই টাকা আমরা শিল্প উন্নয়ন নিগমকে অলরেডি দিয়েছি। ওরাই অরুন্ধুতি এবং অন্যান্য শিল্প কেন্দ্র-গুলিতে লাল বাতী জ্বালিয়ে গেছেন। আমরা সেগুলি এখন চালু করেছি এবং ভাল অবস্থাতেই সেগুলি চালু আছে।

মি: ডেপুটি স্পীকার : — কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দেরকে অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES— "A" & "B")

STATEMENT BY CHIEF MINISTER

শ্রীরতনলাল ঘোষ : — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল রাত অনুমানিক সাড়ে ছয়টায়, ডি, এফ, ও, তেলিয়ামুড়া, অফিসের কর্মচারী সিদ্ধার্থ বণিক ফরেস্টার সরকারী কাজে খোয়াই গিয়েছিল। বাড়ী রেশম বাগানে। খোয়াই থেকে ফেরার পথে কল্যাণপুরে অমর কলোনীর কাছে, যে জীপে করে আসছিল সে জিপের নাম্বার টি, আর. জি. ৩৪০, সেই জীপকে লক্ষ্য করে কতিপয় দুষ্কৃতকারী গুলী করে এবং সিদ্ধার্থ বণিক ঘটনাস্থলে স্পট ডেথ হয়। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়টি খুবই জরুরী। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি এই ব্যাপারে একটি বিবৃতি আশা করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আপনার পক্ষে এখন কিছু বলা কি সম্ভব হবে ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য এখানে যা বলেছেন সেটা ঠিক। আমরা সকালে খবর পাওয়ার পর ডি, আই, জি, রেঞ্জকে সেখানে পাঠাই এবং প্রয়োজনীয় তদন্ত ও আসামী যাতে ধরা পড়ে সে জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মৃতদেহ পোষ্ট মর্টেম করে আগরতলা নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেহেতু বিষয়টি তদন্তাধীন সেহেতু হাউসে আমার পক্ষে এই মুহূর্তে আর বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে ঘটনা সত্য। এটা খুবই দুঃখজনক। আমরা আশা করছি, আসামীদের আমরা অবিলম্বে ধরতে পারব। তদন্ত কাজ শুরু হয়েছে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ ঃ স্যার, এটা খুবই দরিদ্র পরিবার। এর আগেও এর ভাই একসিডেন্টে মারা যায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তাদের আর্থিক দিক বিবেচনা করে এই পরিবারকে কিছুটা আর্থিক সহায়তা করলে পরিবারটি বাঁচবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) : - নিশ্চয়ই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় শুধু আর্থিক সহায়তা নয় যদি পরিবারের কোন লোক থাকে, তার চাকুরীর ব্যবস্থাও সরকার করবে।

REFERENCE PERIOD

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে ৮টি (আট) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের বিবৃতি প্রদানের কথা অন্তর্ভূক্ত আছে। আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখব আমাদের হাতে এরপরেও কলিং এটেনশান নোটিশ রয়েছে ৯টি এবং অন্যান্য আরো বিজনেস। কাজেই মাননীয় সদস্যরা যেন একটির বেশী পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান না চান।

উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি গত ২৩-৩-৯২ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে

অনুরোধ করছি, নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।
বিষয়বস্তু হলো :— "গত ২রা মার্চ্চ ধর্মনগরের শান্তিপুরে বন বিভাগের কর্মীদের কাছ থেকে ৪ (চার) টি বাইকেল ছিনতাই হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত উল্লেখিত বিষয়টির উপর বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ২রা মার্চ্চ ধর্মনগরের শান্তিপুরে বন বিভাগের কর্মীদের কাছ থেকে ৪ (চার) টি বাইকেল ছিনতাইয়ের ঘটনা সম্পূর্ণ অসত্য।

শ্রীসুবোধ দাস (পানিসাগর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কংগ্রেস(ই) দুবৃত্তরা বন বিভাগের কর্মীদের নিকট থেকে ৪টি বাইকেল ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখন বিষয়টি ধামাচাপা দিচ্ছেন এবং এই সভাকে বিভ্রান্ত করছেন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মুখ মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি ঘটনাটি সম্পূর্ণ অসত্য বলার পর অতিরিক্ত প্রশ্ন করে হাউসের মূল্যবান সময় নষ্ট করা সঙ্গত বলে আমি মনে করিনা।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ২৫-৩-৯২ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসুকুমার বর্মন মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় কৃষি মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো—

"গত ২২শে মার্চ ১৯৯২ইং থেকে রাজ্যে সকল কৃষি ফার্মে ফার্ম শ্রমিকদের ৫ (পাঁচ) দফা দাবীতে আন্দোলন শুরু এবং ৩রা এপ্রিল একদিনের প্রতীক ধর্মঘট ঘোষনা সম্পর্কে"।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুকুমার বর্মন মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত উল্লেখ্য বিষয়টির উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

কৃষি বিভাগে কর্মরত অনিয়মিত কর্মচারীরা তাদের ৫ দফার দাবীতে গত ২১শে মার্চ ১৯৯২ইং তারিখ হইতে যে আন্দোলন শুরু করিয়াছেন সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগত।

কৃষি বিভাগে ৩ রকমের শ্রমিক আছেন—যথা স্থায়ী শ্রমিক (পারমানেণ্ট লেবার)

দৈনিক হাজিরার শ্রমিক (ডি, আর, ডাবলিউ) এবং ক্যাজুয়েল লেবারার। স্থায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন কৃষি খামার ও ফলের বাগানে ইত্যাদিতে কাজ করার জন্য নিয়োগ হয়। তাহাদের জন্য পারমানেন্ট লেবারার রুল বলবৎ আছে। স্থায়ী শ্রমিকগণ বৎসরে ১২ দিন আকস্মিক ছুটি (ক্যাজুয়েল লীভ) ভোগ করতে পারেন। পারমানেন্ট লেবার ২২ দিন কাজ করার পর ১ দিন ছুটি অর্জন করতে পারেন। অর্জিত ছুটি ১৫০ দিন পর্য্যন্ত জমা থাকে। প্রয়োজনে অর্জিত ছুটি ভোগ করতে পারেন।

অসুস্থতার জন্য একজন পারমানেন্ট লেবারার একাধিক ক্রমে বৎসরে ১২০ দিন বিনা বেতনে ছুটি ভোগ করতে পারেন। কিন্তু এ রকম ছুটি তার সমস্ত চাকরীর জীবনে ২৫০ দিনের বেশী হইতে পারবে না।

পারমানেন্ট লেবারারগণ ৩৩ বৎসর কাজ করার পর মাসিক ন্যূনতম ১০০ টাকা পেনসন পাইবেন।

১০ বৎসর চাকুরী করার পর দৈহিক অকর্মন্যতা জনিত কারণে ন্যূনতম ১০০ টাকা মাসিক পেনসনের অধিকারী। বর্ত্তমানে কৃষি বিভাগে ১৬৯৪ টি পারমানেন্ট লেবারার-এর পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৪৪৪ টি পদ পুরণ করা হইয়াছে। বাকী ২৫০ টি পদ সিনিয়রিটি লিষ্ট পর্যালোচনা ও ই বুক যাচাই ক্রমে পুরণ করা হইবে।

দৈনিক হাজিরার শ্রমিকগণ (ডি, আর, ডাবিলিউ) প্রতি বৎসর ন্যূনতম ২৪০ দিন একাধিক্রমে ৩ বৎসর কাজ করার পর পারমানেন্ট লেবার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।

কৃষি বিভাগে পারমানেন্ট লেবারার হইতে চতুর্থ শ্রেণী (গ্রুপ-ডি) পদ পুরণ করা হইয়া থাকে। পারমানেন্ট লেবারারগণ বর্ত্তমানে ২৪.৫০ পয়সা করিয়া দৈনিক হাজিরা পাইয়া থাকেন।

বর্ত্তমানে ১৪৪৪ জন পারমানেন্ট লেবার এর জন্য বৎসরে ১ কোটি ২৯ লক্ষ ১২ হাজার ৯৭০ টাকা লাগে।

দৈনিক হাজিরা (ডি. আর, ডাবলিউ)

বর্ত্তমানে কৃষি বিভাগ ১০৪৩ জন দৈনিক হাজিরার শ্রমিক আছে তাহারা প্রতি ৬ দিন নিয়মিত কাজ করার পর ১ দিন সবেতন ছুটি ভোগ করিতে পারেন। তাহাদের দৈনিক হাজিরা ২৩.৫০ পয়সা।

দৈনিক হাজিরার শ্রমিকগন প্রতিবৎসর ন্যূনতম ২৪০ দিন একাদিক্রমে ৩ বৎসর কাজ করার পর স্থায়ী শ্রমিক (পারমানেন্ট লেবার) বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্যতা

অর্জন করেন। পারমানেন্ট লেবারের যোগ্যতা অর্জন করিবার পর শূন্য পদের সংস্থান থাকিলে সিনিয়রটি ভিত্তিতে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হয়। বর্ত্তমানে কৃষি বিভাগে ১০৪৩ জন দৈনিক হাজিরার শ্রমিক আছেন। তাদের জন্য বৎসরে দৈনিক ২৩.৭০ টাকা হাজিরার ভিত্তিতে মোট ৮৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৩৩ টাকা খরচ হয়।

ক্যাজুয়েল লেবার

কৃষি বিভাগের বিভিন্ন খামার, ফলের বাগান ইত্যাদিতে প্রয়োজন ভিত্তিক সাময়িক ভাবে শ্রমিকদের কাজে লাগানো হয় ঐ সময় ভিত্তিক নির্দ্দিষ্ট কাজ গুলি শেষ হওয়ার পর তাহাদের প্রয়োজন হয় না। তাদের বর্তমান দৈনিক হাজিরা ২১.৫০ পয়সা।

কৃষি বিভাগে কর্মরত সকল প্রকার শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া সম্পর্কে সরকার অবগত। দাবী দাওয়া গুলি পর্যালোচনা ক্রমে যথাযথ দাবী গুলি মিটাইবার চেষ্টা করা হইবে। তবে সীমিত অর্থানুকুল্যে সকল দাবী মেটানো সম্ভব নাও হইতে পারে। সরকার সহানুভূতিশীল।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (নলছড়) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন কৃষি ফার্মের শ্রমিকদের দাবীগুলি যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ৫ দফা দাবী এই দাবীগুলির মধ্যে এখানে পি. এল. কর্মীগণ যারা কাজ করেন তাদেরকে ডি কেটাগরি করার জন্য সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছেন এবং যাদের ২৪০ দিন কাজ পুর্ণ হয়েছে তাদের সেখানে পারমানেন্ট করা হবে কিনা; এই সম্পর্কে সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছেন?

দ্বিতীয়তঃ যারা দৈনিক মজুরী এখন যারা ২৩ টাকা করে পান। বর্ত্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মজুরী দৈনিক ৪০ টাকা করা হবে কিনা এবং যাদের ছাটাই করা হয়েছে তাদের পুন নিয়োগ করা হবে কিনা?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে ডি. কেটাগরী কর্মচারী নেওয়ার সংস্থান আছে। যে পোষ্টগুলি সৃষ্টি হয় তার মধ্য থেকে ৮০ শতাংশ আমরা পারমানেন্ট কর্মচারী থেকে নিয়ে থাকি আর বাকী ২০ শতাংশ ডাইরেক্ট নেওয়া হয়ে থাকে। আগে ৫টা ছিল

৬০ শতাংশ পারমানেন্ট কর্মচারী থেকে নেওয়া হতো আর ৪০ পারসেন্ট ডাইরেক্ট নেওয়া হতো। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে সুযোগ ছিল তার চেয়ে বেশী সুযোগ আমরা দিয়েছি ক্যাজুয়েল লেবার থেকে পারমানেন্ট লেবার নেওয়া এটা বলেছি ২৫০টি খালি পোষ্ট আছে এবং সিনিয়রিটি ভিত্তিতে তাদের পারমেন্ট করা হবে। তার জন্যই এটা বিলম্বিত হচ্ছে। তারপর মাননীয় সদস্য বলেছেন দৈনিক মজুরী বৃদ্ধি করার কথা বলেছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার এটা মূলতঃ ঠিক করেন লেবার ডিপার্টমেন্ট এখন উনাদের যে রেইট সেটা হচ্ছে ১৯ টাকা ৫০ পয়সা কিন্তু আমরা দিচ্ছি ২১ টাকা ৫০ পয়সা লেবার ডিপার্টমেন্ট সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে করছেন।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার : তৃতীয় রেফারেন্সটি গত ২৫-৩-৯২ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

"ত্রিপুরা রাজ্যে ফিকস্ট পে কর্মচারীদের অবিলম্বে স্থায়ীকরণ করার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) : — মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, "ত্রিপুরা রাজ্যে ফিকসট্ পে কর্মচারীদের অবিলম্বে স্থায়ীকরণ করার ঘটনা সম্পর্কে"।

বিভিন্ন দপ্তরের হিসাব মতে বর্তমানে এই রাজ্যে ৭, ৮১১ জন্য কর্মচারীকে ফিকসট্ পে ভিত্তিতে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। গত ১৮-৩-৯২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বিধান সভার অধিবেশনের পর অর্থ দপ্তরের কমিশনার এই বিষয়টি সামগ্রিক ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবেন এবং এর উপর একটি রিপোর্ট মন্ত্রী সভার বিবেচনার জন্য পেশ করবেন।

শ্রীদীপক নাগ (বড়জলা) ঃ— গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী সুধীর বাবু মখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কেবিনেট সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, আগামী আর্থিক বছর তথা এপ্রিল মাসে এই ফিকষ্ট পে এবং ওভার এইজ ফিকষ্ট পে যারা আছেন তাদেরকে রেগুলার করা হবে। তা সেই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কবে নাগাদ এইটা করা হবে সেটা স্পেসিফিকভাবে জানাবেন কি না ? দ্বিতীয়তঃ ফিক্ষট পে কর্মচারী যারা তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় বাড়ী থেকে

দেড়শত কিলোমিটার দূরে পর্যন্ত পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে ফলে তাদের যেতে আসতে যে টাকা তারা পায় তা খরচ হয়ে যায়, পরিবারকে সাহায্য করার মত তাদের হাতে কিছুই থাকে না। একথা বিবেচনা করে এই আর্থিক বছরে যেটা বর্তমান মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মার্চ মাসে বলেছেন যে আগামী আর্থিক বছরে তাদেরকে রেগুলার করা হবে। সেটা সম্পর্কে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার বক্তব্য যেহেতু আজকে থেকে আর্থিক বছর শুরু হয়েছে সেহেতু এইটা কবে নাগাদ করা হবে জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীরবাবুর আমলে আমার যতটুকু মনে হয় কাউনসীল অফ্ মিনিষ্টারস মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয়েছিল ওভার এইজেড এবং এডুকেশানে ফিকষ্ট পে কর্মচারী যারা আছে তাদেরকে রেগুলার করার ব্যাপারে এবং সেই মোতাবেক আমরা অর্থ দপ্তরের সচিবকে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দিয়েছি যত শীঘ্র সম্ভব শিক্ষা দপ্তরের এই সমস্ত কর্মচারীদের ফিকষ্ট পে ও ওভার এইজেড যারা তাদের স্থানীয় করনের জন্য কত টাকার প্রয়োজন তা হিসাব করে দেখার জন্য এবং আমি যতটুকু জেনেছি প্রাক্তন শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী অরুনবাবুর কাছ থেকে তিনি বলেছেন সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান রেখে গেছেন বলে আমাকে গতকালকে জানিয়েছেন। কাজেই আমরা অর্থ দপ্তরের কাছ থেকে পরিস্কার চিত্র পেলে যত শীঘ্র সম্ভব এই সমস্ত ফিকষ্ট পে এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের এবং ওভার এইজেড কর্মচারীদের রেগুলার করার ব্যবস্থা আমরা গ্রহন করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের চতুর্থটি গত ২৭.৩.৯২ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুটির উপর মাননীয় খাদ্য ও জন সংবরন মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় খাদ্য ও জন সংবরন মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তুটি হলো :— "গত ২৫শে মার্চ ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় " — ফং (ই) কর্মীর গুদাম থেকে ১৩৭ মেট্রিকটন রেশনের চাল উদ্ধার ধামা চাপা দিতে দৌড় ঝাপ।" এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২৫ শে মার্চ "ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় " — ফং (ই) কর্মীর গুদাম থেকে ১৩৭ মেট্রিকটন রেশনের চাল উদ্ধার ধামা চাপা দিতে দৌড় ঝাঁপ" এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

গত ২৪শে মার্চ, ১৯৯২ ইং তারিখে একটি রাজ্য পুলিশের এনফোর্সমেন্ট শাখা কর্তৃক চাউল আটক করার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃত ঘটনা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনার জন্য ধর্মনগর মহকুমা শাসককে তদন্ত করিয়া বিস্তারিত তথ্য প্রেরণ করার জন্য জরুরী বার্তা খাদ্য অধিকর্তার অফিস হইতে প্রেরণ করা হয়

ইত্যবসরে সুপারিনটেনডেন্ট অব্ পুলিশ এনফোর্সমেন্ট আগরতলা ক্যাম্প ধর্মনগর হইতে একটি রেডিও বার্তায় জানায় যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ ১৩৭১ বস্তা চাউল অত্যাবশ্যক পণ্য আইন ১৯৫৫ ইং অনুযায়ী আটক করিয়াছে এবং অত্যাবশ্যক পণ্য আইনের ৭ (১) ধারা অনুযায়ী ধর্মনগর থানায় একটি কেইস রুজু করিয়াছে যাহার কেইস নাম্বার —১২ (৩)

২৬শে মার্চ, ১৯৯২ ইং তারিখে এক জরুরী রেডিও বার্তায় এস. পি. (এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ) কে নির্দেশ পাঠানো হয় যেন আটককৃত চাউলের পূর্ণ বিবরন জেলা শাসকের (উত্তর) গোচরে আনা হয় যাহা উনি (ডি. এম. -নর্থ), সরকার নির্ধারিত দামে ন্যায্য মুল্যের দোকান মারফৎ ই. সি. অ্যাক্ট এর ধারা অনুযায়ী বন্টনের আদেশ দেওয়ার একমাত্র অধিকারী। উক্ত রেডিও বার্তার কপি যুগপৎ এস. ডি. ও, ধর্মনগর, ডি. এম, নর্থ, কৈলাসহর, এস. পি. নর্থ, কৈলাসহর, ডি. আই. জি. (সি. আই. ডি.) আগরতলাকেও দেওয়া হয় আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

সেই অনুসারে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক আটক চাউল ন্যায্য মুল্যের দোকান মারফৎ বন্টন করার দায়িত্ব এক আদেশ মুলে ধর্মনগর মহকুমা শাসকের উপর ন্যাস্ত করিয়াছেন।

২৮শে মার্চ, ১৯৯২ ইং তারিখে ইনস্পেকটর অব্ পুলিশ (এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ) আগরতলা এর একটি রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৫৫. ২১৫ মেট্রিক টন চাউল খাদ্য দপ্তরের পরিবহন ঠিকাদার শ্রীসুনিলচন্দ্র দেবের ছেলে শ্রীসুভাষচন্দ্র দেবের ধর্মনগরস্থিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন গুদাম হইতে ২১. ৩. ৯২ ইং তারিখের রেশন চাউল সন্দেহে আটক করিয়া ধর্মনগর মহকুমার চন্দ্রপুরস্থিত সরকারী খাদ্য গুদামে মজুত রাখেন উক্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায় চাউলের বস্তাগুলির উপর ফুড করপোরেশন অব্ ইণ্ডিয়ার 'স্টেনসিল মার্ক' রহিয়াছে। উক্ত রিপোর্টে ইহাও প্রকাশ পায় যে অভিযুক্ত শ্রীসুভাষচন্দ্র দেব পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য

বর্তমানে পলাতক আছে।

এ ব্যাপারে পুলিশের পূর্ণ তদন্ত চলিতেছে। ২৭শে মার্চ ১৯৯২ ইং তারিখে একটি জরুরী বার্তায় ডি. এম. নর্থ. কৈলাসহর কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন জেলা প্রশাসনের একজন সিনিয়ার অফিসার দ্বারা ব্যাপারটির বিভাগীয় তদন্ত করিয়ে রিপোর্ট দেন। বিস্তারিত বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্ট এখনো পাওয়া যায় নাই।

উপরিউক্ত ঘটনাবলী হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে সরকার প্রকৃত দোষীকে আইন মোতাবেক শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই। এবং এই ব্যাপারে কোন প্রকার ধামা চাপা দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। বস্তুতঃ অপরাধীকে খোঁজে বের করার জন্য প্রথম হইতেই যথেষ্ট তৎপরতা গ্রহন করা হয়েছে।

শ্রীবাসন্ত চৌধুরী :- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই সুনীল দেব এবং তার ছেলে সুভাষচন্দ্র দেব তারা দুইজনেই ধর্মনগর কংগ্রেস (ই) এর নেতা। এবং সুনীল চন্দ্র দেব তিনি এফ, সি, আই, এর এবং খাদ্য দপ্তরের ঠিকেদার। এবং তার ছেলে সুভাষ দেবকে তিনি লাইসেন্স সংগ্রহ করে দিয়েছেন চালের ব্যবসা করার জন্য। এফ, সি, আই, এর ঠিকেদারদের নিয়ম হচ্ছে তারা এফ, সি, আই, এর গোদাম থেকে চাল নিয়ে সেগুলিকে সরাসরি আগরতলায় পাঠিয়ে দেবে। রাস্তায় সে চাল রাখার কোন নিয়ম নেই। কিন্তু দেখা গেছে এই ঠিকেদার সুনীলচন্দ্র দেব তিনি এফ, সি, আই, গোডাউন থেকে চাল নিয়ে তার ছেলের গোডাউনে মজুত করেছেন। স্যার. এই সুনীল দেব এতই প্রভাবশালী যে তার ছেলে সুভাষ দেবের চালের গোডাউন করার জন্য ধর্মনগরের এস. ডি, ও, অফিসের জায়গা দখল করে সেখানে গোডাউন করেছেন। এবং এন্‌ফোর্সমেন্ট এর যিনি এস, পি, শ্রীবিজয় সিং যাদব. তিনি খবর পেয়ে ধর্মনগর যান এবং তিনি যখন এই গোডাউনে যান তখন দেখে একটা গাড়ী ১০৭ বস্তা চাল নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোডাউনের সামনে। তিনি সেই চালটিকে আটক করেন এবং পরে এস ডি, ও, ধর্মনগরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাকে জানান। স্যার এই যে সুভাষ দেব সে গত ডিসেম্বর থেকে তার লাইসেন্স রিনিউ করছে না. তার লাইসেন্সই নাই অথচ সে চালের ব্যবসা করছে।......

তাদের লাইসেন্স নেই। অথচ তাদের চালু ব্যবসা রয়েছে। থানার পুলিশ এবং সি, আর, পি বাহিনী তাদের সেই চাল আটক করেন। অনুমান করা

হচ্ছে যার বাজার মুল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। এই ১০ লক্ষ টাকার চাল আটক করা হয়। কিন্তু চাল আটক করার পরই সেখানকার দুইজন প্রভাবশালী ব্যাক্তি সুধীরনাথ এবং বাবুলাল ওরায়াং চাল ছুটানোর জন্য আগরতলায় মাননীয় মন্ত্রী বিভানাথের বাড়ীতে চলে আসেন। সেখানে এসে তারা চেষ্টা শুরু করে দেন।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার : — মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবেন না। সংক্ষেপে স্পেসিফিক প্রশ্ন না করলে মাননীয় মন্ত্রীর পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, সংক্ষেপেইতো বলছি। সেখানে স্যার, এস পি, যাদবকে বদলি করা হয়েছে। গত পরশুদিন এস, পিকে ট্রান্সফার করা হয়েছে চাল ধরার জন্য। এতবড় একটা কাজ করলেন সেই জায়গায় পুরস্কারের পরিবর্তে তাকে বদলী করে দেওয়া হল। আশ্চর্য ! কিন্তু কেন ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : – স্পেসিফিকভাবে বলুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী : – স্যার, তাইতো বলছি আমি আমার স্পেসিফিক প্রশ্ন হচ্ছে খাদ্য দপ্তরের যে সমস্ত অফিসার এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কি না ? এবং মাননীয় মন্ত্রীর বাড়ী থেকে তাদেরকে টিকিট কেটে গৌহাটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর জানা আছে কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এনফোর্সমেন্ট দপ্তর থেকে সেই চাল আটক করা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে সুধীর দেব রাজ্য সরকারের একজন কনট্রাকটর। এই ঘটনার পরই রাজ্য সরকার তদন্তের কাজ হাতে নিয়েছেন এবং এখন পর্যান্ত যা তদন্ত হয়েছে তাতে ধারনা করা হচ্ছে যে মালগুলিতে এফ, সি, আই, এর সিম্বল রয়েছে। তবে তদন্তকার্য্য সম্পন্ন হলে পরেই সঠিকভাবে সব কিছু বলা যাবে। তদন্তকার্য্য চলছে। কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি যুক্ত কিনা এই তথ্য সরকারের কাছে নেই। আমরা ওকে ধরেছি এবং আইন অনুযায়ী ওর বিরুদ্ধে যেসমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেগুলি ওর বিরুদ্ধে নেওয়া হবে। এইটুকু আশ্বাস আমি মাননীয় সদস্যকে দিতে পারি। এবং আর একটা কথা বলেছেন যে সুনীল দেব-এর ছেলের নাম সুভাষ দেব যার নাকি একটা

লাইসেন্স আছে। ঠিক, আমি তদন্ত করেছি ওনার একটা চাউলের লাইসেন্স আছে এবং সেই লাইসেন্সের মেয়াদ ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হয়ে গেছে এবং তার জন্য উনি আবেদন করেছেন কিন্তু সরকার এখনও ওকে লাইসেন্স দেয়নি। আশা করি এই কেইসটার ক্ষেত্রে এটাও একটা ভালো ভূমিকা পালন করবে। এটাও আমরা আমাদের দপ্তর থেকে তদন্ত করছি।

গণ্ডগোল

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : – উল্লেখ্য বিষয়ের পঞ্চমটি গত ২৮, ৩, ৯২ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয় বস্তুটি হলো : – "২৮শে মার্চ ৯২ ইং "ভাবী ভারত পত্রিকায়" প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আরেক অপকীর্তি, কেন্দ্রের কাছে রাজ্য থেকে বাংলাদেশে ২৫ হাজার গরু চালানোর অনুমতির জন্য সুধীরের আব্দার এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

গণ্ডগোল

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : - আমি আগেই উল্লেখ করেছি কোন বিষয়ের উপর একটির বেশী পয়েন্ট অফ্ ক্লেরিফিকেশান দেওয়া হবে না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) : -মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় "গত ২৮শে মার্চ ১৯৯২ইং তারিখ 'ভাবী ভারত পত্রিকায়' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আরেক অপকীর্তি কেন্দ্রের কাছে রাজ্য থেকে বাংলাদেশে ২৫ হাজার গরু চালানোর জন্য সুধীরের আবদার, এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত সংবাদ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই ব্যাপারে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যথা বিহিত ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, এখানে নির্দিষ্ট চিঠি ছাপিয়ে দিয়েছে চিদাম্বরমের। তদন্তের অপেক্ষা রাখে না। এই চিঠি পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছে অথচ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সভাকে কি বলে বিভ্রান্ত করছেন আমি

জানি না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদারের এটা কি কেউর কাছে অজানা ?

পি, আই, ডি সির ক্ষেত্রে সেই রাসেশ্বর দত্ত ভাইস চেয়ারম্যান, যাকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। ঐ মুখ্যমন্ত্রী এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তাকে আবার সমীরবাবু এসে ভাইস চেয়ারম্যান করেছেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা সম্পূর্ণ অসত্য রাসেশ্বর দত্ত শারীরিক কারণে এক মাস হয়েছে পদত্যাগ করেছে এবং তার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। রাসেশ্বর দত্ত এখন ভাইস চেয়ারম্যান নেই।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভুল তথ্য দিচ্ছেন স্যার। মার্চের ১৪ তারিখ গেজেট পাবলিকেশন হয়েছে। এই গেজেট পাবলিকেশনের মধ্যে এটা বলা হয়েছে যে, শ্রীসুনীল চন্দ্র দাস চেয়ারম্যান আর শ্রী রাসেশ্বর দত্ত ভাইস চেয়ারম্যান।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলছি ভাইস চেয়ারম্যান রাসেশ্বর দত্ত রেজিগনেশান লেটার গত মাসের ১৬ কি ১৭ তারিখ মার্চের একসেপটেড হয়েছে

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি পরিস্কার বলেছি, গত মাসে তার রেজিগন্যাশান লেটার একসেপ্ট হয়েছে। ১৮ তারিখ রেজিগনেশান দিয়েছে ২০ তারিখ তা একসেপ্ট হয়েছে স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য। রাসেশ্বর দত্তের রেজিগন্যাশান লেটার একসেপ্ট হয়েছে ২০ মার্চ স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে।

গণ্ডগোল

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফেকেশান স্যার, আমার কথা হচ্ছে জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষা। এই মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছে আর দ্বিতীয়টা জল গরু চুরি ২৫ হাজার।

গণ্ডগোল

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি একটু থামুন। আপনি সুনির্দ্দিষ্ট ক্লারিফিকেশান চান। শুধু শুধু তো সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এই ভাবে যদি বলতে থাকেন তা হলে তো উনার পক্ষে বলা সম্ভব হবে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— ক্লেরিফিকেশান স্যার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এখানে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে বলেছেন ইছমাইল গনি নামক একজন ব্যক্তি ২৫ হাজার গরু বাংলাদেশে যাতে চালান দিতে পারে তার জন্য সুধীর মজুমদার চেয়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই অনেক কেলেঙ্কারি, কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারী। আজকে এই গরুর ব্যাপারে যে কেলেঙ্কারি উদ্ঘাটিত হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিদাম্বরম তাকে সাহায্য করেছেন। এই সুধীর মজুমদারকে সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হবে কিনা ?

গণ্ডগোল

মিঃ ডেপুটিস্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি ইন্টারেপসান করবেন না। আপনারা বসুন প্লিজ আপনারা বসুন।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙ্খল :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি এই ভাবে সময় নষ্ট করেন। প্রতিটি সময় উনি এই ভাবে নষ্ট করে থাকেন। এই ভাবে কি সুযোগ দেওয়া হবে ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্যকে বার বার অনুরোধ করা হচ্ছে আপনি সুনির্দিষ্ট ভাবে এবং সংক্ষেপে বলুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আমি তো সংক্ষেপেই বলতে চাই, স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—কিন্তু যে ভাবে আরম্ভ করেন এটা বিবৃতি ছাড়া কিছু নয়। প্রত্যেক বারই আপনার এই ঘটনা ঘটছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার এখানকার সদস্যরা গরু চুরির পক্ষে কথা বলেন। উকালতি করেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই ভাবে দেরী করলে পরে আমার পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আমি তো ক্ল্যারিফিকেশান চাইছিলাম। আমি যেটা বলছিলাম, এই যে ইস্‌মাইল গনি সম্পর্কে।

মি: ডেপুটি স্পীকার : - আপনাকে বার বার বলছি আপনি স্পেসিফিক ভাবে বলুন, বার বার বলছেন ইস্মাইল গনি।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এইভাবে হাউজ চলতে পারে না। উনি প্রত্যেক সময় এই ভাবে সময় নষ্ট করেন, আমারও বলার ইচ্ছা আছে, রোলিং চাই আপনার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরসিকলাল রায় (মন্ত্রী) : পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, যে কোন লোক একটা সরকারের কাছে আবেদন করতে পারে স্যার, এটা ফরোয়ার্ড করতে পারে কিন্তু এটা যে কার্য্যকরী হবে এটা ঠিক নয়। এই যে গ্রেপ্তারের কথা বলেছেন তা এক্সপাঞ্জ করা হউক

(গণ্ডগোল)

মি: ডেপুটী স্পীকার :— প্লিজ সিট ডাউন, নো, নো আর নয় অনেক হয়েছে। আর নয় অনেক হয়েছে, প্লিজ সিট ডাউন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার আমার ক্লেরীফিকেশানটি দিবেন না।

ডেপুটি স্পীকার :— কাকে বলেছেন, কে দেবে। এইভাবে বিবৃতি দিলে কিভাবে উত্তরটি পাবেন। এখানে উঠে উঠে বিবৃত্তি দিলে চলবে না। এর উত্তর মন্ত্রীদেরকে দিতে হবে।

(গোলমাল)

ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) : —মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কোন চিঠি লিখেছেন কিনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিদাম্বরমকে। সবটা ব্যাপার তদন্ত করে দেখতে হবে, তাই আমি বলছি পুরো ব্যাপারটা আমরা দেখে তারপরে আমরা বলব। উরা গরুর লেজে ধরে বৈতরিনী পার হতে চাইছে। কাজেই লেজে যখন ধরে আছে যাদের দিকে ওদের নজর, গরুর লেজে ধরে এবার বৈতরিনী পার

হওয়া যাবে না সামনে নির্বাচন অত্যন্ত কঠিন নির্বাচন। ত্রিপুরার জনসাধারণ জানে এই বৈতরিনীর নদী আপনারা আগামী নির্বাচনে পার হতে পারবেন না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী):— একদা ত্রিপুরা রাজ্য ঘন বনে আচ্ছাদিত ছিল এবং সমগ্র রাজ্যের ৮৪ ভাগে বনভূমি বিস্তীর্ণ ছিল। ১৯৪৮-৪৯ থেকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে বনাঞ্চল বসবাস ও কৃষি কার্য্যের সম্প্রসারণে সংকোচিত হয়ে, আজ দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশ। ইহা সহজেই অনুমেয় যে পূর্ব সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বহুলাংশ কমে গিয়ে বসতবাটি ও কৃষিভূমিতে পরিণত হয়েছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৬.০৬.০০০ জন, সেই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ২৭,৪৫.০০০ জনের আরও অধিক। মানুষের ব্যবহারিক কাঠ ও অন্যান্য বনজ বস্তুর চাহিদা অনেকগুণ বেড়েছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অন্য দিকে এই রাজ্যের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে প্রায় ৬০০ কিলোমিটারের মতো। বাংলাদেশ সীমান্তে কাঠ পাচার, খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চোরা কারবারীর ব্যবসা অনেক দিন ধরে চলে এসেছে এটা সর্ব জনসাধারনের কাছে অবিদিত নয়। অপর দিকে জনসাধারণের চাহিদা ও কতিপয় সমাজ বিরোধী দুষ্কৃতিকারীদের অর্থ পিপাসা বনজ সম্পদকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়েছে এবং এই অবস্থা তদকালীন বামফ্রন্ট সরকারই করেছে, বন দপ্তর তথা জোট সরকার এই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

কিছুদিন পূর্বে আই. এফ. এস. এসোসিয়েশানের তরফথেকে একটি স্মারকলিপি সমাজ বিরোধীদের হতে বন রক্ষার্থে বন কর্মীগণের লাঞ্চিত প্রহৃত হওয়ার কিছু ঘটনা সরকারের গোচরে এনেছেন। সেরূপ কিছু ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল—

১) গত ২০,৩,৯১ইং তারিখে গোমতী ডিভিশনের শ্রী এ, কে, গুপ্ত, ডি, এফ. ও, মহোদয়কে দুষ্কৃতিকারীর একটি দল উনার সরকারী বাসভবনে বোমা ছুঁড়েন এবং জীবন সংশয়ের হুমকি দেয়। উক্ত ঘটনাটি নতুন বাজার থানায় নথিভুক্ত হয় এবং সরকারের নজরে আনা হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ডি, এফ, ও, মহোদয়কে দেহরক্ষী দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং পরে অপরাধীকে ধরা হয়েছিল।

২) গত ৬ ২ ৮৯ইং তারিখে ইনচার্জ কনজারভেটার অফ ফরেষ্ট উত্তর সার্কেল, কুমারঘাট শ্রী আর, এল, শ্রী বাস্তব মহোদয়কে ও আরও দুইজন ডি, এফ,

ও, মহোদয়কে জম্পুই পাহাড়ের প্রচুর গাছ কাটার ব্যাপারে তদন্তে অপরাধী খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে গেলে, উনাদের সরকারী কাজে বাধা ও আক্রমন করেন। ইহার পিছনে চোরাকারবারী ব্যবসায়ীদের ইঙ্গিত ছিল এবং সরকারের গোচরে আনা হয়।

৩) পুনরায় ১৯৮৯ মার্চ্চ মাসে অতিরিক্ত মুখ্য বনসংরক্ষণ যখন খোয়াই রেঞ্জ এলাকায় ব্যাপক গাছ কাটার তদন্ত করতে যান, তখন কতিপয় দুষ্কৃতিকারী, উনাকে তদন্ত করতে বাধা দেন এবং অকথ্য গালাগাল ও ভীতি প্রদর্শন করেন, যদিও এই ঘটনাটি থানায় নথিভুক্ত হয় নি কিন্তু সরকারী ভাবে জানানো হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅরুণ কর মহোদয়কে এই ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্তক্রমে একটা সুরাহা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। খোয়াই অঞ্চলের বেশ কিছু বন অপরাধের মামলা এখনও আদালতের বিচারাধীন আছে।

৪) গত ৯, ৯১ তে খোয়াইর ফরেষ্টার শ্রী পি কে ভৌমিক মহোদয়কে আক্রমন করেছিল ও ১, ১০ ৯১ তে উনাকে দৈহিক অত্যাচারও করেছেন। এই ঘটনাটিও খোয়াই থানায় নথিভুক্ত করা আছে এবং এখনও সেটি পুলিশের তদন্তাধীন।

স্বাভাবিক রূপেই উপরিউক্ত ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বন কর্মীদের মধ্যে একটা হতাশার উদ্রেক হয়েছে যদিও বন দপ্তর এই ব্যবস্থার মোকাবিলার জন্য সার্বিক ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তার সীমিত কাঠামোর মাধ্যমে এছাড়া পুলিশ ও সি, আর, পি,র সাহায্যও প্রয়োজন মত সরকার হতে পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে দুষ্কৃতিদের দমন এত সহজ নয়। জনগণের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু কিছু সংখ্যক বন কর্মী ও কখনও কখনও পুলিশের সাহায্য নিয়ে এই সমাজ বিরোধী, চোরাকারবারী ও পাচারকারীদের দমন করা সম্ভব নয়। জনমত গড়ে তোলার প্রয়োজনই বেশী। দেশের কথায় ৩,০০০ বর্গমিটার সংরক্ষিত বনাঞ্চল সাবাড় করে ফেলেছে বলে যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে— তা সত্য নহে ও ভিত্তিহীন তবে ইহা স্বীকার্য্য যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও বনজ সম্পদের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় কিছুটা বনাঞ্চল কমেছে এবং অসাধু ব্যবসায়ীরা অবৈধ ভাবে কাঠ পাচার কার্যে লিপ্ত। গত ৩ বছরে গাছ কাটা ও অপরাধীর সংখ্যা নিম্নরূপ : —

	গাছ কাটার সংখ্যা	অপরাধীর সংখ্যা	আনুমানিক মূল্য
১৯৮৮-৮৯	৬২৯টি	৬৬	৭,৪৫ ২০০ টাকা
১৯৮৯-৯০	৫,০৭৯টি	১,০৯৬	৭০,৫৪,৮০০ টাকা
১৯৯০-৯১	২,৯৪১টি	১,২৫৬	৩৫,২৯,২০০ টাকা

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই পর্যন্ত ৭,৭৪৯টি বে-আইনী গাছ কাটা ও পাচারকারীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইহা খুবই পরিতাপের বিষয় যে এই অবৈধ চোরাকারবার ও সমাজ বিরোধীদের ধরার সময় উপযুক্ত অফিসারগণ ছাড়াও ৭৯ জন বনকর্মী আক্রান্ত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত। বন ও বনভূমি যে শুধুমাত্র সমাজ বিরোধী ও চোরাকারবারীদের দ্বারাই ধ্বংস হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। আমরা জানি এরাজ্যের উপজাতিরা আবহমান কাল থেকে বনাঞ্চল কেঁটে জুম করে থাকেন। এটাও অপূরণীয় বন ধ্বংস হওয়ার আর একটি মূলত কারণ। প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯২৭ সনে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে জুমিয়াদের উপর একটা সমীক্ষা করা হয়েছিল। এতে দেখা যায় যে এই রাজ্যে ৫৫০৫৯টি বিভিন্ন জুমিয়া পরিবার আছে এবং যার লোকসংখ্যা প্রায় ২০৮৮,৩১০। এই ব্যাপক জুম চাষের ফলে বনাঞ্চল ক্রমশ:ই কমছে এবং সেই বনাঞ্চল অবক্ষয়িত অনুর্বর হয়ে আছে। উপগ্রহ থেকে সমীক্ষায় দেখা গেছে যে যেখানে ১৯৭৮ সনে ৫˙৩ শতাংশ বনাঞ্চল জুম চাষ হত সেখানে ১৯৮৬ তে ৬˙৫৪ শতাংশ বনাঞ্চল জুম চাষে কবলে আসছে। বর্তমানে বৎসরে প্রায় ১৫০০০ হেক্টর বনাঞ্চল ভূমিতে জুম চাষ করে থাকে। সমাজ বিরোধী কাঠ পাচারকারী, অবৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যাপক জুম চাষ, পাহাড়ের বনাঞ্চলে অনিয়মিত আগুন ও গরু মহিষদের যথেচ্ছ গোচারণের ফলে বন বনভূমি ক্রমেই কমে যাচ্ছে এই কমে যাওয়া বনভূমিকে আবার ঘন বনে রূপান্তরিত করার জন্য বন দপ্তর প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমানে বনায়ন সৃজনের কাজ হাতে নিয়েছে। অবক্ষয়িত ভূমিতে এবং যেখানে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে খোলা জায়গা আছে সেই সমস্ত জায়গাগুলি বনায়নের আওতায় আনা হচ্ছে। এ এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। এবং ইহাকে কার্য্যকরী করতে বন দপ্তরে কর্মীগণ বর্তমান সরকারের সহযোগীতায় সমগ্র ত্রিপুরার সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে বনায়নের মাধ্যমে পুনরূপ দিতে বদ্ধ পরিকর।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী (সাব্রুম): — পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, প্রথম যেটা স্মারক পত্রে কি উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যের বেকারদের চাকুরী দিতে না পারাতেই এই বন কাঁটার একটা বিশেষ কারণ। তিন নং যারা বন রক্ষা করছে তাদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। যারা আক্রমন করছে তাদের কি শাস্তি সরকার দিয়েছেন ?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং(মন্ত্রী) :-- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সমস্ত পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। বেকারদের চাকুরী দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না সত্য। কিন্তু এটা সি পি. আই (এম) পার্টি এই সমস্ত যুবকদের কে বিভ্রান্ত করছে এবং এই সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে বলে আমাদের কাছে সংবাদ আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আরেকটা নোটিশ এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরশিরাম দেববর্মা শ্রীবিধুভূষণ মালাকার এবং শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা। এই নোটিশটির উপর মাননীয় মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো, ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় ৩০শে মার্চ ১৯৯২ ইং সংখ্যায় কাঠ পাচারে বাধা দিতে গিয়ে ডি. এফ, ও, ৭ রাউণ্ড গুলি শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই রেফারেন্সটির বিবৃতি বিরাট বড়। রিসেসের টাইম হয়ে যাচ্ছে। শেষ হবে না কাজেই আপনি অনুমতি দিলে আমি এটার বিবৃতি রিসেস্ টাইমের পর দেব।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :-- ঠিক আছে। এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী থাকবে।

AFTER RECESS AT 2.00 PM.

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের সপ্তমটি গত ৩০ ৩, ৯২ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী রশিরাম দেববর্মা, বিধুভূষণ মালাকার, পূর্ণমোহন ত্রিপুরা মহোদয় কর্তৃক মিলিত ভাবে উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিল। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো—

"ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায় ৩০শে মার্চ ১৯৯২ ইং সংখ্যায় কাঠপাচারে বাধা দিতে গিয়ে ডি, এফ. ও, আক্রান্ত ৭ রাউণ্ড গুলি শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য

সর্বশ্রী রশিরাম দেববর্মা, বিধুভূষণ মালাকার, পূর্ণমোহন ত্রিপুরা মহোদয় কর্তৃক আনীত উল্লেখ্য বিষয়টির উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি —

গত ২৮. ৩. ৯২ ইং সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় জনৈক শ্রীধীরেন্দ্রকুমার শর্মা (এটাচড অফিসার টু ডি. এফ ও. (তেলিয়ামুড়া অফিস) ও তেলিয়ামুড়া বনকর্মীগন তেলিয়ামুড়া দিক হইতে চোরাই কাঠ বোঝাই জীপ নং টি, আর. টি. ১০৭৫ গাড়ীটিকে ধাওয়া করিতে করিতে জিরানীয়া ব্লক চৌমুহনীস্থিত অনুকূল সাহার কাঠের মিলের সামনে আটক করে। উক্ত গাড়ীর চালক ও অন্যান্যরা গাড়ী ফেলিয়া চলিয়া যায়। কিছুক্ষন পর উক্ত গাড়ীর চালক ও ৩০/৪০ জন অজ্ঞাত পরিচিত দুস্কৃতকারী ঘটনাস্থলে আসিয়া গাড়ী ও চোরাই কাঠ ছিনতাই করিয়া নিতে চেষ্টা করে। বিফল হইয়া দুস্কৃতকারীগণ কর্তব্যরত বনকর্মীদের উপর পাথর ছুড়িতে থাকে। ইহাতে ডি, এফ, ও, শ্রী শর্মা আহত হন। বনকর্মীগণ আত্মরক্ষা ও সরকারী মালামাল রক্ষার জন্য শূন্যে ৪ রাউণ্ড গুলি চালায়। ইহাতে কেহ হতাহত হয় নাই। ডি, এফ, ও, উক্ত গাড়ী ও চোরাই কাঠ সীজ করে হেফাজতে নেয়।

উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাদী শ্রীধীরেন্দ্রকুমার শর্মার অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৫/৩৫৩ ধারায় জিরানীয়া থানায় ১৯(৩)৯২ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করিয়া পুলিশ তদন্ত কার্য্যে আরম্ভ করেন। উক্ত মোকদ্দমায় এখনও পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই।

উক্ত মোকদ্দমায় আসামীগণকে সনাক্ত করনের ও গ্রেপ্তারের জন্য জোর প্রয়াস চলিতেছে। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীরশিরাম দেববর্মা(মান্দাই) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, জিরানীয়া ব্লক চৌমুহনী একটি জনবহুল স্থান। এই জায়গাতে চোরাই কাঠ ভর্ত্তি গাড়ীর ড্রাইভার সহ দুস্কৃতকারীরা কাঠ ছিনতাই করার জন্য ডি. এফ. ও.কে যখন আক্রমন করে তখন পুলিশ এই ব্লক এলাকায় সব সময়েই পাহাড়ারত থাকে। অথচ তারা দুস্কৃতকারীদেরকে সেখানে আটক করতে পারলো না। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না সারা বড় মুড়ার কাঠ পাচার করার জন্য এই জিরানীয়া ব্লক চৌমুহনী একটা চোরাই জায়গা হিসাবে পরিনত হয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) : স্যার, এই ব্লক চৌমুহনীতে অনুকূল সাহা সহ এই এলাকায় অন্যান্য যে সব স-মিল গুলি আছে, সেগুলির লাইসেন্স বামফ্রন্ট

সরকারের আমলেই দেওয়া হয়েছিল। এই ব্লক চৌমুহনী এলাকা একটা কুখ্যাত এলাকা বলে পরিচিত। এখানে অনেক দুষ্কর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে। সি, পি, আই (এম) এর যে সমস্ত বাহিনী ওখানে আছে তারাই এই সমস্ত কাজে জড়িত। সরকার এ সম্পর্কে তদন্ত করছে এবং তদন্ত কার্য্য অনেক এগিয়েছে এবং আসামীরা এর মধ্যেই ধরা পড়বে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — উল্লেখ্য বিষয়ের অষ্টমটি গত ৩০ ৩, ৯২ ইং মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন মাননীয় গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

" ২৮শে মার্চ ১৯৯২ দৈনিক সংবাদ পত্রিকা, " প্রচণ্ড দাবদাহে গ্রাম ত্রিপুরা জ্বলছে অরন্য বন্দরে পানীয় জলের তীব্র হাহাকার আন্ত্রিক-এর প্রাদুর্ভাব সরকার ঠুঁটো জগন্নাথ " এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে "।

শ্রীবীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) : — মি: স্পীকার স্যার, গত ২৮শে মার্চ ১৯৯২ ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় – " প্রচণ্ড দাবদাহে গ্রাম-ত্রিপুরা জ্বলছে অরন্য বন্দরে পানীয় জলের তীব্র হাহাকার আন্ত্রিকের প্রাদুর্ভাব, সরকার ঠুঁটো জগন্নাথ " এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে ।

বর্তমানে রাজ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য দুইটি প্রকল্প চালু রয়েছে। প্রকল্প দুইটি হলো (১) স্পট সোর্স (২) পাইপড ওয়াটার সোর্সেস। গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর স্পট সোর্সের মাধ্যমে মার্ক-টু সাধারন টিউব-ওয়েল ইত্যাদি বসিয়ে গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করিয়া থাকে। বর্তমান আর্থিক বৎসরে গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর এই খাতে মোট ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্ধ করেছেন যাহার দ্বারা ৯৫০ টি মার্ক-টু এবং ২.৬০০ টি সাধারণ টিউব-ওয়েল বসানোর টারগেট ধার্য্য করা হইয়াছে। তা থেকে বর্তমান আর্থিক বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যান্ত ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং ৬০০ টি মার্ক-টু ও ২, ২০০ টি সাধারণ টিউব-ওয়েল-এর কাজ শেষ হয়েছে, তাছাড়া ডা: বি. আর, আম্বেদকরের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এস সি, এস টি, দের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার বিশেষ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে, যাহার দ্বারা ১২০ টি মার্ক-টু টিউব ওয়েল এবং ৫০ টি সেনেটারী ওয়েল বসানোর পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে বর্তমানে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য নুতন করে

তৈরী করা হয় না। সুখা মরশুমের দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর থেকে সমস্ত বি. ডি ও দেরকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে এস. আর. ই. পির মাধ্যমে সর্ব্বাধিক সংখ্যক কাঁচা কুয়া খননের জন্য এবং আর, ই, ডিভিশানকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, অচল মার্ক-টু টিউব-ওয়েল গুলিকে যুদ্ধ কালীন ভিত্তিতে সচল করার জন্য। এই নির্দ্দেশ অনুসারে বি. ডি, ও, গণ প্রচুর সংখ্যক কাঁচা কুয়া খনন করিয়াছেন এবং রুরাল ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলি অনেক মার্ক-টু টিউব ওয়েল সারাই করিতেছেন। আইরণ রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট ৬৭০ টি বসানোর কাজও শুরু হইয়াছে।

বর্ত্তমানে এই সভার অবগতির জন্য আরও জানানো যাচ্ছে যে, ত্রিপুরায় জলের উৎসগুলি বৃষ্টি নির্ভরশীল। ক্রমাগত মাসাধিককাল বৃষ্টিপাত না হলে ভূপৃষ্ঠস্থ বিশেষ করে উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলের জলের উৎসগুলি শুকিয়ে যায়। প্রতিবৎসরই চৈত্র বৈশাখ মাসে বৃষ্টিপাত না হলে এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে এ বৎসর ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে, সমস্যা অন্যান্য বছরের মত তেমন তীব্রতর এখনও হয় নি। তা সত্বেও উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে এরকম সমস্যা অস্বীকার করা যায় না। এই মরশুমে সেখানে জল সংকট অবশ্যই আছে।

ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের উৎস তৈরী ও রক্ষনাবেক্ষনের কাজ আর, ডি এবং পি, এইচ ই, উভয় দপ্তরের উপর ন্যাস্ত আছে।

পি, এইচ, ই দপ্তরের অধীনে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় ডিপ টিউব ওয়েল থেকে পাম্পের সাহায্যে জল উঠিয়ে পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ ও রক্ষনাবেক্ষনের কাজের ভার আছে এগুলি এখন পর্য্যন্ত সীমিত সংখ্যক এলাকায় রয়েছে এবং ক্রমশ: প্রতি বৎসরই আর্থিক সংকুলানের উপর নির্ভর করে আরো স্কীম রূপায়নের কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে। পাহাড়ী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগের অভাব; ভূগর্ভস্থ জলস্তরের অপ্রতুলতা. ড্রিলিং রিগ নেওয়ার অসুবিধা ইত্যাদি কারণে পাইপড্ ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম এখন পর্য্যন্ত খুব কমই করা সম্ভব হয়েছে তবে ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বৎসরে এসব অঞ্চলে সম্ভাব্য অনেকগুলি স্কীম রূপায়নের পরিকল্পনা আছে। সেগুলি হলে আরো কিছু অঞ্চলে লোকের সুবিধা হবে।

আর ডি-র অধীনে গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় ভাবে জলের উৎস (SPot Sources) যথা **Mark-11. Ring Well. hand PumP Tuve Well** তৈরী ও রক্ষনাবেক্ষণের কাজ ন্যাস্ত আছে। কেবল মাত্র কাঞ্চনপুর. ছাওমনু ও সালেমা ব্লকের (একাংশে) ১৯৮৬ সাল থেকে স্পট স্যরস্ তৈরীর কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত ওয়াটার

টেকনলোজি মিশনের অধীনে পি এইচ ইর উপর ন্যাস্ত আছে। এই অঞ্চলে এই স্কীমের অধীনে মোট ৪৬৫ গ্রামে মোট ৫৮৪ টি মার্ক টিউব ওয়েল, ১২৪ টি গ্রামে ১২৪ টি মেশিনারী রিং ওয়েল, ৫৪ টি গ্রামে ১৩ টি স্প্রি' সোর্স, গ্রেভিটি সোর্স করার কথা ছিল। তন্মধ্যে এখন পর্যান্ত ৪৮৩ টি মাকু টিউব ওয়েল, ১৮ টি মেশিনারী রিং ওয়েল, ১টি স্প্রিং গ্রেভিটি সোর্স ও ৬টি সোলার পাম্প স্প্রিং সোর্স-এ জম্পুই পাহাড়ে বসানো হয়েছে। দুর্গম অবস্থান, প্রয়োজনীয় অর্থের অপ্রতুলতা ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে এখনও কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নি। এসব সমস্যার জন্য কাজের অগ্রগতিও কম। তবে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে কাজের অগ্রগতি আরো বাড়ানো যায়।

এছাড়া উঁচু পাহাড়ী গ্রামে যেখানে অন্য কোন জলের উৎস নাই এবং কেবল বৃষ্টি নির্ভরশীল সেখানে ঘরের চালের বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে শুখা মরশুমে জলের সমস্যা লাঘবের জন্যও এই অঞ্চলের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদিত আছে। এই Rain Water Harvesting Structure (Esd. Cost Rs. 232. 55 lakhs) 194 Villages/hamlets করার কথা। এখন পর্যন্ত ১৪ টি গ্রামে আংশিক ভাবে এই Rain Water harvesting Structure—করা হয়েছে। (20, 500 Ltr. capacity এবং ৩৬০ টি ২০০০ লিটার কেপাসিটি করা করেছে। দুর্গম গ্রামগুলিতে এই স্ট্রাকটার নিয়ে যাওয়ার সমস্যা অগ্রগতির অন্তরায়। এছাড়া জি সি আই সিট রুফ না থাকায় অনেক বাড়ীতে তা বসানো যাচ্ছে না।

এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে রাজ্যের কোন অঞ্চলেই এখনও তীব্র জল সংকটের সমস্যা দেখা দেয়নি। সেরকম তীব্র সমস্যা হলে, পূর্ববর্তী বৎসরের মত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ট্রাক, টেংকার-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্লক অফিসারদের তদারকিতে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য দিলেন এইটার স্যার, বাস্তবের সঙ্গে কোন সঙ্গতি নাই। কারণ মাননীয় মন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যে এস আর ই পিতে এখন কোন ব্লকেই প্রায় টাকা ব্যয় না বললেই চলে। আর জহর রোজগার যোজনার টাকা দেওয়া হয় সেই টাকার নির্দেশ আছে এই কাচা কুয়ার মত এই যেগুলি আছে সেগুলি সম্পদ সৃষ্টি করে না সেই ধরনের কোন কাজ হাতে নেওয়া যাবে না। সুতরাং স্যার, কোন ব্লকেই এই কাচা কুয়ো কাটানোর কোন কর্মসূচী নেই। আমি নিজেও দুই একটা ব্লকে গিয়েছি এবং দেখেছি কোন ব্লকেই এই

ধরনের কোন গ্রহণ করা হয় নি। এখানে বলা হয়েছে রিং ওয়েল স্যার, ওরাই সিদ্ধান্ত নেন গত তিন বছর আগে নুতন করে রিং ওয়েল করার বা মেরামতি করার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং নুতন রিং ওয়েল তো হচ্ছেই না. পুরোনো রিং ওয়েল যেগুলি ছিল সেগুলি সব অকেজো হয়ে আছে। মেরামতির কোন ব্যবস্থা নাই তাতে। তারপর টিউব ওয়েল অধিকাংশ অকেজো, প্রায় ৯০ পারসেন্ট টিউব ওয়েল বিভিন্ন ব্লকে অকেজো হয়ে আছে, একটাও কাজ করে না। মার্ক্ টিউব ওয়েল সম্পর্কে এখানে মাননীয় মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে একটা ভাল সংখ্যক মার্ক্ টিউব ওয়েল নষ্ট হয়ে আছে। তারপর ডিপ টিউব ওয়েল সেটাও সবটাই অচল হয়ে যাচ্ছে। কারণ বিদ্যুৎ সরবরাহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধ হয়ে থাকে. গ্রামেতো দুই তিন দিন পর্যন্ত কোন রকম বিদ্যুৎ থাকে না। তাহলে ডিপ টিউব ওয়েলটা চলবে কি করে। যেগুলি সচল আছে সেগুলিও বিদ্যুতের অভাবে কার্যকরী হচ্ছে না। যার ফলে তিন চার কিলোমিটার হেঁটে উপজাতিদের সেখানে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে, সেখানে জলের জন্য কোন সোর্স নাই। সব অচল হয়ে আছে। এখানে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী স্বীকার করেছেন এই বিধানসভার মধ্যে তিনি স্বীকার করেছেন যে, যেকোন জায়গা থেকে জল পান করতে হচ্ছে বলে প্রায় তিন শতাধিক মানুষ গত এক বছরে আন্ত্রিকে মারা গেছে বিভিন্ন ব্লকের মধ্যে।

এবং মননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এইটা স্বীকার করেছেন যে যেখানে সেখানে খুশী পানীয় জল এসে পান করার ফলে গত এক বছরে প্রায় ৩০০ এর বেশী লোক আন্ত্রিক রোগে প্রাণ হারিয়েছে বিভিন্ন ব্লকের মধ্যে। স্যার, আমি বিভিন্ন ব্লকে গিয়েছি যেমন রাজনগর, বগাফা এবং সাতচাঁদ ব্লকে গিয়েছি। এই যে মার্ক ২ বা টিউবওয়েল অকেজো হয়ে আছে সেগুলির মেরামতি করার জন্য যে সব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তারা বলেছেন যে উপর থেকে এসে মেরামত করতে হবে। আমরা সেটা কেন্দ্রিয় তালিকা থেকে সংগ্রহ করেছি। এবং দেখা যাচ্ছে যে একটা ব্লকে এইসব মার্ক-২ টিউবওয়েল মেরামতির জন্য যন্ত্রপাতির দরকার, স্কীলড্ মেকানিকের দরকার- সে সব সেখানে নেই। সেই দিক থেকে এই সমস্ত কিছু অচল হয়ে আছে। সেগুলি জরুরী ভিত্তিতে সচল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবীরজিৎ সিন্হা (মন্ত্রী) : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে মাননীয় সদস্য যে সমস্ত তথ্য দিয়েছে তার সমস্ত কিছুই অসত্য। একটা জিনিস আমি বলতে পারি

যে সারা ত্রিপুরাতে মাত্র আড়াইটি ব্লক (যেমন কাঞ্চনপুর, ছামনু এবং সালেমার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১৬টি গাঁওসভা এই আড়াইটি ব্লক) ছাড়া সমস্ত জায়গায় জলের রিসোর্স রয়ে গেছে। এবং যেভাবে আমাদের টিউবওয়েল, মার্ক ২ টিউবওয়েল এবং রিং ওয়েল রয়েছে - আমি মনে করি সারা ভারতবর্ষে অনেক রাজ্যের চেয়েও আমাদের রাজ্য অনেক বেশী অগ্রসর আছে। এবং আমরা চেষ্টা করছি সব জায়গায় মানুষের ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দিতে পারি।

আরেকটা জিনিস— উনি বলেছেন রিং-ওয়েলের কথা। কিন্তু এই রিং-ওয়েল ভারত সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। তবে মাননীয় স্পীকার স্যার জহর রোজগার যোজনায় এই জন্য একটা প্রভিশান রয়েছে, সেখানে রিং-ওয়েল করার ব্যবস্থা রয়েছে। তা দিয়ে বিভিন্ন ব্লকে কিছু কিছু রিংওয়েল করা হচ্ছে। এবং এস, আর, ই, পি র টাকা দিয়ে কাঁচা কুঁয়ো তৈরী করা হচ্ছে অনেক ব্লকে এবং এইগুলি তৈরী করার জন্য আমরা স্যাংকশানও করে দিয়েছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মহোদয় বলেছেন রাজ্যের প্রায় গ্রাম পাহাড়ে জলের যে অভাব এইটাকে মেটানোর জন্য সরকার বিভিন্ন স্কীম নিয়েছেন এবং এইটা সত্যি আমরা দেখছি বিভিন্ন ব্লকে এইগুলি করা হচ্ছে।

কিন্তু স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রিং ওয়েল তো বাদই দিলাম মার্ক-২ যেগুলি করা হতো সেগুলির কোন সাইজ ছিলনা— মানে কত ফুট বা কয়টা পাইপ ওরা ভেতরে দিয়েছে এইটা ওরা জানেনা। তখন ছিল সবটাই কালোবাজারী-মারিং। রাজ্যের বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলে তাদের আমলে যে সমস্ত টিউবওয়েল বা মার্ক-২ এইগুলি করা হয়েছিল তার সবগুলি এখন অকেজো হয়ে গেছে। আর যেগুলি একটু ভাল আছে সেগুলি দিয়ে পানীয় জল আসে না, লাল রং এর জল আসে. এইটা বোধহয় উনারা লাল লাল বলে চিৎকার করেন বলেই। কাজেই এই লাল রং এর জল পানের উপযোগী নয়। এই লাল জলকে বিশুদ্ধ করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট আমলে যে সমস্ত মার্ক-২ টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল সেট মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র বাবু ঠিকই

বলেছেন যে এইগুলির অধিকাংশই অকেজো হয়ে গেছে এবং যেগুলি সচল আছে তা দিয়ে লাল জল আসে। এই লাল জলকে বিশুদ্ধ করার জন্য ৬৭০টি আয়রন রিমোভ্যাল প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারাম বাড়ী) :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না, খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত দক্ষিণ পদ্মবিল এবং দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাটের আম্পুরা, মগ্যারামবাড়ী এবং পাগলাবাড়ী, বেহালাবাড়ী এই সব ড্রাই এলাকায় কাঁচা কুঁয়া করলে পরে সেখানে ৬০-৭০ হাত নীচে নামতে হয় তা না হলে জল পাওয়া যায় না। কাজেই সেই দিক থেকে এইসব এলাকার জনগণের জন্য পানীয় জলের সুবিধার্থে ডিপ টিউবওয়েল করার ব্যবস্থা করবেন কি না? কাজেই সেই দিক থেকে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করে জনগণের জন্য ডিপ টিউবওয়েল-এর কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে অঞ্চলের পানীয় জলের সমস্যার কথা বলেছেন সেটা আমি বিবেচনা করে দেখব।

Mr. Speaker :— Hon'ble Members, The time scheduled for Reference Period And Calilng Attention Notices is Over Still there are nine notices of Calling Attention on which Ministers concerned are to make statement today.

We have also some bills and the Motion of No Confidence to be disposed of. These will take much time. Therefore, I think that the reamining written statements on Calling Attention Notices should be laid on the table of the House.

ANNEXURE—"C"

শ্রীসমর চৌধুরী : — স্যার, আপনার নির্দেশ অনুসারে আমরা ঠিক করে দিয়েছিলাম যে রেফারেন্স এবং কলিং এটেনশানে একটা করে পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান হবে।

মিঃ স্পীকার :— তারপরও দেখা যাচ্ছে যে বাকী নয়টা শেষ করতে গেলে চারটার উপর বেজে যাবে। এবং প্রত্যেকেই তিন চারটা করে দিতে চান। চারটার কোনও ক্ল্যারিফিকেশান না দিয়েও যদি এগুলি শেষ করতে চাই তাহলেও উপর হয়ে যাবে। তাহলে পরবর্তী সময়ে বিলগুলি নিয়ে এবং নো-কন্‌ফিডেন্স নিয়ে আর কোন আলোচনা করার সুযোগও থাকবে না। আমি আপনাদের রাইট কার্টেল করছি না। রেফারেন্স এবং এটেনশানের জন্য যে সময় নির্ধারিত ছিল সেটা আধা ঘন্টা আগেই শেষ হয়ে গিয়াছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এমনতো কোন কথা নাই যে পাঁচটা পর্য্যন্ত চলবে। পাঁচটার পরেও চলতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— আগে চিন্তা করা হয়েছিল যে ১টা করে ক্ল্যারিফিকেশান দিলে কোর্স শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে কোর্স শেষ করা যাবে না।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আপনার মারফতে ওয়ারনিং দিয়ে ছিলাম, ১ তারিখে এইগুলি নেওয়ার অর্থ হচ্ছে লে করে দেওয়ার ক্যালকুলেট এটেম।

শ্রীদীপক নাগ :— মিঃ স্পীকার স্যার, ওয়ারনিং শব্দটা এক্সপাঞ্জ করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— এক্সপাঞ্জ করা হল। ইট ইজ এক্সপাঞ্জড্‌। এই হাউস চালানো শুধু আমার একার দায়িত্ব নয়। আপনাদের সম্মিলিত দায়িত্ব নিয়ে হাউস চলবে। আপনারা যদি বলেন যে কলিং এটেনশান সবগুলি চলবে তাহলে আদারর্স বিজনেস্‌ যা আগে সেগুলি থেকে টাইম কার্টেল করা হবে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— স্যার, এটা আমরা আগেই বলে ছিলাম।

মিঃ স্পীকার :— একটা কলিং এটেনশান শেষ করতে গেলে গড়ে প্রায় ২৫ মিনিট করে সময় লাগবে। তাহলে নয়টা কলিং এটেনশান শেষ করতে গেলে কত সময় লাগতে পারে চিন্তা করুন। আমি এখানে কারো রাইট কার্টেল করতে যাচ্ছি না। আমার মনে হয় সেটাই ওয়াইজ হবে যদি কলিং এটেনশানগুলি লে করে দেওয়া হয়।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— যেটা দাঁড়িয়ে বলছেন, সেটা বিটের ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছে। আর কি চাই ?

শ্রীবিমল সিনহা :— ষ্টেটমেন্টগুলি যদি এমনিই ভোকাজ হয়, আমরা ক্ল্যারি-ফিকেশান করতে পারব না।

মি: স্পীকার :— ক্ল্যারিফিকেশানের সুযোগ নেই, কি করবেন ?

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— আমার মনে হয় সেটা ওয়াইজ হবে। হি সুড বি ওয়াইজ।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, বিজনেস শুধুমাত্র কলিং এটেনশন নয়।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, বিরোধী দলের সদস্যরা অযথা সময় নষ্ট করেছেন। এবং ওয়াক আউট করার ছুঁথা ওরা খুঁজছেন। কাজেই পরবর্তী কার্যসূচীতে যাওয়ার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— কনর্সানিং মিনিষ্টার, কলিং এটেনশন, রেফারেন্স শুধু নয় এখানে আরও রয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, কতগুলি বিল রয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, বিল যখন আসবে তখন বিলের কথা বলবেন। কলিং এটেনশন যা এলোটেড টাইমে ছিল স্যার, সেই টাইম পেরিয়ে গেছে : কাজেই পরবর্তী কার্যসূচীতে যাবেন স্যার। এটা স্বাভাবিক স্যার, এই গুলি সে হবে। দিস্ ইজ দ্য পার্লামেণ্টারী প্রেকটিস এণ্ড প্রসিডিউর।

মিঃ স্পীকার :— আমি আধা ঘন্টা বৃদ্ধি করেছি। আধা ঘন্টার বেশী আমি আর করতে পারি না। সো দ্য কনসার্নিং মিনিষ্টার আর রিকোয়েষ্টেড্ টু লে দেয়ার স্টেটমেন্ট বিফোর দ্য হাউস।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— কি করব বলুন ? হাউস চালাতে গেলে আপনাদের সবারই প্রয়োজন। আই হেভ এক্সপ্ল্যাণ্ড মাই পজিশন, আমার কি পজিশন আছে কি বিজনেস আছে, এখানে ৪টা বিল আছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনাদের আধা ঘন্টা আমি বৃদ্ধি করেছি।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— Laying of copy each of the Seventh Annual Report and Accounts for the year 1982-83 and Eighth Annual Report and Accounts for the year 1983-84- of the Tripura Forest Development and Plantation Corporation Ltd, as required under Clause (b) of Sub-section (3) of Section 619A of the Companies Act, 1956."

এখন আমি বন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত এ্যানুয়াল রিপোর্ট এ্যাণ্ড এ্যাকাউন্টস্ সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay on the table of the house a copy each of the Seventh Annual Report and Accounts for the year 1982-83 and Eighth Annual Report and Accounts for the year 1983-84 of the Tripura Forest Development and Plantation Corporation Ltd, as required under Clause (b) of Sub-section (3) of section 619A of the Companies Act, 1959."

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :— "রিপলাইজ অব দি পোষ্ট-পণ্ড কোয়েশ্চানস্" । গত বিধানসভার অধিবেশনে পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৭ এবং পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নাম্বার ২০, ৩২, ৩৫ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি ।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৭ এবং পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২ ও ৩৫ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— Mr. Speaker Sir. I beg to lay on the table of the house. A copy of the reply of pospond starred question No. 137.

Mr. Speaker Sir. I beg to lay on the table of the House, A copy of the replies of pospond unstarred questions no. 32 & 35.

ANNEXUR—"D"

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি পূর্ত দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের কাছে গেছেন ।

মিঃ স্পীকার :— তা হলে মুখ্যমন্ত্রী সেন্টার দায়িত্ব নেবেন এবং দায়িত্ব দিয়ে সেটা লে করে দেবেন ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি হাউজে এটা পেশ করে দেব ।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, হাউজে পেশ করবেন ।

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORTS

মিঃ স্পীকার ঃ — সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব সিডিউলড্ কাষ্টস্ এর ৭ম (সপ্তম) প্রতিবেদন সভার সামনে পেশ করা।
এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল দাস মহোদয়কে কমিটির সপ্তম প্রতিবেদন টি সভার সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুনীল দাস : — Mr. Speaker Sir, I beg to present before the house. the 7th Report of the Committee on Welfare of Scheduled Cast.

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা রিপোর্ট এর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য। সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো — " The Tripura Vigilance Commission Bill. 1991 (Tripura Bill No. 9 of 1991) as reported by the Select Committee of the House."

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) : — Mr Speaker Sir. I beg to move before the house that the Tripura Vigilance Commission Bill, 1991 (Tripura Bill No. 9 of 1991) as reported by the Select Committee be taken in to Consideration.

শ্রীসমর চৌধুরী : — এই রিপোর্ট কি বিলি করা হয়েছে এখন পর্যন্ত ? কোন সদস্য পেয়েছে ? গত হাউজে মূল একটা বিলি করা হয়েছিল কিন্তু যে রিপোর্টকে ভিত্তি করে যে রিকমেণ্ডেশান্ কে ভিত্তি করে আজকে প্রশ্ন হবে। তা তো বিলি করা হয়নি।

মিঃ স্পীকার : — সেটা গত সেশান এ বিলি করা হয়েছে

শ্রীসমর চৌধুরী : — গত সেশানে বিলি করা হয়েছে এটা ঠিক। গত সেশানে মুল অ্যাক্টটাকে বিলি করা হয়েছিল তার উপর ডিসকাশন্ এবং তার পরে এটা সিলেক্ট কমিটি রেফার্ড হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার :— গত সেশানে শুধু আলোচনার জন্য রাখা হয়েছিল, রেকার্ড করা হয়েছিল কন্‌সিডারেশান্‌ এবং পাশিং এর জন্য ।

শ্রীসমর চৌধুরী : — এই রিকমেণ্ডেশান টা আদৌ সকলকে বিলি করা হয় নি ।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলের উদ্দেশ্যের দিকটা হল, আমি জানি যদিও রাজ্যে দুর্নীতি দমন বিভাগ রয়েছে তাতে দুর্নীতি গ্রস্ত জনপ্রতিনিধি বা চেয়ারম্যান বা মন্ত্রী বর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইনের যথেষ্ট সংস্থান নেই বলে আমরা মনে করি। সেইজন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভিজিলেন্স কমিশন প্রবর্তন করা উচিৎ এবং যুক্তি যুক্ত। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও যেমন মহারাষ্ট্র, রাজস্থান বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ ইত্যাদি কয়েকটি রাজ্যে বিভিন্ন নামে এই আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। এই রাজ্যে এই আইন প্রবর্তন করা প্রয়োজন আছে বলে আমার সরকার মনে করে। আমাদের দলের সদস্য যখন বিরোধী দলে ছিলেন তখনও তারা দাবী তুলেছিলেন, ঐ সময় বামফ্রন্টের বিধায়ক ও মন্ত্রীরা এই আইন পাশ করতে দেন নি। এবং এই আইন তারা হাউজে আনেন নি, এটা অত্যন্ত দুঃখর ব্যাপার। প্রস্তাবিত এখন আমরা যে আইন এনেছি এই আইনের দ্বারা দুর্নীতি গ্রস্ত সরকারী কর্মচারী বিভিন্ন পর্যায়ের জন প্রতিনিধি এদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থার সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই বিলে উচ্চতম আদালতের একজন বিচারপতিকে ভিজিলেন্স কমিশনার হিসাবে নিয়োগের মাধ্যমে এই আইন প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং যাকে আমরা নিয়োগ করব, আমরা এই আইনের বিধান রেখেছি যে বিরোধী দলের তাকেও আমরা আলাপ আলোচনা করব। এবং তার উপর রাজ্যপালের অনুমতি নিয়ে ঐ কমিশনারকে নিযুক্তি করব প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে লোকসভা আয়োগের চেয়ারম্যান এব ন্যায় ভিজিলেন্স কমিশনারকেও সংবিধানের ৩১৭ ধারা মোতাবেক অপসারণ করা যেতে পারে। এবং কমিশনারের অনুপস্থিতিতে রাজ্যপালের নির্দেশ ক্রমে মুখ্যসচিব প্রয়োজনবোধে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন, সেই বিধানও রাখা হয়েছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) : — স্যার অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, আমি একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হল, যিনি ঐ কমিটির সদস্য থাকবেন,

তিনি হাউসে সেই বিচার্য্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন না বলে আমার ধারনা। তাই, এই বিষয়ে আমি আপনার অভিমত চাইছি।

মি: স্পীকার :- কোন কোন সদস্য সিলেক্ট কমিটিতে ছিলেন, আমি এখনি বলতে পারছি না। তবে, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই বিষয়ের উপর আলোচনা করার জন্য যে দুই জনের নাম দিয়েছেন, তার মধ্যে মাননীর সদস্য শ্রীমতি লাল সরকার মহোদয়ও আছেন, সেজন্য আমি উনাকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে বলেছি।

শ্রীমতি লাল সরকার (কমলা সাগর) :— স্যার, আজকের দিনে রাজনৈতিক স্তরে যে দুর্নীতি চলছে, সেটাকে প্রমাণ করা বড়ই দুষ্কর ব্যাপার, আর, সেজন্যই আমরা সেকশান টুতে একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছিলাম যে মুখ্যমন্ত্রীকেও এই বিলের পারভিয়ুর মধ্যে রাখা হউক। তার, কারণ হল রাজনৈতিক স্তরে যে দুর্নীতিটা চলে, তার সবচাইতে বেশী সুযোগ থাকে খুদ মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেই। আমরা দেখেছি যে অতীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে দুর্নীতির অভিযোগে অনেক কংগ্রেসী মন্ত্রীকেই পদ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। যেমন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী ভজন লালকে একবার যেতে হয়েছিল, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এ, আর, আন্তুলেকে একবার যেতে হয়েছিল, এমন কি এখন কেন্দ্রের যে মন্ত্রী অর্জুন সিং, তাকেও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন দুর্নীতির অভিযোগে পদ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কাজেই, এই বিলে যদি মুখ্যমন্ত্রীকে বাইরে রাখা হয়, তাহলে তাঁকে কখনও দুর্নীতির অভিযোগে জড়িত করা যাবে না। সেজন্যই আমাদের পক্ষ থেকে সেকশন টুতে যে এ্যামেণ্ডমেন্ট দেওয়া হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিলের আওতায় আনার জন্য, সেটা যেন গ্রহণ করার জন্য আমি এই হাউসের কাছে আবেদন রাখছি। দ্বিতীয়তঃ হল গভর্ণর ভিজিলেন্স কমিশনারকে নিয়োগ করবেন on the recommendation of the Council of Ministers and in consultation with the Leader of the Opposition in the Assembly or if there be no such leader, a person selected in this behalf by the members of that House in such manner as the Speaker may direct. কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে যেমন উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র বা অন্য যে সব রাজ্যে যেখানে যেখানে ভিজিলেন্স কমিশন হচ্ছে সেগুলিতে এই পদ্ধতি স্বীকৃত হয় নি। সেখানে যে পদ্ধতিটা স্বীকৃত হয়েছে, সেটা হল, কোন ক্যাবিনেট বা কোন মুখ্যমন্ত্রীকে একক ভাবে এজন্য কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নি, সেখানে, মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা এবং ঐ রাজ্যের

হাইকোর্টের চীফজাষটিস্ এর সঙ্গে আলোচনা ক্রমে গভর্নর ভিজিলেন্স কমিশনারকে নিয়োগ করবেন, একমাত্র এই পদ্ধতিটাই সেই সব রাজ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। তারপর, সেকশন সিক্সের (জি) পরে (এইচ) বলে আর একটা ক্লজ ইনক্লুড করার জন্য আমরা এ্যামেণ্ডমেন্ট দিয়েছিলাম, যাতে ভিজিলেন্স কমিশনার প্রয়োজনে তাঁর ইন্টারিম রিপোর্ট দিতে পারেন। এর কারণ হল, যারা কমপ্লেইন করবে, তারা যাতে নির্ভয়ে অভিযোগ করারজন্য এগিয়ে আসতে পারে, কেন না অভিযোগ করার ক্ষেত্রেও অনেক সময় অভিযোগকারীরা ভয় বা ভীতির সম্মুক্ষীন হন । কাজেই ইন্টারিম রিপোর্ট দেওয়ার সুবিধাটা যদি ভিজিলেন্স কমিশনারকে দেওয়া হয়, তাহলে একটা সুবিধা হতে পারে। স্যার, আমরা সিলেক্ট কমিটিতে এই বিল নিয়ে যখন আলোচনা করেছিলাম, তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সুধীর মজুমদার, তাঁর তখন আমাদের এসব এ্যামেণ্ডমেন্ট রাখা ভয় ছিল, কিন্তু সমীর বাবুর তো সেই ভয় থাকার কথা নয়, তাঁর যে ভয় আছে, এমনটা তো আমার জানা নেই। যে কোন দলের যে কেউ মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন হতে পারেন সমীর বাবুও সেভাবেই আসীন হয়েছেন; কাজেই তাঁর ভয়ের কোন কারণ নাই। আমরা আশা করব যে সমীর বাবুর আসার আগে এই রাজ্যে যে পরিমাণ দুর্নীতির পাহাড় জমে উঠেছে তার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমরা যে এ্যামেণ্ডমেন্ট গুলি দিয়েছি, সেগুলি গ্রহণ করে সরকার একটা নজীর সৃষ্টি করবেন, এই আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই মাত্র খবর পেলাম এই বিধানসভার সমস্ত টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কাজ অচল হয়ে গেছে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কাজের কর্মী ধর্মঘট শুরু করেছে। কারণ মাননীয় মন্ত্রী বীরজিৎ সিন্‌হা সদস্য দীপক নাগ উনারা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ঘরে ঢোকে যারা কাজ করছিল তাদের গালে চড় দিতে উদ্যত হন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অসত্য কথা। মাননীয় মন্ত্রী বীরজিত সিন্‌হা এবং সদস্য দীপক নাগ আমার ঘরে ছিলেন। ওরা অযথা হাউসের কাজকে বিঘ্নিত করার জন্য এই সমস্ত ঘটনার অবতারণা করছেন।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার:— দিজ ইজ নট দি প্র্যাচ টু মেনশন সাস্‌পেটার। মাননীয় সদস্য নকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস ঃ— মি: স্পীকার, স্যার, যে বিলটা এখানে পাশ করতে চাওয়া হচ্ছে. এই "ভিজিলেন্স কমিশন বিল" এটা খুবই দরকারী। এই একটি বিল এখানে পাশ হউক এটা আমরা চাই। এটা আমরা কামনা করি। আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার মহাশয় আমাদেরকে বলেছিলেন, কেন্দ্র থেকে চাপ আসছে দ্রুত এই বিল পাশ করার জন্য। এটা আমরাও চাই, এটা দরকার। কিন্তু স্যার এই যে মূল উদ্দেশ্য, তা কি? স্যার, এখানে কতগুলি বিষয়ের জন্য ফাস্টেড করে দিচ্ছে। এই বিষয়গুলির উল্লেখ করতে চাই। প্রথমত: কাউন্সিল অব মিনিষ্টার। কিন্তু পারভিউতে কি আছে? সি. এম, কে বাদ দেওয়া রয়েছে। সি. এম, কে বাদ দিলে পরে, তাহলে তিনি কিউন্সিল অব মিনিস্টারকে সব সময় প্রটেকশান দিয়ে যাবেন সি এম কে বাদ দেওয়ার এই হচ্ছে অর্থ। কাজেই এই বিল নামে চালু হলেও বাস্তবে চালু হবে না। দ্বিতীয়ত:, কম্পিটেন্ট অথরিটি এখানে কে? সি. এম,। তাহলে একজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আসলে সেই দুর্নীতি সম্পর্কে কে দেখবে? স্যার নীচু লেভেলে হলে কিছুটা হবে। কিন্তু আজকে সবচেয়ে দুর্নীতি হচ্ছে উচু স্তরে কিংবা পলিটিক্যাল লেভেলে। স্যার, লোয়ার লেভেলের দুর্নীতি সেগুলি দমন করার জন্য অন্যান্য বহু এন্টি করাপশান এ্যাক্ট রয়েছে যা দিয়ে দূর করা যাবে। কিন্তু ভিজিলেন্স বিল হাই লেভেলের, পলিটিক্যাল লেভেলের দুর্নীতির জন্য। কাজেই কোন কাউন্সিল অব মিনিষ্টার যদি দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হন, তিনি কখনও রিপোর্ট দেবেন? এই জন্য সি. এম, এর পরিবর্ত্তে কম্পিটেন্ট অথরিটি আমরা গভর্ণরকে রাখতে চাই। কারণ গভর্ণর যদি কম্পিটেন্ট অথরিটি হন তাহলে কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে তার ব্যবস্থা হবে। ইনক্লুডিংসি এম তৃতীয়ত:, আর একটা ব্যাপার হচ্ছে অন্যান্য প্রভিন্সে যে সব বিল আছে - অন্যান্য বিল, যেন লোকপাল বিল সেখানেও আছে. ইকুইভিলেন্ট হাইকোর্ট জাজ অর রিটায়র্ড জাজ। কিন্তু আমাদের এইখানে রিটায়ার্ড গভর্ণমেন্ট অফিসার। স্যার; এর মধ্যে আমাদের অনেকগুলি কমিশন হয়েছে। এরা কি করছে? আর এই কাজের জন্য যে নিজে ব্যক্তিগত জীবনে অনেক বেশী করাপশানে জড়িত থাকতে পারে সেই সমস্ত গভর্ণমেন্ট

অফিসার কাজ করবে। যারাই সরকারে থাকুক তাদের প্রতি সাবমিশান থাকবে। পরবর্তী সময়ে এই সুযোগ নেওয়ার জন্য। কাজেই সেই অফিসারকে যদি আজকে অ্যাপয়েন্ট করা হয় তাহলে বিলের যে মূল উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য আমি বলছি, নট রিটায়ার্ড গভর্ণমেন্ট অফিসার, বাট এ হাইকোর্ট জাজ অর এ রিটায়ার্ড জাজ। তারপর যা করা হচ্ছে, ইন কন্সালটেশন উইথ দি কাউন্সিল অব মিনিষ্টার। সবচেয়ে মারাত্মক ভুল সেখানে। কিন্তু একজন মিনিষ্টার যদি করাপশানে জড়িত হন, তাহলে তিনি তার বিচার করার জন্য অথরিটি দেবেন। স্যার, আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন কি মারাত্মক ভুল। কাজেই এটা কোন অবস্থাতেই হতে পারে না। এই জায়গাও আমরা চেঞ্জ করছি। আমরা বলছি, ইন কন্সালটেশান উইথ দি লীডার অব দি হাউস এ্যাণ্ড দি চিফ জাষ্টিস অব দি হাইকোর্ট। কাজেই হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলাপ করবেন লীডার অব দি অপজিশান।

কাজেই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা করুন, লীডার অব দ্য অপোজিশানের সঙ্গে আলোচনা করুণ। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নট উইথ দ্য ইন কনসালটেশান উইথ দ্য কাউনসিল অব মিনিস্ট্রী, এই কথা আমরা বলছি। স্যার, এই আইনটা মূলতঃ যে উদ্দেশ্যে, সেই উদ্দেশ্য উনারা পরিপূরণ করতে চাননা। এর ফাঁক দিয়ে ওরা দেখাচ্ছেন সারা দেশের কাছে যে এই আইনটা আমরা তৈরী করেছি। স্যার, গত চার বৎসর ধরে প্রাক্তন ও বর্তমান মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি অভিযোগ এনেছি যেগুলি এই ভিজিলেন্স কমিশন বিলের আওতায় আসতে পারে। রাস্তার কেলেংকারী, জমি কেলেংকারী, বহু কেলেংকারীর কথা আমরা এখানে বলেছি। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আইনটাকে পাশ করিয়ে নেওয়া। দিস বিল মিনস্ ফর দ্য হোয়াইট ওয়াশ অব দিস করাপটেড কাউন্সিল লেড বাই মিঃ সমীর রঞ্জন বর্মন। এছাড়া এই বিলের আর কোন উদ্দেশ্য আছে বলে আমি মনে করি না। সঠিক অর্থে এই বিলটাকে কার্যাকরী করা হবে না। এই জন্য আমরা এই বিলের বিরোধীতা করে এই এমেণ্ডমেন্ট গুলি এনেছিলাম, নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছিলাম। আশা করি ওদের যদি আন্তরিকতা থাকে তাহলে নোট অব ডিসেন্ট সহ এটা এ্যাক্সেপটেড হবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : — অনারেবল মিনিস্টার শ্রী সুধীন্দ্র দেববর্মা যে পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেছিলেন সেটা আমি ক্লীয়ার করছি— Members other than those who

served on the Committee are generally given preference to speak during the discussion on the Bill as reported by the Committee.

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার বক্তব্য হলো যদি কোন মেম্বার বিল নিয়ে সমালোচনা করেন, যাঁরা সিলেক্ট কমিটির মেম্বার ছিলেন তাঁরা সেটা ক্লীয়ার করে দিতে পারেন। কিন্তু মাননীয় সদস্য মহোদয় শ্রীনকুল দাস সিলেকট্ কমিটির মেম্বার তিনি এখানে বিলের সমালোচনা করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের উপর বক্তব্য রাখার ব্যাপারে বলছি – জেনারেলী বাট নট পার্ট।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিলের উপর কিছু বক্তব্য রাখব —

মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিলের বিরুদ্ধে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়দের তরফ থেকে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে সেই বক্তব্যের কোন সারবত্তা আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ পশ্চিমবঙ্গে ওঁরা ১৪ বছর যাবৎ ক্ষমতায় আছেন। ওখানেও ওয়েস্ট বেঙ্গল ভিজিলেন্স কমিশন বিল নামে একটা বিল আছে এবং কেরেলাতেও ই. কে. নায়ানার-এর সময় এই ধরনের একটা এ্যাকট্ করা হয়েছে সেই সমস্ত এ্যাকট্-এ ওঁদের মুখ্যমন্ত্রীতো দূরের কথা ওঁদের মন্ত্রীদেরও বাদ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে যে আইন করা হয়েছে সি. পি, এম-এর আমলে, তাতে ওঁদের মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং বিধায়কদের বাদ দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরাতে আমরা যে আইন চালু করছি, আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এই রাজ্যে আমরা এই আইনটা এনেছি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই আইনটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন। আমরা যেমন মুখ্যমন্ত্রীকে বাদ দিয়েছি, তেমনি বাদ দিয়েছি বিরোধী দলনেতাকে, তেমনি বাদ দিয়েছি অনারেবল স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার মহোদয়কে। স্যার ওরা বলেছেন যে এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের ডে টু ডে ফাংশান ইন এপয়েন্টিং এ কমিশনার ফর দিস এ্যাকট্ হাইকোর্ট-এর জাজের সাথে আলোচনা করতে হবে। স্যার, শুধু ভারতবর্ষে নয়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোথাও এই নিয়ম চালু নাই ওরা জুডিস প্রডেসের কথা বলেছেন। আই ক্যান টেক দ্য ওপিনিয়ন অব দ্য হাইকোর্ট জাজ এ্যাণ্ড সুপ্রীম কোর্ট জাজ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি না আমরা বলেছি যে বিরোধী দল নেতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আমরা এপয়েন্টমেন্ট দেব। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে আমরা এই কথা বলেছি কিন্তু ওদের যে রাজ্যগুলি ছিল পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ওখানে তাঁরা করেন নি। ত্রিপুরা রাজ্যে এই আইনটা করেছি কেন্দ্রীয় সরকারের আইনে যেভাবে করা হয়েছে তার সঙ্গে মিল করে ওখানে যে ভিজিলেন্স কমিশন আছে সেই কমিশনের সঙ্গে মিল রেখে আমরা করেছি। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী. মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনের প্রধান এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনের সর্ব্ব শক্তিমান। কাজেই সেই মুখ্যমন্ত্রীর ওপিনিয়ন নিয়ে হাই কোর্টের শুধু জাজ নয়, হাই কোর্টের চীফ জাসটিস্‌ও এপয়েন্টমেন্ট করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী কে রইলেন না রইলেন সেটা বড় প্রশ্ন নয়. মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারের প্রশ্ন। এখন আমরা এসেছি আগে আপনারা ছিলেন। ১০ বছরে কেন আপনারা ভিজিলেন্স কমিশন করেন নি, কোটি কোটি টাকা আপনারা তছরূপ করেছেন সারা রাজ্যে আপনারা আপনাদের পার্টির ঘর বানিয়েছেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়েছেন। আপনারা আজকে চিৎকার করেছেন এই আইনকে আমরা যেন আইনরূপে পরিণত করতে না পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমি আবার বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করছি রাজ্যের জনসাধারণের দৃষ্টি তাঁদের বিভ্রান্ত না করে। এই আইন আমাদের অত্যন্ত পরিস্কার যার জন্য আমরা বলছি জন প্রতিনিধিদের জন্য এই আইন আমরা এনেছি। স্যার, ওরা ১০ বছর রাজ্যটাকে যাহার নামে নিয়ে গেছেন, ওরা ১০ বছর কিছুই করেন নি চুরি. জোচ্চুরি, নোংরামি ছাড়া। আমাদের বিরুদ্ধে আমরা ভিজিলেন্স কমিশন করেছি। মুখ্যমন্ত্রী যদি থাকেন মুখ্যমন্ত্রী ভিজিলেন্স আইনে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী পড়েন না প্রধান বিচারপতি যেমন পড়েন না তেমনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও পড়েন না। পশ্চিমবঙ্গে শুধু মুখ্যমন্ত্রীকে নয়. আপনাদের দলীয় বিধায়কদেরও বাদ দিয়েছেন এই এ্যাকট্‌ থেকে। কাজেই আমি আবার অনুরোধ করছি এই আইন সর্ব সম্মতি ভাবে গৃহীত হবে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো : –

"The Tripura Vigilence Commission Bill, 1991 (Tripura Bill No 9 of 1991) as reported by the Select Committee of the House."

বিবেচনা করা হোক।

(অতএব, প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। যেহেতু না কেউ বলেন নি)।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমরা তো এই বিলের বিরোধীতা করেছি। এটা সর্ব্ব সম্মতিভাবে হতে পারে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, উনারা না তো বলেন নি। আপনি চান্স দিলেন। আমার বক্তব্যে উনারা রাজী হয়েছেন। স্যার, আপনি রাইট।

মিঃ স্পীকার :— আই হ্যাভ নট হার্ড।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমরা তো পরিস্কার করে বলেছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী):- স্যার, এখানে প্রচার মাধ্যমের লোক আছেন, ত্রিপুরার জনসাধারণ আছেন, আপনারা না বলেন নি, তাঁরা না শুনেন নি। মৌনং সম্মতি লক্ষনম। আপনারা মৌন থেকে সম্মতি জানিয়েছেন। আমার অনুরোধে আপনারা রাজী হয়েছেন।

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিস্যান ব্যাঞ্চ —আপনাদের যা ইচ্ছা হচ্ছে তাই করেছেন নিজেদের ইচ্ছা মত হাউস চালাচ্ছেন)।

মিঃ স্পীকার :—আমার কাছে রুলিং পার্টি বিরোধী পার্টি বলে কিছুই নেই। আমার কাছে সবাই সমান। আমি বলেছি যারা হ্যাঁ বলার পক্ষে আছেন হ্যাঁ বলুন, হ্যাঁ আপনারাও বলতে পারেন আবার না রুলিং পার্টির ওনারাও বলতে পারেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— নেকষ্ট টাইমে তো ভোট আসছে, তখন আপনারাও ভোট দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ২৫ নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(অতএব, উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

আমি এখন বিলের অনুসূচী দুইটি (সিডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(অতএব, উক্ত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশ-রূপে গণ্য করা হউক।"

(অতএব, বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "The Tripura vigilance Commission Bill, 1991 (Tripura Bill No 9 of 1991 as reported by the Select Committee of the House." পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি উক্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমি প্রস্তাব কর্ছি যে, "Tripura vigilance Commission Bill 1991 (Tripura Bill No. 9 of 1991) as reparted by the Select Committee of the House". পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, উক্ত দপ্তরের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :- "The Tripura vigilance Commission Bill 1991 (Tripura Bill No. 9 of 1991) as reported by the Select Committee of the House." পাশ করা হউক।

(অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "The Tripura (Courts) Order (Second Amendment) Bill 1992 Tripura Bill No. 4 of 1992."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura (Courts) Order (Second Amandment) Blil, 1992 (Tripura Bill No. 4 of 1992)." বিবেচনা করা হউক।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার এই হাউসটা কি স্বাভাবিক ভাবে চলতে দেবেন, আমাদেরকে কি কথা বলতে দেবেন ?

মিঃ স্পীকার : — নিশ্চয়ই কথা বলতে পারেন। আপনারা এই বিলের উপর অংশ গ্রহন করুন, কারা কারা বলবেন বলুন আপনাদেরকে আমি সুযোগ দিচ্ছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, এই বিল সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য। কিন্তু আমরা যখন নোটিশ অফিসে যাই তখন আমাদের বলা হয় যে এইটার কপি নোটিশ অফিস থেকে পাওয়া যাবে না। তাহলে আমরা কি করে আলোচনা করব ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন যে নোটিশ থেকে পাননি, কিন্তু উনার কথা সম্পূর্ণ অসত্য কারণ আমাদের সকল মেমবারস্ই নোটিশ অফিস থেকে এই বিলের কপি সংগ্রহ করেছেন। কাজেই এখানে মাননীয় সদস্য অসত্য কথা বলে সময় নষ্ট করেছেন।

মিঃ স্পীকার : — আপনারা এইভাবে সময় নষ্ট করবেন না, আপনাদের মধ্যে যারা বক্তব্য রাখতে চান এই বিলের উপর তাদের দু'জনের নাম আমাকে দিন। আপনারা বিলের উপর আলোচনা করার সময়ই এই সব কথা বলতে পারবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার আমরা বিলই পাইনি-তাহলে আলোচনা করব কি করে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবিদ্যা দেবশর্মা (আশারামবাড়ী) : — মি: স্পীকার .. ..

(মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের নির্দেশে উনার বক্তব্য এক্সপাঞ্জড. করা হয়েছে ।)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় শ্রীবিদ্যা দেববর্মা একজন প্রবীন রাজনীতিবিদ এবং বিধায়ক, উনি যেভাবে মাননীয় স্পীকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কথা বলেছেন সেটা উনি বলতে পারেন না। তাই আমি প্রস্তাব করছি উনার বক্তব্য হাউসের প্রসিডিংস্ থেকে এক্সপাঞ্জড্ করা হোক।

মি: স্পীকার :— ইয়েস্ অনারেবল মেমবার শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা অনেকদিন ধরে পার্লামেন্টারী প্র্যাক্‌টিস করেন. উনি যা বলেছেন সেটা সম্পূর্ণই আনপার্লামেন্টারী, সো আই এক্‌সপাঞ্জ অল্ হিস স্পীচ্ ফ্রম দ্যা প্রসিডিংস্ অব দ্যা হাউস্ ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমি আপনাকে অনুরোধ করব এই বয়ঃবৃদ্ধ সদস্যকে একটা ওয়ারনিং দিয়ে এবারের মত ক্ষমা করে দেওয়া হউক। আর ওর সমস্ত বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করা হোক্ স্যার।

মি: স্পীকার : - এজ্ বিকজ্ আই এ্যাম নট গোয়িং টু দি কন্ট্রোভাসিয়াল পয়েন্ট, বিকজ্ হি ইজ্ এ সিনিয়র মেম্বার এণ্ড ইফ হি টেল এমেথিং হুইচ্ ইজ্ আনপার্লামেন্টারী —এটা আমি এক্সপাঞ্জ করে দিচ্ছি। এবং ভবিষ্যৎ-এ যাহাতে এই ধরণের কোন কিছু না করেন। আপনারা আমাকে লিষ্ট দিন (বিরোধী দলের সদস্যদের উদ্দেশ্য করে)। দুইজনের নাম দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী : - আমাদের কোন কথা বলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। কথা না বলতে দিলে আমরা লিষ্ট দেব না। আমরা বসে পড়ছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি এই ওপেন হাউসে সবার সামনে বলছি যে আপনাদের মধ্যে এই বিলের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য দু'জনের নাম আমার কাছে প্রেরণ করুন অবিলম্বে।

শ্রীসমর চৌধুরী : আমরা বিল পাই নাই।

মিঃ স্পীকার :—তাহলে আমি ধরে নিলাম যে আপনারা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন না। সেহেতু আমি বিলটাকে ভোটে দিচ্ছি।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো : "The Tripura (Courts) Order (Second Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 4 of 1992.)"

বিবেচনা করা হউক্।

(ধ্বনী ভোটের সময় সরকার পক্ষ 'হ্যাঁ' করেছেন এবং বিরোধী পক্ষ নিশ্চুপ ছিলেন)

মিঃ স্পীকার :— আমি মনে করি যেহেতু কেউ না বলেন নাই সেহেতু সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং ৩নং এবং ৪নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ধ্বনী ভোটের সময় সরকার পক্ষ 'হ্যা' করেছেন এবং বিরোধী পক্ষ নিশ্চুপ ছিলেন)

আমি মনে করেছি যেহেতু কেউ না বলেন নাই সেহেতু সর্বসম্মতভাবে উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, "বিলের শিরোনামটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক্।"

(ধ্বনী ভোটে বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো 'The Tripura (Courts) Order (Second Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 4 of 1992)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "The Tripura (Courts) Order (Second Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 4 of 1992)" পাশ করা হউক।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura (Courts) Order (Second Amendment) Bill 1992 (Tripura Bill No. 1992)" পাশ করা হউক।

(ধ্বনীভোটে সর্বসম্মতিক্রমে বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।)

মিঃ স্পীকার :— এই ভাবে হাউস্ চালানোর দায়িত্ব শুধু স্পীকারের একার নয়। প্রত্যেকে যদি সমান ভাবে অংশ গ্রহণ না করেন তাহলে কেমন হয় দেখুন ব্যাপারটা।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— " The Tripura Excise (Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No- 1 of 1992 . ,
এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Birajit Sinha (Minister): — Mr. Speaker sri, I beg to move that, The Tripura Excise (Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No —1 of 1992) be taken in-to consideration .

মিঃ স্পীকার :— আমি সবার কাছে আবেদন করছি, যাঁরা এটাতে অংশগ্রহণ করবেন তাদের নামের একটি তালিকা আমার কাছে পোঁছে দেওয়ার জন্য আমি দুই পক্ষের কাইপদের অনুরোধ করব যারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন, আমার কাছে যেন নামের লিস্ট দেওয়া হয়। মাননীয় মন্ত্রী আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীবীরজিৎ সিনহা(মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা একসাইজ একট্ ১৯৮৭ ত্রিপুরা একট্ নং ১২ অব্ ১৯৮৭ যাহা ১১. ৯. ৮৭ ত্রিপুরা গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাহাতে সেক্শান ২ ক্লজ ৪এ মুদ্রণ জনীত ক্রটি ছিল। তাই এই ক্লজটি নিম্নোক্ত সংশোধনী প্রস্তাবটি করা হয়েছে। একসাইজ কমিশনার মিনস দেট ত্রিপুরা এ্যাপয়নটেড মিনস সেক্শান ৫, সেক্শান ৫ শব্দটি ঠিক ভাবে লেখা ছিল না। ত্রিপুরা একসাইজ একট্ ১৯৮৭ রুলস্ সমূহ বিধানসভাতে উপস্থাপন করার কোন বিধান ত্রিপুরা একসাইজ একট্ ১৯৮৭ ছিল না। তার জন্য ল ডিপার্টমেন্টের উপদেশ

অনুযায়ী একের অধিক রুলস্ বিধান সভাতে উপস্থাপন করার বিধান সেক্শান ৮৮ নতুন সাব সেক্শান ৭এ তে এই ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— (The Tripura Excise (Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 1 of 1992) . বিবেচনা করা হউক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা ' হ্যাঁ ' বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা ' না ' বলবেন. আমি মনে করি যারা ' হ্যাঁ ' বলেছেন তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ.

অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং এবং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা ' হ্যাঁ ' বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা ' না ' বলবেন. আমি মনে করি যারা ' হ্যাঁ ' বলেছেন, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

অতএব উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো। এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, " বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে পাশ করা হউক। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা ' হ্যাঁ ' বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা ' না ' বলবেন. আমি মনে করি যারা ' হ্যাঁ ' বলেছেন, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

অতএব. বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীব হলো।

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— " The Tripura Excise (Amendment) Bill . 1992 (Tripura Bill No 1 of 1992) . পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

Sri Birajit Sinha (Minister) :— Mr. Speaker sir, I beg to move that " The Tripura Excise (Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No 1 of 1992) be passed .

মিঃ স্পীকার : এখন রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত

প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হলো :— " The Tripura Excise (Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 1 of 1992) . " পাশ করা হউক। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা ' হ্যাঁ ' বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা ' না ' বলবেন, আমি মনে করি যারা ' হ্যাঁ ' বলেছেন, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ।

অতএব, প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো ।

মি: স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্য সূচী হলো :— " The Tripura panchayet (Third Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 5 of 1992) " এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ।

Shri Birajit Sinha (Minister) :— I beg to move that "The Tripura Panchayet (Third Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 5 of 1992)." taken into consideration.

মিঃ স্পীকার ঃ— এই বিলের উপর আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীবীরজিত সিন্হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা ২৮৩ আইন মতে, ত্রিপুরা পঞ্চায়েতের মধ্যে ত্রিপুরায় প্রচলিত আইন রয়েছে।

মি: স্পীকার :— এই বিলে যারা অংশ গ্রহন করবেন তাদের কাছে আমি আবেদন করছি নামের একটি তালিকা আমার কাছে দেওয়ার জন্য।

শ্রীবীরজিত সিন্হা (মন্ত্রী) :— ত্রিপুরার প্রচলিত আইন রয়েছে। আমাদের জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তপশীল মোতাবেক যে জেলাপরিষদ গঠন করা হয়েছে সেই জেলাপরিষদ এলাকায় ভিলেজ কমিটি করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবং তার কারণে আজকে পঞ্চায়েত থেকে সেই জেলা পরিষদ এরিয়ার যে পঞ্চায়েত থেকে বাদ দেওয়ার জন্য আজকে এই বিল আনা হয়েছে।

মি: স্পীকার :— যেহেতু আমি নামের তালিকা পাইনি সেহেতু ধরে নিলাম এটাতে আর কেউ অংশগ্রহন করছেন না, সুতরাং আমি সেটা ভোটে দিচ্ছি। পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি।

তার পর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং, ৩নং এবং ৪নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য হউক।

তারপর ভোটের মাধ্যমে উক্তধারাগুলি অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

তারপর ভোটের মাধ্যমে বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলে :— "The Tripura Panchayats (Third Amendment) Bill, 1992 Tripura Bill No. 5 of 1992", পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীবীরজিৎ সিন্হা (মন্ত্রী) :— Mr, Speaker Sir. I beg to move that the Tripura Panchayets (Third Amendment) Bill, 1992 Tripura Bill No. 5 of 1992) be passed.

মি: স্পীকার :— পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে উৎথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :- The Tripura Panchayets (Third Amendment) Bill, 1992 (Tripura Bill No. 5 of 1992), পাশ করা হউক।

তারপর ভোটের মাধ্যমে আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল : ত্রিপুরার বর্তমান মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন প্রস্তাবের উপর আলোচনা ও ভোট গ্রহন। গত ২৮, ৩, ১৯৯২ইং তারিখে বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত অনাস্থা প্রস্তাবটি উৎথাপনের জন্য সভার অনুমতি চেয়ে ঘোষণা যুক্ত করা হয়েছিল এবং সভার প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য এই অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবটি সভায় উৎথাপনে জন্য সমর্থন করেছিলেন। আমি এখন বিরোধী দলের চীফ হুইপ মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উৎথাপিত মন্ত্রীসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন প্রস্তাবটির উপর আলোচনা আরম্ভ করার জন্য। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি উভয় দলের চীফ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয় অংশ গ্রহন করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমরা সময় জানতে চাই স্যার। সময় কতক্ষণ। আমাদের কতক্ষণ সময় দিবেন।

মিঃ স্পীকার : — এখন তো ৫টা পর্য্যন্ত হাউজ আছে। এখনো দেখা যায় দের ঘন্টা সময় আছে। হাউজ সেটা ঠিক করবেন, যতক্ষণ বাড়াতে চান।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার রুলস্ এ বলছে এই সময়টা ঠিক করবেন স্পীকার এটা আমার কথা নয়, রুলস্ বলছে। আপনি যদি বলেন পাবেন না, পাব না।

মিঃ স্পীকার :— আমার হাতে যতক্ষণ সময় আছে আমি ততক্ষণই আলোচনার জন্য দিতে পারি তারপর আমার হাউজের মতামত নিতে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আপনি পারেন, আপনি সময় ঠিক করুন।

মিঃ স্পীকার :— আমি একক ভাবে পারিনা, আমি দেড় ঘন্টা পর্যন্ত দিতে পারি তারপর হাউজের মতামত প্রশ্ন আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :- সময় না পেলে আমরা কি করে বলব আমরা কতক্ষণ সময় পাব।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ৫৫ মিনিট আর ওদের ৩৫ মিনিট।

মিঃ স্পীকার :— আমি হাউজের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমি এখন ৪ ঘণ্টা বলতে পারি না। কারণ হাউজের অনুমতির প্রশ্ন আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আপনি দেখুন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আমি সবই দেখছি, আমি সবই পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর অনুযায়ী করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আপনি দেড় ঘণ্টা সময় দিতে পারবেন, তারপর কি করবেন।

মিঃ স্পীকার :— তারপর হাউজের মতামত নেব; সেটা এক্সটেন্সন্।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এই ভাবে হবনা স্যার, আমাদের কয়জন বক্তা কি ভাবে বক্তব্য রাখবেন তা ঠিক করে দিন।

শ্রীবাদল চৌধুরী : স্পীকার সময় ঠিক করবেন, এটা রুলসে্ আছে। রুলস্ দেখবেন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে আপনারা বক্তব্য শুরু করুন। ঠিক আছে।

মিঃ স্পীকার :— সমর চৌধুরী কর্তৃক আনিত অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে সভার অনুমতি নিয়ে মোশান মোভ করা হয়েছিল এবং কয়েকজন সদস্য সভায় উৎথাপনের জন্য সমর্থন করেছিলেন। আমি এখন মাননীয় বিরোধী দলের চিফ হুইপ শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উৎথাপিত অনাস্থা প্রস্তাবটির উপর আলোচনা করার জন্য. আলোচনা শুরু হওয়ার আগে আমি অনুরোধ করব উভয় দলের চিফ হুইপ মহোদয়দেরকে যে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন তাদের নামের তালিকা আমার কাছে দিয়ে দেওয়ার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এখন সময় জানতে চাচ্ছি, সময় কতক্ষন ?

মি: স্পীকার :— হাউস পাঁচটা পর্যন্ত আছে, সময় এখন পাঁচটা বাজতে দেড় ঘন্টা বাকী আছে। এখন হাউস জানেন হাউস কতটুকু বাড়াতে চান, বাড়াইতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমরা কে কতক্ষন বলবে সেটি ঠিক করতে হবে তো।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ট্রেজারী ব্যাঞ্চকে ৫৫ মি : বিরোধী ব্যাঞ্চকে ৩৫ মিঃ সময় দিন।

মি: স্পীকার :— ঠিক আছে হাউসের মতামত নিয়ে বাড়ানো হবে। আমি এখন চার ঘন্টা বলতে তো পারি না। ফ্রম মাই জুডিশিয়েল ভিউ। আমি আমার দেড় ঘন্টা সময় এলোকেশান করতে পারি। সেই দেড় ঘন্টা আমি সমান সমান ভাগ করে দিলাম।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :—এমনিতে সময় নেই তার মধ্যে ১ মিনিট সময় নষ্ট করছেন।

মি: স্পীকার :— কারও যদি বক্তব্য থাকে আমি হাউসকে বলব হাউস বাড়ানোর জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এমত অবস্থায় আমরা কতক্ষন সময় পাব, এখন পর্যন্ত আমরা সেটা জানি না। আমাদের ৪ জন সদস্য এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন, কেন না, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই যে নতুন জোট সরকার গঠিত হয়েছে, তার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এক সময়ে সুধীর বাবু অবস্থা হারিয়ে পদত্যাগ করলেন, সেই জায়গাতে হঠাতই সমীর বাবু নতুন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এলেন মাত্র দেড় মাস হল, এখন দেখছি তিনিও এই রাজ্যের জনগনের আস্থা হারিয়ে বসে আছেন এবং আসামীর কাট গড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাই, রাজ্যের সাধারণ মানুষের সমর্থন হারিয়ে এই বিধান সভার মধ্যেই আমরা দেখছি বিরোধী দলের এম, এল, এদের উপর খুনের আক্রমণ সংগঠিত করা হচ্ছে। এই সরকার এই বিধান সভাকে আজকে একটা কসাই খানায় পরিণত করতে চাইছে কিন্তু আমরা সেটা হতে

দিতে পারি না তিনি এই বিধান সভাতেই হুমকি দিয়েছেন যে তিনি ত্রিপুরাতে একটা নজীর সৃষ্টি করতে চান। স্যার, পঞ্চায়েত নির্বাচন এখনও ঘোষিত হয় নি, কিন্তু তার আগেই তিনি আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে এক্ষুনি প্রহসনে পরিণত করতে চান। এই বিধান সভার বাইরে, সুধীর বাবুর নেতৃত্বে যে মন্ত্রী সভা হয়েছিল এখন দেখছি সমীর বাবুর দেড় মাসের রাজত্বে সেই আইন শৃঙ্খলার অবনতি অনেক বেশী গুণ বেড়ে গিয়েছে, অন্ততঃ এই বিধান সভায় সরকার পক্ষ থেকে এই কয়দিনে যে তথ্য দিয়েছেন, তার থেকেই এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আজকে সব চাইতে বেশী আক্রমণ সংগঠিত করা হয়েছে, উপজাতি অংশের বিরাট সংখ্যক মানুষ, আর্থিক ও সামাজিক ভাবে পশ্চাদপদ ও সংখ্যা লঘু মানুষগুলির উপর, ৫ বছর আগে এই কংগ্রেসের শাসনেও এটা এত তীব্র হয়ে উঠে নি। এখন যুব সমিতির সাহায্য নিয়ে নিজেদের টিকে থাকার চেষ্টা করে চলেছে। স্যার, আগে এই রাজ্যে ১০০ শতাংশ উপজাতির বসবাস ছিল, কিন্তু ভারত ভাগ হওয়ার পর লক্ষ লক্ষ শরনার্থী এই রাজ্যে আসায়, সেই উপজাতিদের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৮ শতাংশ অর্থাৎ তারা আজকে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয়েছে। বাঙ্গালীরা সব চাইতে বেশী উন্নত, কি শিক্ষায়, কি আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে। তারাই এই রাজ্যের সমতলে যে ভাল আমি আছে, তার মালিক, এমন কি সরকারের সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এমন কি বিচার বিভাগেও তাদের কর্তৃত্ব রয়েছে। তাই, আজকে এই সংখ্যা গুরু সম্প্রদায় বাঙ্গালীদের সব চাইতে বেশী দায়িত্ব হল সংখ্যা লঘুদের রক্ষা করা। আমাদের বামফ্রন্ট যখন এই রাজ্যে ১০ বছর ছিল, তখন আমরা গণতান্ত্রিক পথেই এই রাজ্যের সকল অংশের মানুষকে উদজীবিত করেছি এবং সকল অংশের মানুষই গণতন্ত্রের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসে ছিল, সেখানে জাতি উপজাতি, এমন কি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছয়ে পড়া পশ্চাদপদ অংশের মানুষও এগিয়ে এসেছিল, গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধাগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার জন্য। ১৯৮০ সনের জুনের দাঙ্গায় এই রাজের জাতি উপজাতিদের মধ্যে যে একটা বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে তারাই আবার সেটাকে ধুয়ে মুছে একাকার করে দিয়েছিল।

১৯৮০ সালের সেই বিপর্যয়, পুনরায় সেই সাম্প্রদায়িক জিগির তোলা হচ্ছে। রাজ্যের উপজাতি জন গোষ্ঠি যে গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছিল, সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলে তার প্রভাব পড়েছিল। দুইটা জোট সরকার একটা সুধীর

মজুমদারের নেতৃত্বে এবং আরেকটি গঠিত হয়েছে সমীর বর্মণের নেতৃত্বে। এই দুইটি মন্ত্রী সভা উপজাতি জন গোষ্ঠির যে মৌলিক অধিকার সব কেড়ে নিয়েছে। কয়েকজন উপজাতি মন্ত্রী করলে উপজাতি জন গোষ্ঠির অস্তিত্ব রক্ষা হয় না। বামফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের আত্মরক্ষার, জাতি উপজাতির যে সব অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, যে পথ উন্মুক্ত করেছিল এই জোট সরকার সেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে ধ্বংস করে দিয়েছে, অবরোধ সৃষ্টি করেছে। সমস্ত উপজাতিদের মধ্যে একটা হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। এই এখন সমীর বর্মণের মন্ত্রী সভা আরও এক ধাপ এগিয়ে সেই মহাজনী শোষণ কায়েম করেছে। উপজাতিদেরকে কাজের লেবার করে তুলা হচ্ছে। সারা রাজ্যে। এই সমীর বর্মণের মন্ত্রী সভা আরও ভীষণ ভাবে উপজাতিদের সেই অধিকার খর্ব করার জন্য চেষ্টা করছে। কাঞ্চন পুরে তার প্রতিফলণ ঘটেছে, আমবাসায় তার প্রতিফলণ ঘটেছে। যে সমস্ত সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় অ উপজাতি তারা এক একটা উপজাতি গ্রামকে তছনছ করে দিচ্ছে। মা বোনদের ধর্ষণ করছে। থানায় কোন কেজ ডাইরী হয় না। কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই। মনু ছৈলেংটাতে ১৩৫টি উপজাতি পরিবার তাদের বাড়ী ঘর লুটপাট করেছে প্রকাশ্য দিনের বেলায়। এই ভাবে সমীর বর্মণের মন্ত্রী সভা আবার সেই ১৯৮০ সালের সেই অন্ধকার দিনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। রাজ্যের শতকরা ২৭/২৮ ভাগ উপজাতি শতকরা ৭০ ভাগ অ-উপজাতিদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। এই ভাবে পত্র পত্রিকা গুলি ব্যবহার করা হচ্ছে বলছে বাঙ্গালীরা বিপন্ন হচ্ছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ বিপন্ন। বাঙ্গালীদের বিপদ আসন্ন। বাঙ্গালীর বিপদ আসন্ন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যাগুরুরা এইভাবে উস্কানীমূলক প্রচার করছিলেন। কাজে কাজেই এই সব উস্কানীমূলক অপপ্রচারে বাঙ্গালীকে করতে পারবে না। এই রাজ্যের বাঙ্গালীর অস্তিত্ব বিপন্ন নয়। বিপন্ন হচ্ছে, ট্রাইবেলে অস্তিত্ব। আর সেটা হয়েছে ঐ সুধীর মজুমদারের মূখ্যমন্ত্রীত্বে ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাওয়ার ফলে এবং সমীর বর্মণের সরকার থেকে আরো দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে রাজ্যে গণতন্ত্র নেই, যে রাজ্যের মধ্যে গণতন্ত্র হত্যা হচ্ছে সংবিধান মানা হয়, আইন-কানুন সমস্তকে আবর্জনার স্তুপে নিক্ষেপ করে রেখে দেওয়া হয়েছে যাতে সংখ্যালঘু দিন বাঁচতে পারে কিংবা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে? গত এক বছর ধরে দেখছি। তারমধ্যে গত বছরে এটা আরো তীব্র হয়েছে। প্রচণ্ড খাদ্য সংকট। কাজ নেই অনাহারে অপুষ্টিতে মৃত্যু হচ্ছে। আমার কাছে সব রিপোর্ট আছে। কিন্তু সময় নেই বলতে পারব না। আজকের

ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা খুলুন - শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, সমিতির প্রেসিডেন্ট, তিনি পর্যন্ত ঘোষণা করেছেন, 'অনাহারে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে'। মানুষের জন্য সামান্যতম পাত্তাও নড়ে না এই জোট সরকারের। সামান্যতম করুনাও হয় না। অসন্তোষ কি বেড়ে উঠছে উপজাতি জনগণের মধ্যে স্যার উপজাতির আজকে এই কথা বলার সুযোগ নেই যে, উপজাতি শিক্ষিত বেকার নেই। উপজাতি শিক্ষিত বেকার শত শত। গ্রামের মধ্যে অর্ধ শিক্ষিত বেকার শত শত। কিন্তু চাকুরী আর যদি থাকে, রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় বসে এই মন্ত্রীসভা — সমীর বর্মণের মন্ত্রীসভা তারা রেকর্ড সৃষ্টি করছেন, একটার পর একটা উপজাতি কোটা ভেজে, উপজাতিদের রিজার্ভেশন তা অস্বীকার করে যাওয়া। শুধু ট্রাইবেলদের কেন ? তপশীলি জাতি-উপজাতি উভয়ের জন্য সংবিধানের যে সুযোগ সুবিধা আছে তা যেমন করে হউক একটার পর একটা ভেঙ্গে দলীয় স্বার্থে, নানা রকম স্বজন পোষনের ব্যবস্থা করেছেন, চাকুরী ফিল-আপ করেছেন। কন্টিনজেন্সি নাম দিয়ে ঢুকাচ্ছেন। নানা কায়দায় ঢুকাচ্ছেন। আস্থাহীনতা, নো কনফিডেন্স সমগ্র জনগণের মধ্যে এভাবে বেড়ে উঠেছে। সৃষ্টি হচ্ছে আরো তীব্র হচ্ছে। স্যার, বাংলাদেশ থেকে সকল বেকার শরণার্থী — আমি শরনার্থী কেন বলব ? বিদেশী নাগরিক, ভারতে শরণার্থী বাংলাদেশে তাদের নাগরিকত্ব ? এই সীমান্ত পার হয়ে ঢুকছে ? আমরা দেখেছি, সুধীর রঞ্জন মজুমদার নিজে প্রশাসনিক ভাবে এলাকায় এলাকায় কি ভাবে সিটিজেনশীপ করেছেন। স্যার, হাজার হাজার মানুষ কিভাবে ..

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অব অর্ডার, সুধীর রঞ্জন মজুমদার মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালীন হাজার হাজার সিটিজেনশীপ কার্ড নিজে করেছেন বলে এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য হল, যেহেতু মাননীয় সদস্য এখানে উপস্থিত নেই সেহেতু তিনি এখানে উনার কথা বলতে পারেন কিনা ? আর আমার ২য় প্রশ্ন হচ্ছে, উনি এই হাজার হাজার লোকের মধ্যে একটি লোকের ঠিকানা দিন যাকে উনি সিটিজেনশিপ কার্ড বিলি করেছেন এভাবে বললেত চলবে না।

শ্রীসমর চৌধুরী:— স্যার, সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাকে বলতে দিন, ওদের বসতে বলুন। আমার বক্তব্যের যখন রিপ্লাই দেওয়া হলে পর আমি আবার উত্তর দেব। সে সময়ই বলব। স্যার, পঞ্চায়েত মন্ত্রীর নিজের দপ্তরের দেওয়া তথ্য থেকে

দেখা যায়, কিভাবে ফ্যামিলি রেজিষ্টার-এর মধ্যে বাংলাদেশী নাগরিক ঢুকে পড়েছে। ওরা ঢুকছে কোথায়? ওরা ঢুকছে খোলা জায়গায়। যেখানে উপজাতিদের জন্য রিজার্ভেশন আছে সমস্ত জায়গায়। যেখানে উপজাতি জায়গা চিহ্নিত হয়ে আছে, এ, ডি, সি এলাকার জায়গায়। স্যার, বার বার এই বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে দাবী উঠেছে, প্রস্তাব পাশ হয়েছে। এ ডি, সি-তে প্রস্তাব পাশ হয়েছে. এই বিধানসভায় আমার প্রস্তাব পাশ করেছি, মাচ পিটিশান এই বিধানসভায় প্রেস করা হয়েছে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। সব অগ্রাহ্য করে চলেছে। ইনার-লাইন পারমিট চালু করেন নি। শুধু তাই ..

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : – আপনাকে আগেই বলেছি, আপনি কি এই বলবেন, না আপনাদের দলের থেকে আর কেহ বলবেন? আপনি এখনও নাম পাঠান।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদের চারজন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, দুই দলেরই ৪৫ মিনিট করে সময়। এখন পর্যন্ত উনি ২০ মিনিট নিয়ে নিলেন। আরো চলবে। তারপর চারজন যদি উনার দলে থাকে, তবে কি করে হবে?

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি নাম পাঠান। নাম না পাঠালে টাইম দেব কি করে?

শ্রী সমর চৌধুরী : – অস্বীকার করে দিন। আমি বসে পড়ব। বলে দিন, কোন কার্যক্রম জানা যাবে না আমি বসে পড়ব।

স্যার, শুধুমাত্র এইটুকু না, এলাকায় এলাকায় সুধীর বাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকা অবস্থায় নিজে দায়িত্ব নিয়ে উপজাতিদের মধ্যে যে সমস্ত দুস্কৃতকারীরা আছে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। উপজাতির বিরুদ্ধে উপজাতিকে সংঘর্ষে যাওয়ার জন্য, উপজাতির বিরুদ্ধে উপজাতিকে যুদ্ধে নামানোর জন্য। এটা কি মারাত্মক। যখন এই রকম একটা সাংঘাতিক অবস্থা, ত্রিপুরায় উপজাতিদের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন ঠিক সেই সময়

উপজাতির বিরুদ্ধে উপজাতিকে উসকিয়ে দেওয়া হয়েছে তার অর্থ কি? সেটা সুধীর বাবুর স্বার্থ, কংগ্রেস (ই) দলের স্বার্থ। এই জোট সরকারের মধ্যে যাঁরা নাকি বাঙ্গালী যাঁরা বাঙ্গালীর চরিত্র নিয়ে বাঙ্গালীর উগ্র জাতীয়তাবাদ নিয়ে যাঁরা ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান তাদের স্বার্থ রক্ষা হতে পারে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বনাশ হয়ে যাবে, গনতন্ত্র প্রিয় বাঙ্গালী এবং উপজাতির সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে, পাহাড়ী-বাঙ্গালী ঐক্যের সর্বনাশ হয়ে যাবে। এর থেকে ফেরানোর জন্য আমরা বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিন্তু এখন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বুঝতে পেরেছেন এই সরকারের উপর আর বিশ্বাস রাখা যায় না। স্যার শুধুমাত্র তপশীলি উপজাতিই নয়, তপশীলির বিরুদ্ধেও তাঁরা লড়াই করছেন? আজকে তপশীলি জাতির সমস্ত অধিকার গুলিকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যেমন উপজাতি এলাকায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই, ঔষধপত্র ঠিক ভাবে যায় না চিকিৎসার সুযোগ নেই, ঠিক তেমনিভাবে তপশীলি-ভুক্ত গ্রামগুলিতেও একই অবস্থা। যেটুকু কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল— জমিতে, মৎস্য চাষে, কুটিরশিল্প যে কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে, যেখানে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল সব আজকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। ও, বি, সি ভুক্ত মানুষ যারা আজকে গ্রামাঞ্চলে বাস করেন তাদের জন্য যে ব্যবস্থা ছিল সব ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। বাজেটের বরাদ্দকৃত টাকা তাদের জন্য খরচ করা হয় নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি আর কতক্ষণ বলবেন? আর মাত্র ১৫ মিনিট সময় আছে আপনাদের।

শ্রীসমর চৌধুরী : – স্যার, আপনি না করেন আমাদের।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না করার কোন প্রশ্ন উঠে না। যেহেতু সময় ঠিক করে দেওয়া আছে ৪৫ মিনিট করে। আমি জানতে চাই আপনাদের আরও ৩জন বক্তা বাকী আছে। তাঁরা কি বলার সময় পাবে?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) : – আপনি ৪৫ মিনিট ঠিক করে দিয়েছেন, ওরা এখানে দাঁড়িয়ে নাটক করছে।

শ্রীসমর চৌধুরী : — শহরের মধ্যে কোন আইন শৃংখলা নেই। শহরের মানুষ আজকে আতংকিত। স্যার আমি খোজ নিয়েছি ৪১ ধারা, এমন সব ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে যে ধরে এনে থানা থেকেই আবার জামিনে নিয়ে যাওয়া যায়। স্যার, আজকে মানুষ খুন হয়ে যায় এখান থেকে বাবুল চৌমুহনী কতদূর, সূর্যমনি নগর কতদূর, খয়েরপুর কতদূর ? নৃসংশভাবে বাজারের মধ্যে খুন করা হয়, রাস্তার উপর খুন করা হয়েছে, এগুলি সব ঘটছে সব সমীর বাবুর সরকারের রাজত্বে। প্রতিদিন নারী ধর্ষণ, নারীর অপহরণ এসমস্ত গুলি চলেছে। প্রশাসনের মধ্যে কি অবস্থা চলছে ? কোন আই এস, আই পি এস অফিসার এখানে টিকতে পারছেন না, এক একজন বিদায় নিচ্ছেন। অফিসাররা আজকে গ্রামাঞ্চলে কি ভাবে আক্রান্ত হচ্ছে কি ভাবে খুন হচ্ছে ? প্রশাসনের ভিতর এবং বাইরে এই সরকারের উপর কোন কনফিডেন্স নেই। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকে তাঁদের উপর অবস্থা হারিয়ে ফেলেছে, তাঁরা এখন আসামীর কাঠগড়ায়। এই বিধান সভারও এম, এল, এ মাখন চক্রবর্তীকে যেভাবে বেড় করা হয়েছে, এটা কি বেড় করে দেওয়া ? তার অণ্ডকোষ চেপে ধরে তাঁকে খুন করে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। একবারও উনারা তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যান নি। ডাঃ রথীন দত্ত যিনি তাঁর চিকিৎসা করেছেন তিনি মন্তব্য করেছেন— সর্বনাশ হয়ে যেতো, খুন হয়ে যেতো !

মিঃ ডেপুটী স্পীকার : — অনারেবল মেম্বার, আরও তিন জন সদস্য আছেন। তাঁদের জন্য সময় তো রাখবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী : - স্যার, আমাকে আর কিছু সময় দিন।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার : সময় আর দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী : — স্যার আমার আরও তিন জন বন্ধু মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার, মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস এবং মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা বলবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — ৪২ মিনিট করে এখানে সময় দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী : - স্যার আমি বলছি তপশীলি জাতি-উপজাতির বিরুদ্ধে, ও, বি, সির. বিরুদ্ধে এবং মুসলিম সংখ্যা লঘু তাদের নিরাপত্তা নেই। ধর্মনগরে এই জোট সরকারের সহায়তা নিয়ে সেখানে দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল। ওখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দাঙ্গার উস্কানি দিয়ে এসেছেন। এখন সমীর বর্মনের মুখ্যমন্ত্রী এই একই রাস্তা নিয়েছেন।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার : - মাননীয় সদস্য আপনাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে। আপনি বলুন।

শ্রীসমরচৌধুরী :— আমি আমার নো কনফিডেন্স মোশান নো ট্রাষ্ট এই মোশানে আসামীর কাট গড়ায় দাড়ান তার বিরুদ্ধে অভিযুক্ত করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। আমি যখন আর বলার সুযোগ পাচ্ছি না, আমি আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করে দিচ্ছি অনারাবল মেম্বাররা যথেষ্ট সময় নিয়ে যাতে বক্তব্য রাখতে পারেন এই আশা রেখে। রিপ্লাই-এ আমি আমার আরও বক্তব্য রাখব।

মি: ডেপুটী স্পীকার :—রিপ্লাই-এর সময় আর সময় দেওয়া সম্ভব নয়। অনারাবল মেম্বার শ্রীকেশব মজুমদার। আপনাদের অবগতির জন্য বলছি যে সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তা থেকে আর ১০ মিনিট সময় আপনাদের আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— তাহলে তো কথা বলার আর কোন দরকার নেই স্যার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার মনে হয় প্রস্তাবটা যেহেতু উনাদের কিন্তু আমাদের রিপ্লাই দিতে হবে এবং আমাদের সময়ও দিতে হবে। তবে আমার মনে হয় উনাদের তিনজনকে ১০ মিনিট করে আধা ঘন্টা দিয়ে দিতে পারেন। আধা ঘন্টার মধ্যে আমরা যদি না পারি তখন হয়তো সভার পারমিশ্যান নিয়ে টাইম বাড়ান হবে।

মি: ডেপুটী স্পীকার :— টাইম সবার জন্য ৪৫ মিনিট করে নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই সময় শেষ হলে তারপর চিন্তা ভাবনা করা যাবে। এখন বলা সম্ভব নয়।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের চীফ হুইপ মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণের নেতৃত্বে যুক্ত মন্ত্রি জোট সরকার এই সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষের জন্য যে অনাস্থা প্রস্তাব করেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি পুরাপুরি সমর্থন করছি। সমর্থন করেই আমি বলতে চাইছি— এই প্রস্তাবের সমর্থনে অন্য কিছু বলতে হয় না যা ঘটে গেছে সেটা বলতে হয় না। এই ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্র ইত্যাদি মানুষের অধিকার, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটি-উশ্যান এইগুলি তো কিছু নেই। যতটুকু এই হাউসের ভিতরে অবশিষ্ট ছিল পার্লা-মেন্টারী ডেমোক্রেসি তার গঙ্গাযাত্রা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম, সেটার আপনিও একজন সাক্ষী, আমিও একজন সাক্ষী। এরপর এই মন্ত্রীসভাকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য সমর্থন করার কোন কারণ নেই। এই বিধানসভার মধ্যে সমীর বাবু অনেক বড় বড় কথা বলেছেন। এরপর হয়তো বলবেন মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলতে পারেন কিনা যুক্ত নম্বরি মন্ত্রীসভা গঠিত হবার পর ত্রিপুরা রাজ্যে একটা পার্টি অফিস ভাঙ্গা হয়েছে ? এটা আগেও বলেছেন, এখনও বলবেন ? উত্তরে আমি বলছি না ভাঙ্গা হয় নি। আমি সমীর বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই তিনিতো ' নম্বরি মন্ত্রীসভারও সদস্য ছিলেন, ভাঙ্গবেনটা কি ? ত্রিপুরা রাজ্যের যা ভেঙ্গে রেখেছেন নূতন করে ভাঙ্গার মত আর একটা পার্টি অফিস গ্রামে গঞ্জে আছে, নেই। সুতরাং সেটা ভাঙ্গা না ভাঙ্গার প্রশ্ন উঠে না। একটু খালি জায়গা যাও পরে ছিল তাও বিলোনীয়া একিনপুরের যে পার্টি অফিসের জায়গা তাও দখল করে নিয়ে গেছে এবং বে-দখল করে সেখানকার পার্টির নেতাকে মারপিট করেছে, এই সমীর বাবুর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার আমলে এইটা হয়েছে, হ্যাঁ সমীর বাবু খবর দিতে পারেননি। স্যার, আমাদের উদয়পুরের একটা পার্টি অফিসের জায়গা সরকারের সঙ্গে লিগেল ডকোমেন্ট করে সেটা নেওয়া আছে। আশ্চার্য্য ব্যাপার দেখলাম সরকারের সঙ্গে যার কোন ডকোমেন্ট এর প্রশ্ন নেই কংগ্রেস ই) পার্টি অফিস হিসাবে উদয়পুরের জগন্নাথ দীঘির পাড়ে অবস্থিত সেই অফিসটা বহাল তবিয়তে আছে। তার কোন ডকোমেন্ট নেই, ১২ গণ্ডা জায়গার উপর উদয়পুর শহর। আর রাস্তার জায়গা বাদ দিয়ে আমরা সরকারের সঙ্গে সাড়ে চার গণ্ডা জায়গার লিগেল ডকোমেন্ট করেছিলাম, ওখানে পার্টি অফিস ছিল. আমরাতো স্যার একটা টাকা হলেও সরকারকে দিয়েছি কিন্তু ওরা ১২ গণ্ডা জায়গার জন্য তারা সরকারকে একটা পয়সাও দেয় নি। সরকারকে পয়সা না দিয়েও ওরা বহাল তবিয়তে আছে, আর আমাদেরতো উৎখাত হয়ে গেছে। কাজেই এর পরেও কি এই মন্ত্রী সভাকে

বলতে হবে এইটা ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই কোর্টের অর্ডার ছিল গণ সংগঠনের যত গুলি অফিস ভাঙ্গা হয়েছে সেগুলির পুন নির্মানের জন্য ত্রিপুরা সরকারের থেকে সাহায্য করার জন্য কোর্টের অর্ডার ছিল। আমি মাননীয় মন্ত্রী সমীর বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই বড় বড় কথা যে বলছেন, তা এখানে একটা পার্টি অফিসের জন্য একটা পয়সা আপনারা খরচ করেছেন? আবার বলেন কোয়ালিটি গভর্ণমেন্ট। স্যার, আইসক্রিম দুই তিন রকমে জলের তৈরী হয়, ভাল জলেও তৈরী হয় এবং ওটার গায়ে কোয়ালিটি লেবেল আটা থাকে। আবার ডোবা নালার জলের হলুদ সাদা সবুজ ইত্যাদি রংয়ের যে আইসক্রিম তৈরী হয় এটাও আইসক্রিম, দুইটাই আইসক্রিম। কোয়ালিটি লেবেল মারলেই সেটা কোয়ালিটি আইসক্রিম হয় না। এইটা মানুষের জীবন সংশয়কারীও হতে পারে। কাজেই এই কোয়ালিটির নামে এই যে মানুষের জীবন সংশয়কারী যে অবস্থাটা সেটা এখানে আর চলতে দেওয়া যায় না। স্যার, এই প্রসঙ্গে উনি খুব হুংকার দিয়েছিলেন যে, এই মন্ত্রী সভা আমার পরে বলেছেন এই ত্রিপুরা রাজ্যের যারা আছে সমাজ বিরোধী, তোমরা সাবধান হয়ে যাও মা বোনেরা এখন রাত্রি ১২ টার সময় চলতে পারবে এবং মানুষের নিরাপত্তার কোন অভাব ঘটবে না। মাননীয় সমীর রঞ্জন বর্মণ মহাশয় দুই নং মন্ত্রী সভার নেতৃত্ব দিচ্ছেন এখনও ৬০ দিন হয়নি, এই ৬০ দিনের মধ্যে আপনার রাজত্বের খতিয়ান কি? খুন ২৯ জন, যতটুকু হিসাব পাওয়া গেছে এই ২৯ জনের মধ্যে ৬ জন নারী এবং এই ৬ জনের মধ্যে দুই জন ধর্ষিতা হওয়ার পর খুন হয়েছে। নাম চাইলে আমি নাম দিতে পারি, নামের লিষ্ট আছে, সমীর বাবু অস্বীকার করতে পারেন, এই হল খুনের চেহারা। গণধর্ষণ-এর ১৫টা কেইস, ১৫ জন মহিলা গণধর্ষিতা হয়েছেন সমীরবাবুর রাজত্বে যতটুকু খবর পাওয়া গেছে। যা পত্রপত্রিকায় উঠেছে এবং সরকারের ঘরে রেকর্ড করা হয়েছে, এই বিধানসভায় যে খতিয়ান দেওয়া হয়েছে সেটা অনুযায়ী, অন্যগুলি আমি বলি না।

শ্রীরতন ঘোষ :— পয়েন্ট অফ্ অর্ডার স্যার, বিরোধী সদস্যদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে যেখানে ধর্ষণের মামলা ঝুলছে সেখানে তাদের মুখে ধর্ষণের বক্তব্য মানায় না, বিরোধী সদস্য তরনী দেববর্মার নামে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, এই বিধানসভায় পাগলামী চলে না, আর যাই হোক। তারপর ডাকাতি হয়েছে যতটা বেরিয়ে এসেছে ৩৯ টা ডাকাতি সমীর বাবুর

রাজ্যে হয়েছে এবং সবগুলি রেকর্ড হয়নি, রেকর্ড হয়না। খুব বলছেন যে উনি সাংঘাতিক শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। এখানে সেখানে অ্যামবুস হচ্ছে, অ্যামবুস হয়ে যারা অস্ত্রধারীরা আসছেন তাদের অস্ত্র লুটে নিয়ে যাচ্ছে। উগ্রপন্থা এইগুলি চলছে। সাত সাতটা এই ধরনের ঘটনা ঘটছে ত্রিপুরা রাজ্যে যতটা খবর কাগজে উঠেছে, তার পরে দশটা অস্ত্র লুন্ঠিত হয়েছে. একটু পরেই উঠে বলবেন "এইটাতো এ টি টি এফের কাজ। এ টি টি এফ কে? এ টি টি এফ সি পি এম। আমি উনাকে বলছি এ টি টি এফ সি পি এম হোক টি ইউ জে এস হোক, আর কংগ্রেসই হোক তাকে ধরার দায়িত্ব কার, এই গভর্ণমেন্টের, না অন্য কারও? এ টি টি এফ যদি সি পি আই এমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে বা এ টি টি এফ যদি সি পি আই এমের কোন সংগঠন হয়ে থাকে আমি সমীর বাবুকে চ্যালেঞ্জ করছি .....

এই এ, টি, টি, এফ যদি সি পি আই (এম) এর সংগঠন হয়ে থাকে তাহলে — আমি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীরবাবুকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলাম, আজকে সমীরবাবুকেও চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি — যদি হিম্মত থাকে- যদি একজন সৎ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনাকে ত্রিপুরার জনগণের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে যদি সাহস থাকে তবে এই ব্যাপারে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন, সারা ত্রিপুরার মানুষের জন্য। এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বে আইনী পার্টি না. এইটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটি লিগ্যাল পার্টি। যদি হিম্মত থাকে তবে শ্বেতপত্র বের করুন, আর ত্রিপুরার মানুষ এই পার্টির জন্য ভোগবে কেন — এই পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করুন।

স্যার থানা লকআপের কথা বলছিলেন — যে পুলিশ রুলস্ অনুযায়ী কাজ করছে। কিন্তু এই থানা লকআপে নিরিহ মানুষকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়. সাংবাদিকদেরও ধরে ধরে নিয়ে সেখানে নির্যাতন করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে আগরতলা শহরে এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে — সেটা এই হাউসে আলোচিত হয়েছে। তিন তিন জন লোককে দুই মাসের মধ্যে থানায় পিটিয়ে পঙ্গু করে ফেলেছে। দুই দুইটা ঘটনা তিন তিন জন আক্রান্ত হয়েছেন সোনামুড়ারও তাই হয়েছে। আর ছোট খাটো ঘটনাতো ঘটছে সারা রাজ্যে।

তারপর স্যার, অনাহারে মৃত্যুর এবং রাজ্যান্তরের খবর তো বহুবার এই হাউসে দেওয়া হয়েছে. রেফারেন্স হিসেবে এসেছে, কলিং এটেনশন নোটিশ হিসেবে দেওয়া হয়েছে এবং আলোচিত হয়েছে এবং বার বার বিবৃত হয়েছে এই হাউসে। সুতরাং

আমি এই সম্পর্কে কিছুটা বলছি - এখানে ৭০০ এর বেশী পরিবার রাজ্যান্তরী হয়েছে এইটা আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না। আপনারা এই বিধানসভায় অস্বীকার করে যান, বিরোধীদের সামনে অস্বীকার করে যান কিন্তু আপনাদের নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে অস্বীকার করুন তো যে না এই এলাকা থেকে কেউ রাজ্য স্তরী হয়নি মাননীয় মন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মা- তিনি যেখান থেকে নির্বাচিত হয়েছেন সেখান থেকে কত পরিবার রাজ্যান্তরী হয়েছে সেটা আমি ঘোরে ঘোরে দেখেছি। এইখানকার মানুষের লিষ্টও আমি নিয়ে এসেছি। এই উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর - এই এলাকার বিধায়কও এইখানে আছেন, সেখান থেকে কত পরিবার রাজ্যান্তরী হয়েছে? খাবার নেই, চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত নেই। তারপর শাসক দলের সসস্ত্রবাহিনীর আক্রমন কারণ ভোটে কারচুপি করে যে করেই হোক সমীরবাবুকে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আনতেই হবে — তারজন্য মানুষের উপর আক্রমন করে তাদের সেখানে থাকতে দিচ্ছে না। কাজেই একদিকে অভাবের তাড়না, অন্যদিকে শাসকদলের প্রাইভেট আর্মির অস্ত্রের আস্ফালন, এই দুইয়ের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের নীরিহ উপজাতিরা আজকে তাদের ভিটামাটি ছাড়া হচ্ছে - তারা বাড়ীতে থাকতে পারছে না কেউ - এইটা অস্বীকার করতে পারবেন? এইটা শুধু উপজাতিদের প্রশ্ন নয়, অউপজাতিদের প্রশ্ন নয়- গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জীবন মরণের প্রশ্ন। ত্রিপুরার জনগণের জীবন মধ্যে এই কচুপাতার জল নয় যে টলে টলে পড়ে যাবে। আজকে এই জাতি এবং উপজাতির মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করে এক নতুন ত্রিপুরা গড়ে উঠবে — এইটাই হচ্ছে ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের আশা। কিন্তু দেখা যায় যে এই উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন সমীরবাবুরা। এই জোট সরকার আজ যা করছে তা কোন অবস্থাতেই আর কনটিনিউ করতে দেওয়া যায় না, এই অবস্থাকে চলতে দেওয়া যায় না, এই অবস্থাকে বাড়তে দেওয়া যায় না।

কংগ্রেস (ই)-এর যারা আছেন এই জোট রাজত্বে, তারা এইসব করবেই। এটা ত্রিপুরার মানুষ ধরেই নিয়েছেন। সুতরাং এটা বলার কোন অপেক্ষা রাখে না। বরং মানুষ অসন্তোষ্ট হয় যদি কংগ্রেস (ই)-এর কেউ দুর্নীতি না করে। এটা শুধু এখানে না গোটা ভারতবর্ষেই। আজকে কাগজে দেখতে পেলাম যে একজন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন কেন? তার গুরুদেবরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেওয়ার জন্য, ভারতবর্ষের নিরাপত্তা বিনষ্ট করার জন্য, এই বফর্স কামান, যে কামান দিয়ে রক্ষা করবে সেটাও ভেজাল মাল কিনে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য যে অবস্থার

সৃষ্টি করেছেন, তা ধামা চাপা দেওয়ার জন্য যাতে রুই-কাতলা ধরা না পড়েন, তা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছেন। সুধীরবাবু ও এরকম করেছিলেন। আগেই এরাজ্যের উপজাতিদের জোট সরকার পাচার করে দিয়েছেন। বাংলাদেশে। এরপর আবার গরু পাচার করার চক্রান্তও করেছিলেন। সেটা আবার এখন বেড়িয়ে গিয়েছে। এই অবস্থা করা হয়েছে। এটা বেরিয়ে গিয়েছে কার কাছ থেকে? খোদ মুখ্যমন্ত্রীর ফাইল থেকে সেটা বেড়িয়ে গিয়েছে। একজন মুখ্যমন্ত্রীকে হটিয়ে দিয়ে আরেকজন মুখ্যমন্ত্রী হলেন। তার আমলে কি অপকীর্তি হয়েছে, আর একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সেটা পত্রিকায় দিয়ে দিচ্ছেন। এই ধরনের রাজত্ব? এই রাজত্ব চলবে ত্রিপুরায়? এই রাজত্ব মানুষের উপকার করতে পারে। ত্রিপুরার মানুষকে রক্ষা করতে পারে? সেইজন্য ত্রিপুরার মানুষকে সেটা সমর্থন করতে হবে? এটা কেউ বিশ্বাস করলেও আপনি বিশ্বাস করবেন? কেউ বিশ্বাস করেন না আমি জানি। কিন্তু অবস্থার মধ্যে থেকে এটা করতেও হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করিনা। ত্রিপুরার কোন মানুষ সেটা বিশ্বাস করে না। মাননীয় সমর চৌধুরী ত্রিপুরার ২৭ লক্ষ মানুষের হয়ে যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন, আমি তার অংশীদার। এবং আমি বলছি এই রাজত্ব এখানেই শেষ হওয়া দরকার। ত্রিপুরার মানুষের যাতে দুর্ভোগ আর না বাড়ে। ধন্যবাদ।

মি: ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা। আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে ১০ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করার জন্য।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (সিমনা): – মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই রাজ্যে জন বিচ্ছিন্ন বামফ্রন্ট দল গত ২৮ তারিখে তাদের দলের মুখ্য সচেতক মাননীয় সমর বাবু এখানে একটা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন, যেটা খুবই হাস্যকর। এই অনাস্থা প্রস্তাব বিরোধী দলের একটা নাটক, নাকি একটা রোগ সেটাই এখন প্রশ্ন। স্যার, আপনি ভাল করে জানেন যে, এই বিরোধীরা গত চারটি বছরে শুধু সুধীর বাবুর বিরুদ্ধে নয়, সমীর বাবুর বিরুদ্ধে নয়, সরকারের বিরুদ্ধে নয়, এমন কি মাননীয় স্পীকারের বিরুদ্ধেও অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যতবার আনছেন ততবারই তারা ফেলিওর হচ্ছেন। কাজেই তারপর আজকে কোন উদ্দেশ্যে আবার অনাস্থা প্রস্তাবটা আনলেন সেটা আমাদের কাছে বোধগম্য হচ্ছে না। সমর বাবু এবং কেশব বাবু বলেছেন যে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণী মানে তপশিলী জাতি এবং উপজাতিরা নাকি এই

জোট সরকারের আমলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের আমলে কি হয়েছিল ? তাদের আমলে কি কোন পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিলেন তাদেরকে ? কোন পরিবর্তন হয় নাই। ১৯৭৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৯ সালে তেলিয়ামুড়াতে শুরু করা হয়েছিল প্রথম দাঙ্গা। ঐ মাখন চক্রবর্তীরা, ঐ জীতেন সরকাররা এবং খগেন্দ্র জমাতিয়ারা শুরু করেছিলেন তখন।
সেই ৭৯তে এই ভাবে উপজাতি স্বজনগোষ্ঠীকে হাজারে হাজারে ওরা জেলে পুড়েছে সেই দিন লক্ষ লক্ষ উপজাতির ধন সম্পত্তি ওরা নষ্ট করেছে সেই দিন। আজ উনারা বিরোধী আসনে বসে চিৎকার করছে উপজাতিরা ধংস হয়ে যাচ্ছে, উপজাতিরা ধংস হয়ে যাচ্ছে। সেই বুড়বুড়িয়া থেকে শুরু করে তৈতু থেকে শুরু করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত পাহাড়ী এলাকায় রাজ্যান্তরীর কথা বলছে। লজ্জা নেই ওদের। সেই দিন ভাণ্ডারী মা থেকে শুরু করে রইস্যা বাড়ী, ঘে ড়াকাপ্পা থেকে শুরু করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার হাজার উপজাতিরা নিরাপত্তার অভাবে, খাদ্যের অভাবে ঐ দিন মিজোরাম, বাংলাদেশ এই সমস্ত জায়গায় ওরা রাজ্যান্তরী হয়েছিল। তাদের আমলে, বাম আমলে। আর আজকে বলছে উপজাতি ..

স্যার, এই সরকার আসার পর, আপনারা এটা দেখবেন না, আপনারা চিন্তা করবেন না. যেহেতু আপনাদের সেই চিন্তা করার মানসিক প্রস্তুতি এখনও হয় নাই। আমরা কি কি করেছি ? ঐ তাদের আমলে চাকুরীর কোটা পূরণ করেন নি সেই দিন উপজাতিদের ন্যায্য অধিকার তাঁরা জোর করে চাপিয়ে রেখেছিল। ঐ দীনেশ বাবুরা তাঁরা সেই দিন মন্ত্রী সভার সদস্য হয়ে রাজ্যে শুধু তাই নয়, ঐ দশরথ বাবু উপজাতি দরদী। সেই দিন নকল উপজাতি দরদী সেঁজে ঐ তাঁর দপ্তরে (শিক্ষা দপ্তর) শত শত পদ পূরণ করতে পারেন নি। ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ রকম পোস্ট রেখেছিল। আমাদের সরকার আসার পর শুধু ককবরক ওঁরা এক হাজার পোস্ট খালি করে রেখেছিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ওরা পূরণ করতে পারেন নাই। এর পরেও বলে উপজাতি দরদী।

সমস্ত ডিপার্টমেন্টে সেই দিন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি যারা পুলিশ কর্মচারী তাদের নায্য অধিকার পায় নি। প্রমোশনের ক্ষেত্র থেকে শুরু করে পরীক্ষা ক্ষেত্র থেকে শুরু করে সমস্ত দিক থেকে ঐ নৃপেনবাবু সেইদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ইচ্ছাকৃতভাবে এ, এস. আই থেকে এস আই, এস, আই থেকে ইন্সপেক্টর. ইন্সপেক্টর থেকে ডি, এস, পি, ডি, এস, পি, থেকে এ. এস. পি, সেই দিন ওরা পূরণ

করেন নাই। সেই দিন কাদের ওঁরা প্রমোশন দিয়েছিলেন? ঐ নৃপেনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে যারা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা সেলামি দিয়েছেন তাদেরকে সেই দিন প্রমোশন দেওয়া হয়েছিল।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা উপজাতির জন্য কোটা পুরণ করেছি। অন্যায় হয়েছে নাকি?

উপজাতি ছাত্রদের জন্য আপনারা সেইদিন কি ভেবেছিলেন? উচ্চ শিক্ষার জন্য সেই দিন আমার ছাত্ররা যখন শিলং, দিল্লী, মনিপুর ভারতবর্ষের বিভিন্ন কলেজে যখন পড়াশুনা করতে যায় তখন আপনারা বললেন বিচ্ছিন্নতাবাদি দল। আমরা শিলংয়ে দেখেছি, শিলংয়ে যখন পড়তে যায় তখন কৃষ্ণ দেববর্মা নামে সেই দিন একজন উপজাতি ছাত্রকে এই নৃপেনবাবুর নির্দেশে মেলাঘর পুলিশ গ্রেপ্তার করে এই আগরতলায় সেন্ট্রাল জেলে আটক করে রাখে। তার দোষ কোথায়? কেন সে শিলংয়ে পড়বে? উচ্চ শিক্ষা নিতে পারবে না উপজাতিরা উচ্চ শিক্ষা নিতে পারবে না। এই হচ্ছে সেই দিন আমাদের দোষ। স্যার, এই সরকার আসার পর আমরা শিলংয়ে ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে জায়গা ক্রয় করেছি। এটা কি উপজাতি বিরোধী হল?

স্যার, এই রকম ট্রাইবেল এলাকায় ইনটেনসিব ভেজিটেবলস্ পকেট। উপজাতিরা সব্জী চাষ করতে পারে নাই, সার ব্যবহার করতে পারে নাই। কারণ ওদের আমলে সার তো দেয় নাই, পাহাড়ীকে ভয় দেখাচ্ছে, তোমরা সার ব্যবহার করবেনা জমি নষ্ট হয়ে যাবে। আর আমাদের আমলে সার কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তার ট্রেনিং আমরা দেই এবং পাহাড়ীদেরকে বলি তোমরা সার ব্যবহার কর, ফসল ভাল হবে। পাহাড়ী এলাকার সু-চিকিৎসার জন্য, আধুনিক চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি। আমার এলাকার কথাই বলব স্যার, ঐ তাদের আমলে একটাও হাসপাতাল হয় নাই আর আমাদের আমলে ৪টি সাবসেন্টার হয়েছে ১টা রুরাল হাসপাতাল হয়েছে। আর আগামী ৪ তারিখ পি, এইচ, এস, হাসপাতাল এর উদ্বোধন হবে। মাননীয় বিরোধী সদস্যদেরকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডাল ভাত খাওয়ার জন্য, আপনারা আসুন। ঐদিন আসুন চাচু বাজারে তাহলে দেখতে পাবেন। স্যার, ওরা বলেছে এ, ডি সি, কে টাকা দেওয়া হচ্ছে না। আমার সরকার এ, ডি, সির বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা দিচ্ছে, উপজাতি এলাকায় রাস্তা দিচ্ছে, নুতন করে বিদ্যালয় খোলছে, বিভিন্ন পাহাড়ী এলাকায় সাবসেন্টার খোলা হচ্ছে,। রোগ নিবারনের জন্য পাহাড়ী এলাকায় মেডিকেল টিম পাঠানো হচ্ছে। এই সব হচ্ছে বলে দুঃখ

লাগে আপনাদের। উপজাতিরা মরুক তারা চায়। আপনারা রাজনৈতিক স্বার্থে উপজাতিদের ব্যবহার করেছেন। স্যার আর আমি একটা কথাই বলব, ওরা কি করেছে, ওরা গ্রাম, পাহাড়ে এস, আর. ই, পি, এন আর ই পি করতে দিচ্ছে না। বিদ্যালয়ে শিক্ষককে যেতে দিচ্ছে না ঐ এ টি টি এফ বাহিনী। এ টি টি এফ কারা? ওরা সি পি এম এর লোক। আজকে আমার সদর উত্তরাঞ্চলে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে কেম্প লুট হচ্ছে, বন্দুক লুট হচ্ছে, ট্রাক লুট হচ্ছে। এইগুলি হচ্ছে তাদের নির্দ্দেশ। এই কাজ তাদের নির্দ্দেশের কাজ। মনে রাখবেন, ঐ বন্দুক দিয়ে, এস এল আর দিয়ে কোন অবস্থায় ক্ষমতায় আসতে পারবেন না। এর প্রমান ঐ আপনাদের দলে আছে, খগেন্দ্র বাবু. উনি তো বহু খুন করেছেন।

স্ট্যাগুগান ধরেছেন, এস এল আর ধরেছেন এবং বাংলাদেশে গিয়ে বহু ট্রেনিং দিয়েছেন স্বাধীন ত্রিপুরার জন্য। এর পরেও এ টি টি এফ হবে না এটা বিশ্বাস করা যায় না, আপনারা এই স্বপ্ন ছেড়ে দিন। এই স্বপ্ন অলিক স্বপ্ন এই স্বপ্ন বাস্তবে হবে না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং তাদের যে নো কনফিডেন্স মোশান এটা লজ্জা জনক এটা হাস্যকর এটাকে তুলে নেওয়ার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য জওহর সাহা। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি ১০ মিঃ এর মধ্যে যাহাতে শেষ করে।

শ্রী জওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা অতি দুর্ভাগ্য জনক যেখানে এই বিধান সভা অধিবেশনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বাজেট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই সরকারের যে দায়িত্ব আছে এবং এই হাউসের অধিকারে তাদের সদস্যের সমর্থন এই সরকারের প্রতি যে আছে এটার বিন্দু মাত্র সংশয় ওরাও দেখেনি তার পরেও তারা এ সরকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে এটা শুধু হাস্যকর নয়, এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তবে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আপনার মাধ্যমে একটি কথা পরিস্কার ভাবে বলে দিতে চাই, জন্মান্ধ যারা চিকিৎসা শাস্ত্রে তাদের চক্ষু ফিরিয়ে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। ঠিক বিরোধী ব্যাঞ্চে যারা বসে আছেন তাদের অবস্থাও জন্মান্ধের মত। এ রাজ্যকে ওরা ধ্বংস করে ফেলেছিল ওদের দশ বৎসর শাসন কালে। শাসন বললে সম্ভবত ঠিক হবে না, ওদের শোষণ এবং অত্যাচারে। এ

রাজ্যের লাখ লাখ মানুষ উদের শাসনকালে ভিটে মাটি ছাড়া হয়েছে। এ রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ নির্যাতিত হয়েছে, নির্বিচারে খুন হয়েছে এবং সকল অংশের মানুষ ওদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাই নাই ।

১৯৮৮ সালে এ রাজ্যে কংগ্রেস টি ইউ জে এস সরকার ক্ষমতায় এসে এ রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। এই আইনের শাসনের মধ্যে দিয়ে বন মানুষ আর পশুরা, দানবেরা, জানোয়ারেরা নিশ্চয়ই তাদের স্বার্থের কিছুটা অসুবিধা আছে বৈ কি, তারা চিরকাল মানুষের উপর অত্যাচার করেছে। তাদের রূপটা দানবের রূপ তারা মানুষকে নিঃস্ব করেছে, শোষণ করেছে, এই আইনের শাসন আদৌ তারা ভাল চুখে নেবে না, ত্রিপুরার মানুষ সেটা ভাল ভাবে জানে। আমরা এটা পরিষ্কার ভাবে বলে দিতে চাই। এই এ টি টি এফ বলুন আর এ টি পি এল ও বলুন কখনো টি এন ভি, নামে, যেই নাম দিয়ে এরা আসুন, যে নুতন নাম নিয়েই এই রাজ্যেই সন্ত্রাস কায়েম করোন না কেন শক্ত ভাবে ওদের মোকাবেলা করা হবে। দাওয়াই শক্ত ভাবে দেওয়া হবে। রোগ যেহেতু তাদের কঠিণ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী দলের তরফ থেকে বিশেষ করে সমর বাবু, কেশব বাবুরা বলেছেন উদের পার্টি অফিস না কি ভেঙ্গে দিয়েছে। যদি এ কারখানাগুলি তাদের পার্টি অফিস হয়ে থাকে যদি ত্রিপুরার বন্দুক তৈরীর কারখানাগুলি তাদের পার্টি অফিস হয়ে থাকে, বামদা, বোম বানানোর কারখানাও তাদের পার্টি অফিস হয়ে থাকে, তাহলে আপনার মাধ্যমে এটা বলে দিতে চাই এই সরকার যতদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে এই ধরনের কারখানাকে পার্টি অফিস করতে ত্রিপুরার মানুষ দেবে না ।

কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস নেতাদের খুন করার জন্য তাদেরই নির্দেশে, তাদেরই অফিস থেকে আক্রমণ করা হয়েছে। স্যার, বিরোধীদলের তেলিয়ামুড়ার সদস্য সমর বাবু উদয়পুরের সদস্য কেশব বাবু এবং কমলপুরের সদস্য বিমলবাবু এখানে রয়েছেন, আমি তাদের খুনি বলবো না। আর বাদলবাবু যেখান থেকে এসেছেন, তিনি যদি সেখানে যান তো চার দিকে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়, মানুষ জন ভীত হয়ে যায়, ৯০ বছরের এক বৃদ্ধা তো কাকুতি করছে, এই যে বাদলবাবু এসেছে, তার ছেলে বুঝি খুন হয়ে যায়। (বিরোধী বেন্চ ও আপনাদের ট্রেজারী বেন্চ কি কোন খুনী নাই) আমাদের ট্রেজারী বেন্চে কেউ আছে কিনা, আমার জানা নাই, তবে স্যার, ওদের আর এক জনের নাম বাদ পড়ে গেছে, উনি হলেন মতিবাবু। আরও অনেক

আছে, কিন্তু তারা এখানে নেই, তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। আমরা জানি যে আপনাদের কুকর্মই এই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়। এই সরকার রাজ্যের মধ্যে যাতে আইন শৃঙ্খলার অবনতি না ঘটতে পারে, সেজন্য নিশ্চয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার এই রাজ্যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি রয়েছে, রয়েছে উপজাতি, রয়েছে তপসিলী জাতি, তাদের উন্নতির জন্য কি ধরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা নানাভাবে বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। তা সত্ত্বেও দেখছি, ওদের মধ্যে কিছু শিয়াল আছে, তারা কিছু ঘেউ ঘেউ করবেই।

শ্রীঅখিল সরকার:— পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, শিয়াল কখনও ঘেউ ঘেউ করে না, শিয়াল হুক্কা হুয়া করে বোধ করি মাননীয় সদস্য এর এটাও জানা নাই (হাসির রোল)।

শ্রীজওহর সাহা:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আদিবাসী উপজাতি, তপশীলি জাতি এবং পিছিয়ে পড়া মানুষ যারা আছে, তাদের কারো কোন অভাব নাই, তারা আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়ে গেছে, এটা আমরা দাবী করছি না, ওরা তো ১০ বছর এই রাজ্যে রাজত্ব করেছেন, তারা কি বলবেন তো তাদের আমলে এই সমস্ত লোকগুলিকে স্বাবলম্বী করে দিয়ে গেছেন, তারা অবশ্যই একথা বলবেন না তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সরকারে এসে, এই গ্রামের মানুষগুলির জন্য যে কর্মসূচী হাতে নিয়েছি এবং সেগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে চেষ্টা আমরা করে চলেছি, সেখানে তাদের সহযোগীতা করার কথা। কিন্তু আমরা দেখছি যে তারা সেটা করতে চাইছেন না, বরং এ, টি, টি, এফের নাম করে নতুন কায়দায় এই রাজ্যে একটা সন্ত্রাস কায়েম করতে চাইছে। স্যার আমি এখানে একটা তালিকা পড়ছি, তারমধ্যে অনেকগুলি নাম আছে, যাদের দিয়ে খুন খারাপির মতো জঘন্য কাজগুলি তারা করিয়ে থাকে, ওদের সাহস থাকে, এটা যেন তারা অস্বীকার করে; তারাই টি, ইউ জে, এদের নেতা কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র বাবুকে খুন করার জন্য চেষ্টা করেছিল, শুধু তাই নয়; তারা আমাদের বিদ্যুৎমন্ত্রী রবীন্দ্রবাবুকে খুন করার জন্যও একটা ষড়যন্ত্র করেছিল, তারাই এ, ডি, সির সদস্য সুখদয়াল জমাতিয়াকে খুন করার জন্য চেষ্টা করেছিল। যেমন: গঙ্গা বাহাদুর জমাতিয়া, রঞ্জিত কলোনী, রামপুর, নিকুঞ্জ সাধন জমাতিয়া, সুব্রত জমাতিয়া, ওকে এই নামে হয়তো

চিনবে না, কিন্তু পদ্ম পলাশ বললেই সবাই চিনবে, পূর্ব মালবাস গাঁও সভার সি, পি এম প্রধান, তারপর হচ্ছে দেব কিশোর জমাতিয়া, তার ছেলে দেব নারায়ণ জমাতিয়া এবং ত্রিনয়ণ জমাতিয়া, নিশ্চয় উনারা ওদেরকে চিনবে, তাদের বিভাগীয় কমিটির সদস্য এই দেব কিশোর জমাতিয়া। স্যার, আমার কাছে আরও অনেক নাম আছে, আপনি যখন বলেছেন, তখন আর আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত না করে এটাই বলব যে ওরা যে অনাস্থা এনেছেন এই সরকারকে পতনের জন্য নয়, এটা এনেছেন তাদেরই নেতৃত্বের প্রতি, এখন তাদের কেউ নেতা নেই, তারা নেতৃত্ব শূন্য। তাই আমি এই অনাস্থাকে প্রত্যাহার করে নিয়ে এই সরকার এর সঙ্গে সার্বিক সহযোগীতা করার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করছি, আর তারা যদি তা না করেন, তাহলে এই অনাস্থার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী রতন চক্রবর্তী।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসলে এই এসেম্বলিতে বেশ কয়েক বার নো কনফিডেন্স মোশন এসেছে। কিন্তু আমার যেটা মনে হয়েছিল বিশেষ করে একটা বিশেষ মুহূর্তে এটা আসে। আমরা দেখলাম এ, ডি, সির নির্বাচনে, লোকসভা নির্বাচনে এবং সর্বশেষ আমাদের রাজ্য সভার নির্বাচনে যখন আমাদের আস্থা বাড়ছে ঠিক তখনই এই নো কনফিডেন্স মোশন আনা হলো। এটা বোধ হয় রাশিয়ার পেরেস্ত্রৈকা যে হাওয়া বইছে, ওদের অস্তিত্বের মূল ভিত্তিকে নিয়ে নাড়া দিচ্ছে সেটাকে সামাল দেওয়ার জন্য এই নো কনফিডেন্স মোশন আনা হয়েছে। ইদানিং কালে দেখছি ওদের নেতৃত্ব বদল, অজয়বাবুর বিক্ষোভ এবং বিভিন্ন জায়গায় ওদের একনিষ্ঠ কর্মীরা দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। নূতন করে সমরবাবুকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান, এই সমস্ত ঘটনায় আমার মনে হচ্ছে যে একটা শক্তিশালী বিরোধী দল আগামী দিনে আমাদের ত্রিপুরাতে থাকবে কিনা। এই জন্য আরো উদ্‌বেগ প্রকাশ করছি। এই বিধানসভায় বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা হয় এবং সাবজেক্টগুলির এত গুরুত্ব যে কারণে আমাদেরকে এখানে পাঠানো হয়। ওদেরকে লক্ষ্য করা গেছে বিশেষ করে গত ৩০শে মার্চ এবং ৩১শে মার্চ উনার এই হাউসে যে ভূমিকা নিয়েছেন তাতে মনে হয় না যে ওদের গণতন্ত্রের প্রতি কোন আস্থা আছে। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করছি নীতিগত ভাবে তাদের মধ্য একটা পরিবর্তন

আসছে। সেটা হলো টি ইউ জে এসকে তারা সম্প্রদায়িক দল বলতো কিন্তু সেই টি ইউ জে এসের উপর ভর দিয়ে ক্ষমতায় আসার জন্য চেষ্টা করছে। বলছে যে টি ইউ জে এস সাম্প্রদায়িক দল নয়। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। টি এন ভি চুক্তি হয়েছিল ১৯৮৮ সালের ২রা আগষ্ট। সেইদিন দেখলাম মাননীয় সদস্য বিমল সিন্‌হা টি এন ভির পক্ষে সোয়াল করেছেন এটার কারণ হলো ওরা টি ইউ জে এসের প্রতি হতাশাগ্রস্থ। তাই টি এন ভিকে আদরে নামিয়ে একটা কিছু অপকর্ম করা যায় কি না এটা তারই চেষ্টা। ইনার লাইন পারমিট নিয়ে ওরা এখানে চীৎকার দিচ্ছে। একটা দল তার

নীতি থেকে সরে গেলে কোথায় গিয়ে নামতে পারে ওরা হলো সেটার উদাহরণ। যাই হউক, একটার পর একটা ভুল নীতি একটা দলকে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে পারে তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ফুটে উঠেছে। আপনি একটা জিনিস নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, ওরা শান্তির প্রস্তাব করেছেন। স্যার, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কংগ্রেস সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার সব সময়ই শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করছেন এবং বর্তমানে এই উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলি নিজস্ব রাস্তা ধরে চলছে। আমি জানি, দীর্ঘকাল এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে হিংসার পরিবেশ ছিল, এক শ্রেণীর যুবক উগ্রবাদীর দিকে চলে গিয়েছিল তাদেরকে মূল স্রোতে এনে যেমন, টি এন ভি প্রশ্নেও তাদের মূল স্রোতে এনে আমাদের সব সময় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যখন আমরা এই খানে জোট সরকার অন্তত উপজাতি অউপজাতি সম্পর্ক ধীরে ধীরে সুদৃঢ় করে তুলছি আর তখনই খুব সেনসেটিভ ইস্যুতে উপজাতি অউপজাতি সম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে এটা কখনও দেশের পক্ষে কিংবা গণতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গল হতে পারে না। এছাড়া আমি লক্ষ্য করছি, আমি পুরান দিনের কথায় যেতে চাই না, ওদের বিভিন্ন নীতির আজকে বিভিন্ন দেশে পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা একথা বলি না এতে উল্লাসিত হবার কি আছে একটার পর একটা দেশ যদি ভেঙ্গে যায়, টুকরো হয়ে যায়, ইতিহাস হয়ত আগামী দিনে বলবে, কেন কার ভুলে, কোন ভুল নীতির ফলে এগুলি ভাঙ্গছে। এগুলি খুব একটা সুখের সংবাদ বলে আমি মনে করি না। যদিও অনেকে মনে করে থাকেন। কিন্তু আমার মনে হয় ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের যারা প্রতিভূত বা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা কমিউনিষ্ট আন্দোলন করেছে তাঁদের একটা চিন্তা ভাবনা করার সময় এসেছে কারণ ওঁদের দলীয় আভ্যন্তরীন গণতান্ত্রিক

প্রতিষ্ঠানে এক শ্রেণীর কর্মী জেহাদ ঘোষণা করেছেন এবং তাঁরা চেয়েছিলেন নৃপেন বাবুর যে একনায়কতন্ত্রী মনোভাব এবং দলের ভেতরে যে আভ্যন্তরীন গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা সেটাকে রোখার জন্য কিছু কর্মী এবং নেতা সোচ্চার হয়েছেন। আমার মনে হয়, আরো কিছু নেতা কর্মী, বিধায়করা হয়ত আগামী দিনে এটা চিন্তা করবেন, যাতে সি. পি আই (এম) দলের ভেতরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমাদের রাজ্যের উন্নতির কথা নূতন করে কিছু বলতে চাই না। একটা সরকারের ভেতরে নো-কনফিডেন্স আনতে গেলে বা আনার আগে, এগুলি ভাবা দরকার। আমাদের সম্পর্ক যেমন সুদৃঢ় হয়েছে, আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন, পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে উপজাতিদের নূতন অভ্যাস তৈরী করার প্রচেষ্টা নিয়েছি যার মাধ্যমে আগামী দিনে স্ব- নির্ভর হবে আগামী ত্রিপুরা। এছাড়া কৃষিতে হয়েছে, রাবার শিল্পে হয়েছে, বনায়নে হয়েছে এটা বিশ্ব ব্যাঙ্ক পর্যন্ত উচ্চ প্রশংসা করেছে। কাজেই এগুলি ঘটনা। এগুলিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। আজকে ডঃ মনমোহন সিংকে জানা দরকার আপনারা আজকে ডঃ মনমোহন সিংয়ের বিরুদ্ধে আজ কাল খুব বলছেন। আপনাদের এই ব্যাপারে জানা থাকা উচিত। কারণ আমরা জানি, এই ডঃ মনমোহন সিং যখন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি সাব-কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, তখন যেটা ওরা বার বার বলছেন সেই তয় বিশ্বের কথা সেই তয় বিশ্বের উন্নতশীল দেশগুলি সত্যিকারের উন্নতির জন্য এই ডঃ মনমোহন সিং যে প্রকল্প রচনা করেছিলেন সেটা বিশ্ববাসীর সমস্ত নেতাদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে এবং এই যে ঋণ নিয়ে কি হয়েছে? কোরিয়ার মত দেশ, তাইওয়ানের মত দেশ যাকে আমরা এশিয়ার টাইগার বলা হয়, তারা অর্থনীতিতে কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে? আমরা যখন একটা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে যাব তখন কতগুলি নিয়ম মেনে তা করতে হবে। ওয়েষ্টবেঙ্গল করেছে, রাশিয়া করেছে আর যাদের নাম বললাম, তারা সেই নিয়ম মেনে ঋণ নিয়ে তাদের দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী তৈরী করেছে। কাজেই ভুল নীতি নিয়ে আলোচনা করলে চলবে না। দরজা- জানালা খুলে, মুক্ত মন নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ঐ কমিউনিজমের পুরান নীতিকে আঁকড়ে থাকলে আখেড়ে গণতন্ত্রের কোনও লাভ হবে না। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভেতরে সত্যিকারের ঢুকে পড়ুন এবং জনগণের স্বার্থ নিয়ে এখানে আলোচনা করুন। এইখানে মেশোন বলুন, রেফারেন্স বলুন, কলিং এটেনশান বলুন, ইম্পরটেন্ট অন্যান্য সাবজেক্ট ফেলে আপনারা বাইরে চলে যাচ্ছেন এখানে ওর্জার লড়াই করার জায়গা নয় এখানে ওর্জার লড়াই করার জন্য আমাদের কারও

প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নই। কারণ, এই জায়গা মহান মর্য্যাদাময় ওরা এখানে সত্যিকারের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন, মূল্যায়ণ করবেন, যে গুলি বাইরে গিয়ে জনগণের সত্যিকারের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে। স্যার, আজকে আমার একটি কথা মনে পড়ছিল, এই বি. জে. পি. কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট যাই হউক, নানা কথা ভারতবর্ষে হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে আমাদেরকে বহু পার্টির এজেন্ট বানান হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, বি জে. পি কে এই ভি. পি. সিং মদত দিয়ে, তাদের শর্ত মেনে নিয়ে ক্ষমতায় এলেন। তারপরে যখন দেখলেন বি. জে. পি, রাম জন্ম ভূমি নিয়ে সাংঘাতিক তখন, ধীরে ধীরে সরে আসার নীতিতে তাঁরা চলে গেলেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু দিন আগে যখন পি, ভি, সরকারের এলেন, প্রধানমন্ত্রী হয়ে শপথ নিলেন এবং তারপর যখন স্পীকার নির্বাচন হয় তখন আমরা কি চেয়েছিলাম। ওদের অবস্থাটা দেখুন।

স্যার, লোক সভার স্পীকার নির্ব্বাচনে আমরা চেয়েছিলাম বামপন্থী এবং ভি, পি, সিংদের মধ্যে একজন নেতা এসে ডেপুটি স্পীকারের জায়গায় বসুন। প্রধানমন্ত্রী পি, ভি, নরসীমারাও প্রস্তাব দিলেন, ওঁরা নিজেদেরকে এত বড় ভাবেন সব সময় যেটা কনভেনশন চলে আসছিল যে শাসক দলে যাঁরা থাকবে তাঁদের হবে স্পীকার, আর বিরোধী দলের হবে ডেপুটি স্পীকার। ভি, পি, সিংকেও ওঁরা পরামর্শ দিয়ে ডুবিয়ে দিলেন। ওঁরা বলেছেন যে — আমরা স্পীকারের পদ চাই, স্পীকার ছাড়া আমাদের চলবে না। কংগ্রেস দুর্বল, আমরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ নই। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ডুবিয়ে দিলেন আপনারা, ডেপুটি স্পীকারের পদ নিলেন না। ইতিমধ্যে বিরোধীদল হিসাবে তারা স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন। আজকে সেখানে তাদের ডেপুটি স্পীকারের পদ রয়ে গেছে। একটা দলের ভুল নীতির ফলে তাদের সঙ্গী সাথীদেরও যে করুন অবস্থা হয় সেটা আপনাদের দিকে তাকালে বারবার মনে পড়ে যায়। আমরা এই কথা বলতে চাই যে এ, ভি, সিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করেছি। এটা সত্যি কথা যে কোথাও কোথাও আইন শৃংখলার অবনতির প্রশ্ন ছিল, খাদ্যাভাব ছিল, আন্ত্রিকের প্রদুর্ভাব ছিল। কিন্তু একটা জিনিষ জনগণ লক্ষ্য করেছে যে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঝাপিয়ে পড়েছি। আমাদের মন্ত্রী মহোদয়রা কৃষি-মন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী গেছেন ঔষধপত্র নিয়ে সরকারী এবং বেসরকারী সাহায্য নিয়ে আমরা ঝাপিয়ে পড়ছি আমরা আপনাদের মত সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে চাই নি। তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে নো-কনফিডেন্স কেন? জনগনের তো কনফিডেন্স আছে।

আমরা প্রত্যেকটি মেম্বারের ভোট পেয়ে সেদিনও রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছি, লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছি, এ ডি. সিতে নির্বাচিত হলাম। তখনও আপনারা নো-কনফিডেন্স এনেছিলেন। এর খুব একটা গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি না। আমি বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়দের নিকট আহ্বান রাখছি এই ধরনের হাস্যকর নো কনফিডেন্স এনে যখন আমরা কনফিডেন্সে ভরপুর, ব্যাপারটা জলা হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এটাকে তুলে নিলে রাজ্যের মানুষের মঙ্গল হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার : মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়দের তরফ থেকে যে নো কনফিডেন্স মোশান এখানে আনা হয়েছে আমি তার তীব্র বিরোধীতা করছি। একটা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে নো-কনফিডেন্স আসতে পারে এটা অসম্ভব নয়। কিন্তু যে সমস্ত কারণ এখানে দেখানো হয়েছে, যে বক্তব্য তাঁরা এখানে রেখেছেন এটা নো-কনফিডেন্স মোশানের বক্তব্য নয়। তাঁরা এখানে দুর্নীতির কথা বলেছেন, কিন্তু একটা কেসও তুলে ধরতে পারেননি কে কোথায় কিভাবে দুর্নীতি করেছে। ওঁরা এই সরকারের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলার অবনতির প্রশ্ন তুলেছেন, ট্রাইবেল সমস্যার কথা বলেছেন এবং আরও অন্যান্য অভিযোগ তুলেছেন। কিন্তু এগুলির কোনটাই উনারা প্রমাণ করতে পারেন নি। স্যার, মাননীয় সদস্য সমরবাবু তাঁর বক্তব্যে উপস্থাপন যে এই সরকার উপজাতিদের বঞ্চনা করেছেন, তাদের জীবনে সংকট ডেকে এনেছে, ট্রাইবেল অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে সুতরাং এই সরকারকে খারিজ করে দেওয়া হোক। কিন্তু আমি যদি বলি, যে আপনাদের ব্যাকগ্রাউণ্ডটা কি? আপনারা যে দলে আছেন, যার প্রতিনিধিত্ব করছেন, আপনারাই এখন ট্রাইবেলদের কাছে আসামীর কাঠগড়ায়। যাঁরা আজকে ট্রাইবেলদের নিয়ে এত কথা বলছেন তাঁরাই আজকে আসামীর কাঠগড়ায়। আমরা যখন ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবী তুলেছিলাম—আপনারা বিরোধীতা করেছিলেন, কক-বরক ভাষার দাবী তুলেছিলাম — আপনারা বিরোধীতা করেছিলেন।

আমরা যখন লস্কর কমিউনিটিকে বাদ দেবার জন্য বলেছিলাম তখন বিরোধীতা করা হয়েছে ভূমি ফেরৎ দেবার জন্য দাবী তুলেছিলাম তার জন্য বিরোধীতা করা

হয়েছে সমস্ত ক্ষেত্রে আপনারা (মাননীয় বিরোধী সদস্যরা) ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, এখনও আমি বলছি ট্রাইবেল এলাকায় জুম অধ্যুষিত এলাকায় খাদ্যাভাব হচ্ছে সংকট হচ্ছে এটা আমি স্বীকার করি সংকট যে চলছে তার কারণটা কি ? জুম ফসল নষ্ট হয়েছে। যেখানে যেখানে জুম ফসল নষ্ট হয়েছে সেখানে তারা জুম ফসল তুলতে পারেন নি আপনাদের জন্য অনাস্থা কার বিরুদ্ধে ? জুমিয়াদের প্রটেকশ্যান দেওয়ার জন্য আমরা নিজেরা দৌড়াদৌড়ি করলাম, চেষ্টা করলাম। প্রতিটি জুমিয়া ক্ষেত করে তাদের প্রত্যেকের পেছনে এক পেটার্ণ করে সি আর পি দিতে পারি নি এতএব তারা জুম ফসল তুলতে পারে নি এনটায়ার ডামনু ব্লকে। আপনারা সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে ওরা কাদের জন্য জুম তুলতে পারছে না। আমি জানি আপনাদের সেই সাহস নেই আমি নিজে গিয়েছি এবং তাদের জিজ্ঞাসা করেছি কাদের জন্য জুম ফসল তুলতে পারেন নি তারা বলেছে সি পি এমের জন্য অনাস্থা কার বিরুদ্ধে ? মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা বলেছেন ট্রাইবেল এলাকায় মাষ্টাররা যেতে পারছেন না, ফরম্ এলিভেনের কাজ করতে পারছেন না এস. আর, ই, পির কাজ হতে পারছে না কারণ সে সমস্ত জায়গায় গেলে চাঁদার নোটিশ আসছে, হুমকি আসছে এ, টি, টি এফের নামে বে-নামে সব সি. পি. এমরা করছেন। এটা ভুল নয়, আমি লক্ষ্য করেছি আজকে হাউসেও এ; টি টি, এফ বার বার বলছেন কিন্তু নিন্দা করেন নি। এ, টি টি এফ সমর্থক সৃষ্টিকারী তাদের পক্ষে না বিপক্ষে জনগণ। এ, টি, টি. এফ এটা যদি আপনারা জনগণের সাথে থেকে প্রশ্ন তুলতে চান তাহলে নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে তাদের পক্ষে জনগণ না। বিপক্ষে। এটা সবাই জানেন। মিঃ স্পীকার স্যার, এই সরকারের আমলে এ টি, টি, এফ বা এই ধরণের কিছু সমাজ বিরোধী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা অন্যান্য উদ্দেশ্যে সমাজ বিরোধীরা কিছু তৎপর কিন্তু লেফট্ ফ্রন্টের আমলে টি, এন; ভি যে ভাবে খুন খারাপি নিশংসভাবে এখানে নানান ঘটনা ঘটিয়েছিল তার সঙ্গে তুলনা হয় না। আমরা এখন টি, এন, ভিকে এখানে আনলাম তখন দেখলাম একটা এবসলিউট পীস্ এসে গেছে। জনগণ কার পক্ষে যাবে, কার পক্ষে কথা বলবে, কার পক্ষে আস্থা রাখবে ? মিঃ স্পীকার স্যার, এই সরকার আসার পর আমরা দেখছি ট্রাইবেলদের জুমিয়া পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেই বলুন, চাকুরীর ক্ষেত্রেই বলুন, কৃষি ক্ষেত্রেই বলুন, জল সেচের ক্ষেত্রেই বলুন এখানে একটা বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে উদ্যোগ আছে কিন্তু এর ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু থাকতে পারে। পানীয় জলের অবস্থা, আপনারা দেখুন পানীয়

জলের ব্যবস্থা করা হলো, টিউবওয়েল করা হলো বাজারে যেখানে ঘন বসতি এলাকায়। আমি দেখেছি যে ট্রাইবেল এলাকায় যেগুলি করা হয়েছে বলে দেখান হয়েছে সেগুলি ট্রাইবেল এলাকার নয় যেমন কিল্লা বেল্ট আছে, যেখানে ট্রাইবেল নেই সেখানে আপনারা করেছেন এনটায়ার টাকাবজলাতে সেখানে একটা করা হয়েছে, কোথায় করা হয়েছে? ট্রাইবেল এরিয়া কিন্তু পকেটটা হচ্ছে ননট্রাইবেল সেখানে আপনারা করেছেন এই করে বাহবা আপনারা নিতে চাইছেন।

তারপর এই যে অনুপ্রবেশের ব্যাপারে আপনারা বলছেন যে, আমরা বিরোধী দলে থাকতে বহুবার এই প্রশ্ন তুলছি যে এই অনুপ্রবেশকারী যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তাদেরকে ফেরত পাঠান। কিন্তু তা করেননি বরং তাদেরকেই চেয়ারম্যান করা হয়েছে, তাদেরকেই ভোটার করা হয়েছে। আমতলীর মত জায়গাতে সেখানে শুধু বহিরাগতদের ভোটে সি পি এম প্রধান তখন নির্বাচিত হয়েছিল, আমি লিখিতভাবে অভিযোগ করেছিলাম, কোন প্রতিকার করা হয়নি। কাজেই যারা এই সমস্ত কথা বলেন, আমরা গত দশ বছরের শাসনের চিত্রটা দেখেছি তাদের কার্যকলাপ আমাদের মনে আছে, তখন অনুপ্রবেশকারী সম্পর্কে আপনারা কোন কথা বলেননি। একদিন ছিল যখন এই যারা উৎবাস্তু হয়েছে তখন মানবিকতার খাতিরে তাদের জায়গা দেওয়া উচিত ছিল।

মিঃ স্পীকার :— টাইম এক্সটেনশানের জন্য মোশান চাই

তাহলে আরও ১৫ মিনিট সময় বাড়ানো হল।

স্যার, তখন তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নাই, সেই ইতিহাসকে আমরা সম্মান দেই। কিন্তু তারপরে যে কত লক্ষ লক্ষ বৎবাস্তু আসল, অনুপ্রবেশ করল তার বিরুদ্ধে কি কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে গত দশ বছরে? তার একটা প্রমাণ আপনারা দিতে পারবেন। এবারের সেশানের আগের সেশানেও দেখেছি যে অনুপ্রবেশ হতে পারে, আমরা বলেছি যে আপনারা প্রমাণ দিন কোথায় তারা আসছে, কোথায় তারা বসতি করছে। এইগুলি চাওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন বিরোধী সদস্য এই সম্পর্কে একটা কথাও বলেন নি, একটা নামও দিতে পারেন নি একটা জায়গার নামও বলেন নি। কাজেই এতে সন্দেহটা আরও

বাড়ে, আমি বলেছি আগে ট্রাইবেল এরিয়াতে এইগুলির পুনর্বাসন দেওয়া হত। সুতরাং ট্রাইবেলরাই মোষ্টলী এফেকটেড হত। এইটা আজকে এমন পর্য্যায়ে এসে গেছে যে এতে বাঙ্গালী যারা বেকার যারা ভূমিহীন বাঙ্গালী, যারা গরীব শ্রেণীর বাঙ্গালী তাদের জীবনেও আজকে সংকট এসেছে এবং এইটা আজকে যে অবস্থায় আছে আগামী দশ বছরের কথা ভাবুন, এই কথা আমরা বারবারই বলছি, কিন্তু আমাদের সন্দেহ আরও বাড়ছে যে আসলে আন্তরিকভাবে বিরোধী সদস্যরা এইগুলি কখনই চান না এবং চাচ্ছেন না। স্যার, আমি মনে করি আমরা যে সব কর্মসূচী নিয়েছি সমগ্র রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং রাজ্যের ঐক্য ও সঙ্গতির জন্য সেগুলি যাতে কার্য করী করা যায় তারজন্য সহযোগীতা করুণ। আমি দেখেছি এই টি ইউ জে এসরা সাম্প্রদায়িকতা করছে, ট্রাইবেল বাঙ্গালীর মধ্যে একটা বিভেদ এনেছে এই কথা বলতে বলতে তারাই দাঙ্গা লাগাবে। এখন আমার ভয় হচ্ছে এখানে এইটা ঠিক সেইভাবেই প্রস্তাবটা আনা হচ্ছে যে সব সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা হচ্ছে, দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য চেষ্টা হচ্ছে, এই করতে করতে হয়তো তারাই দাঙ্গা লাগাবে যাই হোক জনগনকে আমরা সচেতন করে দিচ্ছি তোমরা সতর্ক থাকবে যাতে জাতী উপজাতির সম্পর্কের মধ্যে কোন রকম ফাটল ধরতে না পারে, যাতে জাতীয় সংহতি সুরক্ষিত হয় তারজন্য আমাদের সরকারী কর্মসূচীগুলি সেইভাবে পৌছে দিতে হবে যাতে যারা পিছিয়ে আছে সে উপজাতিই হোক আর অউপজাতিই হোক তারা যাতে এগিয়ে আসতে পারে এবং এই সরকারের কাছ থেকে সকলেই যেন সুযোগ পায় তারজন্য আমরা বিরোধী দলের সহযোগীতা চেয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি না যে আজকের নো কনফিডেন্স মোশান মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এনেছেন যে, তার বিরুদ্ধে কি ভাষায় বলা যায় এবং কেন ওরা এইটা এনেছেন। আমি মাননীয় বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক সমরবাবুর দীর্ঘকালীন বক্তৃতায় এবং কেশববাবুর বক্তৃতায় কিছু শব্দ পেয়েছি ... ...

সেগুলি হলো "ধর্ষণ, অণ্ডকোষ, দাঙ্গা এবং খুন।" এই চারটি শব্দের উপর উনারা তাঁদের নোকনফিডিয়েন্সের উপর আলোচনা করেছেন।

এইটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের যে- আজকে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরতন চক্রবর্তী মহাশয় বলেছেন যে- গত চার বছরের মধ্যে উনারা এক- চতুর্থাংশ সময় নষ্ট করেছেন বাইরে গিয়ে- সেটা অত্যন্ত দুঃখের। তার সঙ্গে আমি আরেকটু যোগ করতে চাই যে হাউসের ভিতরে বাকি সময়ের অর্দ্ধেক সময় উনারা নষ্ট করেছেন এই সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করে, এই সমস্ত অভব্য আচার আচরণ করে, এই ধরনের অভব্য শব্দ ডিকশনারী থেকে স্পেশাল শব্দ তোলে নিয়ে উনারা ব্যবহার করেছেন।

গতকাল হাউসে যে কাণ্ড হয়ে গেল - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি সবচেয়ে বেশী ভুক্তভোগী এদের দলীয় মুখপত্রে লিখেছেন - মহাজন মজুমদার, চতুর্থ শ্রেণীর একজন কর্মচারীর নামে একজন ওয়াচ্ অ্যাণ্ড ওয়ার্ড বিধায়ক মাখন লাল চক্রবর্তীকে তাঁর পিছন দিক থেকে গোপন অঙ্গ ধরে টানাটানি করে। প্রচণ্ড যন্ত্রনায় শ্রী চক্রবর্তী চিৎকার করতে করতে মাটিতে পড়ে যান, এরপর অন্যান্য ওয়াচ্ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডরা বিধায়ক চক্রবর্তীর বুকের উপর দাঁড়িয়ে বিভৎস উল্লাসে মেতে উঠে এবং নৃত্য শুরু করে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই হাউসের নজরে আনার জন্য আমি এইটা উল্লেখ করেছি। তারপর ডাক্তার তপন সাহার কাছে সমরবাবু উনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডঃ সাহা তাঁর যে হিষ্টরিটা দিয়েছেন তাতে রয়েছে কমপ্লেইন অব্ পেইন অভার চেষ্ট। তারপর দ্বিতীয় হচ্ছে উনার দীর্ঘকাল অসুখ সেটা হলো পেইন অন্ দ্যা লেফট্ টেষ্টিস্ - উনার মুত্রনালীতে প্রস্রাব করতে গেলে ব্যাথা হয়। এই হলো উনার হিস্টরিটা এইটা আমি হসপিটাল থেকে এনেছি। অথচ এইখানে গতকালকে এই নাটক করার জন্য মাইক্রোফোন ভাঙ্গা হয়েছে- এইটা উনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী তার সম্পর্কে অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় উনাদের পত্রিকায় লিখেছেন। তারপর আজকে হাউসে এসে ত্রিপুরার জনগণের প্রতি তাদের যে কর্তব্য রয়েছে সে কর্তব্য হচ্ছে- উনাদের ব্যবহৃত শব্দ খুন, ধর্ষণ, অণ্ডকোষ ইত্যাদি। সারা রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষকে সমরবাবুরা উপহার দিলেন এই হাউসে এসে।

গতকালকে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্যে মাননীয় সদস্য শ্রীবসিরাম বাবু এবং খগেন্দ্র জমাতিয়ার সম্বন্ধে বলেছিলাম যে ওরা মদত দাতা আজকে আমি বলছি এরা শুধু মদত দাতা নয়- এদের মধ্যে পাঁচ- ছয় জন আছে- এরা খুনের আসামী, ডাকাতির আসামী ছিল, বেআইনী অস্ত্র রাখার আসামী ছিল। আমি তাদের কেইসের নাম্বার দিচ্ছি - কতবড় ভণ্ডতা রাজনীতি করে আইন শৃংখলার নামে।

তরনী দেববর্মা- ধর্ষণের আসামী, জীতেন সরকার খুনের আসামী, জীতেন সরকার বে- আইনী অস্ত্র রাখার আসামী, খগেন্দ্র জমাতিয়া- খুনের আসামী। আর রসিরাম দেববর্মা তিনি তাঁর শিক্ষককে খুন করেছেন. তারপর তিনি আরো ২৯৫ জন লোককে হত্যা করেছেন এই মান্দাইতে। আজকে তাদের কোন চিৎকার নাই, আজকে এরা ওয়াক্ আউট করবে না, কালকে এরা ওয়াক্ আউট করে গেছেন।

ওয়েষ্ট আগরতলা পি, এস কেইস নাম্বার -- ১৮-৬ ৮০ সেটা হচ্ছে— ১৫৩, ১৫৩ (বি), ১২০ (বি), ১২১ (এ), ৩৪ আই, পি, সি এবং ৩০২। এই মোকদ্দমাগুলি মাননীয় বয়োঃবৃদ্ধ নৃপেন চক্রবর্তী যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন পুলিশ চার্জশীট দেওয়া সত্বেও এই কেইস উনি সেংকসান দেননি। এবং ১৯-২-৮৫ইং তারিখে নৃপেন চক্রবর্তী ফাইলে সই করে এই কেইসগুলি স্যাংকসান না দিয়ে তোলে নেন খগেন্দ্র জমাতিয়ার বিরুদ্ধে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশালগড় পি এস, কেইস নাম্বার ৪ ৫ ৮০ ধারা ৩০২, ৩২৬ ৪৮৫ সেই কেইসে খগেন্দ্রবাবু বাজার লুট করেছেন, উনি খুন করেছেন। সেখানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী সেংশান দেন নাই। ১১-৭ ৮৫তে ফাইল উনার কাছে এসেছিল। চারশীট দাখিলের পর। উনি সেংশান দেন নাই। বলেন- কেইস তুলে নাও। কারণ দাঙ্গা নৃপেন চক্রবর্তী করিয়েছিলেন; খগেন্দ্র এবং রসিরামকে দিয়ে। কেইস তুলার দায়িত্বে ছিলেন উনি। তখন যদি দশরথবাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকতেন তাহলে রাজ্যে এই দাঙ্গা হত না। আজকে যখন বুঝতে পারলেন যে কংগ্রেস-টি, ইউ. জে. এদের মধ্যে ভাংগন ধরাতে পারছেন না তখন খুব চালাকি করে নৃপেন চক্রবর্তী সুস্থ মানুষ। দুতালা-একতালা করতে পারেন, সরে গিয়ে দশরথ বাবুকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিলেন। উনাকে লোভ দেখানো হয় মুখ্যমন্ত্রী হবেন বলে। উপজাতি যুব সমিতি উনাদের সমর্থন করবে। আজকে দশরথবাবুর মত একজন সর্বশ্রদ্ধেয় নেতাকে দুইজনে ধরে তুলতে হয়। এরচেয়ে দুঃখের ব্যাপার আর কি আছে! এবং এই সমস্ত দাঙ্গা সব ঐ বয়ঃবৃদ্ধ অশীতিপর নৃপেন চক্রবর্তী তখনকার দিনে রসিরাম- খগেন্দ্রকে দিয়ে সারা রাজ্যে লাগিয়ে ছিলেন। এবং তাদের এই মকদ্দমাগুলি তখন তুলে নিয়ে ছিলেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাঞ্চনপুর পি, এস নাম্বার খগেন্দ্রবাবু আপনি নাম্বারটা লিখে রাখুন। তার নাম্বারটা হলো— ৮. ১০ ৭৯ সেটাও হচ্ছে ডাকাতি,

ষড়যন্ত্র। কাকে নিয়ে? ঐ গোবিন্দ জমাতিয়াকে নিয়ে আপনি করেছিলেন। সেটাও তুলেছিলেন ঐ দাঙ্গাকারী নৃপেনবাবু।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় খগেন্দ্র জমাতিয়া। ৬-৮-৭৯। ধারা হচ্ছে ৩৯৫, ৩৯৮ আই পি সি। সেটাও খুন এবং লুটতরাজ। বিশ্রা পি, এস কেইস নম্বার ৬-৩-৮০ সেটাও খুন, লুটতরাজ এবং অস্ত্র আইন। ২১-৩-৯০তে। তারপর বীরগঞ্জ পি এস কেইস নাম্বার ১. ৪ ৮৯। ধারা হচ্ছে ৩০২ এবং ৩৯৫। সেটাও খুন এবং লুটতরাজ লক্ষ লক্ষ টাকা – কোটি কোটি টাকা লুট করেছে যারা রাজ্যে। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল রশিরামবাবু জিরানীয়া পি এস কেইস-এর ৩০২, ৩৮০, ৪৩৬, ৩২৬। ঐ দিনে আপনি ২১৫ জন লোককে, আপনাকে যিনি লেখাপড়া শিখিয়েছে, যার শিক্ষার গুণে আপনি সই দিয়ে বেতন নেন আপনার পরিবার পালেন সেই শিক্ষককে আপনি হত্যা করে ছিলেন। এই ২১৫ জনের সঙ্গে। সেই মকদ্দমাও আপনি তথাকথিত সর্বশ্রদ্ধেয় অশীতিপর বৃদ্ধ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তুলে নিয়েছিল। নিয়ে আপনাকে উপঢৌকন দিয়েছেন। যেন আপনি উনার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে না পারেন। আপনাকে এনে বিধায়ক করা হয়েছে।

বিজয় রাংখলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি আমরা করেছি। প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে আমরা বলছি। রাজীব গান্ধী করিয়েছিলেন সেই শান্তি চুক্তি। ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্য। নৃপেনবাবু ত্রিপুরাকে যে জায়গাতে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই জায়গা থেকে রক্ষা করার জন্য রাজীব গান্ধী সেটা করেছেন। আমরা কংগ্রে + টি, ইউ. জে. এস বুক ফুলিয়ে বলতে পারি। গর্ভ অনুভব করছি। ভারতবর্ষকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য। ত্রিপুরার পাহাড়ী-বাঙ্গালী ঐক্যের জন্য রাজীব গান্ধী সেটা করে ছিলেন। আপনাদের মত ধূর্ত শিয়াল-কাকের হাত থেকে ত্রিপুরাকে বাঁচাবার জন্য রাজীব গান্ধী সেটা করেছিলেন। লজ্জা করে না বিজয় রাংখলের নাম বলছেন আবার। আপনারা বিজয় রাংখলকে দিয়ে খুন করিয়েছেন। সূর্য্যগ্রহণের দিন বিজয় রাংখলের সঙ্গে নৃপেন চক্রবর্তী কি আলাপ করেছিল দরজা বন্ধ করে? মুখ্যমন্ত্রী থাকতে ঐ দাঙ্গার সময় ঐ সেক্রেটারীয়েট বিল্ডিং-এ বসে। সেখানে সুধীরবাবু বসে গিয়েছেন এবং বর্তমানে আমি যেখানে বসছি। নৃপেন চক্রবর্তী কি কথা বলছিলেন বিজয় রাংখলের সঙ্গে? লজ্জা করে না বিজয় রাংখলের নাম বলতে?

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্য সচেতক শ্রী কেশ সমর বাবু- সোনামুড়া পি. এস. কেইস নাম্বার ৪. ৫. ৯০। উনাদের ক্রিমিন্যাল বলা যাবে না। উনাদের

আইন ভঙ্গকারী বলা যাবে না। উনাদের আসামী বলা যাবে না। তাণ্ডব নৃত্য করেন। লজ্জাহীন। হাউসে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেন। উনাদের চুমু দিতে হবে উনাদের আশির্বাদ করতে হবে উনাদের গাল হাতাতে হবে। ত্রিপুরার মানুষের জন্য উনাদের বলা যাবে না। আপনারা দাঙ্গা লাগিয়েছেন সেই কথা বলা যাবে না সমরবাবু হল এই কেসের আসামী। কালকে উনি এই হাউসে দাঁড়িয়ে উদ্যম নৃত্য চালিয়েছেন। কেইস নং ৪ ৫. ৯০ ইং ধারা ১৪৭, ১৬৮, ১৪৯ ৪৪৭, ৩৪৮, ৩৩৮, ও ৫০৬ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাদল চৌধুরী বিধায়ক খুব চিৎকার হৈ হল্লা করেছেন। অমর মল্লিক, অমুক, অমুক বাবুকে বহর বাবু ?

মি: স্পীকার: অনারেবল চীফ্ মিনিষ্টার, টাইম একস্‌টেনশনের একটা মোশান মুভ করেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আরো ১৫ মিনিট টাইম এক্‌স্‌টেনশন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিলোনীয়া পি, এস, কেইস নং ১৫.৩.৮৮ আণ্ডার সেক্‌শান টু অব্‌ দ্যা প্রিভেনশন .. ১০ ৯৭১ আপনি এই কেইসের আসামী। ক্রিমন্যাল কেইস, আপনি আসামী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের আমলের কেইস। বিলোনীয়া পি, এস, কেইস নং ৯. ১১. ৯০, ধারা ১৪৮ ১৪৯ ৪৫৮ ৫০৬ এই কেইসেও আপনি আসামী আপনাকে ক্রিমিন্যাল বললে আপনি এখন বেরিয়ে যান। আপনাকে ক্রিমিন্যাল বলা যাবে না ?

আপনি কাঠ গড়ায় গিয়ে দাঁড়াবেন বলা যাবে না। ক্রিমিন্যাল বলা যাবে না। কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে। দয়া করে রেখেছি, চিৎকার করবেন, নৃত্য করবেন, তাণ্ডব করবেন, হত্যা করবেন, রাহাজানি করবেন, ডাকাতি করবেন সেই জন্য আমরা করি নি। কেইস চার্জ শীট হয়েছে, কেইস কোর্টে পেণ্ডিং আছে, সেই জন্য করি না। যত-গুলি নং দিয়েছি স্যার, সব গুলি চার্জ শীট কেইস। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শান্তির বাজার পি, এস, কেইস নং ৩. ৯. ৯০ আণ্ডার সেক্‌শান ২৫১ আর্মস একট্।

শ্রীবাদল চৌধুরী:— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার,

মি: স্পীকার: অনারেবল চীফ মিনিষ্টার, আমি শুনি কি বলতে চায় উনি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী: – স্যার, তিনি একজন সভার নেতা, উনি আমরা যারা উপস্থিত আছি তাদের সম্পর্কে এই ধরনের মিথ্যা তথ্য দিয়ে এখানে সভাকে উত্তেজিত করছেন, এই ভাবে আপনি সভা চালাতে দেবেন ? একটি কেইসও আমার নামে হয় নি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : (প্রমোদ নগর) পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এই জোট সরকার দুই বছরে ২২৭ টি কেইস করেছে যার আসামী ৫০ হাজার। ওর্য়াল্ড রেকর্ড। তাহলে সব আসামী অপরাধী, আসামী হলে অপরাধী ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে বলছি আমি অপরাধী বলি নি। আমি বলেছি আসামী। শব্দটা আসামী। আমি আসামী বলেছি, অপরাধী বলি নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্রজমোহন জমাতিয়া, বিধায়ক শান্তির বাজার পি, এস কেইস নং ৩-৯-৯০ আর্মস এক্ট। এত আর্মস ত্রিপুরায় কেন ছড়ায় ? পাহাড়ে এ, টি টি, এদের নামে লুটতরাজ হচ্ছে কেন ?

সবগুলি কেইস ওদের হাতে আর্মস ছিল, খগেন্দ্র বাবু, রসিরামবাবু, যতগুলি নাম বলেছি সবার কাছে লাইসেন্স বিহীন আর্মস।

মিঃ স্পীকার : — আপনি সবগুলি না বলে ইম্পরটেন্সগুলি বলে দিন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— সবগুলি ইম্পরটেন্স, স্যার,। ত্রিপুরার জনসাধারণ ওদের স্বরূপটা জানুক। তরণী দেববর্মা। আমি বলতে পারব না ঐ শব্দ আমার মুখ দিয়ে আসে না। এই সমরবাবুর কথা ধর্ষন। সমরবাবুর কথা আমি বলছি। এটার কেস নং হল ৩ ১১, ৯১ইং ৩৭৬, আর ৫০৬ আই, পি, সি,...

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, তরণী দেববর্মা এখন আসামী। আসামী হলে ধর্ষনকারি হয় ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি তো বলি নি স্যার, উনি কানে মনে হয় কম শুনে। আমি বলেছি ধর্ষন মামলার আসামী। যে শব্দটা সমরবাবু প্রায়ই বলে থাকেন। ধর্ষন শব্দ আমার মুখ দিয়ে আসে না।

তরনী দেববর্মা (সমরবাবু বলে থাকেন ধর্ষন, এই শব্দটা আমার মুখ দিয়ে আসেনা, সমর বাবুর কথাটাই বলছি ধর্ষন) ধর্ষণ কেইসের আসামী। কেইস নাম্বার হল, ৩, ১১, ৯১, ৩৭৬ আর ৫০৬ আই পি, সি,।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, তরুনি দেববর্মা এখনো আসামী হলেই ধর্ষনকারী হয় ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** আমি তো ধর্ষনকারি বলি না স্যার, আমি বলেছি ধর্ষন মামলার আসামি। যে শব্দটা সমরবাবু বলে থাকেন প্রায় সময় এই শব্দটা আমার মুখ দিয়ে আসেনা ধর্ষন, ধর্ষন হল সমর বাবুর কথা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— অসভ্যের মত কথা বলো না। এটা গনতন্ত্র নয় অসভ্যতা, অসভ্যতা।

শ্রীসমীর রঞ্জনবর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** আপনি আমাকে তুমি বলুন আর তুই বলুন আপনি আমার থেকে অনেক বড়, ধর্ষন এই শব্দটা আমার নয়. সমরবাবু বলেছেন। আমি এই সব কথা বলি না।

মি: স্পীকার :— যে শব্দটা দৃষ্টিকটুর ঠেকে সেটা ইংরাজীতে বলাই ভাল।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী)**:—** আচ্ছা স্যার, ইংরাজীতেই বলব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— রথীন দত্ত বলেছে এখনো জায়গাটা ফোলা আছে। এখনো।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** কোথায় ফোলা ? ফোলাটা কোথায় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— আপনি ক্ষমা চান। ভারতবর্ষের মধ্যে কোথাও তা হয়নি যা এই বিধান সভার মধ্যে হয়ে গেছে। অসভ্যতার একটা সীমা আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তা হয় নাই, অসভ্যতা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এই অসভ্যতা ছিল না গণতন্ত্র নয় অসভ্যতা। এই সব কি হচ্ছে ? ক্ষমা চাইতে হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** আমি ক্ষমা চাই। খুশি তো আপনি ? আপনি উত্তেজিত হবেন না। আপনাকে হারালে আমাদের বড় সম্পদ হারিয়ে যাবে। আপনি যদি হারিয়ে যান তা হলে পাহাড়ী বাঙ্গালী ঐক্যের একটি বড় সম্পদ হারিয়ে যাবে। দোহাই ভগবানের আপনি হারাবেন না। আপনি বলুন আমি ক্ষমা চাইছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— প্লিজ এই সব কথা আর নয়, প্লিজ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি বলেছেন, থেমে যেতাম কিন্তু জীতেন্দ্র সরকারের কথাটা এসে গেছে তাই বলছি। আর্মস্ এ্যাকট্ ২৫(এ) কেইস নং ১০.৯ ৮৮, উনার কাছ থেকে আর্মস্ চিজ্ করা হয়েছে। আরেকটা হল খুনের কেইস্; যার চার্জ সিট হয়েছে, উনি এখন কোর্টে আসা যাওয়া করেন, সেটা হল ২৬. ১০ ৮৪ এটা নৃপেন বাবুর আমলের মামলা সেই মামলায় চার্জ সিট হয়েছে, সদর সি জি এম এর উখানে গিয়ে তিনি জামিন হয়েছেন। কেইস নম্বর হল ৩০২। উনি হত্যা করেছেন নোয়া বাড়ীর চন্দ্রমোহন সরকারকে। উনি এই কেইসের আসামী। উনাকে অপরাধী বলছি না। উনি একিউজ্। এই কেইসে উনি যাওয়া আসা করেন। নৃপেন বাবুর আমলের এই কেইস। নৃপেন বাবু তুলে যেতে পারেন নি। মাননীয় জীতেন বাবু আপনার ইতিহ স ার করতে আপনি বাধা করবেন না। কারণ আপনি আমাদের দলে আসার জন্য ঘুরেছেন। কংগ্রেসে ঢুকার জন্য চেষ্টা করেছেন। আপনি আমাদের দলের সদস্যদের সঙ্গে সব সময় যে গাযোগ রেখে চলেছেন। আপনি জানতে চেয়েছেন আপনাকে সামনে নাম নমিন্যাসান দেওয় হবে কি-না? আপনাকে আমরা না বলেছি। আপনি আরো বলেছেন যে, আমি হাউজে আপনার সরকারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলব না। সেই মত গত এক বৎসর আপনি হাউজে আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নি। আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা রেখেছেন। আমরা আপনাকে বলেছি আপনি আসতে পারেন কিন্তু আপনার মোকদ্দমা তোলা হবে না। আপনাকে নমিন্যাসান দেব না। আপমি যেআমাদের কথা রেখেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে আপনার বিরুদ্ধে ঐ মোকাদ্দমা আমরা তোলে নেব না আমরা চাই তার সুষ্ঠ বিচার হউক।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, জীতেন সরকার তিন তিন বার আক্রান্ত হয়েছে এবং তিন তিন বারই হাসপাতালে গিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— জীতেন বাবুর কোন কথা থাকলে সেটা জীতেন বাবুই বলবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মুখ্যমন্ত্রী) : — এটা স্যার, ১ বৎসর আগের কথা। আমি ১ বৎসর ৬ মাসের কথা বলছি। যাই হোক আমি আর বক্তব্য বড় করব না। আমি উনাকে

অনুরোধ করব যে এখানে দশরথ বাবুর মত একজন প্রাক্তন নেতা এসেছে, উনি চুপ করে বসে আছেন, উনি আমার বক্তব্যের সারমর্ম স্বীকার করে নিয়েছেন উনার চুপ থাকার দ্বারা। আমি উনাকে অনুরোধ করব যে, পাহাড়ী বাঙ্গালী ঐক্যের জন্য উনি উনার হাত প্রসারিত করুন, তবে সাবধান নৃপেন বাবু থেকে। আপনাকে দিয়েছে মারার জন্য। দেওয়ার পরই আপনি অসুস্থ। খুব সাবধানে চলাফেরা করবেন। আপনি শুধু পাহাড়ী বাঙ্গালীর জন্য চিন্তা করুন। কি করে রাজ্যে শান্তি, মৈত্রী, ঐক্য ফিরে আনা যায় তার চিন্তা করুন। এই বয়বৃদ্ধ নেতার পরামর্শ মত চলবেন না। তা হলে আপনি শেষ হয়ে যাবেন। উনি আপনাকে এখানে এনে উনার স্বাস্থ্য ঠিক করছেন আবার মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্য। তবে তা হবে না। আমরা এসেছি ক্ষমতায় সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ভাবে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট যে ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সে ভাবে নির্বাচন করে। আগামী নির্বাচনে আরো বেশী সংখ্যক কংগ্রেস ও টি ইউ জে এস সদস্য নিয়ে আমরা ক্ষমতায় আসব তখন আপনারা ঐ দীঘির পার থেকে চিৎকার করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ তার বক্তব্য শুনেছি, উনার মন্ত্রীসভার সদস্যদের বক্তব্য শুনেছি, আমি প্রথম থেকেই কিছু অভিযোগ করেছি যার মধ্যে একটিরও উত্তর আসে নি। সারা রাজ্যের মধ্যে সুধীর বাবু যে রাস্তা খুলেছিলেন যে একদলীয় শাসন, অত্যাচার, আধাফ্যাসিষ্ট চরিত্র এখনো তা কিভাবে চলছে। এখন আর আধাফ্যাসিষ্ট নয়, সমীর বাবুর আমলে ফ্যাসিষ্ট হচ্ছে পুরাপুরি। এটা সারা রাজ্যের মানুষ দেখছেন। আমি বিধানসভার ভিতরে এই ফ্লোরের মধ্যে লক্ষ্য করেছি, কি কায়দায় কি ভাষায় এই সবগুলি করেছেন। আমি শুধু মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি চালাক করে মানুষকে ভুলানো যায় না, কি প্রচণ্ড কবাপশান। আমি তো বলার সুযোগ পাই নি। নগেন্দ্র বাবু বলেছেন কিছুইত নেই। একটা একটা করে আমি শুধু নামগুলি বলব, জয়েণ্ট এন্ট্রান্স। আচ্ছা এ সম্পর্কে আমি আর বলতে যাচ্ছি না।

মিঃ স্পীকার ঃ— রিপ্লাই দিচ্ছেন, আপনি নতুন করে আর কোন উত্থাপন করবে না

শ্রীসমর চৌধুরী :— শ্যামহরি খুনের বিচারও হয়নি। আমরা যে উদ্দেশ্যে বলছি একদলীয় শাসন, কংগ্রেসের সকলেই ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেসের সেবক একজন দুইজন অথবা এখানে যে কয়জন আছেন সেই কয়েক জন। উরা আজকে কি দেখছেন আগরতলা শহরের মধ্যে, সে পুরানো পুরানো সেবক তারা দেখছেন কোন পথে যাচ্ছে এই মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর সভা। এটা একটা দলীয় শাসন. সেটা কংগ্রেসের সবাই চান না। এই ত্রিপুরার কংগ্রেস করে এই, রকম অনেক কংগ্রেস সেবী আছেন, অনেক পুরানো, তারা চিৎকার করে বলছেন এই মুখ্যমন্ত্রী কি করছেন? সুধীর বাবু শুরু করেছিলেন; এখন সমীরবাবু এসে, এটাকে আরও নীচে নামিয়ে এনেছেন। স্যার তাই আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যারা এই রাজ্যে বসবাস করছেন, যাদের গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা আছে আমি তাদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি যে বর্তমান সরকার আসামীর কাট গড়ায়, এই সরকারে আমলে এই রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার নির্বাচন করার অধিকার বা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সমস্ত অধিকারই কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং এই জোট সরকার একটি ক্রিমিন্যাল শক্তিতে পরিণত হয়েছে যেটা ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে নাই। গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা, গণতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা তার সবকিছুকেই এই রাজ্য থেকে উৎখাত করে দেওয়া হচ্ছে গণতন্ত্রের যে মহিমা, তাকে এই রাজ্যে খুন করা হয়েছে কাজেই, আমি এই রাজ্যের দেশপ্রেমী মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে আপনাদের মধ্যে সরকার সম্বন্ধে যে অনাস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার সমুচিত জবাব দিন যাতে অন্ধকার থেকে ভবিষ্যতে আলোর দিশারা এই রাজ্যবাসী পেতে পারে এবং আমি যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি, তার স্বপক্ষে ভোট দিয়ে এই কলংকিত সরকারের পতন ঘটান, এই আবেদন রেখেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনা শেষ করছি। এখন, আমি বিরোধী দলের চীপ হুইপ মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মন্ত্রীসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

The question before the house is the motion moved by Hon'ble member Shri Samar Chowdhury, opposition chief whip that "The Tripura Legislative Assembly expresses lack of confidence on the council of Ministers led by Shri Samir Ranjan Barman, Chief Minister, Tripura.

Opposition bench— Sir, we want Division.

Mr. Speaker :— Now,

Those who are in favour of the 'NO—CONFIDENCE' motion may please rise in their places.

After counting— 26 members rose in favour of the 'NO CONFIDENCE' motion.

Then,

Those who are against the 'NO CONFIDENCE' motion may please rise in their places.

After counting— 31 Members rose against the 'NO CONFIDENCE' motion.

So, the 'NO CONFIDENCE' motion is lost.

মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আজ ৬ষ্ঠ বিধান সভার দ্বাদশ অধিবেশনের (বাজেট) শেষ দিন। গত মাসের ২০শে মার্চ শুক্রবার, ১৯৯২ ইং তারিখ হতে আজ ১লা এপ্রিল, বুধবার, ১৯৯২ ইং তারিখ পর্যান্ত এক নাগাড়ে ৯ দিন যাবত এই অধিবেশন চলছে আমি, এই সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম নীতিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলার চেষ্টা করেছি এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের সৌহার্দমূলক সহযোগীতা পেয়েছি। তারজন্য, আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী ঘোষণা করছি।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 109. asked by Shri Badal Chowdhury, M. L. A.

QUESTION :—

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to State :—

১। ত্রিপুরা সরকারের প্রতিটি ব্লকস্তরে যে সমস্ত রেশনসপ্‌গুলি আছে, সেগুলিতে শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারীদের স্বার্থে এক মাসের রেশন মাসের প্রথম সপ্তাহে একত্রে তুলিবার সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কি না,

২। করা না হলে তাহার কারণ ?

ANSWERS

১। আপাততঃ সরকারের এমন কোন পরিকল্পনা নেই.

২। যেহেতু সরকার এবং ভারতীয় খাদ্যনিগম রাজ্যে খুব সন্তোষজনক চালের মজুত ভাণ্ডার গড়িতে পারেন নাই, সেহেতু প্রতিটি ব্লকে মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্পূর্ণ মাসিক বরাদ্দ সরবরাহ সম্ভব নহে।

Admitted Starred Question No. 186, asked by Shri Gouri Sankar Reang, M. L A.

Questions

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১ রাজ্যের Distress area সমূহের প্রচণ্ড খাদ্যের অভাব চলছে। এ সংবাদ সরকার এর নিকট আছে কি ?

২। থাকিলে উক্ত Distress area সমূহে খাদ্যের অভাবে মৃত্যু হয়েছে এইরূপ কোন সংবাদ সম্বন্ধে সরকার অবগত আছেন কি না ? এবং

৩। Destress Pocket সমূহে Double ration বাকীতে চালুর প্রস্তাব সরকারের আছে কি না ?

৪। যদি থাকে কোন মাস থেকে কত মাস তা চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

৫। খাদ্যের অভাবে মৃত্যু হলে ঐ পরিবারে আর্থিক সহায়তা চাকুরী ইত্যাদি সুযোগ সম্প্রসারনের কোনরূপ পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৬ না থাকিলে তার কারণ ?

Answers

১। রাজ্যের কিছু এলাকা জুমের ফসল না হওয়ায় খাদ্যাভাবের সংবাদ আছে।

২। এই রকম কোন তথ্য সরকারের গোচরে নেই।

৩ অভাবগ্রস্থ এলাকাগুলিতে দ্বি-গুণ হারে রেশনের চাউল বণ্টন করা হইতেছে কিন্তু বাকীতে চাউল দেওয়ার কোন প্রস্তাব সরকারের নেই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

৫। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৬। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 189
Name of Member : Shri Gouri Sankar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। শান্তির বাজারস্থিত (দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া মহকুমা) সুগার মিলটি কবে কত টাকা ব্যয়ে স্থাপন করা হয়েছিল ?

২। উক্ত মিল কতদিন চালু ছিল এবং বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

৩। বর্ত্তমানে উক্ত মিলটিতে চিনির উৎপাদন হয় কি এবং চিনির উৎপাদন ব্যয় কত (প্রতি কেজিতে) এবং উৎপাদিত চিনি কিভাবে বাজারজাত করা হয়ে থাকে ?

উত্তর

১। বিগত ১৯৭৪ইং সনের ১৪ই নভেম্বর তারিখে ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ব্যয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরাস্থিত বিলোনীয়া মহকুমার শান্তির বাজারে খান্দেশ্বরী চিনি কলটি স্থাপন করা হয়েছিল ?

২। উক্ত চিনি কলটি ৮ বৎসর ৬ মাস ২২ দিন চালু ছিল। ক্রমাগত লোকসানের জন্য ১৮৮৩ইং সালে তদানীন্তন সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে মিলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred Question No. 197, asked by Shri Brajamohan Jamatia, M.L.A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :---

১। ইহা কি সত্যি যে জেলা পরিষদ এলাকায় ভর্তুকিতে "ডবল রেশন" দেওয়ার পরিকল্পনা রাজ্য সরকার বাতিল করে দিয়েছেন;

২ যদি সত্যি হয় তাহলে কি কি কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এবং

৩। দুর্গত অঞ্চলগুলিতে বিনা মূল্যে বা ভর্তুকিতে আগামী ১লা এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত রেশনে চাউল সরবরাহের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

১। না

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। I.T.D.P এলাকাতে দেয়া ভর্তুকিতে দুর্গত অঞ্চ সমূহে রেশন দেওয়া হইতেছে এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যান্ত উহা চালু থাকিবে। বিনা মূল্যে রেশন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের নেই।

Admitted Question . No 208 (STARRED) .

Name of Member : SHRI MATILAL SARKAR .

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :

: প্রশ্ন :

১। বর্তমানে হাফানীয়ায় অবস্থিত ত্রিপুরা জুটমিলে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী এবং অফিসারের সংখ্যা কত ?

২। এর মধ্যে অনিয়মিত কর্মচারী ও শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

৩। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর জুটমিলে কতজন শ্রমিক ও কর্মচারীকে ছাঁটাই ও সাস্পেনশন করা হয়েছে ?

: উত্তর :

১। শ্রমিক —১৩২৭ জন
কর্মচারী — ১৫৭ ,,
অফিসার — ৪৭ ,,
মোট —১৫৩১ জন

২। কোন অনিয়মিত কর্মচারী নেই। ৩০০ জন অনিয়মিত শ্রমিক আছে (ক্যাজুয়েল)।

৩। কোন শ্রমিক/কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়নি। তবে তিনজন অফিসারকে ছাঁটাই করা হয়েছে। বিভাগীয় তদন্তে বিভিন্ন অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় একশত চুরাশীজন শ্রমিককে কর্মচ্যুত করা হয়েছে।

বিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে কুড়ি জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 214.

Name of Member : SHRI MATILAL SARKAR.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে অনিয়মিত শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা কত (শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

২। এর মধ্যে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি ভুক্তদের সংখ্যা কত ?

৩। তাদের নিয়মিত করার জন্য সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

—: উত্তর :—

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 217 asked by Shri Matilal Sarkar, M. L. A.

will the Hon'ble Minister- In- Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State .

QUESTIONS

১। সারা রাজ্যে মোট রেশন সপের সংখ্যা কত ;

২। ১৯৮৮ সনের ফেব্রুয়ারী হতে ১৯৯২ ইং সনের ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে কয়টি ক্ষেত্রে LAMPS এবং PACS থেকে ব্যক্তিগত ডিলারের হাতে রেশন সপ হস্তান্তরিত করা হয়েছে ; এবং

৩। রেশন সপের দ্রব্যাদি বিলি বন্টন তদারকির জন্য সরকারের কি কি ব্যবস্থা রয়েছে ?

ANSWERS

১। ১২৬৯ টি ।

২। ১২৯ টি ।

৩। মুখ্যত খাদ্য ও জন সংভরন দপ্তরে পরিদর্শকগন রেশন সপের বিলি বন্টন তদারক করে থাকেন, তাছাড়াও উক্ত দপ্তরের SDC (Food), Asstt. Director (Food) Sub- Divisional Officer, Deputy Collector গণ এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ Officer গণ তদারকি করিয়া থাকেন ।

Admitted Starred Question No. :— 223

Name of M. L. A. — Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

QUESTIONS

১। রাজ্যে বর্তমানে নার্সিং হোমের সংখ্যা কত ? আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা এবং নোটিফায়েড অথরিটি এলাকাগুলির পৃথক হিসাব ।

২। এই সকল নার্সিং হোমে সরকারী হাসপাতালের কোন কোন চিকিৎসক রোগীদের অ্যাডমিশন নিয়ে থাকেন এবং রোগী চিকিৎসা করেন ।

৩। এই সকল চিকিৎসককে কি কি শর্তে হাসপাতালের বাইরে নার্সিং হোমে চিকিৎসার ব্যবসা চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে ?

Answer

১। রাজ্যে বর্তমানে নার্সিং হোমের সংখ্যা ৮। সবগুলি আগরতলা পৌর এলাকা-তেই অবস্থিত। নোটিফায়েড এরিয়াতে কোন নার্সিং হোম নাই।

২। ইহা সরকারের জ্ঞাত নহে।

৩। এরকম কোন অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 230, asked by Shri Gopal Ch. Das. M. L A.

will the Hon'ble Minister- In- Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State :—

QUESTIONS

১। রাজ্যের কোন্ কোন্ অঞ্চল খাদ্যাভাবে পীড়িত,

২। রাজ্যের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কতগুলি পরিবার রাজ্যান্তরী হয়েছে; এবং

৩। খাদ্যাভাবে রাজ্যে এ পর্য্যন্ত গত ২ বছরে কতজন মারা গেছে ?

ANSWERS

১। জুম ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে নিম্নলিখিত অঞ্চল গুলিতে কিছুটা খাদ্য ঘাটতি ঘটিয়াছে।

সমগ্র গণ্ডাছড়া মহকুমা	২৫টি গাঁওসভা
,, কাঞ্চনপুর মহকুমা	৩৫টি ,,
ছামনু ব্লকের অন্তর্গত	২১টি ,,
কুমারঘাট ,, ,,	২টি ,,
সালেমা ,, ,,	২১টি ,,
জিরানিয়া ,, ,,	১০টি ,,
জম্পুইজলা সাব ব্লকের ,,	৩টি ,,
মোহন পুর ব্লকের ,,	৯টি ,,
তেলিয়ামুড়া ,, ,,	৬টি ,,
মাতাবাড়ী ,, ,,	৮টি ,,
বগাফা ,, ,,	৮টি ,,
সাতচাঁদ ,, ,,	৩৬টি ,,
অমরপুর ,, ,,	২৮টি ,,
	২১২টি

২। এই রকম সংবাদ সরকারের গোচরে আসে নাই।

৩। খাদ্যাভাবে কেহই মারা যাওয়ার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সরকারের নিকট নাই।

Admitted Starred Question No. 233

Name of Member : Sri Samar Choudhury.

will the Hon'ble Minister in charge of the Jail Department be pleased to state :

Question

১। ইহা কি সত্য যে কারারক্ষী বাহিনীর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে সাপ্তাহিক ছুটি চালু করা হইয়াছিল তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ?

২। ইহা কি সত্য যে এই সকল রক্ষীদের যে রেশন মানি দেওয়া হয় সেটা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবার জন্য বিবেচনা করা হচ্ছে ?

৩ সত্য হলে কারারক্ষীদের বিরুদ্ধে এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ কি ?

Answer

১। ১৯৯০ সনের জুন মাস হইতে কারারক্ষীদের সাপ্তাহিক ছুটি সাময়িক ভাবে বন্ধ আছে।

২। রেশন মানি বন্ধ করে দেওয়ার কোন রূপ উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই।

৩। কারারক্ষী কর্মীদের সকল সুযোগ সুবিধা পুলিশ কর্মীদের অনুরূপ ভাবে দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করিতেছেন।

ANNEXURE— " B "

Admitted Un-starred Question No. 32.

Name of the Members:—
1. **Shri Amal Mallik.**
2. **Shri Mati Lal Sarker.**
3. **Shri Gopal Ch. Das.**
4. **Shri Badal Choudhury.**

will the Hon'ble Minister- in- charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ১৯৮৮- ৮৯ হইতে ১৯৯২ এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কতজন নিয়মিত, D. R.W. , Fixed pay, casual class— III ও IV কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে ?

২। এতে General, S C., S. T. কতজন (বিভিন্ন মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

: উত্তর :

তথ্য সংগ্রহাধীন ।

Admitted Question No. 43 (Unstarred)

Name of Member : Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৮৭ সালে রাজ্যে হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস্ শিল্পের উৎপাদনে কত সংখ্যক আর্টিজান নিযুক্ত ছিলেন এবং ১৯৯১ সালে এই সংখ্যা কত ।

২। ১৯৮৭ সালে কত টাকার হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস্ বাজারজাত করা হয়েছে এবং ১৯৯১ সালে বাজারজাত করার পরিমাণ (টাকার মূল্য) ।

৩। হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস্ এর বাজার বৃদ্ধি করার জন্য রাজ্য সরকারের কি কি ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে

৪। ১৯৯১ সালে কোন ব্লকে কত সংখ্যক আর্টিজানকে সরকার ক্র্যাফটস্ এবং এসিস্টেন্স দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। হস্ততাঁত, কারু ও রেশম শিল্প অধিকারের অধিনস্ত ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও কারুশিল্প উন্নয়ন নিগমে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত মোট ৪৫০ জন কারুশিল্পী তালিকাভূক্ত ছিলেন এবং ১৯৯১ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭৬ জন কারুশিল্প প্রত্যক্ষভাবে নিগমের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

২। ১৯৮৭ সালে হস্তজাত সামগ্রী বিক্রির পরিমাণ ছিল মোট ১৪.৫০ লক্ষ টাকা, ১৯৯১ সালে বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট ৩৫,৩১ লক্ষ টাকা।

৩। রাজ্যের কারুশিল্পীদের দ্বারা উৎপাদিত ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন হস্তজাত সামগ্রীর বাজার বৃদ্ধি করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও কারুশিল্প নিগমের মাধ্যমে প্রতি বৎসর রাজ্যে ও বহিরাজ্যে বিভিন্ন স্থানে মেলা প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করে থাকে। তাছাড়া নিগমের নিজস্ব বিপনী কেন্দ্র পূর্বাশার মাধ্যমে প্রতি বৎসর মোটা অংকের হস্তজাত সামগ্রী বিক্রি হয়।

৪ ১৯৯১ সালে বিভিন্ন ব্লক থেকে মোট ৮০০ (আটশত) আর্টিজানকে ক্র্যাফটস্ মেটেরিয়াল ও এসিসটেন্স দেওয়া হয়েছে, যার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হয়েছে।

১।	মোহনপুর —	৭০ জন	২।	জিরানীয়া —	১৪০ জন
৩।	বিশালগড় —	১৩০ ,,	৪।	মেলাঘর —	৭০ ,,
৫।	তেলিয়ামুড়া —	২৪ ,,	৬।	খোয়াই —	২৪ ,,
৭।	মাতাবাড়ী —	৪০ ,,	৮।	টাকারজলা— সাব ব্লক	২৪ ,,
৯।	বগাফা —	৩০ ,,	১০।	রাজনগর —	২৪ ,,
১১।	সাক্রম —	৩০ ,,	১২।	অমরপুর —	২৪ ,,
১৩।	ডুম্বুরনগর —	২৪ ,,	১৪।	সালেমা —	২৪ ,,
১৫।	ছামনু —	২৪ ,,	১৬।	কুমারঘাট —	৫০ ,,
১৭।	পানিসাগর —	২৪ ,,	১৮।	কাঞ্চনপুর —	২৪ ,,

Admitted Question No 44 (Unstarred)
Name of Member : Sri Dinesh Deb Barma,

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্রিজে ১৯৮৫-৮৬ সালে এবং ১৯৮৬-৮৭ সালের সেলফ্ এমপ্লয়মেণ্ট স্কীমে মোট কত সংখ্যক নিযুক্ত ছিলেন এবং কত সংখ্যক কোন কোন শ্রেণীর হ্যাণ্ডলুম চালু ছিল।

২। ১৯৯০-৯২ সৎসরে কত সংখ্যক সেলফ্ এমপ্লয়েড নিযুক্ত আছে এবং কত সংখ্যক কোন কোন শ্রেণীর হ্যাণ্ডলুম চালু আছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্রিজে ১৯৮৫-৮৬ সালে আনুমানিক ১৯৮৬-৮৭ সালের সম সংখ্যক সেলফ্ এমপ্লয়মেণ্টে নিযুক্ত ছিলেন এবং সম সংখ্যক হ্যাণ্ডলুম চালু ছিল। ১৯৮৬-৮৭ সালে মোট সেলফ এমপ্লয়মেণ্টে এক লক্ষ পনের হাজার দুই শত ছয় জন নিযুক্ত ছিলেন এবং এক লক্ষ উনিশ হাজার বাহাত্তরটি হ্যাণ্ডলুম নিম্নলিখিত অনুসারে চালু ছিল। (১) পিটলুম— ৮,৫৪৪টি। (২) ফ্রেমলুম – ৫, ৩১৫টি। (৩) চিত্তরঞ্জন লুম — ১,০৯৯টি। (৪) লয়ন লুম— ১,০১, ৪২৫টি। (৫) অন্যান্য – ২ ৬৮৯টি = মোট— ১, ১৯, ০৭২টি।

এ ছাড়াও ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও কারুশিল্প উন্নয়ন নিগমের অধীন ১৯৮৬-৮৭ সালে মোট ১৩৭৪ জন তাঁতী নথিভুক্ত ছিলেন এবং ১৯০০টি বিভিন্ন ধরনের হ্যাণ্ডলুম চালু ছিল। এর মধ্যে চিত্তরঞ্জন লুম— ৭০০টি। পিটলুম – ১১৫৫টি এবং মনিপুরী লুম ৪৫টি।

ঐ সময়ে ত্রিপুরা এপেক্স উইভার্স কোঃ অপঃ সোসাইটির অধীন ৬৫টি প্রাথমিক তাঁত সমবায় সমিতি নথিভুক্ত ছিল এবং প্রায় ২০৮৪ জন তাঁতী এই সমিতি গুলির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নিযুক্ত ছিলেন পিট লুম, ফ্রেমলুম, চিত্তরঞ্জন লুম এবং লয়ন লুম চালু ছিল।

২। পুর্ণ গননা সাপেক্ষে অনুমান করা যায় যে ১৯৮৭-৮৮ সনের সম সংখ্যক সেলফ্ এমপ্লয়েড এ নিযুক্ত ছিল তথা সম পরিমান হ্যাণ্ডলুম ১৯৯০-৯১ এবং ৯২ সালে চালু রয়েছে।

এই সময়ে ত্রিপুরা হস্তশিল্প নিগমে ১৪৮৭ জন তাতী নথিভুক্ত ছিলেন এবং তাদের অধীনে ২১৭৪টি তাঁত চালু ছিল। এর মধ্যে চিত্তরঞ্জন লুম – ৮০০টি, পিটলুম — ১৩০০টি এবং লয়নলুম— ৭৪টি।

একই ভাবে ত্রিপুরা এ্যাপেক্স উইভার্স কোঃ সোসাইটির অধীনে এই সময়ে ৮৫টি প্রাথমিক তন্তুবায় সমিতি নথিভুক্ত আছে এবং এর মাধ্যমে প্রায় ২৭২২ জন তাঁত-শিল্পী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নিযুক্ত আছে। পিটলুম, ফ্রেমলুম, চিত্তরঞ্জন লুম এবং লয়নলুম চালু আছে।

Admitted Unstarred Question No. 48 asked by Shri Badal Choudhury. M.L.A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Food & Civil Supplies, Department be pleasee to State :—

১। এ.ডি.সি এড়িয়া ডাবল রেশন দেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন কোন অঞ্চলে ডাবল রেশন দেওয়া হইতেছে (প্রতিটি বিভাগের রেশন সপের নাম এবং রেশন কার্ড সংখ্যার আলাদা আলাদা হিসাব)

২। ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া ব্লকের দুর্গত জুমিয়া অঞ্চল নোনাছড়া, কাকড়াছড়া রেশন এলাকায় না গিয়ে রাস্তায়ই অধিকাংশ সময় ব্লেকে বিক্রি হয়ে যায়,

৩। সত্য হলে সরকার এই ব্যাপারে কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWERS

১। উল্লিখিত তথ্যাদি পরিশেষে দেওয়া হইল।

২। সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Name of Sub-Division.	Name of ADC/TSP area where double ration being issued showing Name of each F.P. Shop with total R/C.	
	Name of F.P.Shop.	Total R/C
(1)	(2)	(3)
Sabroom	Manughat	434.
	Ratamani	270.
	Baishnabpur	334.
	East Sabroom	193.
	Ludhuabazar	345.
	Ludhuachabagan	118.

Chalitachari	527
Takkatulshi	336
Fulchari (i)	436
[illegible]	451
Fulchari (ii)	356
Kulaicherra (i)	318
Sindukpathar	560
Douangchoudhurypara	343
Ghotukchori	320
Rupchari	675
Bagmara	242
Bishnupara	337
Uttar Bijoypur	389
Manu Bangkul (I)	595
do (II)	320
chalita Bankul	402
Sitachari	400
Amtara	403
Ghorakapa	289
Sukhachari	340
Barbil	403
Bagchatal	332
Hazachari	246

Statement Showing Nome of *F.P.* Shops of ADC/TSP Area Where Double Ration Being Issued.

Name of Sub-Division	Nome of F.P. Shop	Total R/C
Kailashahar	Chinibagan	257

(1)	(2)	(3)
	Tailenbari	162
	Gobindabari F.P.	
	Shop No. 1	229
	Gobindabari F.P.	
	Shop No. 2	163
	Gobindabari F.P.	
	Shap No. 2	302
	Gobindabari F.P,	
	Shop No. 4	195
	Natinmanu F.P.	
	Shop No. 1	185
	Malidhar F.P.	
	Shod No. 1	199
	Malidhrr F.P.	
	Shop No. 1	199
	Maldhar F.P.	
	Shop No. 2	168
	Rajdhar F.P.	
	Shop	293
	East Chamanu F.P.	
	Shop Na. 1	196
	East Chowmrnu F.P.	
	Shop No. 2	216
	Natimanu F.P. Shop	
	No. 2	172
	Uttar Langtarai	
	F.P.Shop	218
	Deo.R.F.F.P.Shop	330

(1)	(2)	(3)
	Jamircharra F.P. Shop N9. 1	291
	Maracharra F.P.Shop	225
	Sindhu Kumar Para F.P.Shop	390
	Battala F.P.Shop	305
	Damcharra F.P.Shop	232
	Longtarai F.P. Shop	269
	Bakcharra F.P. Shop	200
	Joychandra para F.P. Shop	292
	Laban Charra F.P. Shop	314
	Dalucharra F.P. Shop	225
	Chichingchara F.P. Shop	237
	Durgacharra F.P. Shop	161
Belonia	Debipur F.P. Shop 1.	289
	do No.2.	469
	Laxmicharra F.P. Sho No.2	493
	Birchandra Nagar F.P.Shop	902
	Manirampur F.P. Shop	221
	Ramraibari F.P. Shop	614
	Ratanpur F.P. Shop	712

(1)	(2)	(3)
	Mogara F.P. Shop	217
Sonamura	NIL	NIL
Kamalpur	Baliagoan F.P. Shop	74 Nos.
	Ambasa ,,	850 ,,
	Apereshkar ,,	559
	Halhali Co-Op ,,	129 ,,
	Kalacharra ,,	339 ,,
	Saikarbari ,,	120 ,,
	Jamthum ,,	357
	Kataluthma pacs	600
	SalamaShop No-2	526
	do 5	470
	Kachuchere	452
	Balaram	361
	Kulai	267
	Nailahabari	352
	Jagannathpur	370
	Kathalbari	367
	Khagendroroazapara	135
	Harincharra	247
	Bagmara	148
	Kamalachera	178
	Raipassa	91
Udaipur	Thelakong F.P.Shop	442
,,	Killa No-I	164
	South Baramura -I.	369
	Do 2.	334

(1)	(2)	(3)
	Kachigang	407
	Pabirtrarambari	585
	pitra	48
	Tainani	561
	Laxmipati	187 ,,
	Fotamati ,,	117
	patcherthal ,,	1491
Dharmanagar	Do-Lamps ,,	381
	Nobincherra ,,	458
	Damcherra ,,	958
	Rohumchara ,,	241 ,,
	Thumcharaipara ,,	230 ,,
	Bahadurpara ,,	126 ,,
	Khedacherra (South)	328 ,,
	Do- (North)	291 ,,
	Machmara-I ,,	876 ,,
	Krishnatilla ,,	552 ,,
Dharmanagar (Contd)	Sachindranagar F.P. Shop	328 Nos.
	Santipur ,,	420 ,,
	Wambukcherra ,,	207 ,,
Sadar	Subalsing ,,	304 ,,
	Murabari ,,	191 ,,
	Chachibari ,,	221 ,,
	Somaimalla ,,	603 ,,
	Dumraikari (Dak) ,,	362 ,,
	Simmacherra ,,	87 ,,
	Surrendranagar ,,	360 ,,

(1)	(2)	(3)
	Hezamera ,,	542 ,,
	Chachubazar No-I ,,	556 ,,
	—do— No.II ,,	390 ,,
	Somalibazar ,,	258 ,,
	Dawdharani ,,	223 ,,
	Bidhirbazar ,,	472 ,,
	Kupilong (part) ,,	215 ,,
	Somberbazar ,,	381 ,,
	Ujamganiamera ,,	467 ,,
	Ujampathalia ,,	245 ,,
	Kendricherra No. 2 ,,	166 ,,
	Champaknagar (East)	195 ,,
	Brigudasbari ,,	166 ,,
	Ashighar ,,	735 ,,
	Harbang Khengrai ,,	333 ,,
	Khengrai-Card strength targget with Harbang khengrai F.P. Shop as shown above.	
	Nandirnagar No. I ,,	393 Nos.
	Belbari No. I ,,	586 ,,
	Janmoyjoynagar ,,	243 ,,
	Harimangal para ,,	405 ,,
	West Barjalla ,,	551 ,,
	Engineering college F.P.Shop	723 ,,

Name of Sub-Division	Name of F.P. Shop	Total R/Card
(1)	(2)	(2)
Amarpur	Rajkang	555 Nos
	Rankkang	10 ,,
	Nagrai	62 ,,
	Dalak	109 ,,
	Sarbong	507 ,,
	West Sarbong	215 ,,
	Duluma	291 ,,
	paharpur	291 ,,
	West Duluma	447 ,,
	Gungia	337 ,,
	Kumma	313 ,,
	Bampur	275 ,,
	Rangamati No.2	48 ,,
	Lowgung	271 ,,
	Cehllagung No.1	102 ,,
	—do—No.2.	99 ,,
	Malbasa No.2.	137 ,,
	Birganj No.1	11 ,,
	Depachara	279 ,,
	Titthamukh	430 ,,
	West Karbook	69 ,,
	East Karbook	43 ,,
	Jalaya	555 ,,
	Mandhirghat	273 ,,
	Patichari	459 ,,

(1)	(2)	(3)
	East Manikkya Dewan	287 ,,
	West —do— —do—	449 ,,
	Bhomrachara	268 ,,
	Uttar Chellagung	24 ,,
	Dhanlekha	26 ,,
	Palku	326 ,,
	Jambook No,2	484 ,,
	Taidu No.2	283 ,,
	G.B. Shop	325 ,,
	Melchi	97 ,,
	Ampichara	346 ,,
	Taidu No.1	415 ,,
Khowai	Tuichingrambari F.P.Shop	184 Nos
	South Maharanipur No.1.	454 ,,
	—do— No.2.	350 ,,
	Sriramkendra	296 ,,
	43 - Miles Post	242 ,,
	Kumari Para	225 ,,
	Dulucherra	111 ,,
	Haludia	235 ,,
	Billikangcherra	1 8 ,,
	Tyankurcherra	266 ,,
	Nona Charra No.1	201 ,,
	—do— No.2	48 ,,

(1)	(2)	(3)
Kanchanpur	Knachanpur No.1.	1055 "
	—do— No 2	731 "
	—do— No.3.	414 "
	Chandipur	246. "
	Laljuri	290 "
	Ujanmachmara	733 "
	Jayashree	532 "
	Suknacherra	102 "
	Daincherra	413 "
	Satnala Lamps	275 "
	Falgun Joy Para	229 "
	Satnella No.1	207 "
	Dasda No.1	318 "
	—do— No.2	399 "
	—do— No.3	452 "
	Dhasp amanipara	236 "
	Puisama	318 "
	Gachi Ram Para	345 "
	Annandbazar No-1	207 "
	—do— No.2	307 "
	Satudwar No.I	212 "
	—do— No.2	I87 "
	—do— No.3	I42 "
	Baimanipara F.P. Shop	I84 Nos
	S.k. Shermoon "	I97 "
	Brikhyapur "	320 "
	kampui "	I54 "

(1)	(2)		(3)	
	Managechunang	,,	137	,,
	Hmanpai	,,	148	,,
	kalagang	,,	98	,,
	Simlong	,,	129	,,
	Subual	,,	193	,,
	V.G.M.	,,	137	,,
	Bellianship	,,	144	,,
	Tiangsang	,,	192	,,
	F.L.D.	,,	09	,,
	kangrai	,,	130	,,
	Mariclt	,,	144	,,
	Machmerra No.I.	,,	876	,,
	—do— No.2.	,,	556	,,
	k.Tilla.	,,	522	,,
	Sachindragar	,,	325	,,
	Santipur	,,	420	,,

Admitted Un-starred Question No. 50

Name of the Member ; Shri Gopal Ch. Das

Will the Honble Minister-in-change of the Monpower & Employment Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) গত ১৯-২-৯২ তারিখ থেকে এ পর্যান্ত কতজন শিক্ষিত বেকারকে চাকুরী দেয়া হয়েছে।

২) কোন ডিপার্টমেন্টে কতজন এই নিযুক্তি পেয়েছে?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No. 54

Name of M.L.A Sri Gouri Sankar Reang

Will the Honble Minister-in-change of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

১) রাজ্যে মোট কতজন কুষ্ঠ রোগীকে ১৯৮৮ ১লা জানুয়ারী থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ পর্যন্ত চিহ্নিত করা (detection) হয়েছে. (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২) চিহ্নিত (detected) রোগীদের কতজন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়েছেন এবং কতজন সুস্থ হন নাই, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩) সুস্থ রোগীদের পুনর্বাসন দেওয়ার কোনরূপ প্রকল্প রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা,

৪) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তা চালু হবে বলে আশা করা যায়,

৫) ইহা কি সত্য ত্রিপুরায় মনুঘাটে প্রস্তাবিত কুষ্ঠ চিকিৎসালয় (Leprosy Hospital) এলাকাবাসীর বাধাদানের ফলে স্থাপন করা যায় নাই,

৬) যদি সত্য হয় তবে উক্ত হাসপাতাল কোথায় স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে?

ANSWERS

Name of the Minister Shri Kashiram Reang.

১) উক্ত সময়ে মোট ১০২৮ জন কুষ্ঠরোগীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব না থাকায় জেলা ভিত্তিক হিসাব দেয়া হল।

সময়	পশ্চিম জেলা	দক্ষিণ জেলা	উত্তর জেলা	মোট
১-১-৮৮ হইতে ৩১-৩-৮৮	১৬	২৭	১১	৫৪
১-৪-৮৮ হইতে ৩১-৩-৮৮	৯৮	৪৩	৭১	২১২
১-৪-৮৯ হইতে ৩১-৩-৯০	১০২	৪৫	৬৯	২১৬
১-৪ ৯০ হইতে ৩১-১-৯১	১৮২	৫৯	১১৪	৩৫৫
১-৪-৯১ হইতে ২৯-২-৯২	১১১	২৭	৫৩	১৯১
মোট —	৫০৯	২০১	৩১৮	১০২৮

২) কুষ্ঠ প্রকল্পের শুরু থেকে যত কুষ্ঠ রোগীকে সনাক্তকরণ হয়েছে, এদের মধ্যে মোট ১৩০৪ জন রোগী ১লা জানুয়ারী ১৯৮৮ থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ১৭০০। জেলা ভিত্তিক হিসাব দেয়া হল।

	পশ্চিম জেলা	দক্ষিণ জেলা	উত্তর জেলা	মোট
চিকিৎসার পর সুস্থ হয়েছেন	৪৫৩	৩৫৫	২৪৬	১৩০৪
চিকিৎসাধীন কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা	৪৯৫	৪৪৮	৭৫৭	১৭০০

৩) স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে এরকম কোন প্রকল্প আপাততঃ বিবেচনাধীন নেই।

৪) প্রশ্ন আসে না।

৫) উত্তর ত্রিপুরার মনুঘাটে একটি কুষ্ঠ চিকিৎসালয় (হাসপাতাল) নির্মান করা হয়েছে। কিন্তু ইহা সত্য যে এলাকাবাসীর বাধাদানের ফলে চালু করা সম্ভব হয়নি।

৬) এলাকার জনসাধারনের মধ্যে উক্ত হাসপাতাল মনুঘাটেই স্থাপনের সপক্ষে মত সৃষ্টির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

Admitted Unstarred Questions No. 76
Nom of M.L.A. Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :—

১) রাজ্যে ১৯৮৯-৯০, ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ কোন বৎসর কত Outdoor patient এবং কত indoor patient চিকিৎসা করা হয়েছে.

২) Outdoor patient দের জন্য কি কি ঔষধ ১০৮৯-৯০ থেকে ১৯৯১ ৯২ বৎসর পর্যন্ত কোন বৎসর কত পরিমাণে মূল্যে দেওয়া হায়ছে, এই বাবদ কত ব্যয় হয়েছে,

৩) উক্ত সময়ে Indoor patient দের ঔষধের জন্য কোন বৎসর কত ব্যয় করা হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister) : Shri Kashiram Reang.

১) উক্ত সময়ে চিকিৎসিত রোগীর হিসাব নিচে দেয়া হল।

বৎসর	আউটডোর	ইনডোর
১৯৮৯—৯০	১৫,৭৪,৩৩৪	৫,৪৩,২২৫
১৯৯০—৯১	১২,৭৩,৫১৬	৫.২১,১০৩
১৯৯১—৯২	৯,১৫,০৬০	৬,০০,৩০৮

২) ও ৩) উক্ত সময়ে আউটডোর ও ইনডোর রোগীদের জন্য ঔষধ বাবদ খরচের হিসাব নিচে দেয়া হল।

বৎসর	আউটডোর	ইনডোর
১৯৮৯ - ৯০	৪৭,২৩,০৩২ টাকা	৮১,৪৫,৩৭৫ টাকা
১৯৯০ ৯১	৩৮,২০,৫৪৮ টাকা	৭৮,১৮,৩৭৫ টাকা
১৯৯১—৯২	৪[illegible]৭৫,০১৫ টাকা	৯০,৪৯,৬২০ টাকা

Admitted Question . No 82 (Unstarred).
Name of Member : Shri Samar Ghoudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :

: প্রশ্ন :

১। ত্রিপুরার ভূগর্ভ থেকে কত পরিমাণ গ্যাস বর্তমানে পাওয়া যাবে বলে অনুমিত হয়েছে (স্থানের নাম সহ) ?

২। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এবং কি প্রকল্পের দ্বারা এই গ্যাসের ব্যবহারের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছে ?

৩। কোন্ কোন্ প্রস্তাব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কি উত্তর পাওয়া গেছে; এবং

৪। গ্যাসের মূল্যের হার কত নির্দ্ধারন করা হয়েছে ?

: উত্তর :

১। ত্রিপুরার ভূগর্ভ থেকে ১'২৫ মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস নিম্নলিখিত স্থান সমূহ থেকে পাওয়া যাবে বলে অনুমিত হয়েছে :—

ক) বড়মুড়া,
খ) রুখিয়া (কোনাবন ও মাণিক্যনগর),
গ) আগরতলা ডোম,
ঘ) গজালিয়া।

২। নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি গ্যাস ভিত্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে রূপায়ণের জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন : —

ক) দৈনিক ৩০০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মিথানল প্রকল্প,
খ) দৈনিক ১৩৫০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন অ্যামোনিয়া প্রকল্প এবং দৈনিক ২২০০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ইউরিয়া সার কারখানা,

গ) কম্প্রেসড্ ন্যাচারেল গ্যাস প্রকল্প।

৩। ক) মিথানল প্রকল্প :

উক্ত প্রকল্পটি রাষ্ট্রীয় কেমিক্যালস্ এণ্ড ফার্টিলাইজার লিমিটেড্ (কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা) লাভজনক নয় বলে জানিয়ে দিয়েছেন। পরিবর্তে ত্রিপুরাতে অ্যামোনিয়া ও ইউরিয়া সার প্রকল্প স্থাপনে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

খ) অ্যামোনিয়া ও ইউরিয়া সার প্রকল্প

উক্ত প্রকল্প দুটি স্থাপনের জন্য মেসার্স কৃষিভারতী কো-অপারেটিভ সোসাইটি (KRIBCHO) (কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থা) রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

গ) কম্প্রেসড্ ন্যাচারেল গ্যাস

উক্ত প্রকল্পটি রূপায়নের জন্য ইণ্ডিয়া- বার্মা পেট্রোলিয়াম (কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থা) এর নিকট থেকে অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

৪। ১/১/৯২ তারিখ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্ধারিত মূল্য অনুযায়ী ত্রিপুরার জন্য প্রতি এক হাজার কিউবিক মিটার গ্যাসের মূল্য এক হাজার টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। উক্ত হারের উপর প্রতি এক হাজার কিউবিক মিটার গ্যাসের জন্য চার শত টাকা প্রকল্প ভিত্তিক ডিস্কাউন্ট দিতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হয়েছেন।

Admitted Starred Question No. 84.
Name of Member : Shri Matilal Sarkar.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে অবস্থানরত বাংলাদেশ হইতে আগত চাকমা শরনার্থীর সংখ্যা কত ?

২। এই শরনার্থীদের জন্য প্রতি বৎসর গড়ে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে।

৩। এই খরচ বাবত কি পরিমাণ অর্থ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাওনা রয়েছেন।

৪। এই শরনার্থীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন;

৫। এই শরনার্থীদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানোর জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন;

৬। এই পর্য্যন্ত কত শরনার্থী বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন।

—: উত্তর :—

১। বর্ত্তমানে রাজ্যে অবস্থানরত বাংলাদেশ হইতে আগত উপজাতি (চাকমা, ত্রিপুরী, মগ ও সাঁওতাল) শরনার্থীর সংখ্যা ৫৩১৮৭ জন।

২। এই শরনার্থীদের জন্য প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৫,৭৫০০০,০০ (পাঁচ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) টাকা মাত্র খরচ হয়।

৩। এই খরচ বাবত রাজ্য সরকার কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট শুধুমাত্র ১৯৯১-৯২ইং অর্থ বৎসরের চতুর্থ কিস্তির মোট ২,১৩,২৯,৭৯২ (দুই কোটি তের লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাতশত বিরানব্বই) টাকা মাত্র পাওনা রয়েছেন। এবং আশা করা যায় এই টাকা অতি শীঘ্রই পাওয়া যাইবে।

৪। এই শরনার্থীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহন করেছেন।

ক) কোন শরনার্থীকে উপযুক্ত ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া শিবিরের বাহিরে যাইতে দেওয়া হয়না।

খ) কোন শরনার্থী উপযুক্ত ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া এক নাগারে ১০ দিন শিবিরের বাহিরে থাকিলে তাঁহার নাম শিবিরের রেজিষ্টার হইতে কাটিয়া দেওয়া হয়। এবং তাহাকে নিখোঁজ বলিয়া গণ্য করা হয়।

গ) প্রতিমাসে শিবির কর্তৃপক্ষ ২ | ৩ বার শরনার্থীদের উপস্থিতি পরীক্ষা করেন এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নাম শিবিরের রেজিষ্টার হইতে কাটিয়া দেন।

ঘ) বর্ত্তমানে রেজেষ্ট্রীকৃত শরনার্থীদের ছাড়া কোন নতুন শরনার্থীর নাম রেজেষ্ট্রীভুক্ত করা হয় না।

৪) প্রতি শিবিরে M. T. F এর লোক আছেন। তাহারা যাতে কোন নতুন শরনার্থীর প্রবেশ না ঘটে সে দিকে দৃষ্টি রাখেন।

৫। এই শরনার্থীদের স্বদেশে ফেরৎ পাঠানোর জন্য রাজ্য সরকার পুনঃ পুনঃ ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়া যাইতেছেন।

৬। বৈধভাবে একজন শরনার্থী ও বাংলাদেশে ফিরিয়া যান নাই। তবে ২৯-২-৯২ইং পর্যান্ত নিখোঁজ শরনার্থীর সংখ্যা ২০,৩২৭ জন।

Admitted Question No. 91, (unstarred)

Name of Member : Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১। ত্রিপুরায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মিথানল গ্যাস উৎপাদনের পরিকল্পনা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে ?

২। এখন পর্য্যন্ত তা বাস্তবায়িত না হবার কারণ কি?

৩। এই পরিকল্পনা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবার কথা ছিল ?

৪। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ? এবং

৫। এই প্রকল্পে সরকারের কত আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজন হবে ?

ANSWER

১। ত্রিপুরাতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মিথানল গ্যাস কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন আধা-সরকারী সংস্থা তথা বে-সরকারী সংস্থার সঙ্গে আলোচনা চলছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে।

২। এখন পর্য্যন্ত বাস্তবায়িত না হবার কারণ হল, অয়েল এণ্ড ন্যাচারেল গ্যাস কমিশন এবং রাষ্ট্রীয় কেমিক্যালস্ এণ্ড ফার্টিলাইজার লিমিটেড প্রস্তাবিত মিথানল কারখানা স্থাপনের এখনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেনি।

৩। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ পূর্বে গ্রহণ করা হয়নি।

৪। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য রাজ্য সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং অয়েল এণ্ড ন্যাচারেল গ্যাস কমিশন, রাষ্ট্রীয় কেমিক্যালস্ এণ্ড ফার্টিলাইজার লিমিটেড, মেসার্স এলাইড্ রেসিন্স এণ্ড কেমিক্যালস্, মেসার্স পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী এবং মেসার্স নিকো কর্পোরেশনের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।

৫। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে এখনই বলা সম্ভব নহে।

ADMITTED QUESTION NO. 92

Name of M. L. A. Sri Gopal Chandra Das,

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১) ত্রিপুরা রাজ্যের ডাক্তারদের সার্ভিস রুল রিভিউ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২) থাকলে তা কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে,

৩) রাজ্যে বর্তমানে বিভিন্ন গ্রেডের মোট কতজন সাধারণ এবং স্পেশালিষ্ট ডাক্তার আছেন,

৪) এম, বি, বি, এস, পাশ করে চাকুরিতে নিযুক্ত পত্র পান নাই এরূপ কতজন ডাক্তার আছেন,

৫) রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদনকৃত বাইরের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে বর্তমানে কতজন ডাক্তারী কোর্স নিয়ে পাঠ্যরত আছেন ?

ANSWER

১) রাজ্যের ডাক্তারদের সার্ভিস রুল amendment করার পরিকল্পনা আছে।

২) যত তাড় তাড়ি সম্ভব।

৩) ত্রিপুরা হেলথ্ সার্ভিসের বিভিন্ন গ্রেডে মোট ৬৫৪ জন ডাক্তারের মধ্যে ২১৬ জন ডিগ্রি/ ডিপ্লো মাধারী ডাক্তার বর্তমানে কর্মরত আছেন।

৪) মোট ২৫ জন।

৫) এম, বি, বি, এস, কোর্সে ১৯৯ জন এবং বি, ডি, এস, কোর্সে ২১ জন।

ANNEXURE— "C"

Statement of the Minister-In-charge of Home Deptt. laid on the Table of the House in reply to the Calling Attention Notice given by Sri Matilal Sarkar on :—

"বিগত ২রা মার্চ ৯২ইং বিশালগড় থানার অন্তর্গত মধুপুরের নোয়াপাড়া গ্রামের মজুর আলী মিঞার কন্যা রহিমা খাতুন (ডাক নাম কালী) নিখোঁজ হওয়া এবং পরে তার মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

গত ৪-৩-১৯৯২ ইং তারিখ বিকাল ৪-১৫ মি: এর সময় বিশালগড় থানাধীন নোয়াপাড়া নিবাসী জনৈক তাজল ইসলাম বিশালগড় থানায় উপস্থিত হয়ে এই মর্মে একটি এজাহার প্রদান করেন যে, নোয়াপাড়া নিবাসী জনৈক আলী মিঞার ১২ বৎসরের মেয়ে শ্রীমতি রহিমা খাতুন গত ৩-৩-৯২ ইং তারিখ জংগল চড়াইতে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে যায় কিন্তু গত ৪-৩-৯২ ইং তারিখ বিকাল পর্যান্ত সে ফিরে আসে নাই। উপরোক্ত এজাহারটি বিশালগড় থানায় জেনারেল ডাইরীতে নথিভুক্ত করা হয় G. D. No. 219 Dated 4/3/1992। কিন্তু গত ৬-৩-৯২ ইং তারিখ উক্ত তাজল আলী বিশালগড় থানায় বেলা ১-১৫ মি: এর সময় উপস্থিত হয়ে জানায় যে শ্রীমতি রহিমা খাতুনের মৃতদেহ নোয়াপাড়া জঙ্গলে পড়িয়া রহিয়াছে।
উক্ত বিষয়টি বিশালগড় থানায় জেনারেল ডাইরীতে (G. D. No. 311 Date 6/3/1992) নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে।

গত ৭-৩-৯২ ইং তারিখ রহিমা খাতুনের মৃতদেহ ময়না তদন্ত করা এবং বিশালগড় থানার এস-আই-এস-আর দেবের লিখিত অভিযোগ মূলে বিশালগড় থানায় ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২। ২০১ ধারায় বিধান মতে মোকদ্দমা নং ৮(৩)৯২ নোয়াপাড়া নিবাসী মো: নয়ন মিঞা ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করা হয়। তদন্ত কালে পুলিশ গত ৭-৩-৯২ ইং তারিখ নোয়াপাড়া নিবাসী (১) শ্রী নয়ন মিঞা (২) শ্রী অজিত কুমার রায় এবং (৩) শ্রী হরিদাস সরকারকে উক্ত মোকদ্দমার সংশ্রবে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন।

গত ৮-৩-৯২ ইং তারিখ গ্রেপ্তারকৃত আসামী নয়ন মিঞাঁর স্বীকারোক্তি মূলে তাহার বাড়ী থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যাবহৃত দা উদ্ধার করা হয়। এখন পর্য্যন্ত ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই। এস-ডি-পি-ও বিশালগড় মোকদ্দমাটির তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

Statement of the Minister-in-charge of Home Deptt. laid on the Table of the House in reply to the Calling Attention Notice given by Shri Makhan Lal Chakraborty on :—

"গত ১৫ই মার্চ ১৯৯২ ইং খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর বাজারে চুরাই কাঠ উদ্ধার করতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া রেঞ্জের ফরেষ্টার আক্রান্ত হয়ে আহত অবস্থায় হাসপাতালে যাওয়া সম্পর্কে।"

গত ১৫।৩।১৯৯২ ইং বিকাল ৫ ঘটিকায় তেলিয়ামুড়ার ডি, এফ, ও, এর নেতৃত্বে কল্যাণপুর বাজারের শ্রী বিজয় সুত্রধর এর দোকানে অবৈধ ও চোরা কাঠ পাওয়ার পর ফরেষ্টার শ্রী পার্ব্বতীচরন দেববর্মা ও ফরেষ্ট কর্মীগণ উক্ত কাঠ সীচ করিলে কল্যাণপুর বাজারের শ্রী বিজয় সুত্রধর, শ্রী বসন্ত সুত্রধর, শ্রী তপন সুত্রধর এবং আরও কয়েকজন অজ্ঞাত যুবক বন কর্মীগণকে আক্রমন করে ও কাঠের ফাইল দিয়ে আঘাৎ করে। ফলে শ্রী পার্ব্বতীচরন দেববর্মা ও অন্য তিনজন মাথায় রক্তাক্ত জখম প্রাপ্ত হন। উক্ত ঘটনা S. F. রেইঞ্জ অফিসার শ্রীসচীন্দ্রচন্দ্র বসুর অভিযোগ মূলে শ্রী বিজয় সুত্রধর ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কল্যাণপুর থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৭। ১৪৯। ৩৫৩। ৩২৫। ধারায় ৭(৩) ৯২ নং মোকর্দ্দমা নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে আহত ফরেষ্টার শ্রী পার্ব্বতীচরন দেববর্মা ও অন্য তিনজনকে চিকিৎসার জন্য কল্যাণপুর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং অবৈধ কাঠ গুলি উক্ত মোকর্দ্দমার সংশ্রবে সিজ করে থানায় রাখা হয়।

উক্ত মোকর্দ্দমার সংশ্রবে নিম্ন বর্নিত আসামীগণকে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয় :—

আসামীগণের নাম	গ্রেপ্তার করার তারিখ
১। শ্রী বিজয় সুত্রধর	১৫. ৩ ৯২ ইং
২। শ্রী তপন সুত্রধর	,,
৩ শ্রী দুলাল সরকার	২২ ৩. ৯২ ইং

অন্যান্য আসামীগণকে ধৃত করার জন্য জোর প্রয়াস অব্যাহত আছে। মোকদ্দমাটির তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

Statement of the Minister-in-charge of Home Deptt laid on the Table of the House on in reply to the Calling Attention Notice given by Sri Dhirendra Debnath on :—

বিষয়

" ত্রিপুরা রাজ্যে O. B. C. সম্প্রদায়ের উন্নতি কল্পে সরকারী O. B. C কমিটি কর্তৃক দাখিল কৃত সুপারিশ অনতিবিলম্বে গ্রহণ করে বাস্তবায়িত করার ঘটনা সম্পর্কে।"

উত্তর

বর্তমান রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত O B C. কমিটি রাজ্য সরকারের নিকট কমিটির সুপারিশ সম্বলিত যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন তা রাজ্য সরকার খুব সহানুভূতির সঙ্গে খতিয়ে দেখছেন। অন্যান্য পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় গুলির চিহ্নিতকরন, তাদের অর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ ছাড়াও O. B. C. দের জন্য চাকুরীতে সংরক্ষন বিষয়টি ও কমিটির সুপারিশের অন্তর্গত। কমিটির রিপোর্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চুড়ান্ত ভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর O B. C. দের চিহ্নিতকরন এবং তাদের জন্য সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা সমূহ রূপায়ন করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এছাড়াও রাজ্য সরকার O B. C. সম্পর্কিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর এও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার O. B. C. সংক্রান্ত বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন রাজ্য সরকারও তা অনুসরন করে চলবেন। এবং রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয়

সরকারকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েও দিয়েছেন। এখনও পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এ বিষয়ে কোন নির্দেশ পাওয়া যায়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরই O. B. C. কমিটি কর্তৃক দাখিল কৃত সুপারিশ বাস্তবায়িত করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এই হাউসে পূর্বেও বলা হয়েছে এবং এখনও বলা হচ্ছে যে O B C. সংক্রান্ত বিষয়টি খুবই জটিল এবং স্পর্শকাতর সুতরাং এ বিষয়ে কোন তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে।

Statement of the Minister-In-Charge of Home Deptt. laid on the Table of the House in reply to the Calling Attention Notice given by Sri Samr Choudhury on :-

"বিগত ২৩শে মার্চ সদর মহকুমার অন্তর্গত সূর্যমনি নগরের বাবুল চৌমুহনীতে দিলীপ বাউল নামক একজন হোমগার্ড নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে গত ২৩শে মার্চ, ১৯৯২ইং তারিখ আমতলী কর্মরত: হোমগার্ড দিলীপ বাউল, সাং পূর্ব দুর্গাপুর (বাবুল চৌমুহনী) সূর্যমনি নগর গাঁওসভার চেয়ারম্যান শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য্যর সহিত বাবুল চৌমুহনীর একটি চায়ের দোকানের নিকট পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটার তালিকায় তাহার পরিবারে সদস্যদের নাম না উঠার ব্যাপারে কথা বলছিলেন তখন হঠাৎ করে কে বা কাহারা তাহার পিছনে পর পর ২টি বোমা নিক্ষেপ করে। চেয়ারম্যান শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য্য প্রাণভয়ে সেইস্থানে থেকে দৌড়াইয়া যাওয়ার সময় ৩ | ৪ যুবককে শ্রী দিলীপ বাউলের উপর আক্রমন করে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করতে দেখতে পান।

উপরোক্ত ঘটনাটি চেয়ারম্যান শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য্যর লিখিত অভিযোগ মূলে আমতলী থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ | ৩৪ ধারায় ও বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ১০(৩)৯২ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ও এস, ড, পি, ও, বিশালগড় উক্ত মোকদ্দমার তদন্ত কার্য্য তদারকি করেন।

উক্ত ঘটনায় এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। ঘটনায় জড়িত আসামীদের সনাক্তকরণ ও গ্রেপ্তার করার প্রয়াস এবং তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

Statement of the Minister-in-charge of Home Deptt. laid on the Table of the House in reply to the Calling Attention Notice given by Sri Jawhar Saha on :-

"গত ২১শে মার্চ সন্ধ্যায় অমরপুরের বীরগঞ্জ গাঁওসভার অক্ষয় কলোনীতে সি, পি, আই (এম) দলের মদত পুষ্ট A. T. T. F দুর্বৃত্তদের দ্বারা ১) শ্রী অমূল্য দে, ২) শ্রী কৃষ্ণ কুমার দাস এবং ৩) শ্রী চিন্তাহরণ দাসের বাড়ীগুলিতে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা এবং উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পূর্বে ঐ সকল বাড়ীতে ডাকাতি সংঘটিত করে মহিলা শিশুদের মারধর করার ঘটনা সম্পর্কে "

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে গত ২১-৩-৯২ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৬-৩০ মিঃ এর সময় বীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত অক্ষয় কলোনীতে অবস্থিত ১) শ্রীঅমূল্য দে, ২) শ্রীকৃষ্ণকুমার দাস এবং ৩) শ্রী অনিল দাস মহাশয়ের বাড়ীগুলি আগুনে পুড়িয়ে দেয় ফলে প্রায় ২৫ ০০০ টাকার মত সম্পত্তির ক্ষতি হয়। তবে উক্ত অগ্নিকাণ্ডের সময় উক্ত বাড়ীগুলিতে কেহই উপস্থিত ছিলেন না। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি বীরগঞ্জ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৪(৩)৯২ নথিভুক্ত করা হয়।

উপরোক্ত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার কিছু দিন পূর্বে অর্থাৎ গত ১৪ | ১৫-৩-৯২ইং তারিখ রাত্রি অনুমান ৩ | ৪ ঘটিকার সময় কতিপয় অজ্ঞাত নামা দুস্কৃতিকারী সিদ্‌ কেটে শ্রী অমূল্য কুমার দে এবং শ্রী কৃষ্ণ কুমার দে মহাশয়ের ঘরে (যাহা পরে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়) প্রবেশ করে নগদ অর্থ, কাপড়; চোপর, বাসনপত্র ইত্যাদি চুরি করে নিয়ে যায়। দুস্কৃতকারী ঘটনার পর ফিরে যাওয়ার সময় শ্রী অমূল্য কুমার দের ছেলে শ্রীশংকর কুমার দেকে লাঠির দ্বারা আঘাত করে আহত করে পালিয়ে যায়।

উপরোক্ত ঘটনাটি বীরগঞ্জ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭ | ৩৮০ ধারায় মোকদ্দমা নং ২(৩)৯২ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। তদন্তকালে চুরি যাওয়া কিছু সংখ্যক বাসনপত্র ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পাওয়া যায়। লাঠির আঘাতে আহত শ্রী শংকর কুমার দেকে চিকিৎসার জন্য অমরপুর হাসপাতালে পাঠানো হইলে স.ঙ্গ সঙ্গেই চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। তদন্তকালে স্বাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদে দুস্কৃতকারীদের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। উক্ত চুরির ঘটনার পর থেকে বাড়ীর বাসিন্দারা কেহই অক্ষয় কলোনীর বাড়ীতে না থেকে বীরগঞ্জ মৈনাকে তাহাদের আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতে বসবাস করতে থাকে।

উপরোক্ত দুইটি ঘটনায় এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তবে দুস্কৃতকারীদের পরিচিতি জানার এবং গ্রেপ্তারের প্রয়াস অব্যাহত আছে। উক্ত এলাকার স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য V. R. Party সদস্য সহ পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন। ঘটনাসমূহের তদন্ত অব্যাহত আছে।

Statement of the Minister-in-charge of Home Deptt. laid on the Table of the House in reply to the Calling Attention Notice given by Sri Keshab Majumder on :—

"গত ২৬-৩-৯২ ইং রাতে দুস্কৃতকারীদের দ্বারা গর্জি বাজার আক্রান্ত ও লুঠ হওয়া সম্পর্কে।"

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২৬-৩-৯২ইং তারিখ রাত্রি অনুমান ৮-৪৫ মিঃ এর সময় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত গর্জি বাজারের ব্যবসায়ীরা বেচাকেনা শেষ করে যখন হিসাব মিলাইতেছিলেন তখন হঠাৎ করে ২০/২৫ জনের একটি অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতকারী দল দেশী বন্দুক ও অনেক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গর্জি বাজারের ব্যবসায়ীদের উপর হামলা চালায় এবং ব্যবসায়ী শ্রীপ্রনব দাস ও অন্যান্য ১১ জনের দোকান হইতে ভয় ভীতি প্রদর্শন করে নগদ অর্থ, টর্চ, ব্যাটারী, সাবান, ঔষধ ইত্যাদি যার আনুমানিক মূল্য ৪০,০০০ টাকা লুঠ করে নিয়ে যায়। লুটপাট চলাকালীন দুইজন গ্রামবাসী দুস্কৃতকারীদের লাঠির আঘাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে চিকিৎসাতে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

উক্ত ঘটনাটি রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ২৫ (৩) ৯২ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে।

তদন্তে ঘটনাটি স্থানীয় দুবৃর্ত্তদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে বলে প্রকাশ তাহা ছাড়া তদন্তে কয়েকজন দুবৃর্ত্তের নামও প্রকাশ পায়। উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করে মাননীয় আদালতে প্রেরন করা হয়। ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামীদের সনাক্তকরণ এবং গ্রেপ্তার করার প্রয়াস অব্যাহত আছে।

বর্তমানে গর্জি বাজার ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলিতে পাহারার ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত আছে।

Statement of the Minister-in-charge of Home Deptt. laid on the Table of the House in reply to the Calling Attention Notice given by Shri Gopal Ch. Das on :—

"গত ২৭-৩-৯৩ ইং রাতে আঠার ভোলা থেকে উদয়পুর আসার পথে জীপ গাড়ীতে দুবৃর্ত্তদের গুলীতে তিনজন আহত হওয়া সম্পর্কে।"

গত ২৭শে মার্চ ১৯৯২ ইং তারিখ সন্ধ্যার সময় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার কিল্লা থানার অন্তর্গত আঠারভোলা বাজার হইতে টি আর, টি ৩০৪১ জীপগাড়িটি বাজারের লোকজন লইয়া উদয়পুর কিল্লা রাস্তা দিয়ে উদয়পুর আসিবার সময় সন্ধ্যা অনুমান ৭ ঘটিকার সময় কিল্লা থানার অন্তর্গত মনিথাং বাড়ী পৌঁছিলে অন্ধকারের মধ্যে আনুমানিক ২/৩ জন দুস্কৃতকারী দেশীবন্দুক হইতে গুলী করিয়া জীপগাড়িটি থামাইতে চেষ্টা করে। উক্ত গাড়ীর ড্রাইভার অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত গাড়ীটি না থামাইয়া উদয়পুর চলিয়া আসে। দেশী বন্দুক হইতে ছোড়া গুলির আঘাতে উক্ত জীপগাড়ীর আরোহী শ্রীদিলীপ দেবনাথ, শ্রীদেবেন্দ্র দেবনাথ এবং শ্রীশান্তি পাল আহত হন। আঘাত প্রাপ্ত শ্রীদিলীপ দেবনাথ. এবং শ্রীদেবেন্দ্র দেবনাথকে উদয়পুর হাসপাতাল হইতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আহত শান্তি পাল উদয়পুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তাহার আঘাত গুরুতর নহে। ঘটনার খবর পাইয়া উদয়পুর এবং কিল্লা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন এবং দুস্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা চালান। উক্ত ঘটনায় পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ কিল্লা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৪ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ধারায় ৯২নং মোকাদ্দমা নথিভুক্ত করিয়া ঘটনাটি তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

তদন্তে প্রকাশ পায় যে উক্ত ঘটনায় সঙ্গে স্থানীয় দুস্কৃতকারীদের যোগাযোগ আছে।

Statement of the Minister-in-charge of Home Deptt laid on the Table of the house in reply to the Calling Attention Notice given by Shri Gouri Sankar Reang on :—

"গত ২৫শে মার্চ সান্দন পত্রিকার ১ম পাতায় প্রকাশিত" বৈরী আতঙ্কেই ছেচুরিয়ার সেনা সদস্যরা ছায়ার বিরুদ্ধে হাজার রাউণ্ড গুলী ছুড়েছে সংবাদের ঘটনা সম্পর্কে।"

বিগত ২৩-৩-৯২ ইং সন্ধ্যা আনুমানিক ৭-৩০ মিঃ এর সময় সামরিক বাহিনীর একটি দল অম্পি অমরপুর রাস্তা দিয়ে তেলিয়ামুড়ার দিকে যাইবার সময় তেতুইবাড়ী গ্রামে পৌঁছিলে সামরিক বাহিনীর সিপাহী রনজিৎ সিং গুলীবিদ্ধ হইয়া গুরুতর জখম হয়। তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় এবং তেলিয়ামুড়া হইতে আগরতলা জি. বি, হাসপাতালে পাঠানো হইলে আগরতলায় ডাক্তার তাহাকে মৃত বলিয়া ঘোষনা করেন।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অম্পি থানাতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারা মতে ৪ (৩) ৯২ নং কেইস রুজু করিয়া তদন্ত করিতেছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। তদন্ত অব্যাহত আছে।

এ ছাড়া দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসককে ঘটনাটি তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বলা হইয়াছে।

Statement of the Minister-in-charge of Panchayat Deptt. laid on the Table of the House in reply to the Calling Attention Notice given by Sri Gopal Das, Sri Samar Choudhury & Shri Braja Mohan Jamatia on :—

"ডেইলীদেশের কথা।" পত্রিকায় ৩০শে মার্চ, ১৯৯২ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত "পঞ্চায়েতের ভোটার তালিকা : মোহনপুর ব্লকেও অভিযোগ প্রকৃত ভোটার বাদ" শিরোনামায় সংবাদ সম্পর্কে।"

The materials for making statement are indicate below :—

প্রচলিত ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইনের ১৪ থেকে ১৮ ধারা এবং ত্রিপুরা পঞ্চায়েত (নির্বাচন) ১৯৮৪ (হয় পরিচ্ছেদ) মোতাবেক আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রনয়নের কাজ চলিতেছে। ৯ই মার্চ হইতে ২৪শে মার্চ, ১৯৯২ ইং পর্যন্ত বাড়ী বাড়ী লোক গণনা কাজের এবং ভোটার তালিকা প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন হইয়াছে

আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েত নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক সময়সূচী নির্ধারন পূর্বক প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি জারী করা হইয়াছে এবং আগামী ১৩ই এপ্রিল উক্ত ভোটার তালিকা প্রনয়নের কাজ চুড়ান্ত করা হইবে।

উল্লেখ থাকে যে, যাহারা ভারতীয় নাগরিক এবং যাহাদের বয়স ১লা জানুয়ারী, ১৯৯২ ইং তারিখে ১৮ বছরের কম নহে এবং যাহারা সাধারনতঃ এলাকায় বসবাসকারী এই তিনটি শর্ত যাহারা পূর্ণ করিবে কেবলমাত্র তাহারাই যোগ্য ভোটার বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

উপযুক্ত তদন্তক্রমে প্রকাশ পায় যে "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে "মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত লক্ষীলুঙ্গা পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডের একুশজন ভোটারের নাম তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ তাহা সত্য নহে। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে এই লক্ষীলুঙ্গা গাঁও পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডের সাধারন বসবাসকারী নহেন। সেইহেতু তাহাদের নাম লক্ষীলুঙ্গ গাঁও পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের (নির্বাচনীক্ষেত্র) ভোটার তালিকায় উঠে নাই। তদন্তে প্রকাশ পায় যে পত্রিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিগণ লক্ষীলুঙ্গা পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের বসবাসকারী নিয়োগপ্রাপ্ত গণনাকারী তাহাদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে

গেলে তাহারা গণনাকারীকে বাধা দেন এবং তাদের নাম উক্ত ৫ নং নির্বাচনী ক্ষেত্রের ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ করিবার জন্য অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

আইন অনুযায়ী ভোটার তালিকা সমূহে কাহারও কোন দাবী বা আপত্তি থাকিলে ইলেক্টরাল রেজিষ্ট্রেশন অফিসার (পদাধিকার বলে বি, ডি, ও) এর নিকট নির্দিষ্ট ফর্মে আগামী ৬ই থেকে ৮ই এপ্রিল, ১৯৯২ ইং এর মধ্যে তাহা পেশ করিতে পারেন। খসড়া ভোটার তালিকা আগামী ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৯২ ইং প্রকাশিত হইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলকেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে সঠিক ও যথাযথভাবে বাড়ী বাড়ী গণনা কাজের মাধ্যমে উপযুক্ত এবং প্রকৃত ভোটারদের তালিকা প্রনয়ন করা হয়। ইহাতে কোন প্রকার কারচুপির অবকাশ নাই।

অতএব ৩০শে মার্চ, ১৯৯২ ইং তারিখে "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় প্রকাশিত পঞ্চায়েতের ভোটার তালিকায় মোহনপুর ব্লকেও অভিযোগ প্রকৃত ভোটার বাদ শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদটি সঠিক নয়।

ANNEXURE—"D"

Admitted Starretd Question No. 137 (Postponed)

Name of M. L. A. :— Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of Appointment and Services Department be pleased to state :—

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কোন দপ্তরে কতজন সরকারী কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছেন ; এবং

২। যারা ছাঁটাই হয়েছেন তাদেরকে চাকুরীতে পুর্ণবহাল করা হবে কিনা ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Appointment & Services Department.

(S. R. Barman)
Chief Minister.

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অর্থ দপ্তরের অধীনে স্বল্প সঞ্চয় অধিকারে ১ (এক) জন ও শক্তি দপ্তরে ২ (দুই) জন মোট ৩ (তিন) জন কর্মচারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে ;

২। পুনর্বহালের কোন সুযোগ নাই।

Postponed unstarred Question No. 32

Name of the **Member :— Sri Samar Choudhury,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be please to state :—

QUESTION

১। জোট সরকার ১৯৮৮ ইং অর্থিক বছরে কোন কোন খাতে এবং পরিকল্পনার কোন কোন স্কীমে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদকে কত অর্থ প্রদান করিয়াছেন ;

২। এই সকল অর্থ থেকে কত টাকা রাজ্য সরকারের প্রশাসনের সহায়তা (ইমপ্লিমেটিং এজেন্সি) রূপে কাজ নিয়ে ব্যয় করার দায়িত্ব রয়েছে ;

৩। উক্ত অর্থ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ ইং সাল পর্য্যন্ত কত টাকা অব্যয়িত রয়েছে ?

ANSWER

১। ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার জেলা পরিষদকে বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন স্কীমে যে যে টাকা প্রদান করিয়াছেন এতৎ সঙ্গে তাহার একটি তালিকা প্রদান করা হইল।

২। তন্মধ্যে মং ২৭২০·৪২ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারের প্রশাসনের সহায়তা (ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি) রূপে কাজ করার জন্য ১৯৮৮-৮৯ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রদান করা হইয়াছে। এতৎ সঙ্গে পরিকল্পনার কোন খাতে কত টাকা কাজ করার জন্য দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরন সঙ্গীয় তালিকায় (৫নং কলমে) দেওয়া হইল।

৩। উক্ত অর্থ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ ইং সাল পর্য্যন্ত মং ১৪৮৭·৬৫ লক্ষ টাকা অব্যায়িত রয়েছে।

STATEMENT SHOWING FUNDS RECEIVED BY THE ADC FROM DIFFERENT DEPARTMENTS OF THE STATE GOVERNMENT AND ALSO FUNDS PLACED WITH IMPLEMENTING AGENCIES FOR DEVELOPMENT WORKS OF VARIOUS SCHEME FOR THE YEAR 1988-1989

Sl. No	Department.	Scheme	Rupees in Lakhs		
			Fund received by ADC from State Govt. upto 31-3-1989.	Funds placed with implementing Agencies upto 28.2 89	Balance if any. Rupees in lakh.
1	2	3	4	5	6
1.	Education General (School).	Elementary Education	Rs. 1068 45	Rs. 1420·02	×
2.	Social Education.	Sports & Youth Services	Rs. 110 00	——— ——	×
3.	Rural Development.	S R.E.P., CREP & NREP.	Rs. 152·72	Rs. 127·72	Rs. 25 00
4.	—do—	Water Supply & Sanitation.	Rs. 41·91	Rs. 21·53	Rs 20·38
5.	Industries Deptt.	Industrial Schemes.	Rs. 28·05	Rs. 37 34	×
6.	Fishery Deptt	Fishery Dev. Schemes	Rs. 87·40	Rs. 105·71	×
7·	Forest Deptt.	Forestry Schmes.	Rs. 35·00	Rs 50·48	×
8.	Agriculture Deptt.	Agriculture Schemes	Rs. 20 00	Rs 122·82	×
9.	P.W D. (I.F.C. & PHE)	Irrigation & Flood Control	Rs. 172·25	Rs. 292·26	×
10.	Animal Husbandry.	Animal Husbandry schemes	Rs. 62·00	Rs. 90·22	×
11.	Public Works Deptt.	Communication	Rs 20·00	Rs. 40·00	×
12.	Public Health Deptt.	Health & Rural Sanitation.	Rs. 35·00/	Rs. 73·59	×
13.	Co-operation Deptt.	Co-operation Schemes	Rs. 8·00	Rs. 15·88	×
14.	Tribal Welfare Deptt.	Tribal Dev. Schemes	Rs. 1501·60	Rs. 111·58	Rs. 1390·02
15.	—do—	Border Dev. Project	Rs. 250·00	Rs. 199·05	Rs. 50·95
16.	Public Relation & Cultural Affairs	Publicity & Information.	Rs. 3·00	Rs. 12·01	×
		Total :	Rs. 3595·38	Rs.2720·24	Rs. 1486·35

LIST OF TOTAL NUMBER OF VEHICLES PURCHASED BY THE GOVERMENT OR GOVERNMENT UNDERTAKINGS DURING THE PERIOD FROM FEBRUARY, 1988 TO JULY, 1989.

Sl. No.	Name of Departments Undertakings	No. of vehicles purchased	Expenditure there of	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Director General of Fire Service.	7	Rs. 25,60.891·60	
2.	District Magistrate (West)	1	Rs 97,938·45	
3.	Directorate of Planning	4	Rs. 4,74,681·92	
4.	S. A. Department	24	Rs. 28,77,429·56	
5.	Labour Directorate	2	Rs. 2.83,070 04	
6.	Tripura Public Service Commission	1	Rs. 1.27,235·45	
7.	District & Session Judge (North)	1	Rs. 2,58,054·90	
8.	Land Records & Settlement	1	Rs. 87,971·80	
9.	District Magistrate (South)	2	Rs. 2,48,300·87	
10.	Tripura Kadhi & Industry Board	1	Rs. 1,31,036·00	
11.	Tripura Tea Development Corporation	2	Rs. 2,74,950·00	
12.	Directorate of Welfare for ST.	1	Rs. 1,20,393·00	
13.	Register, Co-operative	4	Rs. 4,04,729·00	
14.	B.D.O., Dumburnagar Block	1	Rs. 1,31,036·00	
15.	Director, Employment & Manpower	1	Rs. 1,24,000·00	
16.				
17.	Director General of Police, Agartala	63	Rs. 1,03,10,414·10	

(Contd. to page No 146)

1	2	3	4	5	6
18.	Higher Education		3	Rs. 4,44,669·34	
19.	Tripura Road Transport Corporation		27	Rs. 31 43,800·00	
20.	Information Cultural Affairs & Tourism		2	Rs. 3,07,765·74	
21.	Social Education		2	Rs. 3,11,453,00	
22.	Director, Health Services		3	Rs. 3,91,815·90	
23.	Director, Fishieries		2	Rs. 3,55,892·22	
24.	Notified Area Authority, Sonamura		1	Rs. 1,77,795·00	
25.	Tripura State Social Advisory Board		1	Rs. 1,54,545·10	
26.	Tripura Forest Cevelopment & Plantation Corporation Ltd.		4	Rs. 7,37,771·77	
27.	Suptd. Engineer, MIFC		1	Rs. 1,16,982·04	
28.	Law Department		6	Rs. 7,71,192·47	
29.	Director of TRP & PGP		3	Rs. 4,04,984·84	
30.	Executive Engineer, Amarpur		1	Rs. 1,31,036·00	
31.	Chief Conservator of Forest		5	Rs. 8,35,414·05	
32.	School Education		8	Rs. 10,48,288·06	
33.	Chief Engineer, Public Works Deptt.		16	Rs. 20,96,576·12	
34.	Agricultural Department		20	Rs. 28,37,286·32	
35.	Chief Engineer, I. F. C		5	Rs. 5,65,139·76	
36.	Direcior, Animal Husbandry		3	Rs. 3,91,815·90	
		TOTAL	230	Rs. 3,37,36,356 28	

Postponed unstarred Question No. 35

Name of member :— Sri Samar Choudhury.

Minister-in-charge - Chief Minister.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be please to state :—

QUESTION

১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে কোন খাতে কত টাকা দিয়াছিলেন এবং ১৯৮৯-৯০ বছরে এখন পর্য্যন্ত কোন খাতে কত টাকা দিয়াছেন ?

ANSWER

১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা উপজাতি জেলা পরিষদকে যথাক্রমে মং ৩৫৯৫·৩৮ লক্ষ এবং মং ৩০,৫৯,১৪·৪৩০ টাকা বিভিন্ন খাতে প্রদান করিয়াছেন। তাহার পূর্ন বিবরণ এতৎ সঙ্গে দেওয়া হইল।

Details of funds received from the different Deptts. of State Government during the year 1988-89.

Sl. No.	Name of Deptt.	Scheme.	Amouut paid to A.D.C. (Rs. in lakh)
1	2	3	4
1.	Education General (School.)	Elementary Education	Rs. 1068·45
2.	Social Education.	Sports & Youth Prgoramme.	Rs. 110·00
3.	Rural Development Deptt.	SREP, & CREP & NRRP.	Rs. 152·72
4.	- do -	Water Supply & Sanitation.	Rs. 41·91

5.	Industries Deptt.	Industrial Scheme.	Rs. 28·05
6.	Fishery Deptt.	Fishery Dev. Scheme.	Rs 87·40
7.	Forest Deptt.	Forestry Scheme.	Rs. 35·00
8	Agriculture Deptt.	Agriculture Scheme	Rs. 20 00
9.	P.W. Deptt (I F.C. & P.H.E.)	Irregation & Flood Control.	Rs 172·25
10.	Animal Husbandry Deptt	Animal Husbandry Scheme.	Rs. 62·00
11.	P.W. Deptt.	Communication	Rs, 20·00
12.	P.W. Deptt.	Health & Rural Sanitation.	Rs. 35·00
13.	Co-operation Deptt.	Co-operation Scheme.	Rs. 8·00
14.	T.W. Deptt.	Tribal Development Scheme	Rs. 1501·60
15.	- do -	Border Dev. Project.	Rs. 250·00
16.	Public Relation & Cultural.	Publicity & Information.	Rs. 03 00
			Rs. 3595.38 Lakh.

Postponed Question No. 35

Details of funds received from the different Deptt. of State Govt. during the year 1989-90.

Sl. No.	Name of Deptt.	Scheme.	Amount paid to the A.D.C.
1	2	3	4
1.	Education Deptt. (School)	Education Scheme.	Rs. 5,34,31,190/-
2	Education Deptt. (Social Education).	Nutrition Programme.	Rs 1,90,26,000/-

3.	Rural Dev Deptt.	S.R E.P.	Rs.	74,00,000/-
4.	Industry Deptt.	Industrial Schme.	Rs.	6,00 000/-
5.	Fishery Deptt.	Fishery Dev. Scheme.	Rs.	68,47,000/-
6.	Forest Deptt.	Forestry Scheme.	Rs.	35,00,000/-
7.	Agriculture Deptt.	Agricultural Scheme.	Rs.	6,00,000/-
8.	P.W. Deptt (M.I.F.C.)	Minor Irrigation & Flood Control.	Rs.	1,76,00,000/-
9.	Animal Husbandry Deptt.	Animal Husbandry Scheme.	Rs.	65,16,000/-
10.	P.W. Deptt.	Communication	Rs.	1,00 000/-
11.	Public Health Deptt.	Public Health & Sanitation.	Rs.	×
12.	Co-operation Deptt.	Co-operation Schemes i.e. Subsidy of Lamps purchase of power-tiller etc.	Rs.	8,00,000/-
13.	Information, Cultural Affairs & Tourism.	Information & Publicity	Rs.	3,00,000/-
14.	Tribal Welfare Deptt.	Tribal Dev. Scheme including Sales Taxes.	Rs.	18,92.04,240/-
		Total	Rs.	30,59,24,430/-